শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার-

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-

'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা

— — — —

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট-

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠক্কুর-প্রণীত-

'বিদ্বদ্রঞ্জন'-নাম-বিশদ-ভাবাভাষ্য-সহিতা চ

— — — — — —

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

সম্পাদিতা

—•—

তৃতীয়-সংস্করণম্

...কাতা-নগর্য্যাং শ্রীগৌড়ীয়মঠতঃ আচার্য্যত্রিকেণ ভক্তিশাস্ত্রিণা ...গবতরত্নোপাধিকেন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভান্যতম-সম্পাদকেন

শ্রীকুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণেন

প্রকাশিতা চ।

———

হৃষীকেশাখ্যে মাসি ৪৪৬ গৌরাব্দাঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বি, এ ইত্যুপাধ্যেন
শ্রীমদনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারিণ
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ইত্যাখ্যে যন্ত্রে
মুদ্রিতং।

ভাষ্যকারের বিবরণ

গীতাশাস্ত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে। ভারতীয় প্রধান আচার্য্যগণ সকলেই শ্রুতি-ভাষ্য, বেদান্তসূত্র-ভাষ্য ও গীতা-ভাষ্য রচনা করেন। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায় যদিও শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির সাম্প্রদায়িক অধস্তন-পরিচয়ে পরিচিত, তথাপি গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিতকুল গৌরপার্ষদানুমোদিত ভাষ্যে অধিকতর প্রীতি লাভ করেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য্য। তাঁহার বেদান্ত-ন্যায়ানুমোদিত শ্রীমধ্বানুগত্য অতুলনীয়। গৌড়দেশের উপকণ্ঠে উৎকলদেশে বালেশ্বর উপবিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকট একটি পল্লীতে ভাষ্যকারের জন্ম হয়।

ভাষ্যকার শৌক্র বৈশ্যকুলোদ্ভূত কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে প্রথমে ভাস্করালোক সন্দর্শন করেন। পরে দৈক্ষ্য-সাবিত্র্যকুলে গৃহীত হইয়া সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ভাষ্যকার বিরক্তশিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভ করেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তস্যমন্তকের লেখক এবং শ্রীরসিকানন্দ মুরারির পৌত্র এবং সেবক শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। রসিকানন্দ মুরারি ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্ব পুরুষ। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। আবার

শ্রীশ্যামানন্দ পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীবের
গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীরূপ ও তদীয় গুরু শ্রীসনাতন। শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যদেবের সহচর।

ভাষ্যকার যে একমাত্র গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন, এরূপ নহে।
১৬৮৬ শকাব্দে শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্কলিত 'স্তবাবলীর টীকা' প্রণয়ন
করেন। ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ভাষ্য লিখিয়া সুধী-
মণ্ডলীর নিকট পরমাদরের বস্তু হইয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যের তাঁহার নিজকৃত
একটী টীকাও আছে। এতদ্ব্যতীত 'ভাষ্যপীঠক' নামে একখানি গ্রন্থ
রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।
সিদ্ধান্তরত্নের একটী টীকাও ভাষ্যকার রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত
দশোপনিষদ্-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্যের ভাষ্য
কয়েকটী সংস্করণে বৈষ্ণব-শ্রীকর-কমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্ত-
দর্পণ নামক গ্রন্থ, প্রমেয়রত্নাবলী, কাব্যকৌস্তুভ গ্রন্থ ও সাহিত্য-
কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী নামক গ্রন্থ-সমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়
দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী-টীকা, ছন্দ-
কৌস্তুভ-ভাষ্য, লঘুভাগবতামৃত-টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ
রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা আমাদের
হস্তগত হয় নাই। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাও তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য-
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার-
গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের নাটক-চন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন।
প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যেরূপ 'শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জন' পরিচয়
দিয়া আচার্য্য শ্রীপাদ জীবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সঞ্চয় করেন, অধুনাতন
কালে জাতিগোস্বামিসম্প্রদায়ের কতিপয় সহজিয়া চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অনুগত
অভিমানে প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মাবলম্বনে ভাষ্যকারের প্রতি নানাপ্রকার
অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিরয়গামী হয়। যে সকল মতিচ্ছন্ন

শৌক্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণব্রুব "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"—এই স্মৃতি-বাক্য গোপন করিয়া
আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব'-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন,
তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ-ব্রুবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্ম-
গ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে।
তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়া। বিদ্যাভূষণ
মহাশয়ই এই কল্পিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক্র
ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র
এই সকল মতবাদের বিরোধী বৃত্তবর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন।
মহাভারতের স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোস্বামি-গ্রন্থ, আগম-
প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের
আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুল শ্রৌত পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া-
ছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর
প্রভৃতি আচার্য্যকুল বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুঞ্জরদন্ত ভগ্ন করিয়া
দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তিপথেরই নামান্তর! তর্কপন্থা বহির্ম্মুখ নাস্তিক-
সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত। গীতা-পাঠক এই সকল আলোচনা
করিলেই পরমার্থ-সুগম-পথের পথিক হইতে পারিবেন।

ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস,
শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পরমহংস-পথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম
প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

———•———

সূচীপত্র

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদি চরণ-ক্রম)

অ

অপরে নিয়তাহারাঃ ৪।৩০। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ৭।৫। অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকম্ ১।১০।অপানে জুহ্বতি ৪।২৯। অপি চেৎ সুদুরাচারো ৯।৩০ অপি চেদসি পাপেভ্যঃ ৪।৩৬। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য ১।৩৫। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ ১৪।১৩। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো ১৭।১১। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ ১৬।১। অভিসন্ধায় তু ফলম্ ১৭।১২। অভ্যাস-যোগযুক্তেন ৮।৮। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি ১২।১০। অমানিত্বমদম্ভিত্বম্ ১৩।৮। অমী চ ত্বাং ১১।২৬। অমী হি ত্বাং ১১।২১। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো ৬।৩৭। অয়নেষু চ সর্ব্বেষু ১।১১। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ ১৮।২৮। অবজানন্তি মাং মূঢাঃ ৯।১১। অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ ২।৩৬। অবিনাশি তু ২।১৭। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু ১৩।১৭। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ২।২৮। অব্যক্তাদ্-ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ ৮।১৮। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ ৮।২১। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং ২।২৫। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং ৭।২৪। অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ১৭।৫। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ২।১১। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ৯।৩। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং ১৭।২৮। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং ১০।২৬। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র ১৮।৪৯। অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ ১৩।১০। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে ১৬।৮। অসৌ ময়া হতঃ ১৬।১৪। অসংযতাত্মনা যোগো ৬।৩৬। অসংশয়ং মহাবাহো ৬।৩৫। অস্মাকং তু বিশিষ্টা ১।৭। অহঙ্কারং বলং...সংশ্রিতাঃ ১৬।১৮। অহঙ্কারং বলং...পরিগ্রহম্ ১৮।৫৩। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ ৯।১৬। অহমাত্মা গুড়াকেশ ১০।২০। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা ১৫।১৪। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ ১০।৮। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ৯।২৪! অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬।২। অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ ১০।৫। অহো বত মহৎ পাপং ১।৪৪।

আ

আখ্যাহি মে কো ভবান্ ১১।৩১। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি ১৬।১৫। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ১৬।১৭। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র ৬।৩২।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ ১০।২১। আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং ২।৭০। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ ৮।১৬। আয়ুধানামহং বজ্রং ১০।২৮। আয়ুসত্ত্ববলারোগ্য- ১৭।৮। আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং ৬।৩। আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩।৩৯। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ ১৬।১২। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ২।২৯। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ ১৬।২০। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ১৭।৭। আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে ১০।১৩।

ই

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ৭।২৭। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং ১৩।৭। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ১৩।১৯। ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং ১৫।২০। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ১৮।৬৩। ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবঃ ১১।৫০। ইত্যহং বাসুদেবস্য ১৮।৭৪। ইদন্তু তে গুহ্যতমং ৯।১। ইদন্তে নাতপস্কায় ১৮।৬৭। ইদমদ্য ময়া লব্ধং ১৬।১৩। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪।২। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ১৩।২। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ৩,৩৪। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং ২।৬৭। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ৩।৪২। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ ৩।৪০। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং ১৩।৯। ইমং বিবস্বতে যোগং ৪।১।ইষ্টান্ ভোগান্ হি ৩।১২। ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং ১১।৭। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো ৫।১৯।

ঈ

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ১৮।৬১।

উ

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং ১০।২৭। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ১৫।১০। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ ১৫।১৭। উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং ১।৪৩। উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ৩।২৪। উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে ৭।১৮। উদাসীনবদাসিনো ১৪।২৩। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং ৬।৫। উপদ্রষ্টানুমন্তা ১৩।২৩।

ঊ

ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ ১৪।১৮। ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখম্ ১৫।১।

ঋ

এ

ও

ক

গ

চ

জ

ত

দ

ধ

ন

অধ্যায়
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
পঞ্চম
ষষ্ঠ
সপ্তম
অষ্টম
নবম
দশম
একাদশ
দ্বাদশ
ত্রয়োদশ
চতুর্দ্দশ
পঞ্চদশ
ষোড়শ
সপ্তদশ
অষ্টাদশ
উপসংহার

কর্ম্মাণি ৯।৯। ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ১।৩০। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি ১।৩১। ন চৈতদ্ বিদ্মঃ ২।৬। ন জায়তে ম্রিয়তে বা ২।২০। ন তদস্তি পৃথিব্যাং ১৮।৪০। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ১৫।৬। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ ১১।৮। ন ত্বেবাহং জাতু ২।১২। ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম ১৮।১০। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫।২০। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ৩।২৬। নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ১১।২৪। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ১১।৪০। ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ৪।১৪। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ ৭।১৫। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ৩।২২। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ১০।২। ন রূপমস্যেহ ১৫।৩। ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ১১।৪৮। নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ১৮।৭৩। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩।৫। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং ৪।৩৮। ন হি দেহভৃতাং শক্যং ১৮।১১। ন হি প্রপশ্যামি মম ২।৮। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ৬।১৬। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ৫।১৫। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং ১০।৪০। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং ১৪।১৯। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪।৩২। নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ২।১৬। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ২।৬৬। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য ৭।২৫। নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১।৫৩। নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ১৮।৭। নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং ৩।৮। নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮।২৩। নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪।২১। নির্ম্মান-মোহাঃ ১৫।৫। নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ১৮।৪। নেহাভিক্রমো নাশোঽস্তি ২।৪০। নৈতে সৃতী পার্থ ৮।২৭। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ২।২৩। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ৫।৮। নৈব তস্য কৃতেনার্থো ৩।১৮।

প

পঞ্চৈতানি মহাবাহো ১৮।১৩। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ৯।২৬। পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ৮।২০। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ১০।১২। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ১৪।১। পরিত্রাণায় সাধূনাং ৪।৮। পবনঃ পবতামস্মি

১০।৩১। পশ্য মে পার্থ রূপাণি ১১।৫। পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ ১১।৬। পশ্যামি দেবাংস্তব দেব ১১।১৫। পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ১।৩। পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো ১।১৫। পাপ-মেবাশ্রয়েদস্মান্ ১।৩৬। পার্থ নৈবেহ নামুত্র ৬।৪০। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ১১।৪৩। পিতাহমস্য জগতো ৯।১৭। পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ ৭।৯। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ১৩।২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ৮।২২। পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং ১০।২৪। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ৬।৪৪। পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং ১৮।২১। প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ ১৪।২২। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী ১৩।২০। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ১৩।১। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য ৯।৮। প্রকৃতের্গুণ-সংমূঢ়াঃ ৩।২৯। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ৩।২৭। প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ১৩।৩০। প্রজহাতি যদা কামান্ ২।৫৫। প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু ৬।৪৫। প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন ৮।১০। প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ ৫।৯। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যা ৮।৩০। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ ১৬।৭। প্রশান্তমনসং হ্যেনং ৬।২৭। প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ৬।১৪। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং ২।৬৫। প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং ১০।৩০। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ৬।৪১।

ব

বক্তুমর্হস্যশেষেণ ১০।১৬। বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা ১১।২৭। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য ৬।৬। বলং বলবতামস্মি ৭।১১। বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ১৩।১৬। বহূনাং জন্মনামন্তে ৭।১৯। বহূনি মে ব্যতীতানি ৪।৫। বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ ১১।৩৯। বাসাংসি জীর্ণানি যথা ২।২২। বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা ৫।২১। বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ৫।১৮। বিধিহীনমসৃষ্টান্নং ১৭।১৩। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ১৮।৫২। বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ২।৫৯। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাৎ ১৮।৩৮। বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০।১৮। বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ ২।৭১। বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং ৭।১০। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ

র

ল

শ

স

হ

শ্লোকসমূহের তৃতীয় চরণের সূচী।

অ

অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে ৯।৩। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং ৬।৩৭। অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম ১৮।২৩। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ ১৭।১৭। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং ২।৮। অবিভক্তং বিভক্তেষু ১৮।২০। অব্যক্তনিধনান্যেব ২।২৮। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং ১২।৫। অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫।২৬। অভ্যাসযোগেন ততো ১২।৯। অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ১৮।৩৬। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ৬।৩৫। অভ্যেতি তৎসর্ব্বমিদং ৮।২৮। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য ৪।৭। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ ৯।১৯। অযথাবৎ প্রজানাতি ১৮।৩১। অযুক্তকামকারেণ ৫।১২। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ ১।৮। অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্ ১৫।৩। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু ১০।৩। অসংশয়ং সমগ্রং মাং ৭।১। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব ১৩।১৫। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম ৩।১৯। অসংকৃতমবজ্ঞাতং ১৭।২২। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ১৭।২৮। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ ১০।১৩। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ ৭।৬। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো ১৮।৬৬। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ৭।৪। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা ৩।২৭। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ১০।২০। অহমাদির্হি দেবানাং ১০।২। অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ১০।৩৩।

আ

আগমাপায়িনো ২।১৪। আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ ১৬।২২। আচার্য্যমুপসঙ্গম্য ১।২। আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ ১।২৬। আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ১।৩৩। আচার্য্যোপাসনং শৌচং ১৩।৮। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য ৩।১৭। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ ২।৫৫। আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি ৪।৪১। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা ২।৬৪। আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ ৪।২৭। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ৬।২৫। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ ৬।৫। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ৫।২২। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী ৭।১৬। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ ২।২৯। আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ ১১।৫০। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা ৭।১৮। আহারা রাজসস্যেষ্টা ১৭।৯।

ই

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ১৭।১২। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং ১০।৮। ইতি মাং যোঽভিজানাতি ৪।১৪। ইদমস্তীদমপি মে ১৬।১৩। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ ১১।৫১। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ১০।২২। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ ১৩।৬। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি ২।৬০। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য ২।৫৮। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ৫।৯। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা ৩।৬। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি ২।৪। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ১৮।৬৪।

ঈ

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা ৬।২৯। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী ১৬।১৪। ঈহন্তে কাম-ভোগার্থম্ ১৬।১২।

উ

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ১৭।১০। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ ১।৪২। উদাসীনবদাসীনমসক্তং ৯।৯। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং ৪।৩৪। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ ৬।১২। উপৈতি শান্তরজসং ৬।২৭। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ ১।২৫। উভয়োরপি দৃষ্টো ২।১৬। উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ ২।১৯।

ঋ

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি ১১।৩২।

এ

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ৫।৫। একত্বেন পৃথক্ত্বেন ৯।১৫। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ ৫।৪। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া ৮।২৬। একাকী যতচিত্তাত্মা ৬।১০। একোঽথ বাপ্যচ্যুত ১১।৪২। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ ১৩।১২। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন ১৩।৭। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ১৩।২। এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে ৬।৪২। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ ১৫।২০। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি ১৩।১। এতস্যাহং ন পশ্যামি ৬।৩৩।

অধ্যায়
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
পঞ্চম
ষষ্ঠ
সপ্তম
অষ্টম
নবম
দশম
একাদশ
দ্বাদশ
ত্রয়োদশ
চতুর্দশ
পঞ্চদশ
ষোড়শ
সপ্তদশ
অষ্টাদশ
উপসংহার

ঐ

ক

গ

ছ

জ

ঝ

ত

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং ১০।৪১। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি ৪।১৬। তত্র চন্দ্রমসং ৮।২৫। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ৮।২৪। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ১৮।৭৮। তথা তবামী নরলোকবীরাঃ ১১।২৮। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ২।১৩। তথাপি ত্বং মহাবাহো ২।২৬। তথা প্রলীনস্তমসি ১৪।১৫। তথা শরীরাণি বিহায় ২।২২। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ৯।৬। তথৈব নাশায় বিশন্তি ১১।২৯। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় ৩।৯। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং ২।৬৭। তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ ৯।২৬। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং ২।৫২। তদেকং বদ নিশ্চিত্য ৩।২। তদেব মে দর্শয় ১১।৪৫। তদোত্তমবিদাং লোকান্ ১৪।১৪। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি ২।৭০। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ১৪।৭। তমস্যেতানি জায়ন্তে ১৪।১৩। তমেব চাদ্যং পুরুষং ১৫।৪। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ ৩।৩৪। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ ৫।২। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব ২।৫০। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ৩।১৫। তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ২।৩০। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু ৮।২৭। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ২।২৭। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ২।৩৭। তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং ২।২৫। তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ১।৩৬। তস্য কর্ত্তারমপি মাং ৪।১৩। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং ৭।২১। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি ৬।৩০। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ৬।৩৪। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ৮।১৪। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ ৩।২৯। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ৪।৫। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ২।৪৬। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং ১৪।৪। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ ১৪।২৪। তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব ১৩।২৬। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ৯।২৩। তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ ১১।৩০। তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং ১১।৪৭। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ ৭।২৮। তেনৈব রূপেণ ১১।৪৬। তে পুণ্যমাসাদ্য ৯।২০। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব ১২।৪। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ ৭।২৯। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং ৯।২২। তেষাং নিষ্ঠা তু ১৭।১। তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং ৫।১৬। তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো ৩।১২। ত্বত্তঃ

কমলপত্রাক্ষ ১১।২। ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ৬।৩৯। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত- ১১।১৮। ত্যক্ত্বা দেহং ৪।৯। ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ ১৮।১। ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো ১৮।১০। ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ১৮।৪।

দ

দদামি বুদ্ধিযোগং তং ১০।১০। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ ১৭।৫। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং ১৬।২। দর্শয়ামাস পার্থায় ১১।৯। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ ১৬।১। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ১৭।২৫। দানমীশ্বরভাবশ্চ ১৮।৪৩। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ ১১।৮। দিশো ন জানে ন লভে ১১।২৫। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং ১৭।২১। দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং ১১।২০। দৃষ্ট্বা হি ত্বাং ১১।২৪। দেবা অপ্যস্য রূপস্য ১১।৫২। দেবান্ দেবযজো যান্তি ৭।২৩। দেশে কালে চ পাত্রে চ ১৭।২০। দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ১৬।৬। দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ১১।৩। দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ ১৫।৫।

ধ

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ৪।৮। ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ২।৩১। ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু ৭।১১। ধর্ম্মে নষ্টে কুলং ১।৩৯। ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ১।৪৫। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ ১।২৩। ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ ১।১৭। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ১২।১২। ধ্যানযোগপরো নিত্যং ১৮।৫২।

ন

ন কর্ম্মফলসংযোগং ৫।১৪। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ১।৩১। নকুলঃ সহদেবশ্চ ১।১৬। ন চ সন্ন্যসনাদেব ৩।৪। ন চাতি স্বপ্নশীলস্য ৬।১৬। ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ ২।৬৬। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ১৮।৬৭। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ৩।১৮। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ২।২৩। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ ২।১২। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ১০।৩৯। ন তু মামভিজানন্তি ৯।২৪। ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ ১১।৪৩। ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ১৪।২২। নবদ্বারে পুরে দেহী ৫।১৩। ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাঃ ১৮।৩৫।

অধ্যায়
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
পঞ্চম
ষষ্ঠ
সপ্তম
অষ্টম
নবম
দশম
একাদশ
দ্বাদশ
ত্রয়োদশ
চতুর্দশ
পঞ্চদশ
ষোড়শ
সপ্তদশ
অষ্টাদশ
উপসংহা

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ১।১৯। নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ ১১।৩৫। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা ৯।১৪। নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ ১১।৩৯। ন যোৎস্য ইতি ২।৯। নরকে নিয়তং বাসো ১।৪৩। ন শৌচং নাপি চাচারো ১৬।৭। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ১৬।২৩। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ ৬।৪০। ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং ১০।১৪। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ১৩।২৯। ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো ৬।২। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং ৬।১১। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ৩।২২। নানাবিধানি দিব্যানি ১১।৫। নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্ব্বে ১।৯। নান্তং ন মধ্যং ১১।১৬। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ ৮।১৫। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ২।৫৭। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ৪।৪০। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪।৩১। নায়কা মম সৈন্যস্য ১।৭। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো ১০।১১। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্ ১৩।১০। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ ২।২৪। নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং ১৮।৩৯। নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ২।৩৬। নিবধ্নন্তি মহাবাহো ১৪।৫। নিবসিষ্যসি ময্যেব ১২।৮। নিমিত্তানি চ পশ্যামি ১।৩০। নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ৫।১৯। নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থো ২।৪৫। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো ৫।৩। নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু ১১।৫৫। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স ২।৭১। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ…ক্ষমী ১২।১৩। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা ৩।৩০। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো ৬।১৮। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ ১।৩৫। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং ১৮।৪৯। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা ১৮।১৫।

প

পতন্তি পিতরো হ্যেষাং ১।৪১। পরং ভাবম্……মম ভূত ৯।১১। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়ম্ ৭।২৪। পরমং পুরুষং দিব্যং ৮।৮। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো ১৩।২৩। পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং ১।১০। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ ৩।১১। পরস্যোৎসাদনার্থং বা ১৭।১৯। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ১৮।৪৪। পরিণামে বিষমিব ১৮।৩৮। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন ১৮।১৬। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ ৫।৮।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং ১১।১৭। পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং ১১।১৯। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং ৩।৪১। পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি ১০।২৯। পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ ১১।৪৪। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ ১।৫। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ ১০।১২। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ১৩।২১। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ ১৫।১৩। পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খম্ ১।১৫। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি ৩।৩৩। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় ৪।৬। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ ১০।২৮। প্রণবঃ সর্ব্ব-বেদেষু ৭।৮। প্রণম্য শিরসা দেবং ১১।১৪। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে ১৭।৪। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং ৯।২। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ১৭।২৪। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ১।২০। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং ৯।১৮। প্রভবন্ত্যুগ্র-কর্ম্মাণঃ ১৬।৯। প্রমাদমোহৌ তমসো ১৪।১৭। প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিঃ ১৪।৮। প্রয়াণকালেঽপি চ মাং ৭।৩০। প্রয়াণকালে চ কথং ৮।২। প্রয়াতা যান্তি তং কালং ৮।২৩। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা ১৭।২৬। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ১৮।৩৪। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু ১৬।১৬। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু ২।৬৫। প্রাণাপানগতীরুদ্ধ্বা ৪।২৯। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ ১৫।১৪। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা ৫।২৭। প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ১০।১৯। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ ৭।১৭। প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে ১৮।১৯। প্রোচ্যমানমশেষেণ ১৮।২৯।

ব

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি ১৮।৩০। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি ২।৬১। বশ্যাত্মনা তু যততা ৬।৩৬। বসূনাং পাবকশ্চাস্মি ১০।২৩। বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ ৪।১০। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ ২।৪১। বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং ১১।২৩। বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি ১১।৬। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ৭।১৯। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব ১৩।২০। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ৫।২৮। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তম্ ১১।৩১। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং ১৩।২৮। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ২।১৭। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ ৪।১। বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ ১৩.১১। বিবিধাশ্চ পৃথক্

অধ্যায়
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
পঞ্চম
ষষ্ঠ
সপ্তম
অষ্টম
নবম
দশম
একাদশ
দ্বাদশ
ত্রয়োদশ
চতুর্দ্দশ
পঞ্চদশ
ষোড়শ
সপ্তদশ
অষ্টাদশ
উপসংহার

ম

য

অধ্যায়
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
পঞ্চম
ষষ্ঠ
সপ্তম
অষ্টম
নবম
দশম
একাদশ
দ্বাদশ
ত্রয়োদশ
চতুর্দশ
পঞ্চদশ
ষোড়শ
সপ্তদশ
অষ্টাদশ
উপসংহার

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তিঃ ২।৩৪।। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫।২৪। স যৎ প্রমাণং কুরুতে ৩।২১। স সংন্যাসী চ যোগী ৬।১। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে ১৪।২। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ ৪।৩৩। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব ৪।৩৬। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ ১২।১১। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুঃ ১৮।২। সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ ৩।৩২। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে ১৩।১৪। সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ ১২।৩। সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে ১৩।৩৩। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স ৬।৩১। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ১৩।২৪। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা ৫।৭। সর্ব্বভূতানি সম্মোহং ৭।২৭। সর্ব্বসঙ্কল্প-সংন্যাসী ৬।৪। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ ৮।৯। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ ১৮।৩২। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ ১৪।২৫। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ ১২।১৬। সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ১৮।৪৮। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং ১১।১১। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো ৪।৩০। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং ১৫।১৯। সহসৈবাভ্যহন্যন্ত ১।১৩। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ১৮।১৩। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব ১৭।২। সাধুরেব স মন্তব্যঃ ৯।৩০। সাধুষ্বপি চ পাপেষু ৬।৯। সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ ১।১২। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ ১৮।২৬। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা ২।৪৮। সীদন্তি মম গাত্রাণি ১।২৮। সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ১০।৪। সুখং বা যদি বা দুঃখং ৬।৩২। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি ১৪।৬। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ ২।৩২। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ ৬।২৮। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং ৫।২৯। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং ১৩।১৬। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তং ২।১০। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং ১।২১। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা ১।২৪। সেনানীনামহং ১০।২৪। সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ ১৮।৭১। সোঽবিকল্পেন যোগেন ১০।৭। সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১।৬। সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ ১।১৮। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ ৯।৩২। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় ১।৪০। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত

২।৫৪। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ ১৮।৭৩। স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ২।৭২। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ৫।২০। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য ১৮।৪৬। স্বজনং হি কথং হত্বা ১।৩৬। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ ৩।৩৫। স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম ১৮।৪৭। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ২।৪০। স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ১১।২১। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ ৪।২৮। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব ১৭।১৫। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো ২।৬৩।

হ

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ১৮।১৭। হত্বার্থকামাংস্তু ২।৫। হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা ১৮।২৭। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ ১২।১৫। হেতুনানেন কৌন্তেয় ৯।১০।

বিষয়-সূচী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ



ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্‌-বলদেববিদ্যাভূষণকৃতং

'গীতাভূষণ'ভাষ্যম্

ওঁ নমঃ শ্রীগোবিন্দায়

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্ব্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্মে ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'বিদ্বদ্-রঞ্জন' ভাষাভাষ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

মায়াবাদ-মেঘাবৃত, গীতাতত্ত্ব-চন্দ্রামৃত,
ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণ।
পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে, প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,
পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ ॥

অজ্ঞান-নীরধিরুপৈতি যয়া বিশোষং
ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষমুচ্চৈঃ।
তত্ত্বং পরং স্ফুরতি দুর্গমমপ্যজস্রং
সাদ্গুণ্যভৃৎ স্বরচিতাং প্রণমামি গীতাম্ ॥ ২ ॥

অথ সুখচিদ্ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত-বিচিত্র-জগদুদয়াদির্বিরিঞ্চ্যাদিসংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তথৈব জীবান্ বহুনবিদ্যাশার্দ্দূলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্দ্ধানোত্তরভাবিনোঽস্মানুদ্দিধীর্ষুরাহবমূর্দ্ধ্নি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুনমবিতর্ক্য-স্বশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহবিমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকরস্বাত্ম-যাথাত্ম্যৈকনিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশৎ। তস্যাং খল্বীশ্বর-জীব-প্রকৃতিকালকর্ম্মাণি পঞ্চার্থা বর্ণ্যন্তে ;—তেষু বিভুসংবিদীশ্বরঃ, অণুসম্বিজ্জীবঃ, সত্ত্বাদিগুণত্রয়াশ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতিঃ, ত্রৈগুণ্যশূন্যং জড়দ্রব্যং কালঃ, পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্মেতি তেষাং লক্ষণানি। এষ্বীশ্বরাদীনি চত্বারি নিত্যানি ; জীবাদীনি ত্বীশবশ্যানি ; কর্ম্ম তু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ ; তত্র সম্বিৎস্বরূপোঽপীশ্বরো জীবশ্চ সম্বেত্তাস্মদর্থশ্চ,—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ”, “মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যাদি-শ্রুতেঃ ; “সোঽকাময়ত বহু

তাঁর ভাষ্য-অনুসারে, গীতামৃত ভাষ্যকারে,
ভকতিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি।
‘বিদ্বদ্-রঞ্জন’ আখ্যা, করিয়াছে ভাষা-ব্যাখ্যা,
শুদ্ধভক্তে করিয়া প্রণতি ॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হন, গীতারত্ন-মহাজন,
তাঁর পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
এ দাসেরে কৃপা করি’, মস্তকে চরণ ধরি’,
শক্তিদানে পূর্ণ করুন কাম ॥

স্যাম্”, “সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্” ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ। ন চোভয়ত্র মহত্তত্ত্বজাতোঽয়মহঙ্কারঃ তদা তস্যাহঙ্কৎপত্তের্বিলীনত্বাচ্চ। স চ স চ কর্ত্তা ভোক্তা সিদ্ধঃ—“সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, কর্ত্তা বোদ্ধা” ইতি পদেভ্যঃ ; অনুভবিতৃত্বং খলু ভোক্তৃত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতং ; “সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি শ্রুতেস্তু ভয়োস্তৎ প্রব্যক্তম্। যদ্যপি সম্বিৎস্বরূপাৎ সম্বেত্তৃত্বাদি নান্যৎ প্রকাশস্বরূপাদ্রবেরিব প্রকাশকত্বাদি, তথাপি বিশেষসামর্থ্যাত্তদন্যত্বব্যবহারঃ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ ; স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদিব্যবহারস্য হেতুঃ,—সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ। তৎপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা “এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি” ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ। ইহ হি ব্রহ্মধর্ম্মানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। ন খলু ভেদপ্রতিনিধেস্তস্যাপ্যভাবে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব-

জগজ্জীবে কৃপা করি’, যে আনিল গৌরহরি,
যে শিখা’ল গীতাতত্ত্বসার।
তাঁর কৃপা যদি পাই, তত্ত্বসিন্ধু-পারে যাই,
ইথে কি সন্দেহ আছে আর ॥
হে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ,
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া, গদাধর।
হে জাহ্নবা, বংশীরূপ, সনাতন, হে স্বরূপ,
রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর ॥
আমি অতি দীনহীন, তব কৃপা সমীচীন,
মূঢ়ে সিদ্ধিসার দিতে পারে।
কৃপা করি’ বিঘ্ন নাশি’, প্রকাশিয়া তত্ত্বরাশি,
দেহ’ শক্তি ভাষ্য রচিবারে ॥

ধর্ম্মবহুত্বে শক্যো বক্তুমিত্যনিচ্ছুভিরপি স্বীকার্য্যাঃ স্যুঃ ত ইমেঽর্থাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্ যথাস্থানমনুসন্ধেয়াঃ। ইহ হি জীবাত্ম-পরমাত্ম-তদ্ধাম-তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ানাং স্বরূপাণি যথাবন্নিরূপ্যন্তে। তত্র জীবাত্মযাথাত্ম্যং পরমাত্ম-যাথাত্ম্যোপযোগিতয়া, পরমাত্মযাথাত্ম্যন্তু তদুপাসনোপযোগিতয়া প্রকৃত্যা-দিকং তু পরমাত্মনঃ স্রষ্টৃরূপকরণতয়োপদিশ্যতে। তদুপায়শ্চ কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিভেদাৎ ত্রেধা। তত্র শ্রুত-তত্তৎফলনৈরপেক্ষেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্য স্ববিহিতস্য কর্ম্মণঃ হৃদ্বিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যো-রূপকারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তাবুপায়ত্বম্। তচ্চ শ্রুতিবিহিতকর্ম্ম হিংসা-শূন্যমত্র মুখ্যম্। মোক্ষধর্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাৎ হিংসাবত্তু গৌণং বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তয়োস্তু সাক্ষাদেব তথাত্বম্। নন্বনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধ্যা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যাং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ? উচ্যতে, জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষাদ্ভক্তিরিতি; নির্ণিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরং চিদ্বিগ্রহতয়ানুসন্ধির্জ্ঞানং তেন তৎসালোক্যাদিঃ। বিচিত্রলীলারসাশ্রয়-তয়ানুসন্ধিস্তু ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতদ্বরিবস্যানন্দলাভঃ পুমর্থঃ। ভক্তের্জ্ঞানত্বং তু "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি"ইতি শ্রুতেঃ সিদ্ধম্।

শ্রদ্ধাবান্ জীবনিচয়কে অবিদ্যা-শার্দ্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহ নিবারণ করিবার ছল করত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বনিরূপিকা এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম,—এই পাঁচটি অর্থ গীতোপনিষৎ-শাস্ত্রে বিশদরূপে বিচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য 'ঈশ্বর', অণুচৈতন্য 'জীব', সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রয় দ্রব্য 'প্রকৃতি', ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ 'কাল' এবং পুরুষপ্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিবাচ্য 'কর্ম্ম',—এই প্রকার অর্থ-পঞ্চকের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। 'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল',—এই চারিটি নিত্য; 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল',—ইহারা

তদিদং শ্রবণাদিভাবাদিশব্দব্যপদিষ্টং দৃষ্টম্। জ্ঞানস্য শ্রবণাদ্যাকারত্বং চিৎসুখস্য বিষ্ণোঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যমিতি বক্ষ্যামঃ। ষট্-ত্রিকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে—প্রথমেন ষট্কেনেশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বরভক্ত্যুপ-যোগিস্বরূপদর্শনম্; তচ্চান্তর্গতজ্ঞাননিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরম-প্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তিস্তন্মহিমধীপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরাদীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ষট্কানাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্বতা-ব্যপদেশস্তু তত্তৎপ্রাধান্যেনৈব; চরমে ভক্তেঃ প্রস্তুতপত্তেশ্চোক্তিস্তু রত্নসম্পুটোর্দ্ধলিখিত-তৎসূচকলিপিন্যায়েন। অস্য শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী। স চ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-নিরপেক্ষ-ভেদাত্ত্রিবিধঃ—তেষু স্বর্গাদিলোকানপি দিদৃক্ষু-র্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ; লোকসংজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতো দ্বিতীয়ঃ; স চ স চ সাশ্রমঃ; সত্য-তপো-জপাদিভি-র্বিশুদ্ধচিত্তো হর্য্যেকনিরতস্তু তৃতীয়ো নিরাশ্রমঃ। বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ;—

ঈশ্বরাধীন। 'কর্ম্ম' অনাদি, কিন্তু বিনাশি। সম্বিৎস্বরূপ 'ঈশ্বর' ও 'জীব' উভয়েই সম্বেত্তা ও অস্মদর্থ-নির্দ্দিষ্ট; ঈশ্বরের ও জীবের অস্মদর্থরূপ অহঙ্কার—চিন্ময়, তাহা মহত্তত্ত্বজাত 'অহঙ্কার' নয়। মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার জীব-প্রকৃতিগত হইলে প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং জীব যখন প্রকৃতিমুক্ত হন, তখন ঐ অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয় অর্থাৎ মুক্ত-জীবের সঙ্গে যায় না। 'ঈশ্বর' ও 'জীব', উভয়েই কর্ত্তা ও ভোক্তা; ভোক্তৃত্ব-শব্দে অনুভবিতৃত্ব-মাত্র। যদিও প্রকাশকরূপ সূর্য্যের প্রকাশত্বের ন্যায় সম্বিৎ হইতেই সম্বেত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বিদ্গত বিশেষ ও সম্বেত্তৃগত বিশেষে পার্থক্য-প্রযুক্ত সম্বিৎ ও সম্বেত্তার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ নাই, কিন্তু নিত্য বিশেষ-ধর্ম্মই ভেদবৎ(স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ। অতএব নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ পরম-তত্ত্বই

বাচ্য উক্তলক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, বাচকস্তদ্গীতাশাস্ত্রং তাদৃশঃ সোঽত্র বিষয়ঃ। অশেষ-ক্লেশ-নিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎকারস্ত প্রয়োজনমিত্যনুবন্ধচতুষ্টয়ম্। অত্রেশ্বরাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোঽক্ষরশব্দশ্চ ; বদ্ধজীবেষু তদ্দেহেষু চ ক্ষরশব্দঃ ; ঈশ্বরজীবদেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যত্নে চাত্মশব্দঃ ; ত্রিগুণায়াং বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ ; সত্তাভিপ্রায়স্বভাবপদার্থজন্মসু ক্রিয়াস্বাত্মসু চ ভাবশব্দঃ ; কর্ম্মাদিষু ত্রিষু চিত্তবৃত্তিনিরোধে চ যোগশব্দঃ পঠ্যতে। এতচ্ছাস্ত্রং খলু স্বয়ং ভগবতঃ সাক্ষাদ্বচনং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং—“গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা”ইতি পাদ্মাৎ। ধৃতরাষ্ট্রাদিবাক্যন্তু তৎসঙ্গতিলাভায় দ্বৈপায়নেন বিরচিতম্। তচ্চ লবণাকরনিপাত-ন্যায়েন তন্ময়মিত্যুপোদ্ঘাতঃ। “সংগ্রামমূর্দ্ধি সংবাদো যোঽভূদ্গোবিন্দপার্থয়োঃ। তৎসঙ্গত্যৈ কথাং প্রাখ্যাদ্গীতায় প্রথমে মুনিঃ॥” ইহ তাবদ্ভগবদর্জ্জুনসংবাদং প্রস্তোতুং কথা নিরূপ্যতে,—ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভিঃ সপ্তবিংশত্যা। তদ্ভগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্

এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভাবেও ভেদপ্রতীতি নিত্য তত্ত্বাশ্রিত, ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাবাদিগত স্বগত-ভেদ নিত্য অনিবার্য্য। এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার গীতাশাস্ত্রের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপ-সকল যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যের উপযোগী, পরমাত্ম-যাথাত্ম্য তদুপাসনোপযোগি এবং ‘প্রকৃতি’, ‘কাল’ ও ‘কর্ম্ম’ সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপকরণস্বরূপ, এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাথাত্ম্যপ্রাপ্তির উপায়—‘কর্ম্ম’, ‘জ্ঞান’ ও ‘ভক্তি’ভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্ত্তৃত্বাভি-নিবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনের উপকার হয়। অতএব পরম্পরা-ক্রমে কর্ম্মের তৎসাধনোপায়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণভেদে ‘কর্ম্ম’—দুইপ্রকার, অর্থাৎ শ্রুতি-

ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বপুত্রবিজয়ে সন্দিহানঃ সঞ্জয়ং পৃচ্ছতীত্যাহ,—জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবো মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ কিমকুর্ব্বতেতি। ননু যুযুৎসবঃ সমবেতা ইতি ত্বমেবাথ ততো যুদ্ধেরন্নেব, পুনঃ কিমকুর্ব্বতেতি কস্তে ভাব ইতি চেৎ, তত্রাহ,—ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। “যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্” ইত্যাদি-শ্রবণাদ্ধর্ম্মপ্ররোহভূমিভূতং কুরুক্ষেত্রং প্রসিদ্ধম্। তৎপ্রভাবাদ্বিনষ্টবিদ্বেষা মৎপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দাতুং নিশ্চিক্যুঃ? কিম্বা, পাণ্ডবাঃ সদৈব ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মক্ষেত্রে তস্মিন্

বিহিত হিংসাশূন্য কর্ম্মই মুখ্য, ও তদ্বিহিত হিংসাযুক্ত কর্ম্মই গৌণ। কর্ম্মের’ দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি-ক্রমে ‘জ্ঞান’ হয়। সেই জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ‘ভক্তি’রূপে পরিণত হয়। যতক্ষণ কটাক্ষবীক্ষণ দ্বারা কেবল চিদেক-তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম ‘জ্ঞান’; তদ্দ্বারা সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্যাদি-প্রাপ্তি। যখন ঐ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় নির্ণিমেষ-বীক্ষণরূপ অনুসন্ধানের উদয় হয়, তখন চিদেক-তত্ত্বগত চিদ্বৈচিত্র্যলীলারসবিশেষাশ্রিত ক্রোড়ীকৃত-সালোক্যাদি শুদ্ধভক্তি-স্বরূপে ভগবৎপরিচর্য্যাদি-লাভরূপ সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ-তত্ত্বোদয় হয়,—জ্ঞান ও ভক্তির এইমাত্র প্রভেদ। গীতাশাস্ত্রের—প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযোগি-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে পরমপ্রাপ্য-প্রাপণী তন্মহিম-বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা ভক্তির উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরাদি-তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপসিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্ব্বক চরমে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সৎকর্ম্মনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। ‘সনিষ্ঠ’, ‘পরিনিষ্ঠিত’ ও ‘নিরপেক্ষ’-ভেদে, উঁহারা—ত্রিবিধ। স্বর্গাদি-লোকদর্শনবাসনা-সহকারে নিষ্ঠার সহিত

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

কুলক্ষয়হেতুকাদধর্ম্মাদ্ভীতা বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো বিমমৃশুরিতি? হে সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিনষ্টরাগদ্বেষস্ত্বং তথ্যং বদেত্যর্থঃ। পাণ্ডবানাং মামকত্বান্নুক্তির্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রস্নেহগ্রস্তস্য তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি। ধান্য-ক্ষেত্রাত্তদ্বিরোধিনাং ধান্যাভাসানামিব ধর্ম্মক্ষেত্রাত্তদ্বিরোধিনাং ধর্ম্মাভাসানাং ত্বৎপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধর্ম্মক্ষেত্রশব্দেন গীর্দেব্যা ব্যজ্যতে ॥ ১ ॥

এবং জন্মান্ধস্য প্রজ্ঞাচক্ষুষো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধর্ম্মপ্রজ্ঞাবিলোপান্মোহান্ধস্য মৎপুত্রঃ কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দত্তাদিতি বিম্লানচিত্তস্য ভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মিষ্ঠঃ সঞ্জয়স্ত্বৎপুত্র কদাচিদপি তেভ্যো রাজ্যং নার্পয়িষ্যতীতি

ভগবদর্চ্চন-রূপ স্বধর্ম্মের আচরণকারীই 'সনিষ্ঠ'। লোকসংগ্রহ-বাঞ্ছায় স্বধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক হরিভক্তিনিরত পুরুষই 'পরিনিষ্ঠিত'। তদুভয়েই আশ্রমাশ্রিত। আর সত্য-তপো-জপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত একান্ত হরিভক্তই 'নিরপেক্ষ' ও নিরাশ্রম। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ পরমেশ্বরই 'বাচ্য' এবং তদুক্ত গীতা-শাস্ত্রই 'বাচক'। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই এই শাস্ত্রের একমাত্র 'বিষয়' এবং অশেষ-ক্লেশ নিবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই এই শাস্ত্রের একমাত্র 'প্রয়োজন'।

তত্ত্ব-বিস্তৃতির সোপানস্বরূপ প্রথমেই কুরুক্ষেত্রে রণমধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদ বর্ণিত হইয়াছে। তদ্যথা—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব-সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্তসকলকে ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করত রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণা-চার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

তৎসন্তোষমুৎপাদয়ন্নাহ,—দৃষ্ট্বেতি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং, ব্যূঢ়ং ব্যূহ-রচনয়াবস্থিতম্। আচার্য্যং ধনুর্বিদ্যাপ্রদং দ্রোণম্ উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদ-ন্তিকং গত্বা রাজা রাজনীতিনিপুণঃ বচনমল্পাক্ষরত্বং গম্ভীরার্থত্বং সংক্রান্ত-বচনবিশেষম্। অত্র স্বয়মাচার্য্যসন্নিধিগমনেন পাণ্ডবসৈন্যপ্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেণ তদন্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্গোপনঞ্চ ব্যজ্যতে। তদিদং রাজনীতিনৈপুণ্যাদিতি চ রাজপদেন ॥ ২ ॥

তত্তাদৃশং বচনমাহ,—পশ্যৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতিশয়াদাচার্য্যো ন যুধ্যেদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনায় তস্মিং-স্তদবজ্ঞাং ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—এতামিতি। এতামতিসন্নিহিতাং প্রাগল্‌ভ্যেনাচার্য্য-মতিশূরঞ্চ ত্বামবিগণয্য স্থিতাং দৃষ্ট্বা তদবজ্ঞাং প্রতীহীতি; ব্যূঢ়াং ব্যূহ-রচনয়া স্থাপিতাম্ দ্রুপদপুত্রেণেতি ত্বদ্বৈরিণা দ্রুপদেন ত্বদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুত্রো যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডাদুৎপাদিতোঽস্তীতি; তব শিষ্যেণেতি ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্বিদ্যামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বম্; ধীমতেতি শত্রোস্তত্ত্বদ্বধোপায়ো গৃহীত ইতি তস্য সুধীত্বম্। ত্বদপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ ॥৩

নন্বেকেন ধৃষ্টদ্যুম্নেনাধিষ্ঠিতাল্পিকা সেনাস্মদীয়েনৈকেকেনৈব সুজেয়া স্যাদতস্ত্বং মা ত্রাসীরিতি চেৎ তত্রাহ,—অত্রেতি। অত্র চম্বাং মহান্তঃ

আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনা নিরীক্ষণ করুন; তাহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে॥

এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহেষ্বাস ভীমার্জ্জুন ও তৎসমকক্ষ বীরসকল উপস্থিত;—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু,

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

শক্রভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসাশ্চাপা যেষাং তে। যুদ্ধকৌশলমাশঙ্ক্যাহ,—ভীমেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ মহারথ ইতি যুযুধানাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্। ধৃষ্টেতি। বীর্য্যবানিতি ধৃষ্টকেত্বাদীনাং ত্রয়াণাম্; নরপুঙ্গব ইতি পুরুজিদাদীনাং ত্রয়াণাম্। যুধেতি। বিক্রান্ত ইতি যুধামন্যোঃ; বীর্য্যবানিত্যুত্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণম্। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ; দ্রৌপদেয়া যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যশ্রুতসেনশ্রুত-কীর্ত্তিশতানীকশ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ; চ-শব্দাদন্যে চ ঘটোৎকচাদয়ঃ। পাণ্ডবাস্তুতিখ্যাতত্বাৎ ন গণিতাঃ। যে এতে সপ্তদশ গণিতা, যে চান্যে তৎপক্ষীয়াস্তে সর্ব্বে মহারথা এব। অতিরথস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ, তল্লক্ষণঞ্চোক্তম্,—"একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃত॥" ইতি ॥ ৪-৬ ॥

তর্হি কিং পাণ্ডবসৈন্যাদ্ভীতোঽসীত্যাচার্য্যভাবং সম্ভাব্যাস্তর্জাতামপি

চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলবান্ যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভ-জাত পঞ্চপুত্র, ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬ ॥

হে গুরো! আমাদের যে-সমস্ত সেনানায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থ তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ভীতিমাচ্ছাদয়ন্ ধার্ষ্ট্যেনাহ,—অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ পরমোৎকৃষ্টা বুদ্ধ্যাদিবলশালিনো নায়কা নেতারঃ, তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ব্রবীমীতি। পাণ্ডবপ্রেম্ণা ত্বং চেন্নো যোৎস্যসে, তদাপি ভীষ্মাদিভির্ম্মে বিজয়ঃ সেৎস্যত্যেবেতি তৎকোপোৎপাদনং দ্যোত্যম্ ॥ ৭ ॥

তানাহ,—ভবানিতি। ভবান্ দ্রোণঃ, বিকর্ণো মদ্ভ্রাতা কনিষ্ঠঃ, সোমদত্তির্ভূরিশ্রবাঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রামবিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সপ্তানাং বিশেষণম্। নন্বেতাবন্ত এব মৎসৈন্যে বিশিষ্টাঃ, কিন্তুসংখ্যেয়াঃ সন্তী-ত্যাহ,—অন্যে চেতি। বহবো জয়দ্রথকৃতবর্ম্ম-শল্যপ্রভৃতয়ঃ। ত্যক্তেত্যাদি কর্ম্মণি নিষ্ঠা,—জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেষাং সর্ব্বেষাং ময়ি স্নেহাতিরেকাৎ শৌর্য্যাতিরেকাদ্যুদ্ধপাণ্ডিত্যাচ্চ মদ্বিজয়ঃ সিদ্ধ্যেদেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৮-৯ ॥

নন্বেবমুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তৌল্যাৎ তবৈব বিজয়ঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য স্বসৈন্য-স্যাধিক্যমাহ,—অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্; তত্রাপি

রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা এবং এতদ্ব্যতীত বিবিধ-অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধ-বিশারদ বীরপুরুষ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন ॥ ৮-৯ ॥

ভীষ্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আমাদিগের দলবল—অপরিমিত, কিন্তু ভীমসেনরক্ষিত পাণ্ডবসেনা—পরিমিত ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতম্। এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং তু পর্য্যাপ্তং পরিমিতম্; তত্রাপি ভীমেন তুচ্ছবুদ্ধিনার্দ্ধরথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োঽহম্ ॥ ১০ ॥

অথৈবং মদুক্তিভাবং বিজ্ঞায়াচার্য্যশ্চেত্তূষ্ণীমাসীত তদা মৎকার্য্যক্ষতিরিতি বিভাব্য তস্মিন্ স্বকার্য্যভারমর্পয়ন্নাহ,—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু সৈন্যপ্রবেশ-বর্ত্মসু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতা ভবন্তো ভবদাদয়ো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চা-পশ্যন্তং তং যথান্যো ন বিহন্যাত্তথা কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। সেনাপতৌ ভীষ্মে নির্ব্বাধে মদ্বিজয়সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অয়মাশয়ঃ,—ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ, ভবাংস্তু গুরুঃ, তৌ যুবামস্মদেকান্তহিতৈষিণৌ বিদিতৌ। যাবক্ষসদসি মদন্যায়ং বিদন্তাবপি দ্রৌপদ্যা ন্যায়ং পৃষ্টৌ নাবোচতাং, ময়া তু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাভাসং ত্যাজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥ ১১ ॥

এবং দুর্য্যোধনকৃতাং স্বস্তুতিমবধার্য্য সহর্ষো ভীষ্মস্তদন্তর্জাতাং ভীতি-মুৎসাদয়িতুং শঙ্খং দধ্মাবিত্যাহ,—তস্যেতি। সিংহনাদমিত্যুপমানে 'কর্ম্মণি' চ ইতি পাণিনিসূত্রাণ্ণমুল্; চাৎ কর্ত্তর্য্যুপমানে ইত্যর্থঃ; সিংহ

এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

অতঃপর প্রবলপ্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষোৎ-পাদনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

ইব বিনদ্যেত্যর্থঃ। মুখতঃ কিঞ্চিদুক্ত্বা শঙ্খনাদমাত্রকরণেন জয়পরাজয়ৌ ঈশ্বরাধীনৌ; ত্বদর্থে ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ব্যজ্যতে ॥ ১২ ॥

তত ইতি। সেনাপতৌ ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্যে সহসা তৎক্ষণমেব শঙ্খাদয়োঽভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ,—কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। পণবাদয়স্তুয়ো বাদিত্র-ভেদাঃ। স শব্দস্তুমুল একাকারতয়া মহানাসীৎ ॥ ১৩ ॥

অথ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ,—তত ইতি। অন্যেষামপি রথস্থিতত্বে সত্যপি কৃষ্ণার্জ্জুনয়ো রথস্থিতত্বোক্তিস্তদ্রথস্যাগ্নিদত্তত্বং ত্রৈলোক্যবিজেতৃত্বং মহাপ্রভত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যমিত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদয়ঃ কৃষ্ণাদিশঙ্খানামাহ্বয়াঃ। অত্র 'হৃষীকেশ'শব্দেন পরমেশ্বরসহায়িত্বম্। পাঞ্চজন্যাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়া-

---

শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ-নামক বাদ্যযন্ত্রসকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥ ১৩ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্য শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

হৃষিকেশ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ ও অর্জ্জুন 'দেবদত্ত' শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন 'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন; কুন্তীপুত্র রাজা

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

নেকদিব্যশঙ্খবত্ত্বম্। রাজা ভীমকর্ম্মা ধনঞ্জয় ইত্যেভির্যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজসূয়যাজিত্বহিড়িম্বাদিনিহন্তৃত্বদিগ্বিজয়াদ্ভুতানন্তধনত্বানি চ ব্যজ্য পাণ্ডব-সেনায়াঃ উৎকর্ষঃ সূচ্যতে। পরসেনায়ু তদভাবাদপকর্ষশ্চ। কাশ্য ইতি। কাশ্যঃ কাশিরাজঃ; পরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধরঃ; চাপরাজিতো ধনুষা দীপ্তঃ। দ্রুপদ ইতি। পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্রেতি তব দুর্মন্ত্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়-লক্ষণোঽনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে ॥ ১৫-১৮ ॥

স ইতি। পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ তদ্বিদারণতুল্যাং পীড়ামজনয়দিত্যর্থঃ। তুমুলোঽতি-তীব্রঃ, অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতস্তু শঙ্খাদিনাদস্তুমুলোঽপি তেষাং কিঞ্চিদপি ক্ষোভং নাজনয়ৎ তথানুক্তেরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়', নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন; উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত বা ধনুশ্চাপদ্বারা শোভিত সাত্যকি, এবং হে পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র! দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু, ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫-১৮ ॥

এইসকল শঙ্খের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তু তত্রোৎসাহ-মাহ,—অথেতি সার্দ্ধকেন। অথ রিপুশঙ্খনাদকৃতোৎসাহভঙ্গানন্তরং ব্যবস্থিতান্ তত্তঙ্গবিরোধিযুযুৎসয়াবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ কপি-ধ্বজোঽর্জ্জুনো যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যানি পুরা সাধিতানি তেন মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতো ভয়গন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ। হে মহীপতে! প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে। হৃষীকেশমিতি। হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তকং কৃষ্ণং তদিদং বাক্যমুবাচেতি। সর্ব্বেশ্বরো হরির্যেষাং নিযোজ্যস্তেষাং তদেকান্তভক্তানাং পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহগন্ধোঽপি নেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুনবাক্যমাহ,—সেনয়োরিতি। হে অচ্যুতেতি স্বভাবসিদ্ধাত্তক্ত-বাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্য্যাচ্চ ন চ্যবসে স্মেতি তেন তেন চ নিযন্ত্রিতো ভক্তস্য মে বাক্যাত্তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয় তত্র রথস্থাপনে ফলমাহ,—যাবদিতি। যোদ্ধুকামান্ন তু সহাস্মাভিঃ সন্ধিং চিকীর্ষূন্; অবস্থিতান্

হে মহারাজ! তৎকালে শস্ত্রনিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সেনাগণের মধ্যে এই রণ-সমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

ন তু ভীত্যা প্রচলিতান্। ননু ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্তদ্দর্শনেন কিমিতি চেত্তত্রাহ,—কৈরিতি। অস্মিন্ বন্ধূনামেব মিথো রণোদ্যোগে কৈর্বন্ধুভিঃ সহ মম যুদ্ধং ভাবীত্যেতজ্‌জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি। ননু বন্ধুত্বাদেতে সন্ধিমেব বিধাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ,—যোৎস্যমানানিতি ন তু সন্ধিং বিধাস্যতঃ। অবেক্ষে প্রত্যেমি। দুর্ব্বুদ্ধেঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়ানভিজ্ঞস্য, যুদ্ধে, ন তু দুর্ব্বুদ্ধ্যপনয়নে। অতো মদ্যুদ্ধপ্রতিযোগিনিরীক্ষণং যুক্তমিতি ॥ ২১-২৩ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ স্বসখশ্রীভগবদ্‌গুণলাবণ্যস্মৃতিনিবেশেন বিজিতনিদ্রস্তৎপরমভক্তস্তেনার্জ্জুনেনৈবমুক্তঃ প্রবর্ত্তিতো হৃষীকেশস্তচ্চিত্তবৃত্ত্যভিজ্ঞো ভগবান্ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথোত্তমং অগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ,—হে পার্থ! সমবেতানেতান্ কুরূন্ পশ্যেতি। পার্থহৃষীকেশ-শব্দাভ্যামিদং সূচ্যতে,—মৎপিতৃস্বসৃপুত্রত্বাৎ ত্বৎসারথ্যমহং করিষ্যাম্যেব ত্বং ত্বধুনৈব যুযুৎসাং ত্যক্ষ্যসীতি কিং শত্রুসৈন্যবীক্ষণেনেতি সোপহাসো ভাবঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

এবং ভগবতোক্তোঽর্জ্জুনঃ পরসেনামপশ্যদিত্যাহ,—তত্রেতি সার্দ্ধকেন। তত্র পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তাদীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্, মাতুলান্ শল্য-শকুন্যাদীন্, ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনাদীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণাদীন্, পৌত্রান্ নপ্তৄন্ লক্ষ্মণাদি-পুত্রান্, সখীন্ বয়স্যান্ দ্রৌণি-সৈন্ধবাদীন্, সুহৃদঃ কৃতবর্ম্ম-ভগদত্তাদীন্; এবং স্বসৈন্যেঽপ্যুপলক্ষণীয়ম্। উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়াৎ ॥ ২৬ ॥

অথ সর্ব্বেশ্বরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিকরাত্মোপদেশেন বিশ্বমুদ্দিধীর্ষুরর্জ্জুনং শিষ্যং কর্ত্তুং তৎস্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুত্যর্থা-

---

এবং দুর্য্যোধনের প্রিয়-কামনায় যুদ্ধ-বাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি, ততক্ষণ উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—পার্থ! যুদ্ধার্থ-সমবেত ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

তখন অর্জ্জুন, উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী পুরুষসকল উপস্থিত আছেন, দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬ ॥

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধব-সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

ভাসেনাধর্ম্মতামাভাস্য তং সমোহং কৃতবানিত্যাহ,—তান্ সমীক্ষ্যেতি কৌন্তেয় ইতি স্বীয়পিতৃষস্বপুত্রস্বোক্ত্যা তদ্ধর্ম্মৌ মোহশোকৌ তদা তস্য ব্যজ্যেতে। কৃপয়া কর্ত্র্যা ইত্যুক্তেঃ, স্বভাবসিদ্ধস্য কৃপেতি দ্যোত্যতে। অতঃ পরয়েতি তদ্বিশেষণম্, অপরয়েতি বা চ্ছেদঃ;—স্বসৈন্যে পূর্ব্বমপি কৃপাস্তি, পরসৈন্যে স্বপরাপি সাভূদিত্যর্থঃ। বিষীদন্নসুতাপঃ বিন্দন্। অত্রোক্তিবিষাদয়োরৈককাল্যাদুক্তিকালে বিষাদকার্য্যাণ্যশ্রুকম্পসন্নকণ্ঠতাদীনি ব্যজ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

কৌন্তেয়ঃ শোকব্যাকুলং যদাহ তদনুবদতি,—দৃষ্ট্বেমমিতি। স্বজনং স্ববন্ধুবর্গং জাতাবেকবচনং—"সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধু-স্ব-স্বজনাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। দৃষ্ট্বাবস্থিতস্য মম গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্য্যন্তে; পরিশুষ্যতীতি শ্রমাদিহেতুকাচ্ছোষাদতিশয়িতস্য শোষস্য ব্যজ্যতে ॥ ২৮ ॥

বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ, গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্য্যং, ত্বগ্দাহেন হৃদ্বাহদাহো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল অবশ, ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

ন চেতি। অবস্থাতুং স্থিরো ভবিতুম্। মনো ভ্রমতীব চেতি দৌর্ব্বল্য-মূর্চ্ছয়োরুদয়ঃ। নিমিত্তানি ফলান্যত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি। বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তিরানন্দো ন ভবিষ্যতি; কিন্তু তদ্বিপরীতোঽনুতাপ এব ভাবীতি। নিমিত্তশব্দঃ ফলবাচী, 'কস্মৈ নিমিত্তায়াত্র বসসি' ইত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥ ৩০ ॥

এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলং শোকমুক্ত্বা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীতবুদ্ধিমাহ,—ন চেতি। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো নৈব পশ্যামীতি,—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ইত্যাদিনা হতস্য শ্রেয়ঃস্মরণাৎ হন্তুর্মে ন কিঞ্চিচ্ছ্রেয়ঃ; অস্বজনমিতি বা চ্ছেদঃ,—অস্বজনবধেঽপি শ্রেয়সোঽভাবাৎ স্বজনবধে পুনঃ কুতস্তরাং তদিত্যর্থঃ। নন্থ যশোরাজ্যলাভো দৃষ্টং ফলমস্তীতি চেত্তত্রাহ,—ন কাঙ্ক্ষ ইতি। রাজ্যাদিস্পৃহাবিরহাদুপায়ে বিজয়ে মম প্রবৃত্তির্ন যুক্তা, রন্ধনে যথা ভোজনেচ্ছা-বিরহিণঃ; তস্মাদরণ্যনিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘ্য-জীবনত্বং ভাবীতি ॥ ৩১ ॥

আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে; হে কেশব! আমি কেবল বিপরীত-ভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না; হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আর বিজয়-বাসনা ও রাজ্যসুখ ইচ্ছা করি না ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

গোবিন্দেতি। গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ বিন্দসীতি ত্বমেব মে মনোগতং প্রতীহীত্যর্থঃ। রাজ্যাদ্যনাকাঙ্ক্ষায়াং হেতুমাহ,—যেষামিতি। প্রাণান্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যম্;—স্বপ্রাণব্যয়েঽপি স্ববন্ধুসুখার্থী রাজ্যস্পৃহা স্যাত্তেষামপ্যত্র নাশপ্রাপ্তেরপার্থৈব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। নমু ত্বং চেৎ কারুণিকস্তান্ন হন্যাস্তর্হি তে স্বরাজ্যং নিষ্কণ্টকং কর্ত্তুং ত্বামেব হন্যুরিতি চেত্তত্রাহ,—এতানিতি। মাং ঘ্নতোঽপি

হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ-সুখেরই বা আবশ্যকতা কি? এবং জীবনধারণেই বা কি ফল আছে? কারণ, যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ-সুখ কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত। হে মধুসূদন! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, সকলেই জীবন ও ধনপরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোন ক্রমে ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর ত' কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতি লাভ হইবে? ৩২-৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

হিংসতোঽপ্যেতান্ হন্তুমহং নেচ্ছামি। ত্রৈলোক্যরাজস্য প্রাপ্তয়েঽপি কিং পুনর্ভূর্মাত্রস্য। নম্বস্মান্ হিত্বা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা এব হন্তব্যা, বহুদুঃখদাতৄণাং তেষাং ঘাতে সুখসম্ভবাদিতি চেত্তত্রাহ,—নিহত্যেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্নিহত্য স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা স্যান্ন কাপীতি;—অচিরসুখাভাসস্পৃহয়া চিরতরনরকহেতুভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ। হে জনার্দ্দনেতি,—যদ্যেতে হন্তব্যাস্তর্হি ভূভারাপহারী ত্বমেব তান্ জহি পরেশস্য তে পাপগন্ধসম্বন্ধো ন ভবেদিতি ব্যজ্যতে ॥৩২-৩৫॥

নমু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত ॥"—ইত্যুক্তেরেষাং ষাড়্বিধ্যেনাততায়িনাং যুক্তো বধ ইতি চেত্তত্রাহ,—পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্ পাপমেব বন্ধুক্ষয়হেতুকমাশ্রয়েৎ। অয়ং ভাবঃ,—আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দুর্ব্বলম্,—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ" ইতি স্মৃতেঃ; তস্মাদ্দুর্ব্বলার্থশাস্ত্রবলেন পূজ্যানাং দ্রোণভীষ্মাদীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামীত্যারভ্যোক্তমুপসংহরতি,—তস্মাদিতি। পাপসম্ভবাৎ দৈহিকসুখস্যাপ্যভাবাচ্চেত্যর্থঃ। ন হি গুরুভির্বন্ধুজনৈশ্চ বিনাস্মাকং

আততায়ীদিগকে বধ করা রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও, আচার্য্যাদি আততায়ীদিগকে হত্যা করা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ-হেতু পাপ হইবে; অতএব আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে যোগ্য হইতেছি না; হে মাধব! আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে? ৩৬॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

রাজ্যভোগঃ সুখায়াপি তু অনুতাপায়ৈব সম্পৎস্যতে। হে মাধবেতি,—শ্রীপতিস্ত্বমশ্রীকে যুদ্ধে কথং প্রবর্ত্তয়সীতি ভাবঃ॥ ৩৬॥

নহু "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি বিদিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইতি ক্ষত্রধর্ম্মস্মরণাৎ তৈরাহূতানাং ভবতাং যুদ্ধে প্রবৃত্তির্যুক্তেতি চেত্তত্রাহ,—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। পাপে প্রবৃত্তৌ লোভস্তেষাং হেতুরস্মাকং তু লোভবিরহায় তত্র প্রবৃত্তিরিতি। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানং খলু প্রবর্ত্তকম্, ইষ্টস্থানিষ্টানমুবন্ধিবাচ্যম্; যদুক্তং—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥" ইতি। তথা চ "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তেঽপি শ্যেনাদাবিবানিষ্টানুবন্ধিত্বাদ্যুদ্ধেঽস্মিন্নঃ প্রবৃত্তির্ন যুক্তেতি। "আহূতঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রং তু কুলক্ষয়দোষবিনা ভূতবিষয়ং ভাবি। হে জনার্দ্দনেতি প্রাগ্‌বৎ॥ ৩৭-৩৮॥

দোষমেব প্রপঞ্চয়তি—কুলক্ষয়ে ইতি। কুলধর্ম্মা কুলোচিতা অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ প্রণশ্যন্তি কর্ত্তৃবিনাশাৎ।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি লোভ-দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি-নিমিত্ত এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে; কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়॥ ৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

উতেত্যপার্থে কৃৎস্নমিত্যনেন সম্বধ্যতে,—ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদিকৃৎস্নমপি কুলমধর্ম্মোঽভিভবতি প্রসতীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

ততশ্চাধর্ম্মাভিভবাদিতি। অস্মদ্ভর্ত্তৃভির্ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যথা কুলক্ষয়লক্ষণে পাপে বর্ত্তিতং, তথাস্মাভিঃ পাতিব্রত্যমবজ্ঞায় দুরাচারে বর্ত্তিতব্যমিতি দুর্ব্বুদ্ধিহতাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

কুলস্য সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈবেতি যোজনা। ন কেবলং কুলঘ্না এব নরকে পতন্তি, কিন্তু তৎপিতরোঽপীত্যাহ,—পতন্তীতি হির্হেতৌ। পিণ্ডাদিদাতৄণাং পুত্রাদীনামভাবাদ্বিলুপ্তপিণ্ডাদি-ক্রিয়াঃ সন্তস্তে নরকায়ৈব পতন্তি॥৪১

উক্ত দোষমুপসংহরতি,—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্মাস্ত্বসাধারণাঃ; চ-শব্দাদাশ্রমধর্ম্মা গ্রাহ্যাঃ॥ ৪২॥

হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রীসকল ব্যভিচারিণী হয় এবং স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪০॥

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতকদিগকে নরকগামী করিয়া থাকে; সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয়॥ ৪১॥

বর্ণসঙ্করকারী পূর্ব্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশকদিগের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে॥ ৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

উৎসন্নেতি। জাতিধর্ম্মাদীনাং উপলক্ষণমেতৎ। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং গুরুমুখাৎ। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। "অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ইত্যাদি বাক্যৈঃ ॥৪৩ ॥

বন্ধুবধব্যবসায়েনাপি পাপং সম্ভাব্যানুতপন্নাহ,—অহো ইতি। বতেতি সন্দেহে ॥ ৪৪ ॥

নন্বু ত্বয়ি বন্ধুবধান্বিনিবৃত্তেঽপি ভীষ্মাদিভির্যুদ্ধোৎসুকৈস্ত্বদ্বধঃ স্যাদেব ততঃ কিম্বিধেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—যদি মামিতি। অপ্রতীকারমকৃত-মদ্বধাধ্যবসায়পাপপ্রায়শ্চিত্তম্। ক্ষেমতরমতিহিতং,—প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তে-নৈবৈতৎ পাপাবমার্জ্জনম্; ভীষ্মাদয়স্ত ন তৎপাপফলং প্রাপ্স্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

হে জনার্দ্দন! শুনিয়াছি, যে-সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

হা! কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজন-বধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

আমি অস্ত্রহীন ও প্রতিকার-পরাঙ্মুখ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্ত্বেতি। সংখ্যে যুদ্ধে রথোপস্থে রথোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধায় প্রতিযোদ্ধৃবিলো-কনায় চোত্থিতঃ সন্ ॥ ৪৬ ॥

অহিংস্রস্যাত্মজিজ্ঞাসা দয়ার্দ্রস্যোপজায়তে।
তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ,—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ে জীবযাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ।
নিষ্কামকর্ম্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

এবমর্জ্জুনবৈরাগ্যমুপশ্রুত্য স্বপুত্ররাজ্যাভ্রংশাশয়া হৃষ্যন্তং ধৃতরাষ্ট্রমাশঙ্ক্য সঞ্জয় উবাচ,—তং তথেতি। মধুসূদন ইতি তস্য শোকমপি মধুবন্নিহনিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তদ্বাক্যমনুবদতি,—শ্রীভগবানিতি। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।" ইতি পরাশরোক্তৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ষড়্ভির্নিত্যং বিশিষ্টঃ; সমগ্রস্যোত্তোতৎ

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন কৃপা-পরবশ অশ্রুপূর্ণ-নয়ন বিষণ্ণ-বদন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিলেন ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! এই বিষম-সময়ে কি-জন্য তোমার ঈদৃশ অনার্য্য-জনোচিত স্বর্গ-প্রতিষেধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? ২ ॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

যট্সু যোজ্যম্। হে অর্জ্জুন, ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং কশ্মলং শিষ্টনিন্দ্যত্বান্মলিনং কুতো হেতোস্ত্বাং ক্ষত্রিয়চূড়ামণিং সমুপস্থিতমভূৎ? বিষমে যুদ্ধসময়ে। ন চ মোক্ষায় স্বর্গায় কীর্ত্তয়ে বৈতদযুক্তবৈরাগ্যমিত্যাহ,—অনার্য্যেতি; আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভির্ন জুষ্টং সেবিতং,—আর্য্যাঃ খলু হৃদ্বিশুদ্ধয়ে স্বধর্ম্মানাচরন্তি। অস্বর্গ্যং স্বর্গোপলম্ভকধর্ম্মবিরুদ্ধম্; অকীর্ত্তিকরং কীর্ত্তিবিপ্লাবকম্ ॥ ২ ॥

নন্বু বন্ধুক্ষয়াধ্যবসায়দোষাৎ প্রকম্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ, দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ প্রাপ্নুহি। ত্বয়ি বিশ্ববিজেতরি মৎসখেঽর্জ্জুনে ক্ষত্রবন্ধাবিবৈতদীদৃশং ক্লৈব্যং নোপযুজ্যতে। নন্বু ন মে শৌর্য্যাভাবরূপং ক্লৈব্যং, কিন্তু ভীষ্মাদিষু পূজ্যেষু ধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিবেকোঽয়ং; দুর্য্যোধনাদিষু ভ্রাতৃষু মচ্ছস্ত্রপ্রহারেণ মরিষ্যৎসু কৃপেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেককৃপে, কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়দৌর্ব্বল্যমেব; তস্মাত্তত্যক্ত্বা

হে কুন্তীপুত্র! তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম্ম অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন! আমি কি-প্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ-গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব? ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ সজ্জীভব। হে পরন্তপ শত্রুতাপনেতি—শত্রুহাসপাত্রতাং মা গাঃ ॥ ৩ ॥

নমু ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধৃষু সৎসু ত্বয়া কথং ন যোদ্ধব্যম্,—"আহূতো ন নিবর্ত্তেত" ইতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়স্যেতি চেত্তত্রাহ,—কথমিতি। ভীষ্মং পিতামহং, দ্রোণঞ্চ বিদ্যাগুরুং, ইষুভিঃ কথং যোৎস্যে ? যদিমৌ পূজার্হৌ পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্যৌ, পরিহাসবাগ্ভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং, তাভ্যাং সহেষুভিস্তৎকথং যুজ্যেত ?—"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্য-পূজাব্যতিক্রমঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনপুনরুক্তিঃ—শোকাকুলস্য পূর্ব্বোত্তরানুসন্ধিবিরহাৎ ; ভাবশ্চ,—ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে নিহংসি ন তু গুরূন্ সান্দীপন্যাদীন্ পূজ্যানিতি ॥ ৪ ॥

নমু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেত্তব নাস্তি তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎস্যতীতি চেৎ তত্রাহ,—গুরূনিতি। গুরূনহত্বা গুরুবধমকৃত্বা স্থিতস্য মে ভৈক্ষান্নং ক্ষত্রিয়াণাং নিন্দ্যমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্, ঐহিকদুর্যশোহেতুত্বেঽপি পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ। নন্বেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোঽপি যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাৎ ছদ্মনা যুষ্মদ্রাজ্যাপহারং যুষ্মদ্দ্রোহঞ্চ কুর্ব্বতাং দুর্য্যোধনাদীনাং সংসর্গেণ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিরহাচ্চ সংপ্রতি ত্যাজ্যা এব,—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥" ইতি

মহানুভব গুরুজনকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা-দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল ; অর্থকামি-গুরুগণকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধি-রাক্ত ভোগ্য-সকল উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

স্মৃতেরিতি চেত্তত্রাহ,—মহানুভাবানিতি। মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽনুভাবো বেদাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যাদিহেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্। কালকামাদয়োঽপি যদ্বশাস্তেষাং তদ্দোষসংবন্ধো নেতি ভাবঃ। নমু "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥" ইতি ভীষ্মোক্তেরর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবতা ? ততো যুদ্ধে হন্তব্যাস্তে ইতি চেত্তত্রাহ,—হত্বার্থকামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্ হত্বাহমিহৈব লোকে ভোগান্ ভুঞ্জীয়, ন তু পরলোকে। তাংশ্চ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ তদ্রুধিরমিশ্রানেব, ন তু শুদ্ধান্ ভুঞ্জীয় তদ্বিংসয়া তল্লাভাৎ। তথা চ যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাদিমত্ত্বেঽপি তেষাং মদ্গুরুত্বমস্ত্যেবেতি পুনর্গুরু-গ্রহণেন সূচ্যতে ॥ ৫ ॥

নমু ভৈক্ষভোজনং ক্ষত্রিয়স্য বিগর্হিতং, যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্মং বিজানন্নপি কিমিদং বিভাষসে ইতি চেত্তত্রাহ,—ন চৈতদিতি। এতদ্বয়ং ন বিদ্মঃ,—ভৈক্ষযুদ্ধয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরদ্গরীয়ঃ প্রশস্ততরম্—হিংসা-বিরহা-দ্ভৈক্ষং গরীয়ঃ স্বধর্ম্মত্বাদ্যুদ্ধং বেতি, এতচ্চ ন বিদ্মঃ। সমারব্ধে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নোঽস্মান্ জয়েয়ুরিতি। নমু মহাবিক্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেত্তত্রাহ,—যানেবেতি। যান্

ভিক্ষা-ভোজন ও যুদ্ধের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন্টি অধিকতর প্রশস্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না ; জয়ই হউক বা পরাজয়ই হউক, যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ সর্ব্বান্। ন জিজীবিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ কিং *পুনর্ভোগান্ ভোক্তুমিত্যর্থঃ। তথা চ বিজয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেতি ; তস্মাদযুদ্ধস্য ভৈক্ষাদ্‌গরীয়স্ত্বমপ্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমর্জ্জুনস্য জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতম্। তত্র কিন্নো রাজ্যেনেতি 'শমদমৌ' ; অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্যৈত্যাহিকপারত্রিকভোগোপেক্ষালক্ষণা 'উপরতিঃ' ; ভৈক্ষং ভোক্তুং শ্রেয় ইতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বলক্ষণা 'তিতিক্ষা', গুরুবাক্যদৃঢ়বিশ্বাসলক্ষণা 'শ্রদ্ধা' তূত্তরবাক্যে ব্যক্তীভবিষ্যতি, ন খলু শমাদিশূন্যস্য জ্ঞানেঽস্ত্যধিকারঃ পঙ্গাদেরিব কর্ম্মণীতি ॥ ৬ ॥

অথ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্", "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধাং গুরূপসত্তিং দর্শয়তি,—কার্পণ্যেতি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রবণাদব্রহ্মবিত্বং কার্পণ্যম্। তেন হেতুনা যো দোষো যানেব হত্বেতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণস্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহা-

---

এইক্ষণে আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব পরিত্যাগরূপ-কার্পণ্য-দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দি'ন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

লক্ষণঃ স্বধর্ম্মো যস্য সঃ। ধর্ম্মে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়স্য মে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং বেত্যেবং সন্দিহানং চেতো যস্য সঃ। ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি,—তস্মান্নিশ্চিতং 'ঐকান্তিকং' 'আত্যন্তিকং' যন্মে শ্রেয়ঃ স্যাত্তৎ ত্বং ব্রূহি ; সাধনোত্তরমবশ্যংভাবিত্বং 'ঐকান্তিকত্বং', ভূতস্যাবিনাশিত্বং 'আত্যন্তিকত্বম্'। নন্বু শরণাগতস্যোপদেশঃ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবা-ভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ, সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেত্তত্রাহ,—শিষ্যস্তেঽহমিতি। শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

নন্বু ত্বং শাস্ত্রজ্ঞোঽসি স্বহিতং বিচার্য্যানুতিষ্ঠ, সখ্যুর্মে শিষ্যঃ কথং ভবেরিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। যৎ কর্ম্ম মম শোকমপনুদ্যাদ্দূরীকুর্য্যাত্ত-দহং ন প্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি,—ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি। তস্মা-চ্ছোকবিনাশায় ত্বাং প্রপন্নোঽস্মীতি। ইত্থঞ্চ "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। নন্বু ত্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপন্নসে যুদ্ধাৎ সুখসমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ,—অবাপ্যেতি। যদি যুদ্ধে বিজয়ী স্যাং তদা ভূমাবসপত্নং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্য যদি চ তত্র হতঃ স্যাং তদা স্বর্গে সুরাণাম-প্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্য মে বিশোকত্বং ন ভবেদিত্যর্থঃ। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"

পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীংবভূব হ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রুতেনৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং সুখং শোকাপহং তস্মাত্তাদৃশমেব শ্রেয়স্ত্বং ব্রূহীতি ন যুদ্ধং শোকহরম্ ॥ ৮ ॥

ততোঽর্জ্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্ত্বেতি। গুড়াকেশো হৃষীকেশং প্রতি এবং ন হি প্রপশ্যামীত্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা পরন্তপোঽপি গোবিন্দং সর্ব্ববেদজ্ঞং প্রতি 'ন যোৎস্যে' ইতি চোক্ত্বেতি যোজ্যম্। তত্র হৃষীকেশত্বাদ্বুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতি, সর্ব্ববেদবিত্ত্বাদ্যুদ্ধে স্বধর্ম্মত্বং গ্রাহয়িষ্যতীতি ব্যঙ্গ্য ধৃতরাষ্ট্র-হৃদি সংজাতা স্বপুত্ররাজ্যাশা নিরস্যতে ॥ ৯ ॥

ব্যঙ্গমর্থং প্রকাশয়ন্নাহ,—তমুবাচেতি। তং বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি হৃষীকেশো ভগবান্ "অশোচ্যান্" ইত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থং বচনমুবাচ,—'অহো তবাপীদৃগ্ বিবেকঃ' ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্। অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপাসিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। ইবেতি তদৈব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌচিত্যাদীষদধরোল্লাসং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা তস্যোপদেশশ্চ সর্ব্বসাক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োরিত্যোক্তং ॥১০॥

সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জ্জুন "গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না" হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

হে ভারত! (ধৃতরাষ্ট্র!) তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্যে এই কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

এবং অর্জ্জুনে তূষ্ণীংস্থিতে তদ্বুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগবানাহ,—অশোচ্যানিতি। হে অর্জ্জুন! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যানেব ধার্ত্তরাষ্ট্রাংস্ত্বং অন্বশোচঃ শোচিতবানসি। তথা মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব বচনানি "দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্" ইত্যাদীনি, "কথং ভীষ্মম্" ইত্যাদীনি চ ভাষসে, ন চ তে প্রজ্ঞালেশোঽপ্যস্তীতি ভাবঃ। যে তু প্রজ্ঞাবন্তস্তে গতাসূন্ নির্গতপ্রাণান্ স্থূলদেহান্, অগতাসূংশ্চানির্গতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহান্, চ-শব্দাদাত্মনশ্চ ন শোচন্তি। অয়মর্থঃ—শোকঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তঃ সূক্ষ্মদেহবিনাশনিমিত্তো বা? নাদ্যঃ,—স্থূলদেহানাং বিনাশিত্বাৎ, নান্ত্যঃ,—

শোকাদি-জনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যে সন্ন্যাসাধিকার জন্মে না, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানবানদের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্যবিষয়ে শোক করিতেছ; পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥ ১১ ॥

আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান বুঝাইবার জন্য আদৌ আত্মজাতীয় পরমাত্মতত্ত্বের ও জীবাত্মতত্ত্বের একধর্ম্মত্ব উদ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন,—আত্মা অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি—পরমাত্মা; তুমি ও এই সকল নৃপতি-বর্গ, সকলেই জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ পূর্ব্বে ছিল না, এমন নয়; পরে থাকিবে না, তাহাও নয়; অর্থাৎ আমরা সকলেই এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ॥ ১২ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

স্থূলদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ। তদ্বতাং আত্মনাং তু ষড়্‌ভাববিকারবর্জ্জিতানাং নিত্যত্বান্ন শোচ্যতেতি; দেহাত্মস্বভাববিদাং ন কোঽপি শোকহেতুঃ। যদর্থশাস্ত্রাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বলবত্ত্বমুচ্যতে, তৎ কিল ততোঽপি বলবতা জ্ঞানশাস্ত্রেণ প্রত্যুচ্যতে। তস্মাদশোচ্যে শোচ্যত্বমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্য তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

এবমস্থানশোচিত্বাদপাণ্ডিত্যমর্জ্জুনস্যাপাদ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিযোজিতাঞ্জলিং তং প্রতি সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বস্মাজ্জীবানাঞ্চ পারমার্থিকং ভেদমাহ,—ন ত্বেবাহমিতি। হে অর্জ্জুন! অহং সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ ইতঃ পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ কালে জাতু কদাচিন্নাসমিতি ন; অপিত্বাসমেব। তথা ত্বমর্জ্জুনো নাসীরিতি ন; কিন্ত্বাসীরেব। ইমে জনাধিপা রাজানো নাসন্নিতি ন; কিন্ত্বাসন্নেব। তথৈতঃ পরস্মিন্নন্তে কালে সর্ব্বে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন; কিন্তু ভবিষ্যাম এবেতি। সর্ব্বেশ্বরবজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকসত্তাযোগিত্বাত্তদ্বিষয়কো ন শোকো যুক্ত ইত্যর্থঃ। ন চাবিদ্যাকৃতত্বাদ্ব্যবহারিকোঽয়ং ভেদঃ, সর্ব্বজ্ঞে ভগবত্যবিদ্যাযোগাৎ, "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি তস্যাভিধাস্যমানত্বাচ্চ। ন চাভেদজ্ঞস্যাপি হরের্বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনেয়মর্জ্জুনাদিভেদ-

এখন কেবল জড়বদ্ধ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—যেমন দেহ ধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে, তেমনই দেহান্তর হইলেও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না; সুতরাং বদ্ধজীবের দেহনাশে ধীর ব্যক্তিরা শোক করেন না ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

দৃষ্টিরিতি বাচ্যং,—তথা সত্যুপদেশাসিদ্ধেঃ। মরুমরীচিকাদাবুদকবুদ্ধির্বাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানা মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্ত্তয়েদেবমভেদবোধবাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানার্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিস্তত্ত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদৌ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। নন্বু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবীক্ষণাৎ তাদৃশোঽভেদস্তাৎপর্য্যবিষয়ো বৈফল্যাজ্‌জ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদ্বিষয়ো ন স্যাৎ, কিন্তু "অন্ত্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতি" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থবদনুবাদ্য এব স ইতি চেন্মন্দমেতৎ;—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা "জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ, বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্ব-স্বামিত্বভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ। অভেদস্তফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ; অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। তস্মাৎ পারমার্থিকস্তদ্ভেদঃ সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

নন্বু ভীষ্মাদিদেহাবচ্ছিন্নানামাত্মনাং নিত্যত্বেঽপি তদ্দেহানাং তদ্ভোগায়তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেত্তত্রাহ,—দেহিনোঽস্মিন্নিতি। ত্রৈকালিকা বহবো দেহা যস্য সন্তি, তস্য দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে ক্রমাৎ কৌমারযৌবনজরাস্তিস্রোঽবস্থা ভবন্তি। তাসামাত্মসম্বন্ধিনাং তদ্ভোগোপযুক্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্ববিনাশেন পরপরপ্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব তদ্দেহবিনাশে সতি দেহান্তরপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি। তথা চ ভীষ্মাদীনাং

মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, তদ্দ্বারা বিষয়ানুভবই স্পর্শ; সেই মাত্রাস্পর্শই শীত-গ্রীষ্ম; সুখদুঃখদায়ক শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি। উহারা আইসে যায় মাত্র, অতএব অনিত্য। হে কুন্তীপুত্র! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

জরিতদেহনাশে নব্যদেহপ্রাপ্তির্যথাতিযৌবনপ্রাপ্তিন্যায়েন হর্ষহেতুরেবেতি, ন তদ্দেহবিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি ভাবঃ। ধীরো ধীমান্ দেহস্বভাবজীবকর্ম্মবিপাকস্বরূপজ্ঞঃ অত্র 'দেহিনঃ' ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়েণ বোধ্যং, পূর্ব্বত্রাত্মবহুত্বোক্তেঃ। অত্রাহুঃ—'এক এব বিশুদ্ধাত্মা; তস্যাবিদ্যয়াপরিচ্ছিন্নস্য তস্যাং প্রতিবিম্বিতস্য বা নানাত্মত্বম্।' শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ, তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি।" তদ্বিজ্ঞানেন তস্য বিনাশে তু তন্নানাত্বনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেনৈতৎ পার্থসারথিরাহেতি। তন্মন্দং,—জড়য়া তয়া চৈতন্যরাশেশ্ছেদাসম্ভবাৎ, তৈরপি তদ্বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ। বাস্তবে চ্ছেদে বিকারিত্বাপত্তিঃ টঙ্কছিন্নপাষাণবৎ স্যাৎ,—নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবাচ্চ; অন্যথাকাশদিগাদীনাং তদাপত্তিঃ। ন চ প্রতীত্যন্যথানুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং তদ্বর্ত্তিগ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলং তস্যৈবাম্ভসি ভাসমানত্বেন প্রতীতেঃ। "আকাশমেকং হি" ইতি শ্রুতিস্তু পরমাত্মবিষয়া তস্যাকাশবৎ সূর্য্যবচ্চ বহুবৃত্তিকত্বং বদতীত্যবিরুদ্ধম্। ন চাত্মৈক্যস্যোপদেষ্টা সংভবতি। স হি তত্ত্ববিন্ন বা? আদ্যেঽদ্বিতীয়মাত্মানং বিজানতস্তস্যোপদেশ্যাপরিস্ফূর্ত্তিঃ; অন্ত্যে ত্বজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বম্। বাধিতানুবৃত্ত্যাশ্রয়ণং তু পূর্ব্বনিরস্তম্ ॥ ১৩ ॥

ননু ভীষ্মাদয়ো মৃতাঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি তদ্দুঃখনিমিত্তঃ শোকো মা ভূৎ; তদ্বিচ্ছেদদুঃখনিমিত্তস্তু যে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেত্তত্রাহ,—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি-দ্বারা ব্যথিত হন না, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্বে অর্থাৎ আত্মযাথাত্ম্যসিদ্ধি-রূপ মোক্ষে নীত হইবার যোগ্য ॥ ১৫ ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

মাত্রেতি। মাত্রাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ,—মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে বিষয়া আভিরিতি ব্যুৎপত্তেঃ। স্পর্শাস্তাভির্বিষয়াণামনুভাবাস্তে খলু শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ভবন্তি। যদেব শীতলমুদকং গ্রীষ্মে সুখদং, তদেব হেমন্তে দুঃখদমিত্যতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চানিত্যানস্থিরাংস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। এতদুক্তং ভবতি,—মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্ম্মতয়া বিধানাদ্যথা ক্রিয়তে, তথা ভীষ্মাদিভিঃ সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাৎ কার্য্যমেব। তত্রত্যো দুঃখানুভবস্ত্বাগন্তুকো ধর্ম্মসিদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ; ধর্ম্মাজ্ জ্ঞানোদয়েন মোক্ষলাভে তু স্তরত্র তস্য নানুবৃত্তিশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠাপরিপাকং বিনৈব ধর্ম্মত্যাগস্ত্বনর্থহেতুরিতি। কৌন্তেয়, ভারতেতি পদাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্য তে ধর্ম্মভ্রংশো নোচিত ইতি সূচ্যতে ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মার্থদুঃখসহনাভ্যাসস্যোত্তরত্র সুখহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ,—যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়ানুভাবা যং ধীরং 'ধিয়মীরয়তি ধর্ম্মেষু' ইতি ব্যুৎপত্তের্ধর্ম্মনিষ্ঠং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সুখদুঃখমূর্চ্ছিতং ন কুর্ব্বন্তি সোঽমৃতত্বায় মুক্তয়ে কল্পতে; ন তু তাদৃশো দুঃখসুখমূর্চ্ছিত ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থং স্ফুটয়ন্ পুরুষং বিশিনষ্টি,—সমেতি। ধর্ম্মানুষ্ঠানস্য কষ্টসাধ্যত্বাদ্ দুঃখমনুষঙ্গলব্ধং সুখঞ্চ যস্য সমং ভবতি, তাভ্যাং মুখগ্লানিতোল্লাসরহিতমিত্যর্থ ॥ ১৫ ॥

তদেবং ভগবতা পার্থস্যাস্থানশোচিতত্বেন তৎপাণ্ডিত্যমাক্ষিপ্তম্। শোকহরঞ্চ স্বোপাসনমেব তচ্চোপাস্যোপাসকভেদঘটিতমিত্যুপাস্যাজ্জীবাং-

জড়দেহ অসৎ, সুতরাং পরিণামী, অতএব অনিত্য; যিনি জীবাত্মা, তিনি—সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, অতএব নিত্য; সৎস্বরূপ জীবের নাশ হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

শিনঃ স্বস্মাদুপাসকানাং জীবাংশানাং তাত্ত্বিকং দ্বৈতমুপদিষ্টম্। "অথ যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ" ইত্যাদাবংশস্বরূপজ্ঞানস্যাংশিস্বরূপজ্ঞানোপযোগিত্বশ্রবণাত্তদাদৌ সনিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষেণোপদেশ্যং, তচ্চ দেহাত্মনোর্বৈধর্ম্ম্যধিয়মন্তরা ন স্যাদিতি তদ্বৈধর্ম্ম্যবোধায়ারভ্যতে,—নাসত ইত্যাদিভিঃ। অসতঃ পরিণামিনো দেহাদের্ভাবোঽপরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। সতোঽপরিণামিন আত্মনস্তভাবঃ পরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। দেহাত্মানৌ পরিণামাপরিণামস্বভাবৌ ভবতঃ। এবমুভয়োরসৎসচ্ছব্দিতয়োর্দেহাত্মনোরন্তো নির্ণয়স্তত্ত্বদর্শিভিস্তদুভয়স্বভাববেদিভিঃ পুরুষৈর্দৃষ্টোঽনুভূতঃ। অত্রাসচ্ছব্দেন বিনশ্বরং দেহাদি জড়ং, সচ্ছব্দেন ত্ববিনশ্বরমাত্মচৈতন্যমুচ্যতে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি নির্ণীতং দৃষ্টম্—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভবনানি বিষ্ণুঃ" ইত্যুপক্রম্য "যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্যেত্যস্তিনাস্তিশব্দবাচ্যয়োশ্চেতনজড়য়োস্তথাত্বং বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিৎ" ইত্যাদিভির্নিরূপিতঃ। তত্র নাস্তিশব্দবাচ্যং জড়ম্; অস্তিশব্দবাচ্যন্তু চৈতন্যমিতি স্বয়মেব বিবৃতম্। যত্তু সৎকার্য্যবাদস্থাপনায়ৈতৎপদ্যমিত্যাহুস্তন্নিরবধানং,—দেহাত্মস্বভাবানভিজ্ঞানমোহিতং প্রতি তন্মোহবিনিবৃত্তয়ে তৎস্বভাবাভিজ্ঞাপনস্য প্রকৃতত্বাৎ ॥১৬॥

উক্তং জীবাত্মতদ্দেহয়োঃ স্বভাবং বিশদয়তি,—অবিনাশীতি দ্বাভ্যাম্। তজ্জীবাত্মতত্ত্বমবিনাশি নিত্যং বিদ্ধি। যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং

যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মা-রূপে মনুষ্যের সকল-শরীর ব্যাপিয়া আছেন, এবং অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকারক মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব-শরীর ব্যাপকতা-শক্তি আছে; তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি; অস্যাব্যয়স্য পরমাণুত্বেন চ বিনাশানর্হস্য বিনাশং ন কশ্চিৎ স্থূলোঽর্থঃ কর্ত্তুমর্হতি প্রাণস্যেব দেহঃ; ইহ জীবাত্মনো দেহপরিমিতত্বং ন প্রত্যেতব্যম্,—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইত্যাদিষু তস্য পরমাণুত্বশ্রবণাৎ। তাদৃশস্য নিখিলদেহব্যাপ্তিস্তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনৈব স্যাৎ। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ,—"গুণাদ্বালোকবৎ" ইতি। ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি,—"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" ইত্যাদিনা ॥১৭॥

অন্তবন্তঃ বিনাশিস্বভাবাঃ; শরীরিণো জীবাত্মনঃ; অপ্রমেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাদ্বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃস্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। তথা চেদৃশস্বভাবত্বাজ্জীবতদ্দেহৌ ন শোকস্থানমিতি জীবাত্মনো দেহো ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তস্য ভোগায় মোক্ষায় চ পরেশেন সৃজ্যতে। স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেত্তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অপ্রমেয়, অবিনাশী, নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাঁহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট; অতএব দেহবিষয়ে শোক না করিয়া মোক্ষের হেতুরূপ ধর্ম্ম আচরণ করত যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মা-কর্ত্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না; জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হন না। বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি আত্মা, তুমি হননকর্ত্তা নও এবং হতও হইতে পার না ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

উক্তমবিনাশিত্বং দ্রঢ়য়তি,—এনমুক্তস্বভাবমাত্মানং জীবং যো হন্তারং খড়্গাদিনা হিংসকং বেত্তি, যশ্চৈনং তেন হতং হিংসিতং মন্যতে, তাবুভৌ তৎস্বরূপং ন বিজানীতঃ। অতিসূক্ষ্মস্য চৈতন্যস্য তস্য ছেদাদ্যসংভবান্নায়মাত্মা হন্তি ন হন্যতে,—হন্তেঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ। হন্তের্দেহবিয়োগার্থত্বান্ন তেনাত্মনাং নাশো মন্তব্যঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" ইত্যাদিনা। এতেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদিবাক্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্। ন চাত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং,—দেহবিয়োজনে তত্তস্য সত্ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অথ "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি" ইতি যাস্কাদ্যুক্তষড়্ভাববিকার-রাহিত্যেন প্রাগুক্তনিত্যত্বং দ্রঢ়য়তি,—ন জায়তে ইতি। চার্থে বা-শব্দৌ। অয়মাত্মা জীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে, ন ম্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশয়োঃ প্রতিষেধঃ; ন চায়মাত্মা ভূত্বোৎপদ্য ভবিতা ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরস্যাস্তিত্বস্য প্রতিষেধঃ; ন ভূয় ইতি— অয়মাত্মা ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। কুতো ভূয়ো ন ভবতীত্যত্র হেতুঃ,—অজো নিত্য ইতি। উৎপত্তিবিনাশযোগী খলু বৃক্ষাদিরুৎপদ্য বৃদ্ধিং গচ্ছন্নষ্টঃ,—আত্মনস্তু তদুভয়াভাবাৎ ন

ষড়্বিকাররহিত জীবাত্মা—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন, অথচ নিত্য নবীন; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত না ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতিষেধঃ,—শশ্বৎ সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ং ভজতীত্যর্থঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য প্রতিষেধঃ,—পুরাণং পুরাপি নবো, ন তু কিঞ্চিন্নূতনং রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং ষড়্বিকারশূন্যত্বাদাত্মা নিত্যঃ। যস্মাদীদৃশস্তস্মাচ্ছরীরে হন্যমানেঽপি স ন হন্যতে। তথা চার্জ্জুনোঽয়ং গুরুহন্তেত্যবিজ্ঞোক্ত্যা ছন্দীর্ত্তেরবিভ্যতা ত্বয়া শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি ॥ ২০ ॥

এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ত্ততে, যশ্চ প্রবর্ত্তয়তি, তস্য তস্য চ কোঽপি ন দোষগন্ধ ইত্যাহ—বেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্মানমবিনাশিনমজমব্যয়মপক্ষয়শূন্যঞ্চ যো বেদ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং জানাতি, স পুরুষো যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি কং হন্তি কথং বা হন্তি, তত্র প্রবর্ত্তয়ন্নপি কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? কিমাক্ষেপে,—ন কমপি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। নিত্যমিতি বেদনক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ২১ ॥

যিনি জীবকে অবিনাশী, অজ ও অব্যয় বলিয়া 'নিত্য' জানেন, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও কোনরূপ হত্যা করেন বা হত্যা করান? ২১ ॥

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

নম্ন মা ভূদাত্মনাং বিনাশো ভীষ্মাদিসংজ্ঞানাং তচ্ছরীরানাং তৎসুখ-সাধনানাং যুদ্ধেন বিনাশে তৎসুখবিচ্ছেদহেতুকো দোষঃ স্যাদেব, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রানি নির্ব্বিষয়াণি স্যুরিতি চেত্তত্রাহ,—বাসাংসীতি। স্থূলজীর্ণ-বাসস্ত্যাগেন নবীনবাসোধারণমিব বৃদ্ধনৃদেহত্যাগেন যুবদেবদেহধারণং তেষামাত্মনামতিসুখকরমেব। তদ্ভবমঞ্চ যুদ্ধেনৈব ক্ষিপ্রং ভবেদিত্যুপ-কারকাস্তস্মাত্মা বিরংসীরিতি ভাবঃ। সংযাতীতি সম্যক্‌গর্ভবাসাদিযাতনাং বিনৈব শীঘ্রমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তবাক্যানি তু যজ্ঞযুদ্ধবধাদন্য-স্মিন বধে নেয়ানি ॥ ২২ ॥

নম্ন শস্ত্রপাতৈঃ শরীরবিনাশে তদন্তঃস্থস্যাত্মনো বিনাশঃ স্যাৎ গৃহদাহে তন্মধ্যস্থস্যেব জন্তোরিতি চেত্তত্রাহ,—নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রম্; আপঃ পর্জ্জন্যাস্ত্রম্; মারুতো বায়ব্যাস্ত্রম্; তথা চ তৎপ্রযুক্তৈঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্নাত্মনঃ কাচিদ্ব্যথেতি ॥ ২৩ ॥

ছেদাদ্যভাবাদেব তত্তন্নামভিরয়মাখ্যায়ত ইত্যাহ,—অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। এব-কারঃ সর্ব্বৈঃ সংবধ্যতে। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মহেতুকেষু দেবমানবাদিষু পশু-পক্ষ্যাদিষু চ সর্ব্বেষু শরীরেষু পর্য্যায়েণ গতঃ প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। স্থাণুঃ

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু-দ্বারাও শুষ্ক হন না ॥ ২৩ ॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বযোনিভ্রমী, স্থাণু ও অচল; ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

স্থিরস্বরূপঃ; অচলঃ স্থিরগুণকঃ,—"অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মো যস্যেতি ব্যাখ্যেয়ম্,—তস্যার্থস্যাবিনাশীত্যনেনৈব লাভাৎ; তস্মাদনুচ্ছিত্তয়ো নিত্যা ধর্ম্মা যস্য স তথেত্যেবার্থঃ। সনাতনঃ শাশ্বতঃ; পৌনরুক্ত্যদোষস্ত্বগ্রে পরিহরিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তঃ প্রত্যঙ্, চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যঃ; অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরঃ শ্রুতিমাত্র-গম্যঃ; জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেত্যাদিকং শ্রুত্যৈব প্রতীয়তে; অবিকার্য্যঃ ষড়্‌ভাববিকারানর্হঃ। অত্র "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদিভিরাত্মতত্ত্বমুপ-দিশন্ হরিঃ শব্দতোঽর্থতশ্চ যৎ পুনঃপুনরবোচত্তস্য দুর্ব্বোধস্য সৌবোধ্যার্থ-মেবেত্যদোষঃ, নির্দ্ধারণার্থং বা; অয়ং ধর্ম্মং বেত্তীত্যুক্তৌ তদ্বেদনং নিশ্চিতং যথা স্যাত্তদ্বৎ। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥

এবং শ্লোকস্য জীবাত্মনোঽশোচ্যত্বমুক্ত্বা পরোক্ত্যাপি তস্য তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায়। তদভিজ্ঞঃ খলু শিষ্যস্তদবকরৈস্তন্নিরস্য বিজয়ী সন্ স্বমতে স্থৈর্য্যমাসীৎ। তথা হি মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টে ভূম্যাদিভূতচতুষ্টয়ে তাম্বূলরাগবৎ

ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। জীবাত্মাকে এইপ্রকার অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৫ ॥

হে মহাবাহো! লোকায়তিক ও বৈভাবিকদিগের ন্যায় জীবকে যদি নিত্য-জাত ও নিত্য-মৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেও ত' তোমার আর শোক করিবার কারণ নাই; শোক করিলে হীনমতবাদী অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপদ্যতে ; তাদৃশস্তচ্চতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা ; স চ স্থিরোঽপি প্রতিক্ষণপরিণামাদুৎপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিতি 'লোকায়তিকা' মন্যন্তে। দেহাদ্ভিন্নো বিজ্ঞানস্বরূপোঽপ্যাত্মা প্রতিক্ষণবিনাশীতি 'বৈভাষিকাদয়ো' বৌদ্ধা বদন্তি। তদেতদুভয়মতেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং প্রতিষেধতি। অথেতি পক্ষান্তরে, চোঽপ্যর্থে। ত্বং চেন্মহদুক্তজীবাত্মযাথাত্ম্যাবগাহনাসমর্থো লোকায়তিকাদিপক্ষমালম্বসে, তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহলক্ষণমাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে। ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষে চ নিত্যং প্রতিক্ষণং তং তথা তথা মন্যসে। বাশব্দশ্চার্থে। তথাপি ত্বমেনং—"অহোবত মহৎপাপম্" ইত্যাদিবচনৈঃ শোচিতুং নার্হসি। পরিণামস্বভাবস্য তস্য তস্য চাত্মনো জন্মবিনাশয়োরনিবার্য্যত্বাজ্জন্মান্তরাভাবেন পাপভয়াসম্ভবাচ্চ। হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য বৈদিকস্য চ তে নেদৃশং কুমতং ধার্য্যমিতি ভাবঃ ॥২৬

অথ শরীরাতিরিক্তো নিত্য আত্মা ; তস্যাপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়যোগো জন্ম, পূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়বিয়োগস্তু মরণং, তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুকত্বাত্তদাশ্রয়স্য নিত্যস্যাত্মনো মুখ্যং ; তদতিরিক্তস্য শরীরস্য তু গৌণম্ ; তস্যানিত্যস্য কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরিতি তার্কিকা মন্যন্তে। তৎপক্ষেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং পরিহরতি,—জাতস্যেতি। হির্হেতৌ ;

এখন তার্কিকদিগের মতও বিচার কর। যদি জন্ম হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে ; শোক দ্বারা চালিত হইলে তার্কিক অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জাতস্য স্বকর্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিযোগস্য নিত্যস্যাপ্যাত্মনস্তদারম্ভক-কর্ম্মক্ষয়হেতুকো মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ ; মৃতস্য তচ্ছরীরকৃতকর্ম্মহেতুকং জন্ম চ ধ্রুবং স্যাৎ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যে পরিহর্ত্তুমশক্যে জন্মমরণাত্মকেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি। ত্বয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেঽপ্যেতে স্বারম্ভকে কর্ম্মণি ক্ষীণে সতি মরিষ্যন্ত্যেব ; তব তু স্বধর্ম্মাদ্বিচ্যুতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অথ দেহাত্মপক্ষে আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে চ দেহবিনাশহেতুকশোকো ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং নামরূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানমাদি আদিরূপং যেষাং তানি ভূতানি পৃথিব্যাদি-ভূতময়ানি শরীরাণি। ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ স্থূলং মধ্যং জন্মবিনাশান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি, অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে তাদৃশি প্রধানে নিধনং নামরূপবিমর্দ্দনলক্ষণো নাশো যেষাং তানি। মৃদাদিকে সদ্রূপে দ্রব্যে কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশঃ কথ্যতে সদ্দ্রব্যং সর্ব্বদা স্থায়ীতি। এবমেবাহ ভগবান্ পরাশরঃ,—"মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ"ইতি। এবং শরীরাণ্যাদ্যন্তয়োর্নামরূপাযোগাদব্যক্তিমন্তি ; মধ্যে তু তদ্যোগাদ্ব্যক্তিমন্তি। তদারম্ভকানি ভূতানি তু সর্ব্বদা সন্তীতি তেষু বস্তুতঃ সৎসু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তবিলাপ ইত্যর্থঃ। দেহাত্মনিত্যাত্ম-

হে ভারত! অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্ত হইলে অব্যক্ত হইয়া যায় ; তবে তজ্জন্য পরিদেবনা কেন? যদিও উক্ত মত সাধুসম্মত নয়, তথাপি বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

পক্ষে তু "বাসাংসি" ইত্যাদিকং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। যস্মাদাদ্যন্তয়োরসত্ত্বান্মধ্যেঽপি ভূতান্যসন্ত্যেবাতঃ স্বাপ্নিকরথাশ্বাদিপ্রখ্যানি মৃষাভূতান্যেব তেন তদ্বিয়োগ-হেতুকঃ শোকঃ প্রতিবুদ্ধস্য ন দৃষ্ট ইতি দৃষ্টিসৃষ্টিমভ্যুপেত্যাহুস্তন্মন্দং,—তদভ্যুপগমে বৈদিকাসৎকার্য্যবাদাপত্তেঃ। তদেবং মতদ্বয়েঽপি দেহবিনাশ-হেতুকঃ শোকো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

নন্বু সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া বহুপদিশ্যমানোঽপ্যহং শোকনিবারকমাত্মযাথাত্ম্যং ন বুধ্যে কিমেতদিতি চেত্তত্রাহ,—আশ্চর্য্যবদিতি। বিজ্ঞানানন্দোভয়-স্বরূপত্বেঽপি তদ্ভেদাপ্রতিযোগিনং, বিজ্ঞানস্বরূপত্বেঽপি বিজ্ঞাতৃতয়া সন্তং, পরমাণুত্বেঽপি ব্যাপ্তবৃহৎকায়ং, নানাকায়সম্বন্ধেঽপি তত্তদ্বিকারৈরস্পৃষ্টমেবমাদি-বহুবিরুদ্ধধর্ম্মতয়াশ্চর্য্যবদদ্ভুতসাদৃশ্যেন স্থিতমেনং মদুপদিষ্টং জীবং কশ্চিদেব স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেন সত্যতপোজপাদিনা চ বিমৃষ্টহৃদ্‌গুরুপ্রসাদলব্ধতাদৃশজ্ঞানঃ পশ্যতি যাথাত্ম্যেনানুভবতি। আশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা, কর্ত্তৃ-বিশেষণং বেতি ব্যাখ্যাতারঃ; কশ্চিদেনং যৎ পশ্যতি তদাশ্চর্য্যবৎ, যঃ কশ্চিৎ পশ্যতি সোঽপ্যাশ্চর্য্যবদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। শ্রুত্বাপ্যেন-মিতি,—কশ্চিৎ সম্যগ্দৃষ্টহৃদিত্যর্থঃ। তথা চ দুরধিগমং জীবাত্মযাথাত্ম্যম্।

জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আর অনেকেই শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না; জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে এইপ্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্যচৈতন্যবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিরপ্যেবমাহ,—"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানু-শিষ্টঃ" ইতি ॥ ২৯ ॥

তদেবং দুরবিগমং জীবযাথাত্ম্যং সমাসেনোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসং-হরতি,—দেহীতি। সর্ব্বস্য জীবগণস্য দেহে হন্যমানেঽপ্যয়ং দেহী জীবো নিত্যমবধ্যো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদিভাবাপন্নানি শোচিতুং

বস্তুতঃ, দেহ বিগত হইলেও দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্ম আলোচনা করিলেও তুমি এ-প্রকার ভীত হইতে পার না; কেন না, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর নাই; যেহেতু, তদ্দ্বারা প্রজারক্ষণ, দুষ্টদমন ও ধর্ম্মের সহিত ক্ষিতিপালন হয়। মুক্ত ও বদ্ধ-দশাদ্বয়-ভেদে জীবের স্বধর্ম্ম—দ্বিবিধ। মুক্তাবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম—উপাধিরহিত; পরন্তু জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম্ম কিয়ৎ-পরিমাণে উপাধিযুক্ত হয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের নানাবিধ অবান্তর অবস্থা আছে; সেই সেই অবান্তর অবস্থায় স্বধর্ম্মেরও আকারভেদ অপরিহার্য্য। জীব জড়বদ্ধাবস্থায় মানবশরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্ম্মটি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপী হইলেই শুদ্ধ হয়; অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরই অন্য নাম 'স্বধর্ম্ম'। ক্ষত্রিয়স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে? ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

নার্হসি। আত্মনাং নিত্যত্বাদশোচ্যত্বং তদ্দেহানাং ত্ববশ্যবিনাশত্বাত্তত্ত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এবং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিত্বাদাদৌ জীবাত্মজ্ঞানং সর্ব্বান্ প্রতি তৌল্যেনোপদিশ্য সনিষ্ঠান্ প্রতি নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি হৃদ্বিশুদ্ধি-সহকৃতামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়ন্তীতি বদিষ্যন্ তস্যাং প্রতীতিমুৎপাদয়িতুং সকামতয়ানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং কাম্যফলপ্রদত্বমাহ দ্বাভ্যাম্,—স্বধর্ম্মমপীতি। ন কেবলং দেহাত্মস্বভাবং নিভাল্যং কিন্তু স্বধর্ম্মমপীতি। যুদ্ধং খলু ক্ষত্রিয়স্য নিয়তমগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতম্; তচ্চ শত্রুপ্রাণবিহিংসনরূপমগ্নি-ষ্টোমাদিপশুহিংসনবন্ন প্রত্যবায়নিমিত্তম্। উভয়ত্র হিংস্যেয়মুপকৃতিরূপৈব,—হীনয়োর্দেহলোকয়োস্ত্যাগেন দিব্যয়োস্তয়োর্লাভাৎ। আহ চৈবং স্মৃতিঃ,—"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ। সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্॥" ইত্যাদ্য। এবং নিজধর্ম্মমবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ধর্ম্মাৎ প্রচলিতুং নার্হসি। যুদ্ধং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যাদিনা "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি" ইত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্বয়োক্তম্; তচ্চাজ্ঞানাদেবেত্যাহ,—ধর্ম্ম্যা-দিতি। যুদ্ধমেব ভূমিজয়দ্বারা প্রজাপালনগুরুবিপ্রসংসেবনাদিক্ষাত্রধর্ম্ম-নির্ব্বাহীতি। এবমাহ ভগবান্ পরাশরঃ,—"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্। নির্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥" ইতি ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বার-রূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে-সকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবন্ত ॥ ৩২ ॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চাযত্নাদাগতেঽস্মিন্ মহতি শ্রেয়সি ন যুক্তস্তে কম্প ইত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি। চোঽবধারণে। যত্নং বিনৈব চোপপন্নমীদৃশং ভীষ্মাদি-ভির্মহাবীরৈঃ সহ যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যাঃ ক্ষত্রিয়া লভন্তে,—বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাজ্যয়োর্মৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গস্য চ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। এতদ্ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি,—স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি—অপ্রতিরুদ্ধস্বর্গসাধন-মিত্যর্থঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিকং চিরতরেণ স্বর্গোপলম্ভকমিতি ততোঽ-স্যাতিশয়ঃ ॥৩২॥

বিপক্ষে দোষান্ দর্শয়তি,—অথেত্যাদিভিঃ। স্বস্য তব ধর্ম্মাং যুদ্ধ-লক্ষণং কীর্ত্তিঞ্চ রুদ্রসন্তোষণনিবাতকবচাদিবধলব্ধাং হিত্বা পাপং ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাদিত্যাদিস্মৃতিপ্রতিষিদ্ধং স্বধর্ম্মত্যাগলক্ষণং প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

ন কেবলং স্বধর্ম্মস্য কীর্ত্তেশ্চ ক্ষতিমাত্রম্, যুদ্ধে সমারব্ধেঽর্জ্জুনঃ পলায়ত ইত্যব্যয়াং শাশ্বতীমকীর্ত্তিঞ্চ তব ভূতানি সর্ব্বে লোকাঃ কথয়িষ্যন্তি। নন্বু মরণাদ্ভীতেন ময়া অকীর্ত্তিঃ সোঢ়ব্যেতি চেত্তত্রাহ,—সম্ভাবিতস্যাতিপ্রতিষ্ঠিতস্য। অতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি। তথা চ তাদৃশাকীর্ত্তের্মরণমেব বরমিতি ॥ ৩৪ ॥

তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে স্বীয় ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ-লক্ষণ-পাপের ভাগী হইবে ॥ ৩৩ ॥

তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে; অতি-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি—মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ? ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

নহু কুলক্ষয়দোষাৎ কারুণ্যাচ্চ বিনিবৃত্তস্য মম কথমকীর্ত্তিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ভয়াদিতি। মহারথা দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং কর্ণাদিভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে,—ন হি শূরস্য শত্রুভয়ং বিনা বন্ধুস্নেহেন যুদ্ধাদুপরতিরিত্যর্থঃ। ইতঃপূর্ব্বং যেষাং ত্বং বহুমতঃ শূরো বৈরীতি বহুগুণবত্তয়া সংমতোঽভূরিদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে কাতরোঽয়ং বিনিবৃত্ত ইত্যেবং তৎকৃতং লাঘবং দুঃসহং যাস্যসি ॥ ৩৫

কিঞ্চ, অবাচ্যেতি। অহিতাঃ শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তব সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধং পরাক্রমং নিন্দন্তঃ বহূনবাচ্যবাদান্ ষণ্ঢতিলাদিশব্দান্ বদিষ্যন্তি। তত এবম্বিধাবাচ্যবাদশ্রবণাদতিশয়িতং কিং দুঃখমস্তি ? ইত্থঞ্চৈতৈঃ ষড়্ভির্ব্বন্ধু-বৈরাগ্যস্যাস্বর্গত্বমকীর্ত্তিকরত্বং চোক্তং দর্শিতম্ ॥ ৩৬ ॥

যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লঘুজ্ঞান করিবেন; তাঁহারা মনে করিবেন,—তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ ॥ ৩৫ ॥

তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবক্তব্য কটু কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে; তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? ৩৬ ॥

হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর ॥ ৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

নহু যুদ্ধে বিজয় এব মে স্যাদিতি নিশ্চয়াভাবাত্ততোঽহং নিবৃত্তোঽস্মীতি চেত্তত্রাহ,—হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তে লাভ এবেতি ভাবঃ ।৩৭॥

নহু "অথ চেত্ত্বম্" ইত্যাদিপদ্যার্থো ব্যাহতঃ, রাজ্যাদ্যুদ্দেশেন কৃতস্য যুদ্ধস্য গুরুবিপ্রাদিবিনাশহেতুত্বেন পাপোৎপাদকত্বাদিতি চেন্মুমুক্ষুবর্ত্মনা

সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করত মুমুক্ষু বা মোক্ষমার্গস্থ হইয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥ ৩৮ ॥

সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও স্বধর্ম্মরূপ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বসম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল; এক্ষণে তদুভয়ের যোগসম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি যোগবুদ্ধিযুক্ত হইলে সংসার-ক্ষয়-করণে সমর্থ হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসংযোজক যোগ একটি মাত্র। যখন কর্ম্মের অবধিকে সীমা করিয়া সেই যোগ লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে 'কর্ম্মযোগ' বলে। যখন কর্ম্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানসীমার অবধি পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'জ্ঞানযোগ' বা 'সাংখ্যযোগ' বলে। যখন তদুভয়-সীমা অতিক্রম করত ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তিযোগ,' 'বুদ্ধিযোগ' বা 'সম্পূর্ণ-যোগ' বলে। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসকল পৃথগ্-রূপে সম্যক্ বর্ণিত হয়। ১২ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব, এবং ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অনাত্মতত্ত্ব স্বধর্ম্মাকারে নিরূপিত হইয়াছে। অগ্রে তদুভয়ের যোগ কথিত হইবে এবং তদুভয়-যোগ দ্বারা আত্ম-যাথাত্ম্য-সিদ্ধি চরমে কথিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধমানস্য তব তন্নিবিনাশহেতুকং পাপং ন স্যাদিত্যাহ,—সুখেতি। সামাকরণমিহ তত্র তত্র নির্ব্বিকারত্বং বোধ্যম্; সুখে তদ্ধেতৌ লাভে তদ্ধেতৌ জয়ে চ রাগমকৃত্বা দুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্ধেতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা তত্র তত্র নির্ব্বিকারচিত্তঃ সন্ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব;—কেবলস্বধর্ম্মধিয়া যোদ্ধুমুদ্যুক্তো ভবেত্যর্থঃ। এবং মুমুক্ষুরীত্যা যোদ্ধা ত্বং পাপং তদ্বিনাশহেতুকং নাবাপ্স্যসি। ফলেচ্ছুঃ সন্ যো যুধ্যতে স তৎপাপং বিন্দতি; বিজ্ঞানার্থী তু পুরাতনমনন্তপাপমপনুদতীত্যর্থঃ। নন্ধু ফলরাগং বিনা দুষ্করে যুদ্ধদানাদৌ কথং প্রবৃত্তিরিতি চেদনন্তাত্মানন্দরাগং তত্র প্রবর্ত্তকং গৃহাণ রাজ্যাত্মনুরাগমিব ভৃগুপাতে ॥ ৩৮ ॥

উক্তং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তদুপায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগং বক্তুমারভতে,—এষেতি। সংখ্যোপনিষৎ "সম্যক্ খ্যায়তে নিরূপ্যতে তত্ত্বমনয়া" ইতি নিরুক্তেঃ তয়া প্রতিপাদ্যমাত্মযাথাত্ম্যং সাংখ্যম্। *শৈষিকৈর্নু তস্মিন্ কর্ত্তব্যৈষা বুদ্ধিস্তবাভিহিতা। "ন ত্বেবাহম্"ইত্যাদিনা "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যন্তেন। সা চেত্তব চিত্তদোষান্নাভ্যুদেতি তর্হি যোগে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তান্তর্গতজ্ঞানে নিষ্কামকর্ম্মযোগে কর্ত্তব্যামিমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং শৃণু। ফলোক্ত্যা তাং স্তৌতি,—যয়েতি। কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মকৃতং বন্ধং প্রহাস্যসি। আত্মানন্দলিপ্সয়া ভগবদাজ্ঞয়া মহাপ্রয়াসানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বংস্তত্তদুদ্দেশমহিম্না স্বদন্তরভ্যুদিতয়াত্মজ্ঞাননিষ্ঠয়া সংসারং

এই যোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয় না এবং তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই; তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

তরিষ্যসীতি। পশুপুত্ররাজ্যাদিফলকং কর্ম্ম সকামং জ্ঞানফলকন্তু তন্নিষ্কামমিতি শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

বক্ষ্যমাণয়া বুদ্ধ্যা যুক্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি,—নেহেতি। ইহ 'তমেতম'-ইত্যাদি বাক্যোক্তে নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্যারম্ভস্য ফলোৎপাদকত্বনাশো নাস্তি। আরব্ধস্যাসমাপ্তস্য বৈফল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈকল্যে চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। আত্মোদ্দেশমহিম্না "ওঁ তৎ সৎ" ইতি ভগবন্নাম্না চ তস্য বিনাশাৎ। ইহ ভগবদর্পিতস্য নিষ্কামকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্ মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। বক্ষ্যতি চ এবং পার্থ 'নৈবেহ নামুত্র' ইত্যাদিনা। কাম্যকর্ম্মাণি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠিতান্যুক্তফলায় কল্পন্তে। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈকল্যে তু প্রত্যবায়ং জনয়ন্তীতি। নিষ্কামকর্ম্মাণি তু যথাশক্ত্যনুষ্ঠিতানি জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ফলং জনয়ন্ত্যেবোক্তহেতুতঃ প্রত্যবায়ং নোৎপাদয়ন্তীতি ॥ ৪০ ॥

কাম্যকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধিতো নিষ্কামকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধের্বৈশিষ্ট্যমাহ,—ব্যবসায়েতি। হে কুরুনন্দন, ইহ বৈদিকেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ব্যবসায়াত্মিকা ভগবদর্চ্চনরূপৈর্নিষ্কামকর্ম্মভির্বিশুদ্ধচিত্তো বিষোর্ণাদিবৎ তদন্তর্গতেন জ্ঞানেনাত্মযাথাত্ম্যমহমনুভবিষ্যামীতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিরেকা একবিষয়ত্বাৎ। একস্মৈ তদনুভবায় তেষাং বিহিতত্বাদিতি যাবৎ। অব্যবসায়িনাং

আত্মযাথাত্ম্য-সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ-সাধক কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি, তাহা এক; তাহার নাম 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি; আর অব্যবসায়ী লোকের বুদ্ধি কাম্যকর্ম্ম-বিষয়িণী; তাহা অনেক-বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা-লক্ষিণী; তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতৃণাং তু বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ, পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদ্যনন্তকামবিষয়ত্বাৎ। তত্রাপি বহুশাখাঃ, একফলকেঽপি দর্শপৌর্ণমাসাদাবায়ুঃস্বপ্রজস্তাস্তবান্তরা-নেকফলাশংসাশ্রবণাৎ। অত্র হি দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রমপেক্ষতে, ন তৃক্তাত্মযাথাত্ম্যং তন্নিশ্চয়ে কাম্যকর্ম্মসু প্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ ॥ ৪১ ॥

নন্বেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ভবেৎ শ্রুতেস্তৌল্যাদিতি চেচ্ছিত্তদোষান্ন ভবেদিত্যাহ,—যামিতি ত্রিভিঃ। অবিপশ্চিতোঽল্পজ্ঞাঃ যামিমাং "জ্যোতি-ষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি,—ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়ন্তি। তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে নাভ্যুদেতি ইত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশীং বাচমিত্যাহ,—পুষ্পিতামিতি। কুসুমিতবিষলতাবদাপাতমনোজ্ঞাং নিষ্ফলা-মিত্যর্থঃ। এবং কুতস্তে বদন্তি তত্রাহ,—বেদেতি। বেদেষু যে বাদাঃ "অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাস্তেষ্বেব রতাঃ। বেদস্য সত্যভাষিত্বাদেবমেবৈতদিতি প্রতীতিমন্তঃ। অতএব নান্যদিতি, কর্ম্মফলাৎ স্বর্গাদন্যৎ জীবাংশিপরমার্থ-

---

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্ব্বদা বেদবাদে রত (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), কাম্য-কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ-ক্রিয়া-বাহুল্য-দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখলাভের সাধনীভূত আপাত-মনোরম শ্রবণ-রমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল বাক্য বলিয়া থাকে ॥ ৪২-৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

জ্ঞানং লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং নিত্যসুখং নাস্তি। তৎপ্রতিপাদি-কানাং বেদান্তবাচাং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদেবতাবেদকতয়া তচ্ছেষত্বাদিতি বদনশীলা

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখে একান্ত আসক্ত, সমাধি-অভাবে সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না, যেহেতু তাহাদের চিত্ত ঐসকল পুষ্পিত বাক্য-দ্বারা অপহৃত ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়; আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়েরনাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে-স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে-স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারকা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ-সমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন, নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম-দৃষ্টিক্রমে বেদসকলের 'বিষয়' বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমো-গুণাত্মক কর্ম্ম, কোন-স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ-বিশেষ-স্থলে নির্গুণা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময়-মানাপমানাদি-দ্বন্দ্ব-ভাবরহিত হইয়া নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমা-নুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যর্থঃ। চিত্তদোষমাহ,—কামাত্মানঃ বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ। এবং চেৎ তাদৃশং মোক্ষং কুতো নেচ্ছন্তি তত্রাহ,—স্বর্গেতি। স্বর্গ এব সুধাদেবাঙ্গনাদ্যুপেতত্বেন পরঃ শ্রেষ্ঠো যেষাং তে। তাদৃগ্বাসনাগ্রস্তত্বাত্তেষাং নান্যদস্তীতি ইত্যর্থঃ। জন্মকর্ম্মেতি—জন্ম চ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধলক্ষণং, তত্র কর্ম্ম চ তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতং, ফলঞ্চ বিনাশি পশ্বন্নস্বর্গাদি। তানি প্রকর্ষেণাবিচ্ছেদেন দদাতি তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষা জ্যোতিষ্টোমাদয়স্তে বহুলাঃ প্রচুরা যত্র তাং বাচং বদন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ভোগঃ সুধাপানদেবাঙ্গনাদিঃ, ঐশ্বর্য্যঞ্চ দেবাদিস্বামিত্বং তয়োর্গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

ভোগেতি। তেষাং পূর্ব্বোক্তয়োর্ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িত্ব-দোষাস্ফূর্ত্ত্যা তয়োরভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতং বিলুপ্তং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তাদৃশানাং সমাধাবিতি যোজ্যম্,—সম্যগা-ধীয়তেঽস্মিন্নাত্মতত্ত্বযাথাত্ম্যমিতি নিরুক্তেঃ সমাধির্মনস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

নন্থ ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণানপি তানি স্বফলৈর্যোজয়েয়ুস্তৎ-স্বাভাব্যাত্ততঃ কথং তদ্বুদ্ধেঃ সম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ,—ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যম্—"গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" ইতি সূত্রাৎ ষ্যঞ্,—সকামত্বমিত্যর্থঃ; তদ্বিষয়া বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি; ত্বং তু

কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' এবং অতি বৃহৎ জলাশয়কে 'সংপ্লুতোদক' বলে; সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নান-পানাদি। কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। সেইরূপ বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদাশ্রয়েও সেই আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ কার্য্য হয় ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

তচ্ছিরোভূতবেদান্তনিষ্ঠো নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। অয়মর্থঃ,—পিতৃকোটিবৎসলো হি বেদোঽনাদিভগবদ্বিমুখানাম্যাগুণৈর্নিবদ্ধাংস্তদ্গুণ-স্বষ্টসাত্ত্বিকাদিসুখসক্তান্ প্রতি তৎকামানন্তরুধ্য ফলানি প্রকাশয়ন স্বস্মিংস্তান্ বিশ্রম্ভয়তি। তদ্বিশ্রম্ভেণ তৎপরিশীলিনস্তে তন্মূর্দ্ধভূতোপনি-ষৎপ্রতীতাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়েন তাং বুদ্ধিং যান্তীতি ন চাকামিতাঙ্গপি তাস্তাপতেয়ুঃ, কামিতানামেব তেষাং ফলত্বশ্রবণাৎ। ন চ সর্ব্বেষাং বেদানাং ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বম্,—নিস্ত্রৈগুণ্যতায়া অপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ। নন্থ শীতোষ্ণাদিনিবারণায় বস্ত্রাদেঃ কাম্যত্বাৎ কথং নিষ্কামত্বম্? তত্রাহ,—নির্দ্বন্দ্ব ইতি। "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ইত্যাদিবিমর্শেন দ্বন্দ্বসহো ভব। তত্র হেতুর্নিত্যেতি,—নিত্যং যৎ সত্ত্বমপরিণামিত্বং জীবনিষ্ঠং তৎস্থস্তদ্বি-ভাবেত্যর্থঃ। তত এব নির্যোগক্ষেমঃ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম,—এই তিন প্রকার কর্ম্মসম্বন্ধী বিচার; তন্মধ্যে বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা, এই দুইটী নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তোমার যেন অকর্ম্মে সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি না হয়; অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি কর্ম্মকে সাবধানে আচরণ করিবে। কর্ম্ম—তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম অমঙ্গলজনক; যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, তুমি কর্ম্মাশ্রয় করত কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা যোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীকৃত হয় ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

পরিরক্ষণং ক্ষেমং তদ্রহিতো ভবেত্যর্থঃ। নন্থ ক্ষুৎপিপাসে তথাপি বাধিকে ইতি চেত্তত্রাহ,—আত্মবানিতি। আত্মা বিশ্বম্ভরঃ পরমাত্মা স যস্ত ধ্যেয়তয়াস্তি তাদৃশো ভবেত্যর্থঃ,—স তে দেহযাত্রাং সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

নন্থ সর্ব্বান্ বেদানধীয়ানস্ত বহুকালব্যয়াদ্বহুবিক্ষেপসম্ভবাচ্চ কথং তদ্বুদ্ধেরভ্যুদয়স্তত্রাহ,—যাবানিতি। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি। বিস্তীর্ণে উদপানে জলাশয়ে স্নানাস্থিনো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব স তেন তস্মাৎ সংপদ্যতে। এবং সর্ব্বেষু সোপনিষৎস্থ বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বেদাধ্যায়িনো বিজানত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানং লব্ধুকামস্ত যাবান্ তজ্জ্ঞানসিদ্ধিলক্ষণোঽর্থঃ স্যাত্তাবানেব তেন তেভ্যঃ সংপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথা চ স্বশাখয়ৈব সোপনিষদাচিরেণৈব তৎসিদ্ধৌ তদ্বুদ্ধিরভ্যুদিয়াদেবেতি। ইহ দার্ষ্টান্তিকেঽপি যাবাংস্তাবানিতি পদদ্বয়মনুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

নন্থ কর্ম্মভির্জ্ঞানসিদ্ধিরিষ্যতে চেত্তর্হি তস্ত শমাদীন্যেবান্তরঙ্গস্বাদস্বর্থৈশানি সন্তু কিং বহুপ্রয়াসৈস্তৈরিতি চেত্তত্রাহ,—কর্ম্মণ্যেবেতি; জাত্যৈকবচনম্। তে তব স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধেঽধর্ম্মবুদ্ধেরশুদ্ধচিত্তস্ত তাবৎ কর্ম্মণ্যেব যুদ্ধাদিস্বধিকারোঽস্তু মষৈতানি কর্ত্তব্যানীতি তৎফলেষু বন্ধকেষু তবাধিকারো মাস্তু ময়ৈতানি ভোক্তব্যানীতি। নন্থ ফলেচ্ছাবিরহেঽপি তানি স্বফলৈর্যোজয়েয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—মা কর্ম্মেতি। কর্ম্মফলানাং হেতুরুৎপাদকস্ত্বং মাভূঃ কামনয়া কৃতানি তানি স্বফলৈর্যোজয়ন্তি,—

ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম আচরণ কর; কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও তাহার অসিদ্ধি, এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান, তাহাকে 'যোগ' বলে ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

কামিতানামেব ফলানাং নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাম্নাতাৎ। অতএব বন্ধকানি ফলানি আপতিষ্যন্তীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে তব সঙ্গঃ প্রীতির্মাস্তু কিন্তু বিদ্বেষ এবাস্ত্বিত্যর্থঃ। নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি যষ্টিধান্তবদন্তরেব জ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়িষ্যন্তি;—শমাদীনি তু তৎপৃষ্ঠলগ্নান্যেব স্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বোক্তং বিশদয়তি,—যোগস্থ ইতি। দ্বং সঙ্গং ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু যুদ্ধাদীনি। আদ্যেন মায়ানিমজ্জনমেব; দ্বিতীয়েন তু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণপরেশৈশ্বর্য্যচৌর্য্যং, তেন তন্মায়া-ব্যাকোপঃ;—অত স্তয়োঃ পরিত্যাগ ইতি ভাবঃ। যোগস্থপদং বিবৃণোতি,—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি। তদনুষঙ্গফলানাং জয়াদীনাং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো ভূত্বা রাগদ্বেষরহিতঃ সন্ কুরু। ইদমেব সমত্বং ময়া যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোক্তং, চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

অথ কাম্যকর্ম্মণো নিকৃষ্টত্বমাহ,—দূরেণেতি। বুদ্ধিযোগাদবরং কর্ম্ম দূরেণ, হে ধনঞ্জয়, আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিসাধনভূতান্নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণাবরমত্যপকৃষ্টং জন্মমরণাদ্যনর্থনিমিত্তং কাম্যং কর্ম্মেত্যর্থঃ। হি যস্মাদেবমতস্ত্বং বুদ্ধৌ তদ্যাথাত্ম্যজ্ঞানে নিমিত্তে শরণমাশ্রয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ কুরু। যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা অবরকর্ম্মকারিণস্তে কৃপণাস্তৎফলজন্মকর্ম্মাদিপ্রবাহপরবশা দীনা ইত্যর্থঃ তথা চ ত্বং কৃপণো মাভূরিতি

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে অতি-নিকৃষ্ট যে কাম্যকর্ম্ম, তাহা দূর করিয়া আত্মযাথাত্ম্যসাধক কর্ম্মযোগলক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর; যেহেতু, ফলকামনায় যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মকর্ম্মপ্রবাহপরবশ ও দীন ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

ইহ কৃপণাঃ খলু কষ্টোপার্জ্জিতবিত্তাদৃষ্টসুখলবলুব্ধা বিত্তানি দাতুমসমর্থা মহতা দানসুখেন বঞ্চিতাস্তথা কষ্টানুষ্ঠিতকর্ম্মাণস্তুচ্ছতৎফললুব্ধা মহতাত্ম-সুখেন বঞ্চিতা ভবন্তীতি ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

উক্তস্য বুদ্ধিযোগস্য প্রভাবমাহ,—বুদ্ধীতি। ইহ কর্ম্মসু যো বুদ্ধিযুক্তঃ প্রধানফলত্যাগবিষয়ানুষঙ্গফলসিদ্ধ্যসিদ্ধিসমত্ববিষয়য়া চ বুদ্ধ্যা যুক্তস্তানি করোতি, স উভে অনাদিকালসঞ্চিতে জ্ঞানপ্রতিবন্ধকে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তায় বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ত্বং ঘটস্ব। যস্মাৎ কর্ম্মযোগস্তাদৃশবুদ্ধিসম্বন্ধঃ। কৌশলং চাতুর্য্যম্,—বন্ধকানামেব বুদ্ধিসম্পর্কাদ্বিশোধিত-বিষপারদন্যায়েন মোচকত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মজমিতি। বুদ্ধিযুক্তাস্তাদৃশবুদ্ধিমন্তঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণ্যনু-তিষ্ঠন্তো মনীষিণঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মযাথাত্ম্যপ্রজ্ঞাবন্তো ভূত্বা জন্মবন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং ক্লেশশূন্যং পদং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তীতি। তস্মাত্ত্বমপি শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুরেবংবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি ভাবঃ। স্বাত্মজ্ঞানস্য পরমাত্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ তস্যাপি তৎপদগতিহেতুত্বং যুক্তম্ ॥ ৫১ ।

বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল ; অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত-দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য-পাপকে এই সংসার-অবস্থায় দূর কর ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্ম্মজাত ফলসমূহকে ত্যাগ করত জন্ম-বন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং অনাময় অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য অবস্থা লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

ননু নিষ্কামাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো মে কদাত্মবিষয়া মনীষাভ্যুদিয়াদিতি চেৎ তত্রাহ,—যদেতি। যদা তে বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং তুচ্ছ-ফলাভিলাষহেতুমজ্ঞানগহনং ব্যতিতরিষ্যতি পরিত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ, তদা পূর্ব্বং শ্রুতস্যানন্তরং শ্রোতব্যস্য চ তস্য তুচ্ছফলস্য সম্বন্ধিনং নির্ব্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি শ্রবণাৎ। নির্ব্বেদেন ফলেন তদ্বিষয়াং তাং পরিচেষ্যতি ইতি নাত্রাত্র কালনিয়ম ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ননু কর্ম্মফলনির্ব্বিণ্নতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানেন লব্ধহৃদ্বিশুদ্ধেরভ্যুদিতাত্মজ্ঞানস্য মে কদাত্মসাক্ষাৎকৃতিরিতি চেত্তত্রাহ,—শ্রুতীতি। শ্রুত্যা কর্ম্মণাং জ্ঞানগর্ভতাং প্রবোধয়ন্ত্যা "তমেতম্"ইত্যাদিকয়া বিপ্রতিপন্না বিশেষেণ সংসিদ্ধা তে বুদ্ধিরচলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা যদা সমাধৌ মনসি নির্ব্বাতদীপশিখেব নিশ্চলা স্থাস্যতি, তদা যোগমাত্মানুভব-লক্ষণমবাপ্স্যসি। অয়মর্থঃ,—ফলাভিলাষশূন্যতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি স্থিত-

---

এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানাপ্রকার অর্থবাদ-দ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন বেদার্থ-বিনিশ্চিত সমাধিতে অচলা হইয়া বিশুদ্ধ যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্ম, শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি,—এই তত্ত্বত্রয়ের সংযোজকরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

প্রজ্ঞতারূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং সাধয়ন্তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতা স্বাত্মানুভবমিতি ॥ ৫৩ ॥

এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ পূর্ব্বপদ্যোক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি,—স্থিতেতি। স্থিতপ্রজ্ঞেঽত্র চত্বারঃ প্রশ্নাঃ;—সমাধিস্থে একঃ, ব্যুত্থিতে তু ত্রয়ঃ। তথা হি স্থিতা স্থিরা প্রজ্ঞা ধীর্যস্য তস্য সমাধিস্থস্য কা ভাষা কিং লক্ষণম্? ভাষ্যতেঽনয়েতিব্যুৎপত্তেঃ, কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞোঽভিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথা ব্যুত্থিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং ভাষণাদীনি কুর্য্যাৎ?—তদীয়ানি তানি পৃথগ্‌জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ। তত্র কিং প্রভাষেত? স্বয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োশ্চ প্রাপ্তয়োর্মুখতঃ স্বগতং

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় কহিলেন,—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ মানাপমান, স্তুতিনিন্দা, স্নেহদ্বেষ উপস্থিত হইলে কি ভাবনা করেন বা প্রকাশ করিয়া বলেন? এবং বাহ্যবিষয়সম্বন্ধে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-কালে কিরূপ আচরণ করেন, সে সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত-মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাহাকে 'স্থিত প্রজ্ঞ' বলি ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

বা কিং ব্রূয়াৎ? কিমাসীত বাহ্যবিষয়েষু কথমিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্য্যাৎ? ব্রজেত কিম্?—তন্নিগ্রহাভাবে চ কথং বিষয়ানবাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। ত্রিষু সম্ভাবনায়াং লিঙ্ ॥ ৫৪ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ চতুর্ণামুত্তরমাহ যাবদধ্যায়পূর্ত্তিঃ। তত্র প্রথমস্যাহ,—প্রজহাতীত্যেকেন। হে পার্থ, যদা মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রজহাতি সংত্যজতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। কামানাং মনোধর্ম্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ; আত্মধর্ম্মত্বে দুঃশক্যঃ স স্যাদ্বহ্ন্যৌষ্ণ্যাদীনামিবেতি ভাবঃ। নন্ব শুষ্ককাষ্ঠবৎ কথং তিষ্ঠতীতি চেত্তত্রাহ,—আত্মন্যেবেতি। আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি ভাসমানেন স্বপ্রকাশানন্দরূপেণাত্মনা স্বরূপেণ তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ সংত্যজ্যাত্মানন্দারামঃ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। "আত্মা পুংসি স্বভাবেঽপি প্রযত্নমনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি ॥" ইতি মেদিনীকারঃ। ব্রহ্ম চাত্র জীবেশ্বরান্তরদ্গ্রাহ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

অথ ব্যুত্থিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ,—দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। ত্রিবিধেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু দুঃখেষু সমুত্থিতেষু সৎসু অনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধফলান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তেভ্যো নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ। সুখেষু চোত্তমাহারসৎকারাদিনা সমুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহস্তৃষ্ণাশূন্যঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যা-

---

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃত-কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই 'স্থিতধী' মুনি অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

নীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তৈরুপস্থিতৈঃ প্রহৃষ্টমুখো ন ভবতীত্যর্থঃ। বীতেতি,—বীতরাগঃ কমনীয়েষু প্রীতিশূন্যঃ, বীতভয়ঃ বিষয়াপহর্তৃষু প্রাপ্তেষু দুর্ব্বলস্য মমৈতানি ধর্ম্মোর্জ্জবদ্ভিৰ্হ্রিয়ন্ত ইতি দৈন্যশূন্যঃ, বীতক্রোধঃ তেষ্বেব প্রবলস্য মমৈতানি তুচ্ছৈর্ভবদ্ভিঃ কথমপহর্ত্তব্যানীতিক্রোধশূন্যশ্চ। এবংবিধো মুনিরাত্মমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ইত্থং স্বানুভবং পরান্ প্রতি স্বগতং বা বদন্নুদ্বেগো নিঃস্পৃহতাদিবচঃ প্রভাষতে ইত্যুত্তরম্ ॥ ৫৬ ॥

য ইতি। সর্ব্বেষু প্রাণিষু অনভিস্নেহ ঔপাধিকস্নেহশূন্যঃ। কারুণিকত্বাস্নিগ্ধপাধিরীষৎস্নেহস্বস্ত্যেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং শুভমুত্তমভোজনস্রক্চন্দনার্পণ-

তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যেকাল-পর্য্যন্ত থাকিবে, সেকাল-পর্য্যন্ত জড় ও জড়-সম্বন্ধী লাভালাভ অনিবার্য্য. কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেইসকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিতা ॥৫৭॥

ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি-ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখনও স্থির হইয়া থাকে, কখনও বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ॥ ৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

রূপং প্রাপ্য নাভিনন্দতি—তদর্পকং প্রতি—'ধর্ম্মিষ্ঠত্বং চিরঞ্জীব'ইতি ন বদতি। অশুভমপমানং যষ্টিপ্রহারাদিকং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি,—'পাপিষ্ঠত্বং ম্রিয়স্ব'ইতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞেতি—স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত্র স্তুতিনিন্দারূপং বচো ন ভাষত ইতি ব্যতিরেকেণ তল্লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

অথ কিমাসীতেত্যস্যোত্তরং যদেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিরাহ। অয়ং যোগী যদা চেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ স্বাধীনানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীন্যনায়াসেন সংহরতি সমাকর্ষতি, তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যন্বয়ঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেতি। মুখকরচরণানি যথানায়াসেন কমঠঃ সংহরতি তদ্বৎ বিষয়েভ্যঃ সমাকৃষ্টেন্দ্রিয়ানামন্তঃস্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনম্ ॥ ৫৮ ॥

নন্বু মূঢ়স্যাময়গ্রস্তস্য বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়াপ্রবৃত্তির্দৃষ্টা তৎকথমেতৎ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং তত্রাহ,—বিষয়া ইতি। নিরাহারস্য রোগভয়াদ্ভোজনাদীন্যকুর্ব্বতো মূঢ়স্যাপি দেহিনো জনস্য বিষয়াস্তদনুভবা বিনিবর্ত্তন্তে। কিন্তু

দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, সে অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গ-যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার-দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐপ্রকার লোক-সম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ-সম্বন্ধে সে বিধি স্বীকৃত হয় না; স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্ম-রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

রসো রাগস্তৃষ্ণা তদ্বর্জং বিষয়তৃষ্ণা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু রসোঽপি বিষয়রাগোঽপি বিষয়েভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং দৃষ্ট্বাঽনুভূয় নিবর্ত্ততে বিনশ্যতীতি সরাগবিষয়নিবৃত্তিস্তস্য লক্ষণমিতি ন ব্যভিচারঃ ॥ ৫৯ ॥

অথাস্যা জ্ঞাননিষ্ঠায়া দৌর্লভ্যমাহ,—যততো হীতি। বিপশ্চিতো বিষয়াত্মস্বরূপবিবেকজ্ঞস্য তত ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্যাপি পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ত্তৃণি মনঃ প্রসভং বলাদিব হরন্তি, হৃত্বা বিষয়প্রবণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। নন্থ বিরোধিনি বিবেকজ্ঞানে স্থিতে কথং হরন্তি? তত্রাহ,—প্রমাথীনীতি। অতি বলিষ্ঠত্বাত্তজ্জ্ঞানোপমর্দ্দনক্ষমাণীত্যর্থঃ। তস্মাৎ চৌরেভ্যো মহানিধেরিবেন্দ্রিয়েভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংরক্ষণং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিতি ॥ ৬০ ॥

নন্থ নির্জিতেন্দ্রিয়াণামপ্যাত্মানুভবো ন প্রতীতস্তত্র কোঽভ্যুপায় ইতি চেৎ, তত্রাহ,— তানি সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরো মন্নিষ্ঠঃ সন্ যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিরাসীত তিষ্ঠেত। মদ্ভক্তিপ্রভাবেন সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজয়পূর্ব্বিকা স্বাত্মদৃষ্টিঃ সুলভেতি ভাবঃ। এবং স্মরন্তি,—"যথার্চ্চিষ্মানূর্দ্ধশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্" ইত্যাদি। বশে হীতি স্পষ্টম্। ইত্থঞ্চ বশীকৃতেন্দ্রিয়তয়াবস্থিতিঃ 'কিমাসীত' ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ৬১ ॥

শুষ্কজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গ-দ্বারা চিত্তকে রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, তথাপি তাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে-সময়ে নিক্ষিপ্ত করে; কিন্তু পরমাত্মরাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই ॥ ৬০ ॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধভক্তির উদ্দেশে কর্ম্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

বিজিতেন্দ্রিয়স্যাপি ময্যনিবেশিতমনসঃ পুনরনর্থো দুর্ব্বার ইত্যাহ,—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ববুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি; সঙ্গাদ্ধেতোস্তেষু কামস্তৃষ্ণা জায়তে; কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ চিত্তজ্বালস্তৎপ্রতিঘাতকো ভবতি ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিজ্ঞানবিলোপঃ; সংমোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়বিজয়াদিপ্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশ; স্মৃতিভ্রংশাদ্ধেতোরাত্মজ্ঞানার্থকস্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো

পক্ষান্তরে, ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্যচেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৬২ ॥

ক্রোধ হইতে মোহ; মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ফল্গুবৈরাগ্যযোগের অনেক-স্থলেই এইরূপ গতি; অতএব ঐ যোগ সর্ব্ববিঘ্নযুক্ত ॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ—মদনাশ্রয়ণাদ্দুর্ব্বলং মনস্তানি স্ববিষয়ৈর্যোজয়ন্তীতি ভাবঃ। তথা চ মনোবিজিগীষুণা মদুপাসনং বিধেয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

মনসি নির্জ্জিতে শ্রোত্রাদিনির্জয়াভাবোঽপি ন দোষ ইতি ব্রবন্ 'ব্রজেত কিম্' ইত্যস্যোত্তরমাহ,—রাগেত্যাদিভিরষ্টভিঃ; বিজিত-বহিরিন্দ্রিয়োঽপি মদনর্পিতমনাঃ পরমার্থাদ্বিচ্যুত ইত্যুক্তম্। যো বিধেয়াত্মা স্বাধীনমনা মদর্পিতমনাস্তত এব নির্দগ্ধরাগাদিমনোমলঃ স স্বাত্মবশ্যৈর্মনোঽধীনৈরতএব রাগদ্বেষাভ্যাং বিযুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদ্যৈর্বিষয়ান্ নির্বিকারান্ শব্দাদীংশ্চরন্ ভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং বিষয়াসক্ত্যাদিমলানাগমাদ্বিমলমনস্তমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়-দিগকে যথাযোগ্য সমস্ত জড়বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম-পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয় এবং প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে শীঘ্রই স্বীয় অভীষ্টের প্রতি স্থিরা হয় ॥ ৬৫ ॥

যিনি যোগযুক্ত ন'ন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয়; পরম-রস-ভাবনা ব্যতীত জড়রস হইতে শান্তি হইতে পারে না; শান্ত না হইলে আত্মানন্দ-রূপ পরম সুখ কিরূপে হয়? ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ,—অস্য যোগিনো মনঃপ্রসাদে সতি সর্ব্বেষাং প্রকৃতিসংসর্গকৃতানাং দুঃখানাং হানিরুপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ স্বাত্মযাথাত্ম্যবিষয়া বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বোক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাহ,—অযুক্তস্যাযোগিনো মদনিবেশিতমনসো বুদ্ধিরুক্তলক্ষণা নাস্তি ন ভবতি; অতএব তস্য ভাবনা তাদৃগাত্মচিন্তাপি নাস্তি। তাদৃশমাত্মানমভাবয়তঃ শান্তির্বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তির্নাস্তি। অশান্তস্য তৎতৃষ্ণাকুলস্য সুখং স্বপ্রকাশানন্দাত্মানুভবলক্ষণং কুতঃ স্যাৎ? ৬৬ ॥

মন্নিবেশিতমনস্কতয়েন্দ্রিয়নিয়মনাভাবে দোষমাহ,—ইন্দ্রিয়াণামিতি। বিষয়েষু চরতামবিজিতানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদেকং শ্রোত্রং বা চক্ষুর্বাহনু-লক্ষীকৃত্য মনো বিধীয়তে প্রবর্ত্ত্যতে, তদেকমেবেন্দ্রিয়ং মনসানুগতমস্য প্রবর্ত্তকস্য প্রজ্ঞাং বিবিক্তাত্মবিষয়াং হরত্যপনয়তি, মনসস্তদ্বিষয়াকৃষ্টত্বাৎ। কিং পুনঃ সর্ব্বাণি তানীতি, প্রতিকূলো বায়ুর্যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদিতি। যস্য মন্নিষ্ঠমনসঃ প্রতিষ্ঠিতাত্মনিষ্ঠা ভবতি। হে মহা-বাহো ইতি। যথা রিপূন্নিগৃহ্লাসি, তথেন্দ্রিয়াণি নিগৃহাণেত্যর্থঃ। এভিঃ

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত-ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

শ্লোকৈর্ভগবন্নিবিষ্টতয়েন্দ্রিয়বিজয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সিদ্ধস্য স্বাভাবিকঃ। সাধকস্য তু সাধনভূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৬৮ ॥

সাধকাবস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়সংযমঃ প্রযত্নসাধ্য ইত্যুক্তম্। সিদ্ধাবস্থস্য তু তস্য তন্নিয়মঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ,—যা নিশেতি। বিবিক্তাত্মনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধির্দ্বিবিধা। যাত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশারূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে রাত্রিতুল্যা তদ্বদপ্রকাশিকা,—রাত্রাবিবাত্মনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তো জনাস্তল্লভ্যমাত্মানং সর্ব্বে নানুভবন্তীত্যর্থঃ। সংযমী জিতেন্দ্রিয়স্তু তস্যাং জাগর্ত্তি, ন তু স্বপিতি,—তয়া লভ্যমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগানমুভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা,—তস্য বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ। কীদৃশস্যেত্যাহ,—পশ্যত ইতি। আত্মানং সাক্ষাদনুভবতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপ্যৌদাসীন্যেন ভুঞ্জানস্য চেত্যর্থঃ। নর্ত্তকীমূর্দ্ধঘটাবধান-ন্যায়েনাত্মদৃষ্টের্ন তদন্যরসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

হে অর্জ্জুন! বুদ্ধি—দুই প্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ-জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ; জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সংযমী সেই রাত্রিতে জাগরূক থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয়-শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারি-লোকের সুখ-দুঃখ-প্রদ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল ঔদাসীন্যভাবে ও যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

উক্তং ভাবং স্ফুটয়ন্নাহ,—আপূর্য্যেতি। স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং তথাপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনুল্লঙ্ঘিতবেলং সমুদ্রং যথাপোঽন্যা বর্ষোত্থাঃ নদ্যঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং শক্নুবন্তি কর্ত্তুম্, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ প্রারব্ধাকৃষ্টা বিষয়া যং প্রবিশন্তি, ন তু বিকর্ত্তুং প্রভবন্তি, স শান্তিমাপ্নোতি। শব্দাদিষু তদিন্দ্রিয়গোচরেষ্বপি সৎস্বাত্মানন্দানুভবতৃপ্তত্বৈর্বিকারলেশমপ্যবিন্দন্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ,স তুক্তলক্ষণাং শান্তিং নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

বিহায়েতি। প্রাপ্তানপি কামান্ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ বিহায় শরীরোপজীবনমাত্রেঽপি নির্ম্মমো মমতাশূন্য নিরহঙ্কারোঽনাত্মনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যশ্চরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি, যত্র কাপি গচ্ছতি বা, স শান্তিং লভত ইতি 'ব্রজেত কিম্'ইত্যস্যোত্তরম্ ॥ ৭১ ॥

কামকামী কখনই শান্তি লাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রেতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

কামসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সমস্ত-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

শ্লোকৈর্ভগবন্নির্দ্দিষ্টতয়েন্দ্রিয়বিজয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সিদ্ধস্য স্বাভাবিকঃ। সাধকস্য তু সাধনভূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৬৮ ॥

সাধকাবস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়সংযমঃ প্রযত্নসাধ্য ইত্যুক্তম্। সিদ্ধাবস্থস্য তু তস্য তন্নিয়মঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ,—যা নিশেতি। বিবিক্তাত্মনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধির্দ্বিবিধা। যাত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশারূপ-কেণোপমাত্র ব্যজ্যতে রাত্রিতুল্যা তত্ত্বপ্রকাশিকা,—রাত্রাবিবাত্মনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তো জনাস্তল্লভ্যমাত্মানং সর্ব্বে নানুভবন্তীত্যর্থঃ। সংযমী জিতেন্দ্রিয়স্তু তস্যাং জাগর্ত্তি, ন তু স্বপিতি,—তয়া লভ্যমাত্মানমনুভবতী-ত্যর্থঃ। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগাননুভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা,—তস্য বিষয়ভোগাপ্রকা-শিকেত্যর্থঃ। কীদৃশস্যেত্যাহ,—পশ্যত ইতি। আত্মানং সাক্ষাদনুভবতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপ্যৌদাসীন্যেন ভুঞ্জানস্য চেত্যর্থঃ। নর্ত্তকীমূর্দ্ধঘটা-বধান-ন্যায়েনাত্মদৃষ্টের্ন তদন্যরসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

হে অর্জ্জুন! বুদ্ধি—দুই প্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ-জীবের পক্ষে রাত্রি-বিশেষ; জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না! কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সংযমী সেই রাত্রিতে জাগরূক থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয়-শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারি-লোকের সুখ-দুঃখ-প্রদ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল ঔদাসীন্যভাবে ও যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন॥ ৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

উক্তং ভাবং স্ফুটয়ন্নাহ,—আপূর্য্যেতি। স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং তথা-প্যচলপ্রতিষ্ঠমনুল্লঙ্ঘিতবেলং সমুদ্রং যথাপোঽন্যা বর্ষোদ্ভবাঃ নদ্যঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং শক্নুবন্তি কর্ত্তুম্, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ প্রারব্ধাকৃষ্টা বিষয়া যং প্রবিশন্তি, ন তু বিকর্ত্তুং প্রভবন্তি, স শান্তি-মাপ্নোতি। শব্দাদিষু তদিন্দ্রিয়গোচরেষ্বপি সৎস্বাত্মানন্দানুভবতৃপ্তৈস্তদ্বিকার-লেশমপ্যবিন্দন্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ,স তু তল্লক্ষণাং শান্তিং নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

বিহায়েতি। প্রাপ্তানপি কামান্ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ বিহায় শরীরোপ-জীবনমাত্রেঽপি নির্ম্মমো মমতাশূন্য নিরহঙ্কারোঽনাত্মনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যশ্চরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি, যত্র কাপি গচ্ছতি বা, স শান্তিং লভত ইতি 'ব্রজেত কিম্'ইত্যস্যোত্তরম্ ॥ ৭১ ॥

কামকামী কখনই শান্তি লাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রেতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

কামসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সমস্ত-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ……শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু……সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্থিতপ্রজ্ঞতাং স্তৌতি,—এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে চরমে বয়সি কিং পুনরাকৌমারম্? ব্রহ্ম ঋচ্ছতি লভতে; নির্ব্বাণ-মমৃতরূপং তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। নন্বু তস্যাং স্থিতঃ কথং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তৎপ্রাপ্তেস্তদ্ভক্তিহেতুকত্বাৎ ইতি চেদুচ্যতে? তস্যাস্তদ্ভক্তিহেতুকত্বাত্তদ্ভক্তি-হেতুত্বাচ্চ তৎপ্রাপকত্বেতি ॥ ৭২ ॥

নিষ্কামকর্ম্মভির্জ্ঞানী হরিমেব স্মরন্ ভবেৎ।
অন্যথা বিঘ্ন এবেতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলে। হে পার্থ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। খট্বাঙ্গ রাজার ন্যায় অন্তকালে ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে; জড়ের বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম 'ব্রহ্ম'; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে 'অপ্রাকৃত রস' লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

এই অধ্যায়কে 'গীতাসূত্র' বলা যায়; যেহেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তদুদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে। ১০ম শ্লোক-পর্য্যন্ত প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাবপরিচয়, ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক-পর্য্যন্ত আত্মানাত্মবিবেক, ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক-পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মান্তর্গত পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায়সমাপ্তি-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের সংযোজকরূপ আত্মযাথাত্ম্যসাধক নিষ্কামকর্ম্ম-যোগ এবং সেই যোগস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

তৃতীয়ে কর্ম্ম নিষ্কামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্।
কামাদের্বিজয়োপায়ো দুর্জয়স্যাপি দর্শিতঃ ॥

পূর্ব্বত্র কৃপালুঃ পার্থসারথিরজ্ঞানকর্দ্দমনিমগ্নং জগৎ স্বাত্মজ্ঞানো-পাসনোপদেশেন সমুদ্দিধীর্ষুস্তদঙ্গভূতাং জীবাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিমুপদিশ্য তদু-পায়তয়া নিষ্কামকর্ম্মবুদ্ধিমুপদিষ্টবান্। অয়মেবার্থো বিনিশ্চয়ায় চতুর্ভি-রধ্যায়ৈর্বিধান্তরৈর্বর্ণ্যতে। তত্র কর্ম্মবুদ্ধিনিষ্পাদ্যত্বাজ্জীবাত্মবুদ্ধেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং স্থিতম্। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—জ্যায়সীতি। কর্ম্মণো নিষ্কামাদপি চেত্ত্বৎসাধ্যত্বাৎ জীবাত্মবুদ্ধির্জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা মতা, তর্হি তৎসিদ্ধয়ে মাং ঘোরে হিংসাত্মনেকায়াসে কর্ম্মণি কিং নিযোজয়সি তস্মাদ্যুদ্ধস্বেত্যাদিনা কথং প্রেরয়সি? আত্মানুভবহেতুভূতা খলু সা বুদ্ধির্নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতি-সাধ্যা তদর্থং তৎসজাতীয়াঃ শমাদয় এব যুজ্যেরন্ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপাণি তদ্বিজাতীয়ানি কর্ম্মাণীতিভাবঃ। হে জনার্দ্দন শ্রেয়োঽর্থিজন-

হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সেই বুদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য আমাকে ঘোরযুদ্ধরূপ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ? ১ ॥

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

যাচনীয়, হে কেশব বিধিরুদ্রবশকারিন্!—"ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্। আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামভাক্"

তুমি যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবা-মাত্র পরস্পর অমিলিতার্থ-বোধক বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থলে তুমি আত্ম-যাথাত্ম্যসাধক জ্ঞানের উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্ম্মাধিকার প্রকাশ করত আমাকে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা করিলে। এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—আমি যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়; আত্মযাথাত্ম্য যোগ ব্যতীত মোক্ষসাধনোপায় আর কিছুই নয়। আত্মযাথাত্ম্যযোগ-সাধনবিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যে-সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়; তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান-যোগাশ্রয়ী নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্যযোগনিষ্ঠা-দ্বারাই আত্মযাথাত্ম্য-যোগে অধিরূঢ় হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক অবশেষে আত্মযাথাত্ম্যরূপ মোক্ষ লাভ করে। বস্তুতঃ সেই ভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র; আরোহীদিগের অবস্থা-ক্রমে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার হয় ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ইতি হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতি রুদ্রোক্তেঃ;—দুর্জ্ঞেয়ার্থত্বং শ্রেয়োঽর্থিনা ময়াভ্যর্থিতো মম শ্রেয়ো নিশ্চিত্য ব্রূহীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেতি। সাংখ্যবুদ্ধিযোগবুদ্ধ্যোরিন্দ্রিয়নিবৃত্তিরূপয়োঃ সাধ্য-সাধকত্বাবয়োরপি যথা বাক্যং তদ্ব্যামিশ্রমুচ্যতে। তেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব। বস্তুতস্তু সর্ব্বেশ্বরস্য মৎসখস্য চ তে মন্মোহকতা নাস্ত্যেব। মদ্বুদ্ধিদোষাদেবং প্রত্যেম্যহমিতীবশব্দার্থঃ। তত্তস্মাদেকমব্যামিশ্রং বাক্যং বদ,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুর্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি শ্রুতিবৎ। যেনাহমনুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—লোকেঽস্মিন্নিতি। হে অনঘ, নির্ম্মলবুদ্ধে পার্থ, জ্যায়সী চেদিতি কর্ম্মবুদ্ধিসাংখ্যবুদ্ধ্যোর্গুণপ্রধানভাবং জানন্নপি তমস্তেজসোরিব বিরুদ্ধয়োস্তয়োঃ কথমেকাধিকারিকত্বমিতি শঙ্কয়া প্রেরিতঃ পৃচ্ছসীতি ভাবঃ। অস্মিন্ মুমুক্ষুতয়াভিমতে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততয়া দ্বিবিধে লোকে জনে দ্বিবিধা নিষ্ঠা স্থিতির্ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রোক্তা। নিষ্ঠেত্যেকবচনেন একাত্মোদ্দেশ্যত্বাদেকৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধন-দশাদ্বয়ভেদেন দ্বিপ্রকারা, ন তু দ্বে নিষ্ঠে ইতি সূচ্যতে। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—'একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ' ইত্যাদি। তাং নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি,—জ্ঞানেতি। সাংখ্যজ্ঞানং "অর্হ আস্থচ্"। তদ্বতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদিনা; জ্ঞানমেব যোগো,—যুজ্যতে আত্মনানেতি ব্যুৎপত্তেঃ। যোগিনাং

বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না; বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

নিষ্কামকর্ম্মবতাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদিনা; কর্ম্মৈব যোগো,—যুজ্যতে জ্ঞানগর্ভয়া চিত্তশুদ্ধ্যাঽনেনেতি-ব্যুৎপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি,—ন খলু মুমুক্ষুর্জনস্তদৈব শমাত্মঙ্গিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। কিন্তু সাচারেণ কর্ম্মযোগেন চিত্তমালিন্যং নির্ধূয়ৈবেত্যেতদেব ময়া প্রাগভাণি "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্য" ইত্যাদিনা। ততো ন কিঞ্চিদ্ব্যামিশ্রণমস্তি ॥ ৩ ॥

অতোঽশুদ্ধচিত্তেন চিত্তশুদ্ধেঃ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণ্যেবানুষ্ঠেয়ানী-ত্যাহ,—কর্ম্মণামিত্যাদিভিস্ত্রয়োদশভিঃ। কর্ম্মণাং "তমেতম্"ইতিবাক্যেন জ্ঞানাঙ্গতয়া বিহিতানামনারম্ভাদননুষ্ঠানাদবিশুদ্ধচিত্তঃ পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপকর্ম্মবিরতিং জ্ঞাননিষ্ঠামিতি যাবৎ নাশ্নুতে ন লভতে; ন চ স তেষাং কর্ম্মণাং সন্ন্যসনাৎ পরিত্যাগাৎ সিদ্ধিং মুক্তিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ-দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ৫ ॥

চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায় ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অবিশুদ্ধচিত্তঃ কৃতবৈদিক-কর্ম্মসন্ন্যাসো লৌকিকেঽপি কর্ম্মণি নিমজ্জতী-ত্যাহ,—ন হীতি। ননু সন্ন্যাস এব তস্য সর্ব্বকর্ম্মবিরোধীতি চেত্তত্রাহ,—কার্য্যত ইতি। প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবোদ্ভবৈর্গুণৈ রাগদ্বেষাদিভিঃ। কার্য্যতে প্রবর্ত্ত্যতে অবশঃ পরাধীনঃ সন্ ॥ ৫ ॥

ননু রাগাদিব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতশ্রোত্রাদিঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্‌যদি দৃশ্যতে তত্রাহ,—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। যো যতিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি সংযম্য মনসা ধ্যানছদ্মনা ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্ স্মরন্নাস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মূর্খো মিথ্যাচারঃ কথ্যতে। স চ নিরুদ্ধরাগাদেরজ্ঞস্য নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেন মনঃশুদ্ধেরনুদয়াৎ শ্রোত্রাদ্যপ্রসারেঽপ্যশুদ্ধত্বান্মনসা তদ্বিষয়াণাং স্মরণাজ্জ্ঞানায়োগ্যত্বস্যাপি তস্য জ্ঞানালাভাৎ মিথ্যাচারো ব্যর্থবাগাদি-নিয়মনক্রিয়ো দাম্ভিক ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহস্থধর্ম্মে অনাসক্তরূপে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত 'মিথ্যাচারী' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ৭ ॥

অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্ম্মত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ, প্রজাপালন, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া আত্মযাথাত্ম্য লাভ কর ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

এতদ্বৈপরীত্যেন স্ববিহিতকর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ,—যস্ত্বিতি। আত্মানুভবপ্রবৃত্তেন মনসেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্যাসক্তঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন্ যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে;—সম্ভাব্যমানজ্ঞানত্বাৎ পূর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তমিতি। তস্মাত্ত্বমবিশুদ্ধচিত্তো নিয়তমাবশ্যকং কর্ম্ম কুরু—চিত্তবিশুদ্ধয়ে নিষ্কামতয়া স্ববিহিতং কর্ম্মাচরেত্যর্থঃ। অকর্ম্মণ ঔৎসুক্যমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-সকাশাৎ কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং,—ক্রমসোপানন্যায়েন জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ; ঔৎসুক্যমাত্রেণ কর্ম্ম ত্যজতো মলিনে হৃদি জ্ঞানাপ্রকাশাৎ। কিঞ্চাকর্ম্মণঃ সংন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীরযাত্রা দেহনির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ। যাবৎসাধনপূর্ত্তি দেহধারণস্যাবশ্যকত্বাত্তদর্থং জ্ঞানী ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মানুতিষ্ঠতি। তচ্চ ক্ষত্রিয়স্য তবানুচিতম্। তস্মাৎ স্ববিহিতেন যুদ্ধপ্রজাপালনাদিকর্ম্মণা শুদ্ধানি বিত্তান্যুপার্জ্জ্য তৈর্নির্ব্ব্যূঢ়দেহযাত্রঃ স্বাত্মানমনুসন্ধেহীতি ॥ ৮ ॥

নন্বু কর্ম্মণি কৃতে বন্ধো ভবেৎ,—"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইত্যাদিস্মরণাচ্চেতি চেত্তত্রাহ,—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ,—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতেঃ। তদর্থাত্তত্তোষফলাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র স্বসুখফলককর্ম্মণি ক্রিয়-

---

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়ই 'কর্ম্মবন্ধন' বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

মাণেঽয়ং লোকঃ প্রাণী কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে; তস্মাত্তদর্থং বিষ্ণুতোষার্থং কর্ম্ম সমাচর। হে কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তসুখাভিলাষঃ সন্ ন্যায়োপার্জ্জিতদ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুমারাধ্য তচ্ছেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বন্ন বধ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অযজ্ঞশেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বতো দোষমাহ,—সহেতি। প্রজাপতিঃ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ,—"পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্"ইত্যাদিশ্রুতেঃ 'ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। পুরা আদিসর্গে সহযজ্ঞা যজ্ঞৈঃ সহিতা দেবমানবাদিরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা নামরূপবিভাগশূন্যাঃ প্রকৃতিশক্তিকে স্বস্মিন্ বিলীনাঃ পুরুষার্থাযোগ্যাস্তাস্তৎসম্পাদকনামরূপভাজো বিধায় যজ্ঞং তন্নিরূপকং বেদঞ্চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। তাঃ প্রতীদমুবাচ কারুণিকঃ,—অনেন বেদোক্তেন মদর্পিতেন যজ্ঞেন যূয়ং প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসবো বৃদ্ধিঃ স্ববৃদ্ধিং ভজধ্বমিত্যর্থঃ। এষ মদর্পিতো

আদি-সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত ইষ্টকাম অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা-দ্বারা মোক্ষপ্রদ হউন ॥ ১০ ॥

এই যজ্ঞ-দ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি-দেবতা-সকলকে প্রীত কর; দেবতা-সকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল-দানদ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম-শ্রেয়োরূপ আত্মযাথাত্ম্য লাভ কর ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানদেহযাত্রা-সম্পাদনদ্বারা বাঞ্ছিতমোক্ষপ্রদোঽস্তু ॥ ১০ ॥

ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রত্যুক্তং,—অনেন যজ্ঞেন মদঙ্গভূতানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত তত্তদ্ধবির্দানেন প্রীতান্ যূয়ং কুরুত। তে দেবা বো যুষ্মাংস্তত্তদ্বরদানেন ভাবয়ন্তু প্রীতান্ কুর্ব্বন্তু। ইত্থং শুদ্ধাহারেণ মিথো ভাবিতাস্তে চ যূয়ং পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথ। তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গং,—তত্র "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

এতদেব বিশদয়ন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষমাহ,—ইষ্টানিতি। পূর্ব্বভাবিত মদঙ্গভূতা দেবা বো যুষ্মভ্যমিষ্টান্মুমুক্ষুকাম্যানুত্তরোত্তরযজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাস্যন্তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদীনুৎপাদয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ। স্বার্চ্চনার্থং তৈর্দেবৈর্দত্তাং-স্তান্ ভোগানেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরপ্রদায় কেবলাত্মতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্‌ক্তে, স স্তেনশ্চোর এব,—দেবস্বাপহৃত্য তৈরাত্মনঃ পোষাৎ; চোরো ভূপাদিব স যমাদ্দণ্ডমর্হতি পুমর্থানর্হঃ ॥ ১২ ॥

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি-দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চোরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উষ্মজন্য অপরিহার্য্য সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপিসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈরনাদি-কালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈ-র্বিমুচ্যন্তে। তে তু পাপাঃ পাপগ্রস্তাঃ অঘমেব ভুঞ্জতে। যে তত্তদ্দেবতাঙ্গ-তয়াবস্থিতেন যজ্ঞপুরুষেণ স্বার্চ্চনায় দত্তং ব্রীহ্যাদ্যাত্মকারণাৎ পচন্তি তদ্বিপচ্যাত্মপোষণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। পক্বস্য ব্রীহ্যাদেরঘরূপেণ পরিণামাদঘত্ব-মুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদুপজীবনায় তদৈব যজ্ঞঃ সৃষ্টস্ততঃ পরেশানুবর্ত্তিনাবশ্যং স কার্য্য ইত্যাহ,—অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। ভূতানি প্রাণিনোঽন্নাদ্-ব্রীহ্যাদের্ভবন্তি,—শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতা-দন্নাত্তদ্দেহানাং সিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টের্ভবতি ; পর্জ্জন্যশ্চ যজ্ঞাদ্ভবতি ; যজ্ঞশ্চ ঋত্বিগ্‌যজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ সমুদ্ভবতি সিধ্যতীত্যর্থঃ ;—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যা-জ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি মনুস্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয় ; বৃষ্টি-দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় ; যজ্ঞদ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয় ; কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত এবং অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্রপ্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য ; তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৫ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানদেহযাত্রা-সম্পাদনদ্বারা বাঞ্ছিতমোক্ষপ্রদোঽস্তু ॥ ১০ ॥

ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রত্যুক্তং,—অনেন যজ্ঞেন মদঙ্গভূতানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত তত্তদ্ধবির্দানেন প্রীতান্ যূয়ং কুরুত। তে দেবা বো যুষ্মাংস্তত্তদ্বরদানেন ভাবয়ন্তু প্রীতান্ কুর্ব্বন্তু। ইত্থং শুদ্ধাহারেণ মিথো ভাবিতাস্তে চ যূয়ং পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথ। তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গং,—তত্র "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

এতদেব বিশদয়ন্ কর্ম্মানমুষ্ঠানে দোষমাহ,—ইষ্টানিতি। পূর্ব্বভাবিত মদঙ্গভূতা দেবা বো যুষ্মভ্যমিষ্টান্মুমুক্ষুকাম্যাস্তত্তরোত্তরযজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাস্যন্তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদীনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। স্বার্চ্চনার্থং তৈর্দেবৈর্দত্তাং-স্তান্ ভোগানেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরপ্রদায় কেবলাত্মতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্‌ক্তে, স স্তেনশ্চৌর এব,—দেবস্বাপহর্ত্তা তৈরাত্মনঃ পোষাৎ; চৌরো ভূপাদিব স যমাদ্দণ্ডমর্হতি পুমর্থানর্হঃ ॥ ১২ ॥

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি-দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উক্তমজ্ঞ অপরিহার্য্য সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপিসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈরনাদি-কালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈ-র্বিমুচ্যন্তে। তে তু পাপাঃ পাপগ্রস্তাঃ অঘমেব ভুঞ্জতে। যে তত্তদ্দেবতাঙ্গ-তয়াবস্থিতেন যজ্ঞপুরুষেণ স্বার্চ্চনায় দত্তং ব্রীহ্যাদ্যাত্মকারণাৎ পচন্তি তদ্বিপচ্যাত্মপোষণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। পক্বস্য ব্রীহ্যাদেরঘরূপেণ পরিণামাদঘত্ব-মুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদুপজীবনায় তদৈব যজ্ঞঃ সৃষ্টস্ততঃ পরেশানুবর্ত্তিনাবশ্যং স কার্য্য ইত্যাহ,—অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। ভূতানি প্রাণিনোঽন্নাদ্-ব্রীহ্যাদের্ভবন্তি,—শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতা-দন্নাত্তদ্দেহানাং সিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টের্ভবতি; পর্জ্জন্যশ্চ যজ্ঞাদ্ভবতি; যজ্ঞশ্চ ঋত্বিগ্‌যজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ সমুদ্ভবতি সিধ্যতীত্যর্থঃ;—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যা-জ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি মনুস্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি-দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞদ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত এবং অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্রপ্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য; তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

তচ্চ ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,—ব্রহ্ম বেদস্তস্মাত্তৎ-প্রবৃত্তিং জানীহীত্যর্থঃ। তচ্চ বেদরূপং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরেশাৎ সমুদ্ভবং

হে পার্থ! কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তক-রূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ-জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মযাথাত্ম্যরূপ ভগবদ্ভক্তি-যোগে পাপ-পুণ্যের অধিকার নাই; কেন না, সেই পন্থা নির্গুণ-ভক্তি-লাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায়-নাশরূপ চিত্তশুদ্ধি অনায়াসলভ্য। যে-সকল ব্যক্তি সেই ভক্তিযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপরত। তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মই একমাত্র উপায়; পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞব্যবস্থাই 'ধর্ম্ম' অথবা 'পুণ্য-কর্ম্ম'; যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়, তাহাই 'পুণ্য'। পুণ্যাবস্থা-দ্বারা পঞ্চসূনা-প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপসকল নষ্ট হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাবশেষ হইয়া পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। যে-সকল অলক্ষিত বিধি-দ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভগবচ্ছক্তি-জাত দেবতাবিশেষ। সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না; ইহাকেই 'কর্ম্মচক্র' বলে; এইরূপ দেবতা-পূজার দ্বারা যে কর্ম্ম-স্বীকার, তাহাকেই 'ভগবদর্পিত কর্ম্ম' বলে। সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে,

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

প্রকটং বিদ্ধি;—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। যস্মাৎ স্বসৃষ্টপ্রজোপ-জীবনাতিপ্রিয়ো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতং নিখিলব্যাপকমপি ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তেনৈব তৎ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞাকরণে দোষমাহ,—এবমিতি। পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণো বেদাবির্ভাবস্তস্মাৎ ব্রহ্মপ্রতিবোধকাদ্‌যজ্ঞস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং, ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং নিখিলজগন্নির্ব্বাহকং পরেশেন প্রজাপতিনা প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি, স জনঃ পরেশবিমুখোঽঘায়ুঃ পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব জীবতি। হে পার্থ, যদসাবিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেব রমতে, ন তু পরব্রহ্মাভিমতে যজ্ঞে তচ্ছেষাশনে চ ॥ ১৬ ॥

তাহারা—কেবল নৈতিক; বিষ্ণ্বর্পিতকর্ম্মাচারী নয়। অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত-কর্ম্মাচরণই তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গল-জনক ॥ ১৬ ॥

এবম্ভূত কর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান জীবসকল 'কর্ত্তব্য' বলিয়াই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরত অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে পৃথগ্‌রূপে অবলোকন করিয়াছেন, তিনি আত্মাতেই রত, আত্মতৃপ্ত এবং আত্ম-বস্তুতে সন্তুষ্ট। তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না; কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপা শান্তিকে অনুসন্ধান করেন; অতএব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। এই জন্য তাঁহার কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায় না; তাঁহার কর্ম্মসকলকে অবস্থা-ভেদে—হয় 'জ্ঞানযোগ', নয় 'ভক্তিযোগ' বলা যায় ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

যস্ত্ব মদুক্তেন নিষ্কামকর্ম্মণা মদুপাসনেন চ বিমৃষ্টে চিত্তদর্পণে সংজাতেন ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনাত্মানমদর্শত্তস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ,—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে স্বস্বরূপেঽবলোকিতে রতির্যস্য সঃ। আত্মনা স্বপ্রকাশানন্দেনাবলোকিতেন তৃপ্তো ন ত্বন্নপানাদিনা; আত্মন্যেব চ তাদৃশে সন্তুষ্টো, ন তু নৃত্যগীতাদৌ। তস্যৈবংভূতস্য তদবলোকনায় কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন বিদ্যতে, সর্ব্বদাবলোকিতাত্মস্বরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

কৃতেন তদবলোকনায়ানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণার্থঃ ফলং নৈবাস্তি। অকৃতেন তদবলোকনাসাধনেন কর্ম্মণা কশ্চনানর্থশ্চ তদবলোকনক্ষতিলক্ষণ ইহ ন ভবতি, স্বাভাবিকাত্মাবলোকনত্বাৎ। ন ত্বীদৃশোঽপি দেবকৃতাবিঘ্নাবিভাবত্তোষায় তৎপূজাত্মকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শ্রুতিশ্চ দেবান্ জ্ঞানবিঘ্নঃ প্রাহ,—"তস্মাত্তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি। তত্রাহ,—ন চেতি। অস্য লব্ধাত্মাবলোকস্য বিদুষঃ. সর্ব্বভূতেষু দেবেষু মানবেষু চ মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায়াত্মরতির্নৈর্বিঘ্নায় ব্যপাশ্রয়ঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যো ন ভবতি। জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বমেব দেবকৃতা বিঘ্নাঃ তেনাত্মরতৌ সত্যাস্তু ন তৎকৃতাস্তে

আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কোন অর্থ এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-জন্য কোন অনর্থ সম্ভব হয় না। আত্মানন্দতৃপ্ত পুরুষের দেব-মানবাদির মধ্যে কেহই অর্থব্যপাশ্রয় হয় না, অর্থাৎ অর্থ-সাধনের জন্য কেহই আশ্রয়ণীয় ন'ন; যেহেতু, তাঁহার আত্মানুভবরূপ পরমার্থ-লাভ হইয়াছে। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা যাহা না করেন, সমস্তই মঙ্গলময়; এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার কিছু কর্ম্মাচরণ ও তদকরণ লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

তৎপ্রভাবেণ সংভবন্তি;—"তস্য হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি"ইতি শ্রবণাৎ। হনেত্যপ্যর্থে নিপাতঃ। দেবা অপি তস্যাত্মানুভবিনোঽভূত্যৈ আত্মরতিক্ষতয়ে নেশতে; হি যস্মাদেষাং স আত্মা তদ্বৎ প্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাল্লব্ধাত্মাবলোকনস্যৈব কর্ম্মানুপযোগস্তস্মাদতাদৃক্ত্বং কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তঃ ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্। পরং দেহাদিভিন্নমাত্মানমাপ্নোত্যবলোকতে যাথাত্ম্যেন ॥ ১৯ ॥

সদাচারমত্র প্রমাণয়তি,—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈবোপায়েন বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং স্বাত্মাবলোকনলক্ষণামাস্থিতাঃ প্রাপুঃ। কর্ম্মণৈবেতি বিশেষণসম্বন্ধ এবকারস্তস্যাযোগং ব্যবচ্ছিনত্তি শঙ্খপাণ্ডুর এবেতিবৎ। তেন শ্রবণাদের্ন ব্যুদাসঃ। কর্ম্মণা যজ্ঞাদিনা সহৈব শ্রবণাদিনেতি কেচিৎ। নন্বসনিষ্ঠস্যাত্মাবলোকনে সতি কর্ম্মানুষ্ঠানং নাস্তীত্যুক্তম্। মম পরিনিষ্ঠিতস্যাবলোকিত স্বপরাত্মনঃ কর্ম্মোপদেশঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ,—লোকেতি। সত্যং ত্বমীদৃশ এব,—তথাপি লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বিতি।

অতএব কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ পরতত্ত্ব লাভ হয় ॥ ১৯ ॥

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা আত্মযাথাত্ম্যসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও বলি, লোকশিক্ষার্থও তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২০ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুনে ময়ি কর্ম্ম কুর্ব্বাণে সর্ব্বলোকঃ কর্ম্ম করিষ্যতি ; ইতরথা মদ্‌দৃষ্টান্তে-নাজ্ঞোঽপি লোকঃ কর্ম্ম ত্যজন্ পতিষ্যতীতি লোকসংরক্ষণং তৎফলম্ ॥ ২০ ॥

লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ,—যদ্‌যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম্ম যথাচরতি তৎ কর্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোঽপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কর্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ত্ততেঽনুসরতি। শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ যৎ ক্বচিৎ স্বৈরাচরণং তন্নানুবৃত্তম্ ;—তস্য শ্রেষ্ঠকৃতত্বেঽপি শাস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ ॥২১॥

শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মফলনিরপেক্ষোঽপি লোকসংগ্রহায় শাস্ত্রোদিতানি কর্ম্মাণ্যাচরেদিত্যর্থে স্বং দৃষ্টান্তমাহ,—ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেশস্য সত্যসঙ্কল্পস্য সত্যকামস্য মে কর্ত্তব্যং নাস্তি। ফলার্থিনা খলু কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্ ; ন চ নিখিলফলাশ্রয়স্য স্বয়ং পরমফলাত্মনো মে কর্ম্মাপেক্ষ্যমিত্যর্থঃ। এতদ্দর্শয়তি,—ত্রিষ্বিতি। যতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কর্ম্মণা যৎ ফলমবাপ্তব্যং

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয় ॥ ২১ ॥

হে পার্থ! আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক-মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই এবং যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আছে, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নয় ; তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

তদনবাপ্তমলব্ধং মম নাস্তি সর্ব্বং তন্মদীয়মেবেত্যর্থঃ। তথাপি শাস্ত্রোক্তং কর্ম্মাহং করোম্যেবেত্যাহ,—বর্ত্ত ইতি ॥ ২২ ॥

যদীতি। অহং সর্ব্বেশ্বরঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽপি যদুকুলাবতীর্ণো জাতু কদাচিৎ তৎকুলোচিতে শাস্ত্রোক্তে কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় তন্ন কুর্য্যামতন্দ্রিতঃ সাবধানঃ সন্ তর্হি মাং দৃষ্টান্তং কৃত্বা মনুষ্যাঃ শ্রেষ্ঠস্য মম বর্ত্ম কুল-বিহিতাচারত্যাগরূপমনুবর্ত্তেরন্ ততো ভ্রংশেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ কিং স্যাদিত্যাহ,—উৎসীদেয়ুরিতি। অহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, তর্হীমে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমর্য্যাদাঃ স্যুঃ। তদ্বিভ্রংশে সতি যঃ সঙ্করঃ স্যাত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবঞ্চ প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজাঃ সাঙ্কর্য্যদোষেণোপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। তথা চ "এষসেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসংভেদায়" ইতি শ্রুত্যা লোকমর্য্যাদাবিধারকত্বেন পরিগীতস্য মে তন্মর্য্যাদাভেদকত্বং স্যাদিতি। এবং উপদিশতোঽপি হরের্যৎ কিঞ্চিৎ স্বভক্তসুখেচ্ছোঃ স্বৈরাচরিতং দৃষ্টং, তৎ খলু বিধায়কেন তদ্বচসানুপেতত্বাদীশ্বরীয়ত্বাচ্চাবরৈর্নৈবাচরণীয়ম্ ; যদুক্তং শ্রীমতা শুকেন—"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং

অতন্দ্রিত হইয়া যদি আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্ত্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

আমি কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার দ্বারা বিধিসাঙ্কর্য্য উৎপত্তি হইলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্" ইতি ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতেঽপি ত্বং লোকহিতায় বেদোক্তং স্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বিত্যাশয়েনাহ,—সক্তা ইতি। অজ্ঞা যথা কর্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সয়াভিনিবিষ্টা-

---

অতএব লোকসংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্তভাবে (বাহ্যতঃ) সেইরূপ কর্ম্ম করুন,—যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তি (ফলতঃ) আসক্ত হইয়া করেন। অতএব বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মের প্রকার পৃথক্ নয়, কেবল তাঁহাদের আসক্তি ও অনাসক্তিসম্বন্ধীনি নিষ্ঠা—পৃথক্, ইহাই জানিবে ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা যিনি না জানেন, তিনি 'অজ্ঞ'; সেই অজ্ঞতা-বশতঃ কর্ম্মে যাহার আসক্তি, তিনি 'কর্ম্মসঙ্গী'। কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষকে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞানের তাৎপর্য্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত তিনি উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অতএব তাহাকে কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সহকারে স্বয়ং কর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাঁহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না;—জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তির উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়; যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচারিত হইবে ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

স্তৎ কুর্ব্বন্ত্যেবং বিদ্বানপি কুর্য্যাৎ, কিন্ত্বসক্তঃ ফললিপ্সাশূন্যঃ সন্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ, লোকহিতেচ্ছুর্জ্ঞানী সাবহিতঃ স্যাদিত্যাহ,—ন বুদ্ধীতি। বিদ্বান্ পরিনিষ্ঠিতোঽপি কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মশ্রদ্ধা-জাড্যভাজামজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ;—কিং কর্ম্মভিরহমিব জ্ঞানেনৈব কৃতার্থো ভবেতি কর্ম্মনিষ্ঠাতস্তদ্বুদ্ধিং নাপনয়েদিত্যর্থঃ। কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মসু যুক্তঃ সাবধানস্তানি সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরন্ সর্ব্বাণি বিহিতানি কর্ম্মাণি যোষয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভেদে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তে জ্ঞানস্য চানুদয়াদুভয়বিভ্রষ্টাস্তে স্যুরিতি ভাবঃ। "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" ইত্যজিতোক্তিস্তু কর্ম্মসঙ্গীতরপরতয়া নেয়া ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মিত্বসাম্যেঽপি বিজ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষমাহ,—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জনোঽহং কর্ম্মাণি কর্ত্তেতি মন্যতে—'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা' ইতি সূত্রাৎ ষষ্ঠীনিষেধঃ। কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ। তানি কীদৃশানীত্যাহ,—প্রকৃতেরীশমায়ায়া গুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণৈরীশ্বরপ্রবর্ত্তিতৈঃ ক্রিয়মাণানীতি। ইদমত্র বেদিতব্যম্,—উপক্রমবিনি-

---

বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্ম্মাচরণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যা-দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়-রূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা-দ্বারা ক্রিয়মাণ 'সমস্ত কার্য্য আমিই একা করি', এই জ্ঞানে 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করেন। (ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ) ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

র্থয়াৎ সম্বিদ্বপুর্জীবাত্মাস্মদর্থঃ কর্ত্তা চানাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্ত-স্তদ্ভোগার্থিকাং স্বসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্লিষ্টস্তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ বিমূঢ়াত্মা তাদৃশস্ববিজ্ঞানশূন্যঃ শরীরাদ্যহংভাববান্ প্রাকৃতৈঃ শরীরাদিভিরীশেন চ সিদ্ধানি কর্ম্মাণি মহৈয়বৈকেন কৃতানীতি মন্যতে। কর্ত্তুরাত্মনো যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল দেহাদিভিস্ত্রিভিঃ পরমাত্মনা চ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকেন চ সিধ্যতি, ন ত্বেকেন জীবেনৈব। তচ্চ মহৈয়ব সিদ্ধ্যতীতি জীবো যন্মন্যতে তদহঙ্কার-বিমোঢ্যাদেব,—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা" ইত্যাদিকাচ্চরমাধ্যায়বাক্যত্রয়াৎ। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" ইত্যত্র শরীরেন্দ্রিয়াদিকর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেরিতি যদ্বর্ণয়িষ্যতে, তত্রাপি কেবলায়াস্তস্যাস্তন্ন শক্যং মন্তুং,—পুরুষ-সংসর্গেণৈব তৎপ্রবৃত্তেরঙ্গীকারাৎ। ততশ্চ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বমবর্জ্জনীয়মিতি ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ২৭ ॥

বিজ্ঞস্তু ন তথেত্যাহ,—তত্ত্ববিত্ত্বিতি। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিৎ। গুণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ কর্ম্মভ্যশ্চ তৎকৃতেভ্যো যঃ স্বস্য বিভাগো ভেদস্তস্য তত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বৈশ্বর্য্যাপর্য্যালোচনয়া যো "নাহং গুণকর্ম্মবপুঃ" ইতি বেত্তীত্যর্থঃ। স হি গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু শব্দাদিষু বিষয়েষু

হে মহাবাহো! যে পুরুষ গুণকর্ম্ম-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃত কার্য্যে, "আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্ব-স্বরূপভ্রমে প্রাকৃত-অহঙ্কার-বদ্ধ হইয়া জড়কার্য্য স্বীকার করিতেছি। বস্তুত শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করি না, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহঙ্কার ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় কার্য্য করে, তাহাতে আমি একা কর্ত্তা নই"—এই বলিয়া আসক্ত হন না। সমস্ত প্রাকৃত-কার্য্যে জীবের দেহাত্মাভিমান, প্রকৃতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা,—তিনেরই কর্ত্তৃত্ব ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

তত্তদ্দেবতাপ্রেরিতানি প্রবর্ত্তন্তে তান্ প্রকাশয়ন্তি। অহং ত্বসঙ্গবিজ্ঞানা-নন্দস্বান্তদ্ভিন্নো. ন তেষু তাদ্রূপ্যেণ বর্ত্তে, ন চ তান্ প্রকাশয়ামীতি মত্বা তেষু ন সজ্জতে; কিন্ত্বাত্মন্যেব সজ্জতে। অত্রাপি মন্বেত্যনেন কর্ত্তৃত্বং জীবস্যোক্তং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যোতদুপসংহরতি,—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতে-র্গুণেন তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ মূঢ়া ভূতাবেশন্যায়েন দেহাদিকমেবাত্মানং মন্যানা জনাঃ গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে। তান-কৃৎস্নবিদোঽল্পজ্ঞান্ মন্দানাত্মতত্ত্বগ্রহণালসান্ কৃৎস্নবিৎ পূর্ণাত্মজ্ঞানো ন বিচালয়েৎ গুণকর্ম্মাভ্যো বিশুদ্ধচৈতন্যানন্দস্ত্বমিতি তত্ত্বং গ্রাহয়িতুং নেচ্ছেৎ; কিন্তু তদ্রুচিমনুসৃত্য বৈদিককর্ম্মাণি শ্রেণ্যাক্রমাদাত্মতত্ত্বপ্রবণং চিকীর্ষেদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া 'প্রাকৃত' বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। সেই অল্প-জ্ঞান-বিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করিবেন না। তাহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগ-দ্বারা অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন ॥ ২৯ ॥

অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কার ও ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর, এবং সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার স্বধর্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহা অবলম্বন কর ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

ময়ীতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতত্বমধ্যাত্মচেতঃ স্বাত্মতত্ত্ববিষয়কজ্ঞানেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি রাজ্ঞি ভৃত্য ইব ময়ি পরেশে সন্ন্যস্যার্পয়িত্বা যুধ্যস্ব কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যঃ। যথা রাজতন্ত্রো ভৃত্যস্তদাজ্ঞয়া কর্ম্মাণি করোতি, তথা মত্তন্ত্রস্ত্বং মদাজ্ঞয়া তানি কুরু লোকান্ সংজিঘৃক্ষুঃ। আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন,—"বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ।" নিরাশীঃ স্বাম্যাজ্ঞয়া করোমীতি তৎফলেচ্ছাশূন্যঃ। অতএব মৎফলসাধনানি মদর্থমমূনি কর্ম্মাণীত্যেবং মমত্ববর্জ্জিতঃ। বিগতজ্বরস্ত্যক্তবন্ধুবধনিমিত্তকসন্তাপশ্চ ভূত্বেতি অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাদ্‌যুধ্যস্বেত্যুক্তম্—স্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রুতিরহস্যে স্বমতেঽনুবর্ত্তিনাং ফলং বদন্ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যঞ্জয়তি,—যে মে ইতি। নিত্যং সর্ব্বদা শ্রুতিবোধিতত্বেনানাদিপ্রাপ্তং বা। শ্রদ্ধাবন্তো দৃঢ়বিশ্বস্তাঃ। অনসূয়ন্তো মোচকত্বগুণবতি তস্মিন্ কিমমুনা শ্রমবহুলেন নিষ্ফলেন কর্ম্মণেত্যেবং দোষারোপশূন্যাঃ। তেঽপীত্যপিরবধারণে, যদ্বা যে মমেদং মতমনুতিষ্ঠন্তি যে চানুষ্ঠাতুমশক্নুবন্তোঽপি তত্র শ্রদ্ধালবঃ; যে চ শ্রদ্ধালবোঽপি তন্নাসূয়ন্তে তেঽপীত্যর্থঃ। সাম্প্রতানুষ্ঠানাভাবেঽপি তস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানসূয়য়া চ ক্ষীণদোষাস্তে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তে তদনুষ্ঠায় মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

এই নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যাঁহারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ; এবং যাঁহারা অনুষ্ঠানে অশক্ত, অথচ এই মতে অসূয়াশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হন, তাঁহারাও ঐ ফল লাভ করেন ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ,—যে ত্বিতি। যে তু মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বসুহৃদ এতচ্ছ্রুতিরহস্যভূতং মতমশ্রদ্দধানাঃ সন্তো নানুতিষ্ঠন্তি কিন্ত্বসূয়ন্তি, তান্ সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মজ্ঞানে স্বাত্মজ্ঞানে পরমাত্মজ্ঞানে চ বিমূঢ়ানতএব বিচেতসশ্চিত্তশূন্যানতএব নষ্টান্ পুরুষার্থবিভ্রষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

যিনি এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক পালন না করেন, তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্ব্বোধ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মার বিচারপূর্ব্বক প্রাকৃত গুণকর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি-পরিত্যাগ হয়, তাহা নয়। বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকালাভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। সেই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া একটু সতর্কতার সহিত তদনুযায়ী কর্ম্মসকল করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণ যুক্তবৈরাগ্য যে পর্য্যন্ত হস্তগত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা ; যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্মসংস্কার, উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উৎপথে গমনই চরম ফল হয়। যে-স্থলে মৎকৃপা বা ভক্তকৃপা-দ্বারা ভক্তিযোগ হস্তগত হয়, সে-স্থলে নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থার লাভ-নিবন্ধন এরূপ স্বধর্ম্মপালন-বিধি আর অবসর পায় না। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ননু সর্ব্বেশ্বরস্য তে মতমতিক্রমতাং দণ্ডঃ শাস্ত্রেণোচ্যতে তস্মাত্তে কিমু ন বিভ্যতি ইত্যাহ,—সদৃশমিতি। প্রকৃতিরনাদিকালপ্রবৃত্তা স্বদুর্ব্বাসনা তস্যাঃ স্বীয়ায়াঃ সদৃশমনুরূপমেব জ্ঞানবান্ শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং জানন্নপি জনশ্চেষ্টতে প্রবর্ত্ততে কিমুতাজ্ঞঃ। ততো ভূতানি সর্ব্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থবিভ্রংশহেতুভূতামপি তাং যান্ত্যনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রজাতোঽপি দণ্ডঃ সৎপ্রসঙ্গশূন্যস্য কিং করিষ্যতি। দুর্ব্বাসনায়াঃ প্রাবল্যাতাং নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতীত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গসহিতস্য তু তাং প্রবলামপি নিহন্তি,—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি বল,—ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবে না, তবে শ্রবণ কর। বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগদ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমান-বশতঃ যে রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয়-সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে যে দ্বেষ, তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধি রাগ ও দ্বেষকেই বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম, জানিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

ননু প্রকৃত্যধীনা চেৎ পুংসাং প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রং ব্যর্থ ইতি চেত্তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়স্যেতি। বীপ্সয়া সর্ব্বেষাং ইত্যুক্তম্। ততশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনামর্থে বিষয়ে শব্দাদৌ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বাগাদীনামর্থে বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদার-সংভাষণ-তৎস্পর্শন-তত্তোষণাদৌ রাগঃ প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি সৎসংভাষণ-সৎসেবন-সত্তীর্থাগমনাদৌ দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ চানুকূল্যপ্রাতিকূল্যে ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ভবতো ন ত্বনিয়মেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তদনুগুণা প্রাণিনাং প্রবৃত্তিস্তথাপি শ্রেয়োলিপ্সুর্জনস্তয়োঃ রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। হি যস্মাত্তাবস্য পরিপন্থিনৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ ভবতঃ পান্থস্যেব দস্যু। এতদুক্তং ভবতি,—অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি বাসনা অনিষ্টানুবন্ধিত্ব-জ্ঞানাভাব-সহকৃতেনেষ্টসাধনত্বজ্ঞানেন নিষিদ্ধেঽপি পরদার-সম্ভাষণাদৌ রাগমুৎপাদ্য পুংসঃ প্রবর্ত্তয়তি। তথেষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানাভাবসহকৃতেনানিষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানেন বিহিতেঽপি সৎসম্ভাষণাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য ততস্তান্নিবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং কিল সৎপ্রসঙ্গশ্রুতমনিষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন নিষিদ্ধান্মনোঽনুকূলাদপি নিবর্ত্তয়তি দ্বেষমুৎপাদ্য।

অতএব নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ-বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম ভাল নয়। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয়, তাহাও মঙ্গলজনক; যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ-ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম-ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬॥

ইষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন বিহিতে মনঃপ্রতিকূলেঽপি রাগমুৎপাদ্য প্রবর্ত্তয়তীতি ন বিধিনিষেধশাস্ত্রয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

নম্বু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পশ্বাদিসাধারণীং প্রবৃত্তিং বিহায় শাস্ত্রোক্তেষু ধর্ম্মেষু বর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। ধর্ম্মবুদ্ধিশুদ্ধৌ তাদৃশপ্রবৃত্তিনিবর্ত্তেত ; ধর্ম্মাশ্চ যুদ্ধাদিবদহিংসাদয়োঽপি শাস্ত্রেণোক্তাঃ। তস্মাদ্রাগদ্বেষরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যাদ্যুদ্ধাদেরহিংসাশিলোঞ্ছবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্ম উত্তম ইতি চেত্তত্রাহ,—শ্রেয়ানিতি। যস্য বর্ণস্যাশ্রমস্য চ যো ধর্ম্মঃ বেদেন বিহিতঃ স চ বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গবিকলোঽপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্। যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য চ যুদ্ধাদিঃ। ন হি ধর্ম্মো বেদাতিরিক্তেন প্রমাণেন গম্যতে, চক্ষুর্ভিন্নেন্দ্রিয়েণেব রূপম্। যথাহ জৈমিনিঃ ;—"চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইতি। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্মে নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রত্যবায়াভাবাৎ পরজন্মনি ধর্ম্মাচরণসম্ভবাচ্চেষ্টসাধকমিত্যর্থঃ। পরধর্ম্মস্তু ভয়াবহোঽনিষ্টজনকঃ, তৎ প্রত্যবিহিতত্বেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ। ন চ পরশুরামে বিশ্বামিত্রে চ

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বার্ষ্ণেয়! কাঁহা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্য হইয়া পাপ আচরণ করে? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব—নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়-সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ এবং জড়-জগতে পাপ আচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয়। কিন্তু দেখা যায় যে, সর্ব্বদাই জীবগণ পাপ আচরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপে রত করে? ৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যভিচারঃ,—তয়োস্তত্তৎকুলোৎপন্নাবপি তত্তচ্ছোকমহিম্না তৎকর্ম্মোদয়াৎ। তথাপি বিগানং কষ্টঞ্চ তয়োঃ স্মর্য্যতে। অতএব দ্রোণাদেঃ ক্ষাত্রধর্ম্মোঽসকৃদ্বিগীতঃ। নন্বু দৈবরাত্যাদেঃ ক্ষত্রিয়স্য পারিব্রাজ্যং শ্রূয়তে, ততঃ কথমহিংসাদেঃ পরধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, সত্যম্; পূর্ব্বপূর্ব্বাশ্রমধর্ম্মৈঃ ক্ষীণবাসনয়া পারিব্রাজ্যাধিকারে সতি তৎ প্রত্যহিংসাদেঃ স্বধর্ম্মত্বেন বিহিতত্বাৎ। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতস্যেতি যোজ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেত্যাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগো ব্যবস্থিত ইতি যদুক্তং তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অথ কেনেতি। হে বার্ষ্ণেয়, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব!—"গুডাদিভ্যশ্চেতি ঢক্।" অয়ং জ্ঞানযোগায়োগ্যতঃ পুরুষো জীবঃ কেন প্রযোজকেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ পাপং চরতি নিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানাৎ তচ্চরিতুমনিচ্ছন্নপি। বলাদিবেতি: প্রযোজকেচ্ছাপন্নতয়া প্রযোজ্যোঽপীচ্ছা প্রকাশয়তে। স কিমীশ্বরঃ, পূর্ব্বসংস্কারো বা? তত্রাহুঃ—সাক্ষিত্বাৎ কারুণিকত্বাচ্চ ন পাপে প্রেরকঃ, ন চ পরো জড়ত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন,—অর্জ্জুন! রজোগুণ-সমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম'—প্রাক্তনবাসনা-হেতুক বিষয়াভিলাষ; কামই অবস্থা-ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে। কাম—অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্; জ্ঞানযোগে কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

তত্রাহ ভগবান্,—কাম ইতি। কামঃ প্রাক্তনবাসনাহেতুকঃ শব্দাদি-বিষয়কোঽভিলাষঃ পুরুষং পাপে প্রেরয়তি তদনিচ্ছুমপি সোঽস্য প্রেরক ইত্যর্থঃ। নব্যভিচারাদৌ ক্রোধোঽপি প্রেরকো দৃষ্টঃ স চেন্দ্রিয়স্যেত্যাদৌ ভবতাপি পৃথগুক্ত ইতি চেৎ, সত্যম্; ন স তস্মাৎ পৃথক্, কিন্ত্বেষ কাম এব কেনচিচ্চেতনেন প্রতিহতঃ ক্রোধো ভবতি। তদ্ধর্মিবাক্যেন যুক্তং দধি;—কামজয় এব ক্রোধজয় ইতি ভাবঃ। কীদৃশঃ কাম ইত্যাহ,—রজোগুণেতি। সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি নির্জিতে কামো নির্জিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ন চাপেক্ষিতপ্রদানেন কামস্য নিবৃত্তিরিত্যাহ,—মহাশন ইতি। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥" ইতি স্মরণাৎ। ন চ সাম্না ভেদেন বা স বশীভবেদিত্যাহ,—মহাপাপ্মেতি। যোঽত্যুগ্রো বিবেকজ্ঞানবিলোপেন নিষিদ্ধেঽপি প্রবর্ত্তয়তি।

সেই কামই এই জগৎকে কোন-স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন-স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোন-স্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণ-স্থল দিয়া বলি, শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎস্মরণাদি-কার্য্য করিতে পারে। এ-স্থলে মুকুলিত-চেতনরূপেই নিষ্কামকর্ম্মযোগা-শ্রিত জীবের অবস্থিতি। মলাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীবচৈতন্য কাম-কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এ-স্থলে সঙ্কোচিত-চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি; তাহারা—পশুপক্ষি-তুল্য। উল্বণ-দ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীবচৈতন্য কাম-কর্ত্তৃক অতি-গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

তস্মাদিহ জ্ঞানযোগে এনং বৈরিণং বিদ্ধি তথা চ দানাদিভিস্ত্রিভি-রুপায়ৈঃ সন্ধাতুমশক্যত্বাদ্বক্ষ্যমাণেন দণ্ডেন স হন্তব্য ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরঃ কর্ম্মানুসারিতঃ পর্জ্জন্যবৎ সর্ব্বত্র প্রেরকঃ। কামস্তু স্বয়মেব পাপ্মাগ্রে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

মৃদুমধ্যতীব্রভাবেন ত্রিবিধস্য কামস্য ধূমমলোল্বনেতি ক্রমেণ দৃষ্টান্তা-নাহ,—ধূমেনেতি। যথা ধূমেনাবৃতোঽপ্যুজ্জ্বলোঽপি বহ্নিরালোকাদিকং কিঞ্চিৎ করোতি মলেনাবৃতো দর্পণঃ স্বচ্ছতা-তিরোধানাৎ প্রতিবিম্বং ন শক্নোতি গ্রহীতুমুল্বেন জরায়ুণাবৃতো গর্ভস্তু পাদাদিপ্রসারং ন শক্নোতি কর্ত্তুং ন চোপলভ্যতে, তথা মৃদুনা কামেনাবৃতং জ্ঞানং কথঞ্চিৎ তত্ত্বার্থং গ্রহীতুং

সেই কামই জীবের 'অবিদ্যা'; তাহাই জীবের দুর্ব্বার অগ্নিপ্রায় নিত্যবৈরী; সেই কামই জীবচৈতন্যকে আবৃত করে। আমি ভগবান্ যেমত চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপ-ভেদ এই যে, আমি—পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব—অণুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত শক্তিদ্বারাই সমর্থ হয়। আমার নিত্যদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম; তাহারই নাম 'প্রেম' বা নিষ্কাম জৈবধর্ম্ম। চেতনপদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; সুতরাং শুদ্ধজীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। 'কাম' বা 'অবিদ্যা' যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি (বা অপব্যবহার)। যে-সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-দ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে, সুতরাং তাহারা সেই পবিত্রতত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকে বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিতচেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের কর্ম্মবন্ধ বা সংসারযাতনা ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

শক্নোতি মধ্যেনাবৃতং ন শক্নোতি। তীব্রেণাবৃতস্তু প্রসর্ত্তুমপি ন শক্নোতি, ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

উক্তমর্থং স্ফুটয়তি,—আবৃতমিতি। অনেন কামরূপেণ নিত্যবৈরিণা জ্ঞানিনো জীবস্য জ্ঞানমাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অজ্ঞস্য বিষয়ভোগসময়ে সুখত্বাৎ সুহৃদপি কামস্তৎকার্য্যে দুঃখে সতি বৈরিঃ স্যাদ্বিজ্ঞস্য তু তৎসময়েঽপি দুঃখানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তিঃ; তস্মাৎ সর্ব্বথা হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, দুষ্পূরেণেতি চ-শব্দ ইবার্থঃ। তত্রানলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা ভোগেন কাম ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ,—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং স নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

বৈরিণঃ কামস্য দুর্গেষু নির্জ্জিতেষু তস্য জয়ঃ সুকর ইতি তান্যাহ,—ইন্দ্রিয়াণীতি। বিষয়শ্রবণাদিনা সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাভিব্যক্তেঃ

বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ জীব দেহ ধারণ-পূর্ব্বক 'দেহী'নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠান-দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। বিশুদ্ধ-অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য-জীবকে কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠান-রূপে কার্য্য করে। পরে, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ব হইয়া মনোরূপী দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠান-ত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার সাম্মুখ্যই 'বিদ্যা' বলিয়া উক্ত হয়, আর স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার বৈমুখ্যকে 'অবিদ্যা' বলা যায় ॥ ৪০ ॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রোত্রাদীনি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ তস্যাধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধানীরূপং ভবতি বিষয়াস্তু তস্য তস্য জনপদা বোধ্যাঃ। এতৈর্বিষয়সঞ্চারিভিরিন্দ্রিয়াদিভির্দেহিনং প্রকৃতিসৃষ্টদেহবন্তং জীবমাত্মজ্ঞানোত্থতমেষ কামো বিমোহয়তি—আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়রসপ্রবণঞ্চ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যস্মাদয়ং কামরূপো বৈরী নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপায়াত্মজ্ঞানায়োন্নতস্য বিষয়রসপ্রবণৈরিন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানমাবৃণোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসৃষ্টদেহাদিমাংস্ত্বমাদাবাত্মজ্ঞানোদয়ায়ারম্ভকাল এবেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি তদ্ব্যাপাররূপে নিষ্কামে কর্ম্মযোগে নিয়ম্য প্রবণানি কৃত্বা এনং পাপ্মানং কামং শত্রুং প্রজহি বিনাশয়। হি যস্মাজ্জ্ঞানস্য শাস্ত্রীয়স্য দেহাদিবিবিক্তাত্মবিষয়কস্য বিজ্ঞানস্য চ তাদৃগাত্মানুভবস্য নাশনমাবরকম্ ॥ ৪১ ॥

অতএব, হে ভরতর্ষভ! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ-জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমে কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্ম পালন করত ক্রমে সাধন-ভক্তি লাভপূর্ব্বক প্রেমভক্তি অর্জ্জন করিবে ॥ ৪১ ॥

সংক্ষেপত বলি,—তুমি যে জীব, তোমার নিজতত্ত্ব এই,—আপাতত জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। 'জড়' হইতে 'ইন্দ্রিয়সকল' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, 'ইন্দ্রিয়' অপেক্ষা 'মন' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, 'মন' হইতে 'বুদ্ধি' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। যিনি জীবাত্মা, তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

নন্বু মুদ্রিতযন্ত্রাম্বুন্যায়েন নিষ্কামকর্ম্মপ্রবণতয়েন্দ্রিয়নিয়মনে কামক্ষতিরিতি ত্বয়া প্রদর্শিতম্। অথ দৈহিককর্ম্মকালে মুক্তযন্ত্রাম্বুন্যায়েনেন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রসারে কামস্য পুনরুজ্জীবতাপত্তিঃ স্যাদিতি তত্র 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা' ইতি পূর্ব্বোপদিষ্টেন বিবিক্তাত্মানুভবেন নিঃশেষা তস্য ক্ষতিঃ স্যাদিতি দর্শয়তি,—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। পাঞ্চভৌতিকাদ্দেহাদিন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তজ্জ্ঞাপকত্বাত্ততোঽতিসূক্ষ্মত্বাত্তদ্বিনাশেঽবিনাশাচ্চ; ইন্দ্রিয়েভ্যো মনঃ পরং জাগরে তেষাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেষু স্বস্মিন্ বিলীনেষু রাজ্যকর্ত্তৃত্বেন স্থিতত্বাচ্চ। মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবৃত্ত্যৈব সঙ্কল্পাত্মকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ। যস্তু বুদ্ধেরপি পরতোঽস্তি, স দেহী জীবাত্মা চিৎস্বরূপো দেহাদিবুদ্ধ্যন্তবিবিক্ততয়ানুভূতঃ সন্নিঃশেষকামক্ষতিহেতুর্ভবতীতি। কঠাশ্চৈবং পঠন্তি,—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥" ইত্যাদি। অস্যার্থঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থা বিষয়াস্তদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ। বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ পরং বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংশয়াত্মকান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধের্ভোগোপকরণত্বাত্তস্যাঃ সকাশাদ্ভোক্তাত্মা জীবঃ পরঃ স চাত্মা মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামীতি দৈহিকং কর্ম্ম তু পূর্ব্বাভ্যাসবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ সেৎস্যতি ॥ ৪২ ॥

এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ-ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়া আপনাকে আত্মশক্তি-দ্বারা নিশ্চল করত চিৎতত্ত্বের বিরুদ্ধ এই অবিদ্যারূপ দুর্জ্জয় কামকে ক্রম-মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এবমিতি। এবং মদুপদেশবিধয়া বুদ্ধেশ্চ পরং দেহাদিনিখিলজড়বর্গপ্রবর্ত্তকত্বাত্তদ্বিবিক্তং সুখচিদ্ঘনং জীবাত্মানং বুদ্ধ্বাঽনুভূয়েত্যর্থঃ। আত্মনা ঈদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য তাদৃশ্যাত্মনি স্থিরং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি নাশয়; দুরাসদং দুর্দ্ধর্ষমপি। মহাবাহো ইতিপ্রাগ্বৎ ॥ ৪৩॥

নিষ্কামং কর্ম্ম মুখ্যং স্যাদ্গৌণং জ্ঞানস্তদুদ্ভবম্।
জীবাত্মদৃষ্টাবিত্যেষ তৃতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় হইল যে, যদি কর্ম্ম উপায়মাত্র হইয়া উপেয়স্বরূপ আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি উৎপাদন করে, তবে একেবারেই সেই বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল। এই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড়দেহ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা, যুক্ত-কর্ম্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি-সাধকতা, স্বধর্ম্মাকারতা, অকর্ম্ম-বিকর্ম্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত-কামজয়ের একমাত্র উপায়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক, ভগবদর্পিত-রূপে কর্ম্মযোগেরই সাধন কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইল। অপক্কাবস্থায় কর্ম্মসন্ন্যাস ও শমদমাদির পৃথক্ চেষ্টার নিষ্ফলতার বিচারও হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

তুর্য্যে স্বাভিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং সৎকর্ম্মস্থ জ্ঞানযোগম্।
জ্ঞানস্যাপি প্রাগ্ যস্মাহাত্ম্যমুচ্চৈঃ প্রাথ্যদ্দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়াভ্যামুক্তং জ্ঞানযোগং কর্ম্মযোগঞ্চৈককলত্বাদেকীকৃত্য তদ্বংশং কীর্ত্তয়ন্ স্তৌতি,—ইমমিতি। ইমং ত্বাং প্রত্যুক্তং যোগং পুরা ভক্তায় সর্ব্বক্ষত্রিয়াস্ববায় বীজায় বিবস্বতে সূর্য্যায়াহং প্রোক্তবান্। অব্যয়ং নিত্যং বেদার্থত্বান্নব্যেতি স্বফলাদিতাব্যভিচারিফলত্বাচ্চ। স চ মচ্ছিষ্যো বিবস্বান্ স্বপুত্রায় মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ ; স চ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াব্রবীৎ ॥১।

ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কামকর্ম্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম ; সূর্য্য তাহাই মনুকে এবং মনুও তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

এইপ্রকার পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত ছিলেন ; হে পরন্তপ ! সেই যোগ অনেক-কাল গত হওয়ায় ইহলোকে আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

এবং বিবস্বন্তমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগং রাজর্ষয়ঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রভৃতিভিরুপদিষ্টং বিদুঃ। ইহ লোকে, নষ্টো বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়ঃ ॥ ২ ॥

স এব তদানুপূর্ব্বিকবচনবাচ্যো যোগো ময়া ত্বৎসখেনাতিস্নিগ্ধেন তে তুভ্যং মৎসখায়েতি স্নিগ্ধায় প্রোক্তস্ত্বং মে ভক্তঃ প্রপন্নঃ সখা চাসীতি হেতোঃ ন ত্বন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ। তত্র হেতুঃ,—রহস্যমিতি। হি যস্মাদুত্তমং রহস্যমিতি গোপ্যমেতৎ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণস্য সনাতনত্বে সার্ব্বজ্ঞে চ শঙ্কমানানানভিজ্ঞান্ নিরাকর্ত্তুমর্জ্জুন উবাচ,—অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং পরং পরাচীনং তস্মাদাধুনিকস্ত্বং প্রাচীনায় বিবস্বতে যোগমুক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং প্রতীয়াম্। অয়মর্থঃ,—ন খলু সর্ব্বেশ্বরত্বেন কৃষ্ণমর্জ্জুনো ন বেত্তি তস্য নরাখ্যাতদবতারত্বেন তাদ্রূপ্যাৎ "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম"ইত্যাদি-তদুক্তেশ্চ। কিন্তু

সেই সনাতন যোগ আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম ; যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা, অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত রহস্য হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—বিবস্বান্ পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে,—একথা কি-প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

দেবক্যাং জাতত্বেন মনুষ্যভাবেন চাভ্যুদিতাং তৎসনাতনত্বতৎসার্ব্বজ্ঞ-বিষয়ামজ্ঞশঙ্কামপাকর্ত্তুমপরমিত্যাদি পৃচ্ছতি। সর্ব্বেশ্বরঃ স যথা স্ব-তত্ত্বং বেত্তি ন তথান্যঃ; ততস্তন্মুখাদ্ব্যাদেব তদ্রূপতজ্জন্মাদি প্রকাশনীয়ং লোকমঙ্গলায়। তদর্থং স্বমহিমানং প্রবদন্ বিকত্থনতয়া স নাক্ষেপ্যঃ, কিন্তু স্তবনীয় এব কৃপালুতয়া। তচ্চ মনুষ্যাকৃতিপরব্রহ্মণস্তব রূপং জন্মাদি চ লোকবিলক্ষণং কিংবিধং কিমর্থকং কিংকালকমিতি বিজ্ঞাপ্যাজ্ঞবৎ প্রশ্নোঽয়মজ্ঞশঙ্কা-নিরাসক প্রতিবচনার্থঃ ॥ ৪ ॥

এক এবাহং "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তানি নিত্যসিদ্ধানি বহূনি রূপাণি বৈদূর্য্যবদাত্মনি দধানঃ পুরা রূপান্তরেণ ত্বাং প্রত্যুপদিষ্টবান্ ইতি ভাবেনাহ ভগবান্,—বহূনীতি। তব চেতি মৎসখত্বাত্তাবন্তি জন্মানি তবাপ্যভূবন্নিত্যর্থঃ। ন ত্বং বেত্থেতি। ইদানীং ময়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বলীলা-সিদ্ধয়ে তজ্জ্ঞানাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ। এতেন সার্ব্বজ্ঞ্যং স্বস্য দর্শিতম্। অত্র ভগবজ্জন্মনাং বাস্তবত্বং বোধ্যং;—বহূনীত্যাদি শ্রীমুখোক্তেস্তব চেতি দৃষ্টান্তাচ্চ। ন চ জন্মাখ্যো বিকারস্তস্যাপ্রিয়ব্যাখ্যয়া প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি; আর তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখনই জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য তখনই আমার সহিত জন্ম লাভ কর। কিন্তু আমি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

লোকবিলক্ষণতয়া স্বরূপং স্বজন্ম চ বদন্ সনাতনত্বং স্বস্যাহ,—অজোঽপীতি। অত্র স্বরূপস্বভাবপর্য্যায়ঃ 'প্রকৃতি'শব্দঃ, স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং

যদিও তোমরা সকলেই এবং আমি পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ; স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে না; জীবের কর্ম্ম-বশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। আমার বিশুদ্ধ চিচ্ছরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা জীবের ন্যায় আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্য স্বরূপ, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল,—প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত; অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তি-দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ-জ্ঞান-দ্বারা এই-মাত্র তোমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়-জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন; সুতরাং সে-স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে-সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি। সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে ; "স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যমরঃ, স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি। এতমর্থং বিবরিতুং

এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়া-দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার 'প্রকৃতি' বটে, কিন্তু আমার 'স্বীয় প্রকৃতি' বলিলে চিচ্ছক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি—এক, কিন্তু তাহা—আমার নিকট চিৎশক্তি, এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি, এইরূপ নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥ ৬ ॥

আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি—ইচ্ছাময় ; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্ব্বাহক বিধিসকল—অনাদি ; কিন্তু কালক্রমে যখন ঐসকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয় ; আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত জগতেই (রাজ্যেই) আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদয় হই ; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ-দিগের জগতে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষ যতটুকু ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

বিশিনষ্টি,—অজোঽপীত্যাদিনা। 'অপি' অবধারণে। অপূর্ব্বদেহযোগো জন্ম, তদ্রহিত এব সন্। অব্যয়াত্মাপি সন্ অব্যয়ঃ পরিণামশূন্য

করণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব 'যুগাবতার' ও 'অংশাবতার' প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত 'আকস্মিকী' বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত, তাঁহাদের সত্ত্বায় আমি শক্ত্যাবেশ (অবতার) করত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে তাহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব 'যুগাবতার' হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'—এই কথা-দ্বারা 'কলিকালেও যে আমার অবতার হয়' ইহা স্বীকার করিবে কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি-দ্বারা পরমদুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন ; তাঁহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায় সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরমভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার-কর্ত্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতিবিনাশ ব্যতীত অসুর-বিনাশ-কার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

আত্মা বুদ্ধ্যাদিবিগস্ত তাদৃশ এব সন্। 'আত্মা পুংসি'ইত্যাত্যক্তেঃ। ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ স্বেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্ ইত্যর্থঃ। অংশ্বাদিগুণকং যদ্বিভুজ্ঞানসুখঘনং রূপং তেনৈবাবতরামীতি স্বরূপেণৈব সংভবামীত্যস্ত বিবরণং তাদৃশস্ত স্বরূপস্ত রবেরিবাভিব্যক্তিমাত্রমেব জন্মেতি তৎস্বরূপস্ত তজ্জন্মনশ্চ লোকবিলক্ষণত্বং তেন সনাতনত্বঞ্চ ব্যক্তম্; কর্ম্মতন্ত্রত্বং নিরস্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে'' ইতি। স্মৃতিশ্চ,—"প্রত্যক্ষং চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন"ইত্যাদ্যা। অতএব সূতিকাগৃহে দিব্যায়ুধভূষণস্ত দিব্যরূপস্ত ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্ত তস্য বীক্ষণং স্মর্য্যতে। প্রয়োজনমাহ ;—আত্মমায়য়েতি—ভক্তজীবানুকম্পয়া হেতুনা তদ্ধারায়েত্যর্থঃ ;—"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ"ইতি বিশ্বঃ; আত্মমায়য়া স্বসার্ব্বজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পেনেতি কেচিৎ; "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ"ইতি নির্ঘণ্টকোষাৎ। লোকঃ খলু রাজাদিঃ পূর্ব্বদেহাদীনি বিহায়াপূর্ব্বদেহাদীনি ভজন্নিরস্তসন্ধিরজো জন্মী ভবতীতি তদ্বৈলক্ষণ্যাং

অচিন্ত্যচিচ্ছক্তি-দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি জড়দেহ ত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; কিন্তু আমার চিচ্ছক্তিপ্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশবিশেষে আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত দেহকে 'অনিত্য' ও 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যা-বশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত-দ্বারা কর্ম্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল জ্ঞান উদিত হয় না ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

…শ্মিনঃ প্রস্ফুটম্। ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্নিত্যনেন লব্ধসিদ্ধয়ো যোগি-…তয়োঽপি ব্যাবৃত্তাঃ। সুখচিদ্ঘনো হরির্দেহদেহিভেদেন গুণগুণি-…দেন চ শূন্যোঽপি বিশেষবলাত্তত্ত্বদ্ভাবেন বিত্তবাং প্রতীতিরাসীদিতি ॥৬॥

আমার জন্মকর্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব এবং বিশুদ্ধত্ব-বিচার-সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটি প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হয়; যথা ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধা, তাহারা জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া যে কোন নিত্য বস্তু আছে, তাহা স্বীকার করে না; ইহারা 'স্বভাব'কেই পরমতত্ত্ব বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা 'জড়'কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দ্দেশ করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদিগণ ইতর রাগ-দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্‌রাগ হইতে কাজেকাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক 'চিত্তত্ত্ব'কে একটি নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সহজ-জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যতপ্রকার গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টি করেন, সে-সকলকে সতর্কতার সহিত 'অতৎ' বলিয়া পরিত্যাগ করত অস্ফুট জড়বিপরীত পদার্থ বলিয়া একটি 'অনির্দ্দেশ্য-ব্রহ্ম'কে কল্পনা করেন; তাহা আর কিছুই নয়,—কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশমাত্র; তাহা আমার নিত্যস্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় তাঁহাদের কোনপ্রকার জড়ধর্ম্ম আশ্রয় করে,—এই ভয়ে আমার স্বরূপধ্যান ও স্বরূপ-পূজা হইতে বিরত হন; সেই ভয়-দ্বারা তাঁহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে 'শূন্য ও নির্ব্বাণ'কেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। এই

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অথ সম্ভবকালমাহ,—যদেতি। ধর্ম্মস্য বেদোক্তস্য গ্লানির্বিনাশঃ অধর্ম্মস্য তদ্বিরুদ্ধস্যাভ্যুত্থানমভ্যুদয়ঃ তদাহমাত্মানং সৃজামি প্রকটয়ামি, ন তু নির্ম্মমে,—তস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাদিতি নাস্তি মৎসম্ভবকালনিয়মঃ ॥ ৭ ॥

প্রকার রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয়, মৎসম্বন্ধজ্ঞান ও তদ্‌ভ্যাসরূপ তপো-দ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজন করি। সকল-মতের চরম উদ্দেশ্যস্বরূপ আমিই সকলের প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারাই পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্মবিনাশ-দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে আমি নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রদান করি। তাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দস্বরূপের লোপ হয়; তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাঁহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাঁহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড়বিবিবাদী, তাঁহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত-চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত হই। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর-রূপে প্রাপ্য হই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে 'বিভূতি' প্রদান করি অথবা 'কৈবল্য' দান করি। সমস্ত মনুষ্যই আমার প্রাপ্তির বিবিধ বর্ত্মে অনুবর্ত্তমান। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমি সকলেরই চরম-প্রাপ্য। ঈশভজন, অঙ্গুষ্ঠমাত্র-

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

নম্বু তদ্ভক্তা রাজর্ষয়োঽপি ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মাভ্যুত্থানং চাপনেতুং প্রভবন্তি তাবতেঽথায় কিং সম্ভবসীতি চেদস্তি মদন্যাদুষ্করং কার্য্যং তদর্থং সম্ভবামীতি আহ,—পরীতি। সাধূনাং মদ্রূপগুণনিরতানাং মৎসাক্ষাৎকারমাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদ্বৈয়গ্র্যরূপাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাণায়াতিমনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ। তথা দুষ্কৃতাং দুষ্টকর্ম্মকারিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং

পুরুষধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞেশ্বরাদির যজন, এ সমুদায়ই আমার প্রাপ্তির বিবিধবর্ত্ম অর্থাৎ পথস্বরূপ। সুবোধ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তত্তদুপাসনাকে 'উপায়' করিয়া মৎস্বরূপ 'উপেয়' লাভ করেন। যাঁহারা সেই সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি না করেন, তাঁহাদের লাভ অসম্পূর্ণ;—ইহাই ভগবদ্‌বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাম্বন্ধিক তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলিয়া ভগবান্ পুনরায় পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কর্ম্মতত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ দূর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরিত্যাজ্য; কর্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কর্ম্ম তিনপ্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম ভাল; তাহাতে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ভোগবাসনা-দ্বারা বিনষ্টবিবেক মানবগণ ফলকামী হইয়া বহুদেবতার উপাসনা করেন; তদ্দ্বারা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতিকামনায় মনুষ্যগণ যে-সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কর্ম্মফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে-সকল দেবতা কে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দশগ্রীব-কংসাদীনাং তাদৃগ্ ভক্তদ্রোহিণাং বিনাশায় ধর্ম্মস্য মদেকার্চ্চন-ধ্যানাদিলক্ষণস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য বৈদিকস্যাপি মদিতরৈঃ প্রচারয়িতুমশক্যস্য সংস্থাপনার্থায় সংপ্রচারায়েত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্য কারণমিতি। যুগে যুগে তত্তৎসময়েন চ দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং, তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৮ ॥

বহুলায়াসৈঃ সাধনসহস্রৈরপি দুর্লভো মোক্ষো মজ্জন্মচরিতশ্রবণেন মদেকান্তিপথানুবর্ত্তিনাং সুলভোঽস্ত্বিত্যেতদর্থঞ্চ সম্ভবামীত্যাশয়া ভগবানাহ,—জন্মেতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্য সত্যোজ্জ্বলস্য বৈদূর্য্যবন্নিত্যসিদ্ধনৃসিংহ-রঘুনাথাদিবহুরূপস্য তত্র তত্রোক্তলক্ষণং জন্ম তথা কর্ম্ম চ তত্তদ্ভক্তসম্বদ্ধং চরিতং তদুভয়ং দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং ভবতীত্যেবমেবৈতদিতি যস্তত্ত্বতো বেত্তি যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি শ্রুত্যা দিব্যমিতি মদুক্ত্যা চ দৃঢ়শ্রদ্ধো যুক্তিনিরপেক্ষঃ সন্, হে অর্জ্জুন! স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ প্রাপঞ্চিকং জন্ম নৈতি, কিন্তু মামেব তত্তৎকর্ম্মমনোজ্ঞমেতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ; যদ্বা, মোচকত্বলিঙ্গেন "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেশ্চ মে জন্মকর্ম্মণী তত্ত্বতো ব্রহ্মত্বেন

গুণকর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণধর্ম্মের ও বর্ণসকলের কর্ত্তা আমি বই আর কেহই নয়। কিন্তু আমাকে 'বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা' বলিয়াও 'অকর্ত্তা' ও 'অব্যয়' বলিয়া জানিতে হইবে। জীবেরঅদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তি-দ্বারা আমি এই বর্ণ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর—আমি, কর্ম্মমার্গ সৃষ্টির দ্বারা আমার বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যয়ই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

যো বেত্তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইতরথা "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে 'অয়নায়'" ইতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। সমানমন্যৎ। জন্মাদি-নিত্যতায়াং যুক্তয়স্তন্ত্র বিস্তৃতা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ৯ ॥

ইদানীমিব পুরাপি মজ্জন্মাদিনিত্যতা-জ্ঞানেন বহূনাং বিমুক্তিরভূদিতি-তন্নিত্যতাং দ্রঢ়য়িতুমাহ,—বীতেতি। বহবো জনা জ্ঞানতপসা পূতাঃ সন্তঃ পুরা মদ্ভাবমাগতা ইত্যনুষঙ্গঃ। মজ্জন্মাদিনিত্যত্ববিষয়কং যজ্জ্ঞানং তদেব দুরধিগমশ্রুতিযুক্তিসম্পাদ্যত্বাত্তপস্তস্মিন্ জ্ঞানে বা যদ্দ্বিবিধকুমত-কুতর্কাদিনিবারণরূপং তপস্তেন পূতা নির্ধূতাবিদ্যা ইত্যর্থঃ। ময়ি ভাবং প্রেমাণং বিদ্যমানতাং বা মৎসাক্ষাৎকৃতিম্। কীদৃশাস্তে ইত্যাহ,—বীতেতি। বীতাঃ পরিত্যক্তাস্তন্নিত্যত্ববিরোধিষু রাগাদয়ো যৈস্তে, ন তেষু রাগং ন ভয়ং ন চ ক্রোধং প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ,—মন্ময়া মদেকনিষ্ঠা উপাশ্রিতাঃ সংসেবমানাঃ ॥ ১০ ॥

ননু নিত্যজন্মাদিমনোজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং ময়াবগতকচিদঙ্গুষ্ঠমাত্রাদিরপীশ্বরো জন্মাদিশূন্যঃ শ্রূয়তে, তৎ কিং তব তদুপাসনস্য চ দ্বৈবিধ্যং ভবেদিতি চেদামিত্যাহ,—যে যথেতি। যে ভক্তা মামেকং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তানহং

জীবের অদৃষ্টবশতঃ যে কর্ম্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই; যেহেতু, আমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, আমার পক্ষে অতি তুচ্ছ কর্ম্মফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচারপূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনই কর্ম্ম-দ্বারা বদ্ধ হন না, শুদ্ধভক্তি আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

তাদৃশস্তথৈব তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্নপ্প-গৃহ্লামি। নূনতামেবকারো নিবর্ত্তয়তি ; অতো মমৈকস্যৈব বহুরূপস্য বহুবিধমুপাসনমার্গমনাদিপ্রবৃত্ততদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বে অনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি ॥ ১১ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতস্য নিষ্কামকর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বং বদিষ্যংস্তদনুষ্ঠাতুর্বিরলত্বমাহ,—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। ইহ লোকেঽনাদিভোগ-বাসনা-নিযন্ত্রিতাঃ প্রাণিনঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং পশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তিং কাঙ্ক্ষন্তোঽনিত্যাল্পফলদানপীন্দ্রাদিদেবান্ যজন্তে সকামৈঃ কর্ম্মভির্ন তু সর্ব্বদেবেশ্বরং নিত্যানন্দফলপ্রদমপি মাং নিষ্কামৈস্তৈর্যজন্তে ; হি যস্মাদ-স্মিন্মানুষে লোকে কর্ম্মজা। সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। নিষ্কামকর্ম্মারাধি-তান্মত্তো জ্ঞানতো মোক্ষলক্ষণা সিদ্ধিস্তু চিরেণৈব ভবতীতি। সর্ব্বে লোকা ভোগবাসনাগ্রস্তসদসদ্বিবেকাঃ শীঘ্রভোগেচ্ছবস্তদর্থং মদ্ভূত্যান্ দেবান্ ভজন্তি, ন তু কশ্চিৎ সদসদ্বিবেকী সংসারদুঃখবিত্রস্তস্তদ্দুঃখ-নিবৃত্তয়ে নিষ্কামকর্ম্মভিঃ সর্ব্বদেবেশং মাং ভজতীতি বিরলস্তদধিকারীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

/ অথ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানবিরোধি-ভোগবাসনাবিনাশহেতুমাহ,—চাতু-র্ব্বর্ণ্যমিতি দ্বাভ্যাম্। চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থিকঃ ষ্যঞ্। সত্ত্বপ্রধানা বিপ্রাস্তেষাং শমাদীনি কর্ম্মাণি, রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং যুদ্ধাদীনি, তমোরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষ্যাদীনি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও বিবস্বান্-জনকাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাজনের অনুষ্ঠিত সনাতন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

বিপ্রাদিত্রিক পরিচর্য্যাদীনীতি গুণবিভাগৈঃ কর্ম্মবিভাগৈশ্চ বিভক্তাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সর্ব্বেশ্বরেণ ময়া সৃষ্টাঃ স্থিতিসংহৃত্যোরুপলক্ষণমেতৎ। ব্রহ্মাদিস্তম্বা-ন্তস্য প্রপঞ্চস্যাহমেব সর্গাদিকর্ত্তেতি ; যদাহ সূত্রকারঃ ;—“জন্মাদ্যস্য যতঃ” ইতি। তস্য সর্গাদেঃ কর্ত্তারমপি মাং তত্তৎকর্ম্মান্তরিতত্বাদকর্ত্তারং বিদ্ধীতি স্বস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পরিহৃতম্ ; এতৎ প্রাহাব্যয়মিতি স্রষ্টৃত্বেঽপি সাম্যান্ন ব্যেমীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এতদ্বিশদয়তি,—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসর্গাদীনি মাং ন লিম্পন্তি বৈষম্যাদিদোষেণ জীবমিব লিপ্তং ন কুর্ব্বন্তি, যত্তানি স্বজ্যজীব-কর্ম্মপ্রযুক্তানি ন চ মৎপ্রযুক্তানি ন চ সর্গাদিকর্ম্মফলে মম স্পৃহাস্ত্যতো ন লিম্পন্তীতি। ফলস্পৃহয়া যঃ কর্ম্মাণি করোতি, স তৎফলৈর্লিপ্যতে ; অহন্তু স্বরূপানন্দপূর্ণঃ প্রকৃতিবিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতদয়ঃ। পর্জ্জন্যবৎ-নিমিত্তমাত্রঃ সন্ তৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়ামীতি। স্মৃতিশ্চ “নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥” ইত্যাদ্যা ; সৃজ্যানাং দেবমানবাদিভাবভাজাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সর্গক্রিয়ায়ামসৌ পরেশো নিমিত্তমাত্রমেব দেবাদিভাববৈচিত্র্যাং কারণীভূতাস্তু সৃজ্যানাং তেষাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তয় এব ভবন্তীতি তদর্থঃ। এবমাহ সূত্রকৃৎ ;—“বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন”ইত্যাদিনা। এবং জ্ঞানস্য ফলমাহ,—ইতি মামিতি। ইত্থম্ভূতং মাং যোঽভিজানাতি, স তদ্বিরোধিভিস্তদ্ধেতুভিঃ প্রাচীন-কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, তৈর্বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কাহাকে ‘কর্ম্ম’ ও কাহাকে ‘অকর্ম্ম’ বলে, তাহা স্থিরকরণ-সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি ; তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ কর ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

এবমিতি। মামেবং জ্ঞাত্বা তদনুসারিভির্ম্মুক্তৈর্য্যৈঃ পূর্ব্বৈর্জ্জনকাদিভি-র্ম্মুমুক্ষুভির্নিষ্কামং কর্ম্ম কৃতং তস্মাত্ত্বমপি কর্ম্মৈব তৎ কুরু, ন তু কর্ম্মসংন্যাসম্; অশুদ্ধচিত্তশ্চেজ্জ্ঞানগর্ভাযৈ চিত্তশুদ্ধ্যৈ শুদ্ধচিত্তশ্চেল্লোক-সংগ্রহায়েত্যর্থঃ। কীদৃশং পূর্ব্বৈস্তৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরমতিপ্রাচীনম্ ॥ ১৫ ॥

নমু কিং কর্ম্মবিষয়কঃ কশ্চিৎ সন্দেহোঽপ্যস্তি যতঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যতিনির্ব্বন্ধাদ্ব্রবীষীতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ,—কিং কর্ম্মেতি। মুমুক্ষুভি-রনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিং রূপং স্যাদকর্ম্ম চ কর্ম্মান্তরং তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিং রূপমিত্যর্থঃ। তদন্তদ্বে এনঞ্চ। অত্রার্থে কবয়ো ধীমন্তোঽপি মোহিতা-স্তদ্যাথাত্ম্যনির্ণয়াসামর্থ্যান্মোহং প্রাপুঃ। অহং সর্ব্বেশঃ সর্ব্বজ্ঞস্তে তুভ্যং তৎ কর্ম্ম অকারপ্রশ্লেষাদকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি,—যজ্জ্ঞাত্বানুষ্ঠায় প্রাপ্য চাশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে ॥ ১৬ ॥

নমু কবয়োঽপি মোহং প্রাপুরিতি চেত্তত্রাহ,—কর্ম্মণো নিষ্কামস্ত মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠাতব্যস্য স্বরূপং বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণো জ্ঞানবিরুদ্ধস্য কাম্যকর্ম্মণঃ স্বরূপং বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণশ্চ কর্ম্মভিন্নস্য জ্ঞানস্য চ স্বরূপং বোদ্ধব্যম্, তত্তৎ স্বরূপবিস্তিঃ সার্দ্ধং বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽকর্ম্মণশ্চ গতির্গহনা দুর্গমা; অতঃ কবয়োঽপি তত্র মোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

'কর্ম্মের' গতি, 'বিকর্ম্মের' গতি ও 'অকর্ম্মের' গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কর্ত্তব্যাচরণই 'কর্ম্ম,' তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। নিষিদ্ধাচরণই 'বিকর্ম্ম', কাম্যকর্ম্ম তদন্তর্গত। কর্ম্মের অকরণই 'অকর্ম্ম'; তদ্দ্বারা সন্ন্যাসী-দিগের কিরূপ নিশ্রেয়স লাভ হয়, কর্ম্মাধিকারীর কিরূপ দোষ হয়, ইহাও জানা উচিত ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মাকর্ম্মণোর্বোদ্ধব্যং স্বরূপমাহ,—কর্ম্মণীতি। অনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কামে কর্ম্মণি যোঽকর্ম্ম প্রস্তুতত্বাৎ কর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানং পশ্যেৎ; অকর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ। এতদুক্তং ভবতি, যো মুমুক্ষুর্দ্বিশুদ্ধয়ে ক্রিয়মাণং কর্ম্মাত্মজ্ঞানান্তসন্ধিগর্ভত্বাজ্জ্ঞানাকারং; তচ্চ জ্ঞানং কর্ম্মধারকত্বাৎ কর্ম্মাকারং পশ্যেৎ; উভয়োরেকাত্মোদ্দেশ্যত্বাদুভয়মেকং বিস্তাদিত্যর্থঃ। এবমেব বক্ষ্যতে,—"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ" ইত্যাদিনেতি। এবমনুষ্ঠীয়-মানে কর্ম্মণি আত্মযাথাত্ম্যং যোঽনুসংধত্তে, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। যুক্তো মোক্ষযোগ্যঃ, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বেষাং কর্ম্মফলানামাত্মজ্ঞানসুখান্ত-র্ভূতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

কর্ম্মণো জ্ঞানাকারমাহ,—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ফলানি তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ শূন্যা যস্য কর্ম্মভি-রাত্মোদ্দেশিনো ভবন্তি তং বুধাঃ পণ্ডিতমাত্মজ্ঞমাহুঃ। তত্র হেতুঃ,—

যিনি 'কর্ম্মে অকর্ম্ম' ও 'অকর্ম্মে কর্ম্ম' দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্য-দিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মই আত্মযাথাত্ম্যপ্রাপক। তিনি কর্ম্মকে অকর্ম্মাকারে দর্শন করেন; 'অকর্ম্ম' ও 'কর্ম্ম' তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

যাঁহার কা সঙ্কল্পশূন্য সমস্ত কর্ম্ম সম্যক্ আরব্ধ হয়, তিনি জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা পণ্ডিত' বলিয়া উক্ত হন; তখন তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাকারতা লাভ করে ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানেতি। তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধিশুদ্ধৌ সত্যামাবির্ভূতেনাত্মজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি সঞ্চিতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্ ॥ ১৯ ॥

উক্তমর্থং বিশদয়তি,—ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যো-নাত্মনাঽঽস্বভূতেন তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ যোগক্ষেমার্থমপ্যাশ্রয়রহিত ঈদৃশো যোঽধিকারী স কর্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি—কর্ম্মানুষ্ঠানাপদেশেন জ্ঞাননিষ্ঠামেব সংপাদয়তীত্যারুরুক্ষোর্দশেয়ম্। এতেন বিকর্ম্মণঃ স্বরূপং বন্ধকত্বং বোদ্ধব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

অথারূঢ়স্য দশামাহ,—নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ। নির্গতা আশীঃ ফলেচ্ছা যস্মাৎ স যতচিত্তাত্মা বশীকৃতচিত্তদেহস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ আত্মৈকাবলোকনার্থত্বাৎ প্রাকৃতেষু বস্তুষু মমত্ববর্জিতঃ। শারীরং কর্ম্ম শরীরনির্ব্বাহার্থং কর্ম্মাসৎপ্রতিগ্রহাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

যোগ ও ক্ষেমলাভের আশ্রয়শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম ॥ ২০ ॥

তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত-পরিগ্রহশূন্য হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে মমতা ত্যাগ করত কেবল শরীর-যাত্রানির্ব্বাহের জন্য 'কর্ম্ম' করিয়া থাকেন, তাহাতে কর্ম্মজনিত 'পাপ' বা 'পুণ্য' তাঁহার কিছুই হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অথশরীরনির্ব্বাহার্থমন্নাচ্ছাদনাদিকং স্বপ্রযত্নেন ন সংপাদ্যমিত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি। যাচ্ঞাং বিনৈব লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তৃপ্তঃ। দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতস্তৎসহিষ্ণুঃ। বিমৎসরোঽন্যৈরপকৃতোঽপি তৈঃ সহ বৈরমকুর্ব্বন্ যদৃচ্ছালাভসিদ্ধৌ হর্ষস্য তদসিদ্ধৌ বিষাদস্য চাভাবাৎ সমঃ এবংভূতঃ শারীরং কর্ম্ম কৃত্বাপি তেন তেন ন বধ্যতে জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রভাবান্ন লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য স্বাত্মবিষয়কজ্ঞাননিবিষ্টমনসঃ যজ্ঞায় বিষ্ণুং প্রসাদয়িতুং তচ্চিন্তনমাচরতঃ প্রাচীনং বন্ধকং কর্ম্ম সমগ্রং কৃৎস্নং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হন এবং সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না; তিনি মাৎসর্য্যকে দূর করেন এবং কার্য্যের সিদ্ধি ও কার্য্যের অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন, অতএব তিনি যে কর্ম্মই করুন, তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায়। কর্ম্মমীমাংসকেরা যাহাকে 'অপূর্ব্ব' বলেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ম্মসকল সেই অপূর্ব্বতা লাভ করে না। কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃতকর্ম্ম 'অপূর্ব্ব'-স্বরূপ লাভ করত জন্মজন্মান্তরে ফল দান করে। কিন্তু নিষ্কাম-যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

এবং বিবিক্ত-জীবাত্মানুসন্ধিগর্ভতয়া স্ববিহিতস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতামভিধায় সাঙ্গস্য তস্য পরাত্মরূপতানুসন্ধিনা তদাকারতামাহ,—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনাস্মিন্ বেতি ব্যুৎপত্তেরর্পণং স্রুবং মন্ত্রাধিদৈবতং চেন্দ্রাদি তত্তচ্চ ব্রহ্মৈব; অর্প্যমাণং হবিশ্চাজ্যাদি তদপি ব্রহ্মৈব; তচ্চ হবির্হোমাধারেঽগ্নৌ ব্রহ্মণি যজমানেনাধ্বর্য্যুণা চ ব্রহ্মণা হুতং তাভ্যাং প্রক্ষিপ্তঞ্চ; অগ্নির্যজমানোঽধ্বর্য্যুশ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নাবিত্যত্র ণিকারলোপশ্ছান্দসঃ। ন চ সমস্তং পদমিতি বাচ্যম্,—অগ্নৌ ব্রহ্মদৃষ্টেবিধেয়ত্বাৎ। ইত্থঞ্চ ব্রহ্মরূপে সাঙ্গে কর্ম্মণি সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন মুমুক্ষুণা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং স্বস্বরূপং পরস্বরূপঞ্চ লভ্যমবলোক্যমিত্যর্থঃ। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইত্যাদৌ জীবে ব্রহ্ম-শব্দঃ; "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ পরমাত্মনি চ ব্রহ্মার্পণত্বাদিগুণযোগান্নাস্য প্রকরণস্য পৌনরুক্ত্যম্—

যজ্ঞরূপী কর্ম্ম কিরূপে জ্ঞানকে উৎপাদন করে, তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যতপ্রকার হয়, তাহা পরে বলিব; সম্প্রতি যজ্ঞের মূল-তত্ত্ব বলিতেছি। চিত্তত্ত্ব সমস্ত জড়জগৎ হইতে বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ-জীবের জড়কার্য্য সম্পাদন-প্রযত্নও অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা সুষ্ঠুরূপে করার নাম 'যজ্ঞ'। চিত্তত্ত্ব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে; সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতিঃ বা কিরণপুঞ্জ। অর্পণ, হবিঃ অগ্নি, হোতা ও ফল,—এই পাঁচটি যজ্ঞের 'অঙ্গ' এবং এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয়, তখন যথার্থ 'যজ্ঞ' হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মাত্মক করত তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র্যরূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা-সমুদায়ই ব্রহ্মাত্মক। অতএব তাঁহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

'স্রুবাদীনাং ব্রহ্মত্বং তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্তদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ' ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। তাদৃশতয়ানুসন্ধিতং কর্ম্মজ্ঞানাকারং সত্তদবলোকনায় কল্প্যতে ॥ ২৪ ॥

এবং ব্রহ্মানুসন্ধিগর্ভতয়া চ কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং নিরূপ্য কর্ম্মযোগভেদানাহ,—দৈবমিতি। দৈবমিন্দ্রাদিদেবার্চ্চনরূপং যজ্ঞমপরে যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি। অপরে "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদিন্যায়েন

যিনি এবম্ভূত যজ্ঞে ব্রতী হন, তিনি 'যোগী'। যজ্ঞসকলের প্রকার-ভেদে যোগিসকলেরও প্রকারভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার। এরূপ ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেকপ্রকার হয়। বিজ্ঞান-সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মযজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ চিদালোচনরূপ যজ্ঞ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি, শুন। কর্ম্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদিরূপ আমার মায়িক সামর্থ্যবিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাও তাঁহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হন। জ্ঞানযোগি-সকল 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক 'ত্বং'-পদার্থ জীবকে প্রণবরূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তৎ'পদার্থ ব্রহ্মে হোম করেন। ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়সকলকে হোম করেন, আর স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহিসকল শব্দাদি-বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মভূতেঽগ্নৌ যজ্ঞেন স্রুবাদিনা যজ্ঞং ঘৃতাদি-হবীরূপং জুহ্বতি হোম এব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সংযমাগ্নিষু তত্তদিন্দ্রিয়-সংযমরূপেষগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি তানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তি। অন্যে গৃহিণ ইন্দ্রিয়াগ্নিষ্বগ্নিত্বেন ভাবিতেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদীন্বিষয়ান্ জুহ্বতি অনাসক্ত্যা তান্ ভুঞ্জানাস্তানি তৎপ্রবণানি কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীতি। অপরে ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ চ জুহ্বতি—আত্মনো মনসঃ সংযমঃ স এব যোগস্তস্মিন্নগ্নিত্বেন ভাবিতে জুহ্বতি। মনসা ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণানাঞ্চ কর্ম্মপ্রবণতাং নিবার-

---

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জল-যোগিসকল সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্ম্মসমূহকে 'ত্বং'পদার্থস্বরূপ শুদ্ধজীবাত্মরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম 'পরাগাত্মা', এবং বিষয়ত্যাগী আত্মার নাম 'প্রত্যগাত্মা'। তাঁহারা "এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন-প্রভৃতি কিছুই নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

এইসকল যজ্ঞকে 'দ্রব্যযজ্ঞ', 'তপোযজ্ঞ', 'যোগযজ্ঞ', ও 'স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ' বলিয়া চারি ভাগেও বিভাগ করা যাইতে পারে। দ্রব্যময় যজ্ঞকে 'দ্রব্যযজ্ঞ', কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি 'তপোযজ্ঞ', অষ্টাঙ্গ-যোগকে যোগযজ্ঞ', বেদার্থ বিচার পূর্ব্বক চিদচিদ্বিচারকে 'জ্ঞানযজ্ঞ' বলা যায়। এই চারি প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে 'তীক্ষ্ণব্রত যতি' বলা যায় ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণাঃ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

য়িতুং প্রযতন্তে। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শব্দগ্রহণাদীনি প্রাণ-কর্ম্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনং কর্ম্ম। অপানস্যাধোগমনম্; ব্যানস্য নিখিল-দেহব্যাপনমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি; সমানস্যাশিতপীতাদিসমীকরণম্; উদান-স্যোর্দ্ধনয়নং চেত্যেবং বোধ্যানি সর্ব্বাণি সামস্ত্যেন জ্ঞানদীপিতে আত্মানু-সন্ধানোজ্জ্বলিতে ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যেতি। কেচিৎ কর্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞাঃ অন্নাদি-দানপরাঃ কেচি-ত্তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ, কেচিদ্যোগযজ্ঞাঃ পুণ্যতীর্থাদি-সঙ্গমপরাঃ, কেচিৎ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ বেদাভ্যাসপরাস্তদর্থাভ্যাসপরাশ্চ। যতয়স্তত্র প্রযত্নশীলাঃ শংসিতব্রতাস্তীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চাপানে ইতি। তথাপরে প্রাণায়ামপরায়ণাস্তে ত্রিধা অধোবৃত্তা-বপানে প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি,—পূরকেণ প্রাণমপানেন সহৈকীকুর্ব্বন্তি। তথা প্রাণেঽপানং জুহ্বতি,—রেচকেনাপানং প্রাণেন সহৈকীকৃত্য বহির্নির্গময়ন্তি; যথা প্রাণাপানয়োর্গতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুম্ভকেন রুদ্ধা বর্ত্তন্ত ইতি। আন্তরস্য বায়োর্নাসাগ্রেন বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য গতিঃ;

বেদ-শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি-শাস্ত্রে এই চারিপ্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ-বিস্তৃতিরূপ তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম-ব্রতরূপ যজ্ঞসকল উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামনিষ্ঠ হইয়া অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে রোধ এবং প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ুকে নির্গত এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান-গতিরোধ-দ্বারা 'কুম্ভক' অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার খর্ব্ব করত প্রাণ-সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

বিনির্গতস্য তস্যান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ অপানস্য গতিঃ; তয়োর্নিরোধঃ কুম্ভকঃ; স দ্বিবিধঃ;—বায়ুমাপূর্য্য শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্নিরোধোঽন্তঃকুম্ভকঃ; বায়ুং বিরেচ্য তয়োর্নিরোধো বহিঃকুম্ভকঃ। অপরে নিয়তাহারা ভোজনসঙ্কোচমভ্যসন্তঃ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি;—তেষল্পাহারেণ জীর্য্যমাণেষু তদায়ত্তবৃত্তিকানি তানি বিষয়গ্রহণাক্ষমাণি তপ্তায়োনিষিক্তোদবিন্দুবত্তেষ্বেব বিলীয়ন্তে ॥ ২৯ ॥

এতে থম্বিন্দ্রিয়বিজয়কামাঃ সর্ব্বেঽপীতি যজ্ঞবিদঃ পূর্ব্বোক্তান্ দৈবাদিযজ্ঞান্ বিন্দমানা তৈরেব যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতকল্মষাঃ। অনন্তসংহিতং ফলমাহ,—যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞশিষ্টং যদমৃতমন্নাদি ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যাদি চ তদ্ভুঞ্জানাঃ। অনুসংহিতং ফলমাহ,—যান্তীতি। তৎসাধ্যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি প্রাপ্যং ॥৩০॥

তদকরণে দোষমাহ,—নায়মিতি। অযজ্ঞস্যোক্তযজ্ঞানন্থষ্ঠাতুরয়ং প্রকৃতো লোকস্তত্রত্যান্ত্রিবর্গো নাস্তি; অন্যো মোক্ষলভ্যো লোকঃ কুতঃ স্যাৎ? ৩১ ॥

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ ও যজ্ঞ-দ্বারা ক্ষীণপাপ। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সনাতন-ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

অতএব, হে কুরুসত্তম অর্জ্জুন! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, পরলোক কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব যজ্ঞই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও বৈদিকযাগাদি সমস্তই 'যজ্ঞ' এবং ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম্ম নাই; যাহা আছে, তাহা 'বিকর্ম্ম' ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

এবমিতি ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বিবিক্তাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া স্বমুখেনৈব তেন স্ফুটমুক্তাঃ। কর্ম্মজানিতি বাঙ্‌মনঃকায়কর্ম্মজনিতানিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞাত্বা তদুপায়তয়া তেনোক্তান্ তানববুধ্যানুষ্ঠায় তদুৎপন্নবিজ্ঞানেনাবলোকিতাত্মদ্বয়ঃ সংসারাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

উক্তাঃ কর্ম্মযোগা বিবিক্তাত্মানুসন্ধিগর্ভত্বাদরণ্যাদিব উভয়রূপাস্তেষু জ্ঞানরূপং সংস্তৌতি,—শ্রেয়ানিতি। দ্বিরূপে কর্ম্মণি কর্ম্মদ্রব্যময়াদংশাজ্-

---

এই সমস্তপ্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত; ইহারা সকলেই বাক্য মন ও কায়-কর্ম্ম-জনিত, অতএব কর্ম্মজ। এইরূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

যদিও এই সকল যজ্ঞ-দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদয়-সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহা জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠা-ভেদে উক্ত সমুদয় যজ্ঞই কোন-সময় কেবল 'দ্রব্যময় যজ্ঞ' হয়, কখন ও বা 'জ্ঞানময় যজ্ঞ' হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; কেন না, হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন-রহিত হয়, তখনই ব্যাপারসমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময়ী অবস্থাকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলে এবং জ্ঞানময়ী অবস্থাকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে। যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানময়োঽংশঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। দ্রব্যময়াদিত্যুপলক্ষণামিন্দ্রিয়সংযমাদীনাং তেষাং তদুপায়ত্বাৎ। এতদ্বিবৃণোতি,—হে পার্থ! জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং সাঙ্গং পরিসমাপ্যতে নিবৃত্তিমেতি ফলে জাতে সাধননিবৃত্তের্দর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

এবং জীবস্বরূপজ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ সাঙ্গমুপদিশ্য পরস্বরূপোপাসনজ্ঞানমুপদিশন্ সংপ্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্যাহ,—তদিতি। যদর্থং তদুভয়ং ময়া তবোপদিষ্টং 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদিনা তৎ পরাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সম্ভাবমবগত-স্বস্বরূপো বিদ্ধি

যদি বল,—এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ-বিচার তোমার পক্ষে কঠিন, তাহা হইলে আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান-লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অদ্য তুমি মোহ-বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এরূপ মোহ আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভূতসকল, সকলেই বস্তুতঃ জীবাত্মরূপ চিন্ময় তত্ত্ব; উপাধি-দ্বারা তাহাদের তারতম্য ঘটিয়াছে। এই সমুদায়ই পরমকারণরূপী ভগবৎস্বরূপ আমাতে মদীয়-শক্তির কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

প্রাপ্নুহি। তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎপ্রণতিঃ, সেবা ভৃত্যবত্তেষাং পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্নঃ তৎস্বরূপতদ্গুণতদ্বিভূতিবিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ। ননূদাসীনাস্তে ন বক্ষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ,—উপেতি। তে জ্ঞানিনোঽধিগতস্বপরাত্মানঃ প্রণিপাতাদিনা তজ্জিজ্ঞাসুতামালক্ষ্য তে তুভ্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি-জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি তত্ত্বদর্শিনস্তজ্‌জ্ঞানপ্রচারকাঃ কারুণিকা ইতি যাবৎ। নন্বত্র তদিতি জীবজ্ঞানং বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন,—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং," "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদিনা পরাত্মনোঽপ্যপ্রাকৃতত্বাৎ তজ্‌জ্ঞানাদ্যৈব জীবজ্ঞানস্যাপ্যুপদেশ্যত্বাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" ইতি; অন্যথা শ্রুতিসূত্রার্থসম্বাদিনোঽগ্রিমস্য জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ স্যাৎ উক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ৩৪ ॥

উক্তজ্ঞানফলমাহ,—যদিতি। যজ্জীবজ্ঞানপূর্ব্বকং পরমাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং জ্ঞাত্বোপলভ্য পুনরেবং বন্ধুবধাদিহেতুকং মোহং ন যাস্যসি। কথং ন যাস্যামীত্যত্রাহ,—যেনেতি। যেন জ্ঞানেন ভূতানি দেবমানবাদিশরীরাণি অশেষেণ সামস্ত্যেন সর্ব্বাণীত্যর্থঃ। আত্মনি স্বস্বরূপে উপাধিত্বেন স্থিতানি তানি পৃথগ্‌দ্রক্ষ্যসি; অতো ময়ি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বহেতৌ কার্য্যত্বেন স্থিতানি তানি দ্রক্ষ্যসীতি। এতদুক্তং ভবতি,—দেহদ্বয়বিবিক্তা জীবাত্মানস্তেষাং হরিবিমুখানাং হরিমায়য়ৈব দেহেষু দৈহিকেষু চ মমত্বানি রচিতানি, হন্তৃ-হন্তব্যভাবাবভাসশ্চ তয়ৈব। শুদ্ধস্বরূপাণাং ন তত্তৎসম্বন্ধঃ। পরমাত্মা

যদিও তুমি অত্যন্ত পাপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণ-পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

খলু সর্ব্বেশ্বরঃ স্বাশ্রিতানাং জীবানাং তত্তৎকর্ম্মানুগুণতয়া তত্তদ্দেহেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্দেহযাত্রাং লোকান্তরেষু তত্তৎসুখভোগাংশ্চ সম্পাদয়ত্যুপাসিতশ্চ মুক্তিমিত্যেব জ্ঞানিনো ন মোহাবকাশ ইতি ॥৩৫ ॥

জ্ঞানপ্রভাবমাহ,—অপি চেদিতি। যদ্যপি সর্ব্বেভ্যঃ পাপকর্তৃভ্যঃ অতিশয়েন পাপকৃদসি, তথাপি সর্ব্বং বৃজিনং নিখিলং পাপং দুস্তরং স্বেনার্ণবতুল্যমুক্তলক্ষণজ্ঞানপ্লবেন সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্যয়া পাপকর্ম্মাণি নশ্যন্তীত্যুক্তম্ ; ইদানীং পুণ্যকর্ম্মাণ্যপি নশ্যন্তীত্যাহ,—যথেতি। এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ স্বপরাত্মানুভববহ্নিঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। তত্র সঞ্চিতানি প্রারব্ধেতরাণীষীকতূলবন্নির্দহতি ক্রিয়মাণানি পদ্মপত্রাম্বুবিন্দুবদ্বিশ্লেষয়তি প্রারব্ধানি তু তৎপ্রভাবেনাতিজীর্ণান্যপি সৎপথপ্রচারার্থয়া হরেরিচ্ছয়ৈব-শাস্ত্রানুভবিত্রবস্থাপয়তীতি। শ্রুতিশ্চ—"উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী" ইতি,—এষ ব্রহ্মানুভবী উভে সঞ্চিত্য ক্রিয়মাণে এতে সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে কর্ম্মণী তরতি ক্রামতীত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ ;—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রবলরূপে জ্বলিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে অর্থাৎ অপ্রারব্ধকর্ম্ম ও ক্রিয়মাণ-কর্ম্মকে বিশ্লেষ ও প্রারব্ধকর্ম্মকে দুর্ব্বল করে ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। কালক্রমে তুমি স্বীয় আত্মায় নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-ফলস্বরূপ সেই জ্ঞানকে লাভ করিবে। এই বাক্য-দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে 'শান্তি', তাহাই জ্ঞানের ফল ; ভগবচ্চরণাশ্রয়ই—শান্তির আর একটি নাম ; ইহা চরমে কথিত হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ন হীতি। হি যতো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরং তপস্তীর্থাটনাদিকং নাস্তি ; অতস্তৎ সর্ব্বপাপনাশকং তজ্জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং, কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্ম্মণা সংসিদ্ধঃ পরিপক্ব এব কালেনৈব, ন তু সদ্যঃ। আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং লব্ধং বিন্দতি, ন তু পারিব্রাজ্যগ্রহণমাত্রেণেতি ॥ ৩৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। নিষ্কামকর্ম্মযোগে যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই 'পরা শান্তি' লাভ করেন ॥৩৯॥

অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কিম্বা সুখ-লাভ হয় না ; যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে ॥৪০॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

কীদৃশঃ সন্ কদা বিন্দতীত্যাহ,—শ্রদ্ধাবানিতি। নিষ্কামেণ কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধৌ জ্ঞানং স্যাদিতি। দৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বান্ তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ তাদৃগপি যদা সংযতেন্দ্রিয়স্তদা পরাং শান্তিং মুক্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানাধিকারিণং তৎফলঞ্চাভিধায় তদ্বিপরীতং তৎফলঞ্চাহ,—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞঃ পশ্বাদিবচ্ছাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ; অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদিপ্রতিপত্তিভির্ন কাপি বিশ্বস্তঃ; শ্রদ্দধানত্বেঽপি সংশয়াত্মা মদৈতৎ সিদ্ধ্যেন্ন বেতি সন্দিহানমনা বিনশ্যতি স্বার্থাদ্বিচ্যবতে। তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিনিন্দতি,—নায়মিতি। অয়ং প্রাকৃতো লোকঃ পরোঽপ্রাকৃতঃ সংশয়াত্মনঃ কিঞ্চিদপি সুখং নাস্তি। শাস্ত্রীয়কর্ম্মজন্যং হি সুখং, তচ্চ কর্ম্ম বিবিক্তাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকম্; তত্র সন্দিহানস্য কুতস্তদিত্যর্থঃ ॥৪০॥

ঈদৃশস্য নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ,—যোগেতি। যোগেন 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' ইত্যত্রোক্তেন সংন্যস্তানি জ্ঞানাকারতাপন্নানি কর্ম্মাণি যস্য তম্; মদুপদিষ্টেন জ্ঞানেন ছিন্নসংশয়ো যস্য তম্। আত্মবন্তমবলোকিতাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি,—তেষাং জ্ঞানেন বিগমাৎ ॥৪১॥

অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কামকর্ম্মযোগ-দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান-দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না ॥৪১॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতমাত্মবিষয়কং সংশয়ং-মদুপদিষ্টেন জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগং নিষ্কামং কর্ম্ম ময়োপদিষ্টমাতিষ্ঠ তদর্থমুত্তিষ্ঠেতি ॥৪২॥

অতএব হে ভারত! তোমার এই যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান-সম্ভূত; তাহাকে জ্ঞানখড়্গ-দ্বারা ছেদন কর এবং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক যুক্ত কর ॥৪২॥

এই 'সনাতন'-যোগে দুইটি বিভাগ আছে অর্থাৎ জড়দ্রব্যময় বিভাগ ও আত্মযাথাত্ম্যরূপ চিন্ময় বিভাগ। জড়দ্রব্যময় বিভাগ পৃথগ্রূপে দৃষ্ট হইলে 'কর্ম্মমাত্র' হইয়া পড়ে। যাঁহারা সেই বিভাগে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহারা 'কর্ম্মজড়'। যাঁহারা চিন্ময় বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া জড়কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই 'যুক্ত'। চিন্ময় বিভাগ বিশেষরূপে বিচার করিলে, তাহার এক অংশে 'জীবতত্ত্ব' ও অপর অংশে 'ভগবৎতত্ত্ব'। ভগবত্তত্ত্বানুভবকারী পুরুষই আত্মযাথাত্ম্যের উপাদেয়াংশ লাভ করেন। ভগবত্তত্ত্বে চিন্ময় জন্ম-কর্ম্মাদি ও নিত্য জীবসঙ্গিত্বের অনুভবের দ্বারা সে অনুভব সিদ্ধ হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই সেই বিষয় কথিত হইয়াছে। ভগবান স্বয়ংই এই নিত্য-ধর্ম্মের প্রথমোপদেষ্টা। জীব নিজ-বুদ্ধি-দোষে জড়বদ্ধ হইলে ভগবান্ চিচ্ছক্তিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে স্ব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া স্বলীলোপযোগী করেন। ভগবদ্দেহ ও ভগবজ্জন্মকর্ম্মাদিকে যাহারা 'মায়াময়' বলে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। যিনি আমাকে যতদূর শুদ্ধরূপে উপাসনা করেন, তিনি আমাকে ততদূর প্রাপ্ত হন। কর্ম্মযোগীদিগের সকল-প্রকার কর্ম্মই 'যজ্ঞ'; দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যযজ্ঞ, গৃহমেধযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গযোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমযজ্ঞ ইত্যাদি জগতে যত-প্রকার যজ্ঞ

ধ্বাংশকং ধান্যবৎ কর্ম্ম তুষাংশাদিব তণ্ডুলঃ।
শ্রেষ্ঠং দ্রব্যাংশতো জ্ঞানমিতি তুর্য্যস্ত নির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আছে, সে সমুদায়ই কর্ম্মময়। সেই সকলের মধ্যে যে আত্মযাথাত্ম্যরূপ চিন্ময় অংশ আছে, তাহাই অনুসন্ধেয়। সংশয়ই এই তত্ত্বজ্ঞানের পরম শত্রু। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ পুরুষের নিকট সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্মবিৎ হইয়া সংশয়কে দূর করত আত্মযাথাত্ম্যলাভের জন্য যাবৎ জড়সম্বন্ধযুক্ত আছেন, তাবৎ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ



অর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

জ্ঞানতঃ কর্ম্মণঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সুকরত্বাদিনা হরিঃ।
শুদ্ধস্য তদকর্ত্তৃত্বং ত্বেত্যাদি প্রাহ পঞ্চমে ॥

দ্বিতীয়ে মুমুক্ষুং প্রত্যাত্মবিজ্ঞানং মোচকমভিধায় তদুপায়তয়া নিষ্কামং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমভ্যধাৎ। লব্ধবিজ্ঞানস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মাস্তীতি "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইতি তৃতীয়ে, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইতি চতুর্থে চাবাদীৎ; অন্তে তু "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্" ইত্যাদিনা তস্যৈব পুনঃ কর্ম্মযোগং প্রাবোচৎ। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি। হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ; পুনর্যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি। ন চৈকস্য যুগপত্তৌ সংভবেতাং স্থিতিগতিবত্তমস্তেজোবচ্চ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাল্লব্ধজ্ঞানঃ কর্ম্ম সন্ন্যাসেদনুতিষ্ঠেদ্বেতি ভবদভিমতং বেত্তুমশক্তোঽহং পৃচ্ছামি। এতয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদেকং শ্রেয়স্তয়া সুনিশ্চিতং তত্ত্বং মে ব্রূহি ইতি॥ ১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা এবং পুনরায় কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিলে; অতএব আমাকে নিশ্চয়রূপে বল,—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কি (কোনটি) করিব? ১॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ মুক্তিহেতূ। কর্ম্মসন্ন্যাসাজ্ জ্ঞানযোগাদ্‌বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। অয়ং ভাবঃ,—ন খলু লব্ধজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মযোগো দোষাবহঃ, কিন্তু জ্ঞানগর্ভত্বাজ্ জ্ঞানদার্ঢ্যকৃদেব। জ্ঞাননিষ্ঠতয়া কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু চিত্তদোষে সতি তদ্দোষবিনাশায় কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং প্রতিষেধকশাস্ত্রাৎ। কর্ম্মত্যাগবাক্যানি ত্বাত্মনি হৃষ্টে সত্যাং কর্ম্মাণি তং স্বয়ং ত্যজন্তীত্যাহুঃ। তস্মাৎ সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্ জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

কুতো বিশিষ্যতে তত্রাহ,—জ্ঞেয় ইতি। স বিশুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী স সর্ব্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ, যঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মানুভবানন্দপরিতৃপ্তত্বতোঽন্যং কিঞ্চিৎ ন কাঙ্ক্ষতি, ন চ দ্বেষ্টি, নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ সুখমনায়াসেন সুকরকর্ম্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ,—উভয়ই মঙ্গলজনক, তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃত-প্রস্তাবে কর্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

যিনি কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না, তিনিই 'নিত্যসন্ন্যাসী'; সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ পরমসুখে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

যঃ শ্রেয় এতয়োরেকমিতি ত্বদাকাঙ্ক্ষা ন ঘটত ইত্যাহ,—সাংখ্যেতি। জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ ফলভেদাৎ পৃথগ্‌ভূতাবিতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। অতএব একমিত্যাদিফলমাত্মাবলোকলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

এতদ্বিশদয়তি,—যদিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞানযোগিভির্যোগৈঃ নিষ্কামকর্ম্মভিঃ "অর্শ আদ্যচ্"। স্থানমাত্মাবলোকলক্ষণম্—'তিষ্ঠত্যস্মিন্', ন তু কদাচিৎ প্রচ্যবন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অতএব তদ্দ্বয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপতয়া ভিন্নরূপমপি ফলৈক্যাদেকং যঃ পশ্যতি বেত্তি, স পশ্যতি স চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি, শ্রবণ কর। অপণ্ডিত মূঢ় মীমাংসকেরাই সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ, যাহাই সুষ্ঠুরূপে আচরণ কর, তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে; যেহেতু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-রূপ নিষ্ঠা-ভেদ থাকিলেও উভয় পদ্ধতিই এক। লিঙ্গভঙ্গ পর্য্যন্ত যিনি সাংখ্য ও যোগকে 'এক' বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৪-৫ ॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—দুঃখজনক। যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

জ্ঞানযোগস্তু দুষ্করত্বাৎ সুকরকর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যাহ,—সন্ন্যাসস্ত্বিতি। সন্ন্যাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপো জ্ঞানযোগ অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা দুঃখং প্রাপ্তুং ভবতি,—দুষ্করত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ দুঃখহেতুরেব স্যাদিত্যর্থঃ। যোগযুক্তনিষ্কামকর্ম্মী তু মুনিরাত্মমননশীলঃ সন্নচিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ঈদৃশো মুমুক্ষুঃ সর্ব্বেষাং প্রেয়ানিত্যাহ,—যোগেতি। যোগে নিষ্কামে কর্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ; অতএব বিশুদ্ধাত্মা নির্ম্মলবুদ্ধিঃ; অতএব বিজিতাত্মা বশীকৃতমনাঃ অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদি-বিষয়রাগশূন্যঃ। অতএব সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাত্মভূতঃ প্রেমাস্পদতাং গত আত্মা

যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজীবের অনুরাগ-ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই'—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ-কার্য্যকালে মনে করেন,—আমি যে জড়-দেহে আছি, তাহাই এ সকল করিতেছে; অবিদ্যা-বদ্ধ 'আমি এইসকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন-মাত্র করিতেছি। আত্মযাথাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত-বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে।' ৮-৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

দেহো যস্য সঃ। ন চাত্র পার্থসারথিনা সর্ব্বাত্মৈক্যমাভিমতম্;—"ন ত্বেবাহম্" ইত্যাদিনা সর্ব্বাত্মনাং মিথো ভেদস্য তেনাভিধানাৎ, তদ্বাদিনাপি বিজ্ঞাজ্ঞাভেদস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ। এবম্ভূতঃ কুর্ব্বন্নপি বিবিক্তাত্মসন্ধানাদনাত্মস্বাত্মাভিমানেন ন লিপ্যতে অচিরেণাত্মানমধিগচ্ছতি। অতঃ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ॥ ৭ ॥

শুদ্ধস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানাদি-পঞ্চাপেক্ষিত-কর্ম্মকর্তৃত্বং নাস্তীতি উপদিশতি,—নৈবেতি। যুক্তো নিষ্কামকর্ম্মী প্রাধানিকদেহেন্দ্রিয়াদিসংসর্গাদ্দর্শনাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি তত্ত্ববিৎ বিবিক্তমাত্মতত্ত্বমনুভবন্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু রূপাদিষু ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি মদ্বাসনানুগুণপরমাত্মপ্রেরিতানি বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্নিশ্চিন্বন্নহং কিঞ্চিদপি ন করোমীতি মন্যতে। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিতি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্‌ঘ্রাণরসনানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি ব্যাপারাঃ, গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ ইতি গমনাদয়ঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। তত্র গমনং পাদয়োঃ প্রলাপো বাচঃ বিসর্গানন্দঃ পায়ূপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়ো ইতি বোধ্যম্; শ্বসন্নিতি প্রাণাদীনামুন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগাদীনাং প্রাণভেদানাং, স্বপন্নিত্যন্তঃকরণানামিত্যর্থঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বিজ্ঞানসুখৈকরসস্য মমানাদিবাসনাহেতুকপ্রাধানিকদেহাদিসম্বন্ধনির্ম্মিতং তদীদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বম্; ন তু স্বরূপৈকনির্ম্মিতমিতি মন্যত ইত্যর্থঃ। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তমাত্মনঃ কর্তৃত্বং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি শক্যমভিধাতুং নির্দ্ধারণে মননে চ তস্যাভিধানাৎ। তত্তচ্চ

ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ-পূর্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কর্ম্মপাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

জ্ঞানমেব তচ্চাত্মনো নিত্যং—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তৎসিদ্ধিশ্চ—"হরিণা ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন চ" ইত্যাহুঃ ॥ ৮-৯ ॥

উক্তং বিশদয়ন্নাহ,—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্ম-শব্দেনাত্র ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমুক্তম্; "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইতি শ্রবণাৎ, "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। দেহেন্দ্রিয়াদীনি প্রধানপরিণামবিশেষাণি ভবন্তি তদ্রূপতয়া পরিণতে প্রধানে দর্শনাদীনি কর্ম্মাণ্যাধায় তৈরেবৈতানি, ন তু তদ্বিবিক্তস্য শুদ্ধস্য মমেতি নির্দ্ধার্য্যেত্যর্থঃ। সঙ্গং তৎফলাভিলাষং তৎকর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যস্তানি করোতি, স তাদৃগ্দেহাদিমত্তয়া সন্নপি দেহাদ্যাত্মাভিমানেন পাপেন ন লিপ্যতে,—যথাপরিনিক্ষিপ্তেনাম্ভসা স্পৃষ্টমপি পদ্মপত্রং তদ্বৎ। ন চ "ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি" ইতি পূর্ব্বস্বারস্যাদ্ব্রহ্মণি পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যেয়ম্। প্রাধানিকদেহাদিসংসৃষ্টস্যৈব জীবস্য দর্শনাদিকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু তদ্বিবিক্তস্যেত্যর্থস্য প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিসকল, কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করত কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করেন ॥ ১১ ॥

যোগী কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন; পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্ম্মী কামপ্রবৃত্তি-দ্বারা ফলাসক্তি-সহকারে কর্ম্মবদ্ধ হন ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

সদাচারং প্রমাণয়ন্নেতদ্বিবৃণোতি,—কায়েনেতি। কায়াদিভিঃ সাধ্যং কর্ম্ম কায়াদ্যহংভাবশূন্যা যোগিনঃ কুর্ব্বন্তি। কেবলৈর্বিশুদ্ধৈঃ। সঙ্গং ত্যক্ত্বেতি প্রাগ্বৎ আত্মশুদ্ধয়ে অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

যুক্তং আত্মার্পিতমনাঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বন্নৈষ্ঠিকীং স্থিরাং শান্তিমাত্মাবলোকলক্ষণামাপ্নোতি। অযুক্ত আত্মানর্পিতমনাঃ কর্ম্মফলে সক্তঃ কামকারেণ কামতঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্ত্যা নিবধ্যতে সংসরতি ॥ ১২ ॥

সর্ব্বেতি। বিবেকবতা মনসা তাদৃশি প্রধানে সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্যার্পয়িত্বা দেহাদিনা বর্ত্তিতানি কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। নবদ্বারে পুরে পুরুবদহংভাববর্জিতে দেহে,—দ্বে নেত্রে দ্বে নাসিকে দ্বে শ্রোত্রে মুখ-

---

বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত-রীতিক্রমে সন্ন্যাস করত নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ-গৃহে জীব পরমসুখে বাস করিতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১৩ ॥

দেহেন্দ্রিয়স্বামী যে জীব, তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না। তাঁহার অবিদ্যা-কৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। 'জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই' বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে; লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়; কর্ম্মফলসংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয়;—এ সকল জীবের অনাদি 'অবিদ্যারূপ স্বভাব' হইতেই হয় ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ক্তেতি শিরসি সপ্ত দ্বারাণি অধস্তাত্তু পায়ূপস্থাখ্যে দ্বে ইতি নব দ্বারাণি দেহী লব্ধজ্ঞানো জীবঃ। নৈবেতি,—দেহাদিবিবিক্তস্যাত্মনঃ কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ নাস্তীতি বিজানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এতদ্দ্বয়ং শুদ্ধস্য নাস্তীতি বিশদয়তি,—নেতি। প্রভুর্দ্দেহেন্দ্রিয়াদীনাং স্বামী জীবো লোকস্য জনস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতীতি তং কুর্ব্বিতি কারয়িতা ন ভবতি; নাপি তস্যেপ্সিততমানি কর্ম্মাণি মাল্যাম্বরাদীনি সৃজতীতি স্বয়ং কর্ত্তাপি ন ভবতি। ন চ কর্ম্মফলেন সুখেন দুঃখেন চ সংযোগং সম্বন্ধং সৃজতীতি ভোজয়িতা ভোক্তা চ ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্যেবং, তর্হি কঃ কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ প্রতীয়তে? তত্রাহ,—স্বভাবস্থিতি। অনাদি-প্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্তা প্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি। শুদ্ধেঽপি কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্ব-মস্ত্যেব পূর্ব্বত্র সুখাসনে তত্ত্বস্যোক্তেঃ ভানাদাবিবৈতদ্‌বোধ্যং, ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়া, তদাশ্রয়ত্বং হি কর্ত্তৃত্বমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

ননু যদি বিশুদ্ধস্য জীবস্য তাদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদি নাস্তীতি ব্রূষে, তর্হি কৌতুকাক্রান্তঃ পরমাত্মা প্রধানং তৎকালে নিপাত্য তৎপরিণামদেহেন্দ্রিয়াদি-মত্তস্য তত্রচিত্তবানিত্যাপদ্যতে। যুক্তঞ্চৈতৎ; অন্যথা "এষ উ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে" ইতি শ্রুতিঃ। "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়-

জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ, অবিদ্যা-শক্তি কর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করত আপনাকে 'কর্ম্মকর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বাশ্বভ্রমেব চ ॥" ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপ্যেৎ। তথা চ পাপপুণ্যময়ীমবস্থাং নয়তি। প্রযোজকে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পাপাদিভাগিত্বঞ্চ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—নাদত্ত ইতি। বিভুরপরিমিতবিজ্ঞানানন্দোঽনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকস্ততোঽন্যত্রো-দাসীনঃ পরমাত্মানাদিপ্রধানবাসনানিবন্ধং বুভুক্ষুং স্ব-সন্নিধিমাত্রপরিণত-প্রধানময়দেহাদিমন্তং জীবং তদ্বাসনানুসারেণ কর্ম্মাণি কারয়ন্ কস্যচি-জ্জীবস্য পাপং সুকৃতঞ্চ নাদত্তে ন গৃহ্লাতি; এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—"যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ সন্নিধানাদ্যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ। তথৈবাপরি-ণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥" ইতি। ঔদাসীন্যমাত্রেঽয়ং গন্ধাদি-দৃষ্টান্তো, ন স্বিচ্ছায়া অভাবে তস্যাঃ—"সোঽকাময়ত" ইতি শ্রুতত্বাৎ। তর্হি জীবাস্তং বিষমং কুতো বদন্তি, তত্রাহ,—অজ্ঞানেনেতি। অনাদিতদ্বৈমুখ্যেনাজ্ঞানেন জীবানাং নিত্যমপি জ্ঞানমাবৃতং তিরোহিতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি,—সমমপি তং বিমূঢ়া বিষমং বদন্তি নবিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। আহ চৈবং সূত্রকারঃ—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বা-তথাহি দর্শয়তি", "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি ॥ ১৫ ॥

জ্ঞান দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের 'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা'; অপ্রাকৃত জ্ঞানই 'বিদ্যা'। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত-জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮॥

বিদ্যা ন মুহ্যন্তীত্যেতদাহ,—জ্ঞানেনেতি। "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেন" ইতি, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইতি, 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্" ইতি চোক্তমহিম্না সদ্গুরুপ্রসাদলব্ধেন স্বপরাত্মবিষয়কেণ জ্ঞানেন যেষাং সৎপ্রসঙ্গিনাং তদ্বৈমুখ্যমজ্ঞানং নাশিতং প্রধ্বংসিতং তেষাং তজ্জ্ঞানং কর্ত্তৃপরং প্রকাশয়তি। দেহাদেঃ পরং জীবং বৈষম্যাদিদোষাৎ পরমীশ্বরঞ্চ বোধয়তি। আদিত্যবৎ যথা রবিরুদিত এব তমো নিরস্যন্ যথাবস্তু প্রদর্শয়তি, তথা সদ্গুরূপদেশলব্ধনাত্মজ্ঞানং যথাবদাত্মবর্শিতি। অত্র বিনষ্টাজ্ঞানানাং জীবানাং বহুত্বং নিগদতা পার্থসারথিনা মোক্ষে তেষাং তদ্দর্শিতং ঔপাধিকত্বং তস্য প্রত্যুক্তং "নেমে জনাধিপাঃ" ইত্যুপক্রমোক্তং চ তৎ সোপপত্তিকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

পরমাত্মজ্ঞবৈষম্যাদি-ধ্যায়তাং ফলমাহ,—তদিতি। তস্মিংস্তদবৈষম্যাদিকে গুণগণে বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তে। তদাত্মানস্তস্মিন্নিবিষ্টমনসঃ

সেই অপ্রাকৃতস্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারূপ কল্মষ ধৌত করত অপুনরাবৃত্তিরূপ 'মোক্ষ' লাভ করেন। আমাতে যাঁহাদের অপ্রাকৃত রতি, তাঁহাদের আর জড়রতি হয় না; তখন তাঁহারা আমারই শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন ॥ ১৭ ॥

অপ্রাকৃতগুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃতগুণকৃত উত্তম, মধ্যম, ও অধমরূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালসকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত 'পণ্ডিত'-সংজ্ঞা লাভ করেন ॥ ১৮।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

তন্নিষ্ঠাস্তত্তাৎপর্য্যবন্তস্তৎপরায়ণাস্তৎসমাশ্রয়াঃ; এবম্ভূতাস্তেন তদ্বৈষম্যাদিগুণজ্ঞানেন নির্ধূতকল্মষা বিনষ্ট-তদ্বৈমুখ্যাঃ সন্ত অপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীতি ॥ ১৭ ॥

তান্ স্তৌতি,—বিদ্যেতি। তাদৃশে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণৈতৌ বিষমৌ গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাত্যৈতে বিষমাঃ; এবং বিষমতয়া সৃষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু যে পরমাত্মানং সমং পশ্যন্তি, ত এব পণ্ডিতাঃ। তৎকর্ম্মানুসারিণী তেন তেষাং তথা তথা সৃষ্টিঃ, ন তু রাগদ্বেষানুসারিণীতি; —পর্জ্জন্যবৎ সর্ব্বত্র সমঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

ইহেতি। ইহ সাধনদশায়ামেব তৈঃ সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ। কৈঃ?—যেষাং মনঃ সাম্যেঽবৈষম্যাখ্যে ব্রহ্মধর্ম্মে স্থিতং নিবিষ্টম্। কুতো ব্রহ্মাবিষমম্? তত্রাহ,—নির্দ্দোষং হীতি। হি যতো ব্রহ্ম নির্দ্দোষং রাগদ্বেষশূন্যমতঃ সমমবিষমমিত্যর্থঃ। যতো ব্রহ্মণ্যবৈষম্যাদিকং নিশ্চিত্য-স্মাৎ প্রপঞ্চে স্থিতাস্তোঽপি তে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ মুক্তিস্তেষাং সুলভেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহলোকেই 'সর্গ' অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্মসমত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা নির্দ্দোষ; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্তমনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন; জড়জগতের প্রিয়বস্তু-লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মণি স্থিতস্য লক্ষণমাহ,—নেতি। বর্ত্তমানে দেহে স্থিতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টং প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেন্ন চোদ্বিজেৎ। কুতঃ?—স্থিরা স্বাত্মনি বুদ্ধির্যস্য সঃ; অসংমূঢ়োঽনিত্যেন দেহেন নিত্যমাত্মানমেকীকৃত্য মোহং ন লব্ধঃ; ব্রহ্মবিৎ তাদৃশং ব্রহ্মানুভবন্। এবংলক্ষণো ব্রহ্মণি স্থিতো বোধ্যঃ ॥ ২০ ॥

পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ স্বপরাত্মানাবনুভবতীত্যাহ,—বাহ্যেতি। বাহ্যস্পর্শেষু শব্দাদিবিষয়ানুভবেষ্বসক্তাত্মা সন্ যদাত্মনি স্বস্বরূপেঽনুভূয়মানে সুখং তদাদৌ বিন্দতি, তদুত্তরং ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তদ্যুক্তাত্মা সন্ যদক্ষয়ং মহদনুভবলক্ষণং সুখং, তদশ্নুতে লভতে ॥ ২১ ॥

অদৃষ্টাকৃষ্টৈর্বিষয়ভোগেষ্বনিত্যত্ববিনিশ্চয়ান্ন সজ্জতীত্যাহ,—যে হীতি। সংস্পর্শজা বিষয়জন্যা ভোগাঃ সুখানি। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২২ ॥

তিনি চিদ্গত সুখ লাভ করেন; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ২১ ॥

এরূপ বিবেকবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়-সুখে আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ার্থ-জনিত সুখ দুঃখকেই প্রসব করে; তাহা কেবল সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া 'নিত্য' নয়। হে কৌন্তেয়! সেইসকল অনিত্য-সুখে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-ব্যক্তি কোনক্রমেই রতি লাভ করেন না; দেহযাত্রার জন্য কেবল তৎসম্বন্ধি-কর্ম্মসকল নিষ্কামরূপে স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

কামাদি-বেগো হি জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রতিকূলোঽতস্তস্য সহনে প্রযত্নবতা ভাব্যমিত্যাহ,—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রক্ষোভাদিবপুস্তমিহ তত্তৎকাল এবাত্মানুভবপ্রীত্যা যঃ সোঢ়ুং নিরোদ্ধুং শক্নোতি শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবচ্ছরীরত্যাগম্; স এব যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিঃ, স এব সুখী আত্মানুভবানন্দবান্। তথা তদ্বেগসহনে তীব্রপ্রযত্নো যোগ্যঃ ॥ ২৩ ॥

যৎপ্রীত্যা তং সোঢ়ুং শক্তস্তদাহ,—যোঽন্তরিতি। অন্তর্বর্ত্তিনাত্মভূতে-নাত্মনা সুখং যস্য সঃ, তেনৈবারামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ, তস্মিন্নেব জ্যোতি-দৃষ্টির্যস্য সঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী ব্রহ্মভূতো লব্ধশুদ্ধজৈবস্বরূপো ব্রহ্মাধিগচ্ছতি পরমাত্মানং লভতে। নির্ব্বাণং মোক্ষরূপং, তেনৈব তল্লাভাৎ ॥ ২৪ ॥

জড়শরীর-ত্যাগপর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, তিনিই আত্মসমাধিযুক্ত ও প্রকৃত সুখী ॥ ২৩ ॥

যিনি বাহ্য-জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিকে 'অনিত্য'-জ্ঞানে অন্তর্জগতের সুখ, ক্রীড়া ও জ্যোতির্যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত অর্থাৎ শুদ্ধ-জৈবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই যোগী এবং 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

এবং সাধনসিদ্ধা বহবো লভন্তীত্যাহ,—লভন্ত ইতি। ঋষয়স্তত্ত্বদ্রষ্টারঃ। ছিন্নদ্বৈধা বিনষ্টসংশয়াঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৫ ॥

ঈদৃশান্ পরমাত্মাপ্যনুবর্ত্তত ইত্যাহ,—কামেতি। যতীনাং প্রযত্ন-বতাং তানভিতো ব্রহ্ম বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং—"দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈ-র্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ ॥" ইতি ॥২৬॥

অথ কর্ম্মণা নিষ্কামেণ বিশুদ্ধমনাঃ সমুদিতাত্মজ্ঞানস্তদ্দর্শনায় সমাধিং কুর্য্যাদিতি সাঙ্গং যোগং সূচয়ন্নাহ,—স্পর্শানিতি। স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো

যতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতকার্য্যে রত এবং সংশয়-রহিত ক্ষীণপাপ ঋষি-সকল ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিদিগের ব্রহ্মনির্ব্বাণ সর্ব্বতো-ভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়। সংসারস্থিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী সদসৎ বিচারপূর্ব্বক প্রকৃতির অতীত সদ্বস্তু ব্রহ্মে অবস্থান করেন; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশ-নির্ব্বাণ হয়; ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে ॥ ২৬ ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগ-দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে 'ত্বং'পদার্থ-নিরূপক জ্ঞান, সেই জ্ঞান-জনিত 'তৎ'পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপা ভক্তি এবং ভক্তিজনিত গুণাতীত জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মানুভব-লাভ ঘটে,—এইসকল ক্রম তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব-সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব। তাহার আভাসরূপ কয়েকটি

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

বিষয়াস্তে বাহ্যা এব স্মৃতাঃ সন্তো মনসি প্রবিশন্তি, তাংস্তৎস্মৃতিপরিত্যাগেন বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্যেত্যর্থঃ। ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে চক্ষুশ্চ কৃত্বা নেত্রয়োঃ সম্মিলনে নিদ্রয়া মনসো লয়ঃ; প্রোন্মীলনে চ বহিস্তস্য প্রসারঃ স্যাৎ; তদুভয়বিনিবৃত্তয়েঽর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। তথা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ তুল্যৌ কৃত্বা কুম্ভয়িত্বেত্যর্থঃ। এতেনোপায়েন যতা আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ; মুনিরাত্মমননশীলঃ, মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ; অতো বিগতেচ্ছাদিঃ। ঈদৃশো যঃ সর্ব্বদা ফল-কালবৎ সাধনকালেঽপি মুক্ত এব ॥ ২৭-২৮ ॥

কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শসকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করত চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। সম্পূর্ণ নিমীলন-দ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন-দ্বারা বহির্দৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্দ্ধনিমীলন-পূর্ব্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে, যেন নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত হয়। উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু চারিত করিয়া ঊর্দ্ধাধো-গতি নিরোধপূর্ব্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে। এইপ্রকারে আসীন ও মুদ্রাযুক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা, জিতবুদ্ধি ও মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব অভ্যাস করিলে গুণাতীত-ধর্ম্মরূপা জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সাধনকালে অষ্টাঙ্গযোগকেও 'তদঙ্গ' বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

এবং সমাধিস্থঃ কৃতস্বাত্মাবলোকনঃ পরমাত্মানমুপাস্ত মুচ্যত ইত্যাহ,—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ ভোক্তারং পালকম্; সর্ব্বেষাং লোকানাং বিবিরুদ্রাদীনামপি মহেশ্বরং—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ; সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারকম্। ঈদৃশং মাং জ্ঞাত্বা স্বারাধ্যত্বায়ুক্তুয় শান্তিং সংসারনিবৃত্তিমৃচ্ছতি লভতে। সর্ব্বেশ্বরস্য সুহৃদশ্চ সমারাধনং খলু সুখাবহং সুখসাধনমিতি ॥ ২৯ ॥

এবম্ভূত কর্ম্মযোগিগণ আমাকে সকল যজ্ঞের ও তপস্যার পালয়িতা এবং সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া অন্তে সাধুসঙ্গ-দ্বারা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়-চতুষ্টয় শ্রবণ করত এই সংশয় হয় যে, 'যদি কর্ম্মযোগের অন্তে মোক্ষ-লাভ হইল, তবে জ্ঞানযোগের স্থল কোথায় এবং জ্ঞানযোগের আকার কি?' এই সংশয়-দূরীকরণার্থ এই অধ্যায়ের উপদেশসকল কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ নয়। তদুভয়ের চরমস্থান—'এক' অর্থাৎ ভক্তি। কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থা—কর্ম্মপ্রধান জ্ঞান, ও তাহার শেষাবস্থা—জ্ঞানপ্রধান কর্ম্ম। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ-চিন্ময়; মায়াভোগ-বাসনাক্রমে জড়বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ জড়ের সহিত ঐক্য-লাভরূপ অধোগতি পাইয়াছেন। যে-পর্য্যন্ত জড়দেহ, সে-পর্য্যন্ত জড়ীয় কর্ম্ম অনিবার্য্য। চিৎ-চেষ্টাই একমাত্র মোচনোপায়; সুতরাং জড়দেহ-যাত্রায় শুদ্ধচিচ্চেষ্টা যত প্রবলা হয়, কর্ম্মপ্রধানতা তত হ্রাস পায়। ইহাতে ভগবানের কোন বৈষম্য নাই। কর্ম্মযোগই চিচ্চেষ্টার সহায়। সমদর্শন, বিরাগ, চিচ্চেষ্টার অভ্যাস, জড়ীয় কামক্রোধাদির জয়, সংশয়ক্ষয় সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ জড়নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মসুখ-সংস্পর্শ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নিষ্কামকর্ম্মণা যোগশিরস্কেন বিমুচ্যতে।
সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভেণেত্যেষ পঞ্চমনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

স্বয়ং উপস্থিত হয়। কর্ম্মযোগের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তসঙ্গ-লাভ-দ্বারা ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তিসুখের উদয় হয়; তাহাই 'মুক্তিপূর্ব্বিকা শান্তি'; তখন শুদ্ধভজন-প্রবৃত্তিই জীবের স্বমহিমা প্রকাশ করে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

শ্রীভগবানুবাচ,—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কর্ম্মশুদ্ধস্য বিজিতাত্মনঃ।
. স্থৈর্য্যোপায়শ্চ মনসোঽস্থিরস্যাপীতি কীর্ত্ত্যতে ॥

প্রোক্তং কর্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্কমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তৌ তদুপায়ত্বাত্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি ভগবান্,—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলং পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদি-কামনাশ্রিতোঽনিচ্ছন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ, যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব,—কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন নিরগ্নিরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম-ত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী ন চাক্রিয়ঃ শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো যোগী। অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষূণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র হইয়া দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গযোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী', উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

ননু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিরতিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে। স চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মকে কর্ম্মযোগে ন সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ব্রুবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেত্তত্রাহ,—যমিতি। যং কর্ম্মযোগমর্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহুস্তমেব তং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি। হে পাণ্ডব! ননু 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যাদৌ শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতেঃ কিং সাদৃশ্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগ্যষ্টাঙ্গযোগী চ

হে পাণ্ডব! যাহাকে 'সন্ন্যাস' বলা যায়, তাহাকেই 'যোগ' বলা যায় এবং কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও 'যোগি' শব্দবাচ্য হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ আমি তোমাকে 'সাঙ্খ্য' ও 'কর্ম্ম'-যোগের একতা দেখাইয়াছি, এখন সেইরূপ 'অষ্টাঙ্গ'যোগ ও 'কর্ম্ম'যোগের একতা দেখাইব। বাস্তব-বিচারে সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—ইহারা কেহই পৃথক্ নয়; মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

'যোগ' একটি সোপানবিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্য্যন্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের এক-একটি অংশের এক-একটি নাম আছে; কিন্তু 'যোগ'ই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটী স্থূলবিভাগ;—যোগারুরুক্ষু মুনিসকলের অর্থাৎ যাঁহারা আরোহণ-কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই সাধক, আর যোগারূঢ় পুরুষদিগের শম অর্থাৎ নিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিই সাধক ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ন ভবত্যপি তু সংন্যস্তসঙ্কল্প এব ভবতীত্যর্থঃ। সংন্যস্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ। তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যাত্তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যাচ্চ কর্ম্মযোগিনস্তদুভয়ত্বেন প্রয়োগো গৌণবৃত্ত্যেতি ॥ ২ ॥

নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ,—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষোস্তদারোহে কর্ম্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকরত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ,—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মসু চ যদাত্মানন্দরসিকঃ সন্ন সজ্জতে। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থাদ্যনাসক্তৌ হেতুভাবেনাহ,—উদ্ধরেদিতি। বিষয়াদ্যাসক্তমনস্কতয়া সংসারকূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা তস্মাদুদ্ধরেৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ। বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়েৎ তত্র ন নিমজ্জয়েৎ। হি নিশ্চয়েনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বস্য বন্ধুস্তদেব

সেইসময়েই জীবকে 'যোগারূঢ়' বলা যায়,—যে-সময় ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্মসমূহে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণরূপে সঙ্কল্প-সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥ ৪ ॥

বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

রিপুঃ। স্মৃতিশ্চ—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

কীদৃশস্য স বন্ধুঃ, কীদৃশস্য চ রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধুস্তদুপকারী। অনাত্মনোঽজিতমনসস্তু জীবস্যাত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বেঽপকারকত্বে বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

যোগারম্ভযোগ্যামবস্থামাহ,—জিতেতি ত্রিভিঃ। শীতোষ্ণাদিষু মানাপমানয়োশ্চ জিতাত্মনোঽবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিশূন্যস্যাত্মা পরমত্যর্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি ॥ ৭ ॥

যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আর অজিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু ॥ ৬ ॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে,—শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান-দ্বারা অবিকৃতমনা হইয়া তাঁহার আত্মা অত্যন্ত সমাহিত ॥ ৭ ॥

উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্মানুভব-দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ, সমুদায়ই যে জড়পরিণতি,—এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত যোগী পুরুষই 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ ; কূটস্থ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ,—প্রকৃতিবিবিক্তাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাৎ ; প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তন্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ত আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাস-যোগ্য উচ্যতে ॥ ৮ ॥

সুহৃদিতি। যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ, স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাদপি যোগিনঃ সকাশাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছুঃ ; মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকৃৎ ; অরির্নিমিত্রতোঽনর্থেচ্ছুঃ ; উদাসীনো বিবদমানয়োরনপেক্ষকঃ ; মধ্যস্থস্তয়োর্বিবাদাপহারার্থী ; দ্বেষ্যো-ঽপকারকারিত্বাৎ দ্বেষার্হঃ ; বন্ধুঃ সম্বন্ধেন হিতেচ্ছুঃ ; সাধবো ধার্ম্মিকাঃ ; পাপা অধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯ ॥

অথ তস্য সাঙ্গং যোগমুপদিশতি,—যোগীত্যাদি ত্রয়োবিংশত্যা। যোগী নিষ্কামকর্ম্মী। আত্মানং মনঃ সততমহরহর্যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ। রহসি নির্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ তত্রাপ্যেকাকী দ্বিতীয়-

---

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্ম্মিক ও পাপাচারী,—এ-সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্য (শ্রেষ্ঠতা) লাভ করেন ॥ ৯ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্য ও অপরিগ্রহ-সহকারে দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমশঃ অধিক-সময় একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধি-যুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শূন্যস্তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতৌ যোগপ্রতিকূলব্যাপারবর্জিতো চিত্তদেহৌ যস্য সঃ ; যতো নিরাশী দৃঢ়বৈরাগ্যাত্তয়েতরত্র নিস্পৃহঃ ; অপরিগ্রহো নিরাহারঃ ॥ ১০ ॥

আসনমাহ,—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতশ্চ শুদ্ধে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্ ; নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চম্ ; নাতিনীচং দার্ব্বাদিনির্ম্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ,—চৈলং মৃদুবস্ত্রং, অজিনঞ্চ মৃদুমৃগাদিচর্ম্ম, কুশোপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। আত্মন ইতি পরাসনস্য ব্যাবৃত্তয়ে পরেচ্ছায়া অনিয়তত্বেন তস্য যোগপ্রতিকূলত্বাৎ। তত্রেতি। তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিশ্য, ন তু তিষ্ঠন্ শয়ানো বেত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" ইতি। যতা নিরুদ্ধাশ্চিত্তাদিক্রিয়া যস্য সঃ মন একাগ্রমব্যাকুলং কৃত্বা যোগং যুঞ্জীতসমাধিমভ্যসেৎ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে অতিনৈর্ম্মল্যেন সৌক্ষ্ম্যেণাত্মদর্শনযোগ্যতায়ৈ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১-১২ ॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সে আসন বিশুদ্ধ-ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

আসনে তস্মিন্ পবিষ্টস্য শরীরধারণবিধিমাহ,—সমমিতি। কায়ো দেহমধ্যভাগঃ; কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাগ্-স্বস্বাৎ। সমমবক্রং, অচলমকম্পং ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা স্বনাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সংপশ্যন্মনোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ভ্রূমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। অন্তরান্তরা দিশশ্চানবলোকয়ন্। এবম্ভূতঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। প্রশান্তাত্মা অক্ষুব্ধমনাঃ, বিগতভীর্নির্ভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য; মচ্চিত্তঃ চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং মাং চিন্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ, যুক্তো যোগী ॥ ১৩-১৪ ॥

এবমাসীনস্য কিং স্যাত্তদাহ,—যুঞ্জন্নিতি। যোগী সদা প্রতিদিনমাত্মানং যুঞ্জন্নর্পয়ন্, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিশুদ্ধতয়া নিয়তং নিশ্চলং

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে যাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য, ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্ব্বক চতুর্ভুজ-স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

এইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে যোগী মৎসংস্থা নির্ব্বাণ-পরা শান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

মানসং চিত্তং যস্য সঃ মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি লভতে,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ; নির্ব্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকামিতি সিদ্ধয়োঽপি যোগফলানীত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

যোগমভ্যসতো ভোজনাদিনিয়মমাহ,—নাতীতি দ্বাভ্যাম্। অত্যশনমনত্যশনঞ্চ, অতিস্বাপোঽতিজাগরশ্চ, যোগবিরোধ্যতিবিহারাদি চোক্তবান্ ॥ ১৬ ॥

যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু লৌকিক-পারমার্থিককৃত্যেষু মিতবাগাদিব্যাপারস্য মিতস্বাপজাগরস্য চ সর্ব্বদুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তস্মাদ্‌যোগী তথা তথা বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥

যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদেতি। যোগমভ্যসতো যোগিনশ্চিত্তং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মন্যেব স্বস্মিন্নেবাব-

---

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহার ও যুক্তবিহার-শীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়-কামশূন্য হইয়া পুরুষ যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

স্থিতং স্থিরং ভবতি, তদাস্মেতরসর্ব্বস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিষ্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যথেতি। নির্ব্বাত-দেশস্থো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি স দীপো যথা যথাবদুপমা যোগজ্ঞৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা। সোপমেত্যত্র—"সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্" ইতি সূত্রাৎ সন্ধিঃ; উপমা-শব্দেনোপমানং বোধ্যম্। কস্যেত্যাহ,—যোগিন ইতি। যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্তবৃত্তেরাত্মনো যোগং ধ্যানং যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতঃ। নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যুদিতজ্ঞান-যোগী নিশ্চলসপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

'নাত্যশ্নতঃ' ইত্যাদৌ যোগ-শব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়তি,—যত্রেত্যাদি-সার্দ্ধত্রয়েণ। যচ্ছব্দানাং তং বিদ্যাদ্‌যোগসংজ্ঞিত-মিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যোগস্য সেবয়াভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেতরবৃত্তিকং চিত্তং যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদিতি সজ্জতি; যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্নাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু দেহাদি পশ্যন্ বিষয়েষ্বিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন স্বরূপেণেষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো দর্শিতঃ।

বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্তও তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

এইরূপ যোগাভ্যাস-দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকার অন্তঃকরণ-দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করত তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলিমুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-যোগবিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, 'বেদান্তবাদিগণ যে আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে 'মোক্ষ' বলেন, তাহা অযুক্ত; যেহেতু কৈবল্য-অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেন না। তিনি তাহার কৃত শেষসূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—"পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক-বিকার উদ্ভব করে না; তখন চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়। তদ্দ্বারা জীবের স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তাহাকে 'চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না, কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতিশক্তি' শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ-ধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম আত্মগুণবিকার; তাহা বিনষ্ট হইলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে আনন্দ, তাহারও সুতরাং লোপ হইবে। কিন্তু পতঞ্জলির শিক্ষা এরূপ নয়। উক্ত মুক্তদশায় প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে, সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল এবং তাহাকেই 'ভক্তি' বলে,—ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সমাধি দুই প্রকার,—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক ও সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ; আর অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি— একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

সুখমিতি। যত্র সমাধৌ যত্তৎ প্রসিদ্ধমাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্ত্যনুভবতি। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিতং, বুদ্ধ্যাত্মাকারয়া গ্রাহ্যম্। অতএব যত্র স্থিতস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি যং যোগং লব্ধ্বৈব ততোঽপরং লাভমধিকং ন মন্যতে, গুরুণা গুণবৎপুত্রবিচ্ছেদাদিনা ন বিচাল্যতে

বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত আত্মাকারা বুদ্ধির গ্রাহ্য আত্যন্তিক-সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না; যেহেতু তাহাতে যে-সকল বিভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে চরমোদ্দেশ্যরূপ সমাধি-সুখ হইতে যোগীর চিত্ত বিচলিত হয়। এইসকল অন্তরায় হইতে যোগ-সাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। কিন্তু ভক্তিযোগে সেরূপ আশঙ্কা নাই। তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা হইতে অন্য কোনপ্রকার সুখকে যোগী শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; অর্থাৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-কালে বিষয়সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক সুখোৎপত্তি হয়, সে-সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ-পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন। সেইসকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম-সুখ পরিত্যাগ করেন না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে', এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগ অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২০-২৩ ॥

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

তমিতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র তং যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্ ॥ ২০-২৩ ॥

স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে কৃতে সংসেৎস্যত্যেবেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ। আশুতযোগত্বমননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা হৃতাণ্ডার্ণবশোষকপক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ। এতাদৃশং যোগমারভমাণস্য প্রাথমিকং কৃত্যমাহ,—সংকল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগবিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। স্ফুটমন্যৎ। মনসা বিষয়দোষদর্শিনা ॥ ২৪ ॥

যোগফল-লাভসম্বন্ধে 'বিলম্ব হইতেছে', কি 'ব্যাঘাত হইতেছে' বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এবং সিদ্ধ-ফল-সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবে ॥ ২৪ ॥

ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে; ইহার নাম 'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার-দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড় বিষয়ের চিন্তা করিবে না। দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল;—ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অস্থিমং কৃত্যমাহ,—ধৃতিগৃহীতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মানং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ ; আত্মনোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ । এতচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু হঠেন ॥ ২৫ ॥

যদি কদাচিৎ প্রাক্তনসূক্ষ্মদোষান্মনঃ প্রচলেৎ, তদা তৎ প্রত্যাহরেদিত্যাহ,—যত ইতি । যং যং বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি, ততস্তত এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব নিরতিশয়সুখত্বভাবনয়া বশং কুর্য্যাৎ॥২৬

এবং প্রযতমানস্য পূর্ব্ববদেব সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ,—প্রশান্তেতি । প্রশান্তমাত্মন্যচলং মনো যস্য তম্, অতএবাকল্মষং দগ্ধপ্রাক্তনসূক্ষ্মদোষম্ ; অতএব শান্তরজসম্ । ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃত-বিবিক্তাবির্ভাবিতাষ্টগুণকাত্মস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তমমাত্মানুভবরূপং মহৎ সুখং কর্ত্তৃ স্বয়মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

মন—স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির ; কখনও কখনও বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিত-রজা যোগী পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন ॥২৭

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ করেন ; ইহাই ভক্তি ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ,—যুঞ্জন্নিতি । এবমুক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুঞ্জন্ যোগেনানুভবন্ তেনৈব বিগত-কল্মষো দগ্ধসর্ব্বদোষো যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মানুভবমত্যন্তমপরিমিতং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

এবং নিষ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিতস্বপরাত্মযোগী পরাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বং তদন্যাত্মনাং দ্রুহিণাদীনাং সর্ব্বেষাং তদাশ্রয়ত্বং তস্যাবিষমত্বঞ্চানুভবতীত্যাহ,—সর্ব্বেতি । যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধসমাধিস্তদাত্মানম্—"আত্মতত্ত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইতি স্মৃতেঃ, 'যো মাম্' ইতি বিবরণাচ্চ পরমাত্মানং

সেই ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি । সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে । অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া । তাঁহার ভাবব্যবহারে তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারে তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী । পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও একটি শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিব ॥ ২৯ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহার হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে 'আমি তাহার, সে আমার', এইরূপ একটি সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয় । সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাঁহাকে মদ্দর্শনাভাব-জনিত শুষ্কনির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না, অর্থাৎ তিনি আমার দাস হন বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারেন না ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বভূতস্থং নিখিলং জীবান্তর্য্যামিণমীক্ষ্যতে; আত্মনি তস্মিন্নাশ্রয়ভূতে সর্ব্বভূতানি চ তমেব সর্ব্বজীবাশ্রয়ং চেক্ষতে। কীদৃশঃ স ইত্যাহ,—

যোগীর সাধনকালে সর্ব্বহৃদয়গত যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহাতে সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প-অবস্থায় দ্বৈতবুদ্ধিরহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্য্যকালে কর্ম্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণসামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশস্থলে কথিত আছে,—

"দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥"

অর্থাৎ, 'দিক্ ও কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহাতে চিত্তবিধান করিলে তন্ময়তা দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ উদিত হয়।' কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরম অবস্থা ॥ ৩১ ॥

যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন। তিনিই পরম-যোগী,—যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। 'সমদৃষ্টি'র অর্থ এই যে, অন্য সমস্ত-জীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ 'অন্য-জীবের সুখ—নিজ-সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য-জীবের দুঃখ—নিজ-দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক, এরূপ জানেন; অতএব সমস্ত-জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন;—ইহাকেই 'সমদর্শন' বলে ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বত্রেতি। তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেনোচ্চাবচতয়া সৃষ্টেষু সর্ব্বেষু জীবেষু সমং বৈষম্যশূন্যং পরাত্মানং পশ্যতীতি তথা ॥ ২৯ ॥

এতদ্বিদুষঃ তথাত্মদর্শিনঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। তস্য তাদৃশস্য যোগিনোঽহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্যো ভবামি, স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্যো ভবতি;—আবয়োর্মিথঃসাক্ষাৎকৃতিঃ সর্ব্বদা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

স যোগী মমাচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমনুভবন্নতিপ্রিয়ো ভবতীত্যাশয়বানাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রশ্চতুর্ব্বাহুরতসী-পুষ্পপ্রভশ্চক্রাদিধরোঽহং পৃথক্ পৃথঙ্ নিবসামি; তেষু বহূনাং মদ-

---

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি-সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রু-মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই-চারি-দিন থাকা সম্ভব; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বিগ্রহাণামেকত্বমভেদমাশ্রিতো যো মাং ভজতি ধ্যায়তি, স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ব্যুত্থানকালে স্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা ময়ি বর্ত্ততে মমাচিন্ত্যশক্তিকত্বধর্ম্মানুভবমহিম্না নির্দ্দগ্ধকামচারদোষো মৎসামীপ্যলক্ষণং মোক্ষং বিন্দতি, ন তু সংসারমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ হরেরচিন্ত্যশক্তিকতামাহ,—"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি, স্মৃতিশ্চ,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ইতি ॥ ৩১ ॥

'সর্ব্বভূতহিতে রতা' ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদ্বিশদয়তি,—আত্মৌপম্যেনেতি। ব্যুত্থানদশায়ামাত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং দুঃখঞ্চ যঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। স্বস্যেব পরস্য সুখমেবেচ্ছতি, ন তু দুঃখং স স্বপরসুখদুঃখসমদৃষ্টিঃ সর্ব্বানুকম্পী যোগী মম পরমঃ শ্রেষ্ঠোঽভিমতঃ—তদ্বিষমদৃষ্টিস্তু তত্ত্বজ্ঞোঽপ্যপরমযোগীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

উক্তমাক্ষিপন্নর্জ্জুন উবাচ,—যোঽয়মিতি। সাম্যেন স্বপরসুখদুঃখতৌল্যেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তস্তস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যহং ন পশ্যামি, কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানীত্যর্থঃ ; কুতঃ ?—চঞ্চলত্বাৎ। অয়মর্থঃ,—বন্ধুষু উদাসীনেষু চ তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ ; ন চ শত্রুষু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি। যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং সর্ব্বত্রাবিশেষমিতি

ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দস্বাদাভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য-দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

বিবেকেন তদ্গ্রাহ্যং, তর্হি ন তৎ সার্ব্বদিকম্—অতিচপলস্য বলিষ্ঠস্য চ মনসস্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ,—চঞ্চলং হীতি। মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্। ননু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ॥ আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥" ইতি শ্রুতের্বুদ্ধিনিয়ম্যং মনঃ শ্রূয়তে ততো বিবেকিন্যা বুদ্ধ্যা শক্যং তদ্বশীকর্ত্তুমিতি চেত্তত্রাহ,—প্রমাথীতি। তাদৃশীমপি বুদ্ধিং প্রমথ্নাতি ; কুতঃ ?—বলবৎ স্বপ্রশমকমপ্যৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি, তদ্বৎ। কিঞ্চ, দৃঢ়ং সূচ্যা লৌহমিব তাদৃশ্যাপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যমতো যোগেনাপি তস্য নিগ্রহমহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে ;—ন হি বায়ুর্মুষ্টিনা ধর্ত্তুং শক্যতে, অতস্তত্রোপায়ং ব্রূহীতি ॥ ৩৪ ॥

উক্তমর্থং স্বীকৃত্য ভগবানুবাচ,—অসংশয়মিতি। তথাপি স্বপ্রকাশসুখৈক-তানস্বাত্মগুণাভিমুখ্যেনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টিজনিতেন বৈরাগ্যেণ চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে। তথা চাত্মানন্দা-

---

আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস-দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না ; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি সফলযত্ন হন। যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি-দ্বারা নিয়তচিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য-সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ চিত্তকে বশ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

স্বাদাভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিরস্তচাপলং মনঃ সুগ্রহং যথা সদৌষধানুসেবয়া সুপথ্যেন চ বলবানপি রোগঃ সুজেয়স্তথৈতদ্দ্রষ্টব্যম্। হে মহাবাহো! ইতি—শৌর্য্যেণ শাত্রবমিব বিবেকেন মনো জয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কহিলে, সম্যক্ যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা যোগসিদ্ধি হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি যোগোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে আরূঢ় হন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না, অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়; তাহাদের কি গতি হয়? ৩৭ ॥

সকাম-কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত যোগচেষ্টা হয় না। সকাম-কর্ম্মই মূঢ়-লোকের পক্ষে শুভকর; যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ, ও পুণ্য-দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণপ্রযুক্ত তাহার যোগসংসিদ্ধি হইল না; অতএব ব্রহ্মলাভের যে পথ, তাহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে উভয়মার্গভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে? ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অসংযতেতি। উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো-যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। তাভ্যাং বশ্যোঽধীন আত্মা মনো যস্য তেন পুংসা, তথাপি যততা তাদৃশপ্রযত্নবতা স যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্‌জ্ঞানাকারান্ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো নিখিলোপসর্গবিমর্দ্দনঃ স্বপরমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসকৃদুক্তং, তস্য চ তাদৃশস্য নেহাভি-ক্রমনাশোঽস্তীতি পূর্ব্বোক্তমহিমস্তন্মহিমানং শ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অযতিরিতি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভে-তৈব। যস্তু প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্ত্বযতিরল্পস্বধর্ম্মানুষ্ঠানযত্নবান্,—'অনুদারা যুবতিঃ' ইতিবদল্পার্থেঽত্র নঞ্; শিথিলপ্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চলিতং বিষয়প্রবণং মানসং যস্য সঃ; এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্বিবিধস্য যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্বিশুদ্ধিলক্ষণামাত্মাবলোকনলক্ষণাং চাপ্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিস্তু প্রাপ্ত এব; শ্রদ্ধালুঃ কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগোঽপ্রাপ্ত-যোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি? হে কৃষ্ণ! ৩৭ ॥

শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ নন; কিন্তু তুমি পরমেশ্বর, অতএব সর্ব্বজ্ঞ; তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয়টি সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রশ্নাশয়ং বিশদয়তি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নে। নিষ্কামতয়া কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানায় স্বর্গাদিফলম্; যোগাসিদ্ধের্নাত্মাবলোকনঞ্চ তস্যাভূৎ। এবমুভয়-

হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্ত্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে, মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য,—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী', ও 'ভক্ত' এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মি-গণকে, 'সকামকর্ম্মী' ও 'নিষ্কামকর্ম্মী',—এই দুইভাগে বিভাগ করা যায়। সকাম-কর্ম্মিসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্রসুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্যসুখাভি-লাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পর্য্যন্ত নাই, সে পর্য্যন্তই 'ফল্গু'। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান-যোগ ও চরমে

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

স্বাবিভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরালম্বঃ সন্ কিং নশ্যতি, কিম্বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি অভ্রং মেঘো যথা পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিচ্ছিন্নং পরমভ্রঞ্চাপ্রাপ্তমন্ত-রালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ। কথমেবং শঙ্কা? তত্রাহ,—ব্রহ্মণঃ পথি প্রাপ্ত্যুপায়ে যদসৌ বিমূঢ়ঃ ॥ ৩৮ ॥

এতদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। ত্বদিতি সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাত্বত্তোঽন্যোঽনীশ্বরো-ঽল্পজ্ঞঃ কশ্চিদৃষিঃ ॥ ৩৯ ॥

ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্ম্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহা-দ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফল লাভ করত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম-কর্ম্ম-দ্বারা জীবের যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল-অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রষ্ট' ও 'চিরকালাভ্যস্তযোগ-ভ্রষ্ট'। অল্পাভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন, তিনি সকাম পুণ্যবান-দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক-সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারি-ব্রাহ্মণাদির গৃহে অথবা শ্রীমান ধনি-বণিগাদির গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—পার্থেতি। তত্মোক্তলক্ষণস্ত যোগিন ইহ প্রাকৃতিকে লোকেঽমুত্রাপ্রাকৃতকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্যতে ন ভবতি। কিন্তোত্তরত্র তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব; হি যতঃ, কল্যাণকৃৎ নিঃশ্রেয়সোপায়ভূতসদ্ধর্ম্মযোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিদ্রতাং ন গচ্ছতি। হে তাতেত্যাতিবাৎসল্যাৎ সম্বোধনম্। 'তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণ' ইতি ব্যুৎপত্তেস্ততঃ পিতা—'স্বার্থিকেঽণ্', তত এব তাতঃ,—পুত্রং শিষ্যঞ্চাতিকৃপয়া জ্যেষ্ঠস্তথা সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

ঐহিকীং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ,—প্রাপ্যেতি। যাদৃশবিষয়স্পৃহয়া স্বধর্ম্মে শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোঽয়ং তাদৃশান্ বিষয়ানাত্মোদ্দেশ্যকনিষ্কামস্বধর্ম্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীভিস্তদ্ভোগতৃষ্ণাবিনিবৃত্তিস্তাবতীঃ শাশ্বতীঃ বহ্বীঃ সমাঃ সম্বৎসরাংস্তেষু লোকেষূষিত্বা স্থিত্বা তদ্ভোগবিতৃষ্ণস্তেভ্যো লোকেভ্যঃ শুচীনাং সদ্ধর্ম্মনিরতানাং যোগার্হাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে পূর্ব্বারব্ধযোগমাহাত্ম্যাৎ স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত ইত্যল্পকালারব্ধযোগাদ্ভ্রষ্টস্য গতিরিয়ং দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

চিরারব্ধাদ্‌যোগাদ্‌ভ্রষ্টস্য গতিমাহ,—অথবেতি। যোগিনাং যোগমভ্যসতাং ধীমতাং যোগদেশকানাং কুলে ভবত্যুৎপদ্যতে। দ্বিবিধং জন্ম

চিরাভ্যাসের পর যাঁহার যোগ ভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানি-যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। এইপ্রকার সৎকুলে জন্ম লাভ করা দুর্লভতর বলিয়া জানিবে; যেহেতু, তথায় জন্ম গ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ-বশতঃ জীবের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

ত্যেতি,—এতদিতি। যোগার্হাণাং যোগমভ্যসতাঞ্চ কুলে পূর্ব্বযোগসংস্কারবলকৃতমেতজ্জন্ম প্রাকৃতানামতিদুর্লভম্॥ ৪২ ॥

আমুত্রিকীং সুখসম্পত্তিং বক্তুং পূর্ব্বসংস্কারহেতুকং সাধনমাহ,—তত্রেতি। তত্র দ্বিবিধে জন্মনি, পৌর্ব্বদৈহিকং পূর্ব্বদেহে ভবম্, বুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মস্বাত্মপরমাত্মবিষয়া সংযোগং সম্বন্ধং লভতে। ততশ্চ হৃদ্বিশুদ্ধিস্বপরমাত্মাবলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে স্বাপোত্থিতবদ্ভূয়ো বহুতরং যততে, যথা পুনর্বিঘ্নহতো ন স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

তত্র হেতুঃ,—তেনৈব যোগবিষয়কেণ পূর্ব্বাভ্যাসেন স যোগী হ্রিয়তে আকৃষ্যতে—অবশোঽপি কেনচিদ্বিঘ্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ। হীতি প্রসিদ্ধোঽয়ং যোগমহিমা। যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম সকামকর্ম্মনিরূপকং বেদমতিবর্ত্ততে, তং ন শ্রদ্দধাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদৈহিক-বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নিসর্গ-বশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম-কর্ম্মমার্গে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অথামুত্রিকীং সুখসম্পত্তিমাহ,—প্রযত্নাদিতি। পূর্ব্বকৃতাদপি প্রযত্নাদধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ব্ববিঘ্নভয়াৎ প্রযত্নাধিক্যং কুর্ব্বন্ যোগী তেনোপচিতেন প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিল্বিষো নির্দ্ধৌতনিখিলান্তবাসনঃ; এবমনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ পরিপক্কযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরাত্মাবলোকলক্ষণাং গতিং মুক্তিং যাতি ॥ ৪৫ ॥

এবং জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষহেতুস্তাদৃশাদ্‌যোগাদ্বিভ্রষ্টস্তাস্ততস্তৎফলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং স্তৌতি;—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রাদিতপঃপরেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যোঽর্থশাস্ত্রবিদ্ভ্যঃ কর্ম্মিভ্যঃ সকামেষ্টাপূর্ত্তাদিকৃদ্ভ্যশ্চ যোগী মদুক্তযোগানুষ্ঠাতাধিকঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ। আত্মজ্ঞানবৈধুর্য্যেণ মোক্ষানর্হেভ্যস্তপস্ব্যাদিভ্যো মদুক্তো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানত্বেন মোক্ষার্হত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

তখন প্রকৃষ্টযত্ন-সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক-জন্ম-পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন;—ইহাই যোগীর আমুত্রিক ফল ॥ ৪৫ ॥

উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকামকর্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ; সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা 'যোগী' শ্রেষ্ঠ; সকাম-কর্ম্মী অপেক্ষা 'যোগী'ই শ্রেষ্ঠ, যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি 'যোগী' হও ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

তদিত্থমাদ্যেন ষট্‌কেন সনিষ্ঠস্য সাধনানি জ্ঞানগর্ভাণি নিষ্কামকর্ম্মাণি যোগশিরস্কাণ্যভিধায় মধ্যেন পরিনিষ্ঠিতাদের্ভগবচ্ছরণাদীনি সাধনান্যভিধাস্যন্ তস্যাস্তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাবেদকং তৎসূত্রমভিধত্তে,—যোগিনামিতি,—পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠীয়ম্ তপস্বিভ্য ইতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ; ন চ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীয়মস্তু,—বক্ষ্যমাণস্য যোগিনস্তপস্ব্যাদিবিলক্ষণক্রিয়ত্বেন তেষ্বনন্তর্ভাবাৎ। যদ্যপি তপস্ব্যাদীনাং মিথো ন্যূনাধিকতাভাবোঽস্তি, তথাপ্যবরত্বং তস্মাৎ সমানম্, স্বর্ণগিরেরিব তদন্যেষামুচ্চাবচানাং গিরীণামিতি। যঃ শ্রদ্ধাবান্মদ্ভক্তিনিরূ-

---

যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগি-গণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ-মানবদিগের মধ্যে সকামকর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা—'যোগী'। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়; যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়-ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ-ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য-কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সাংখ্যযোগো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষেষু শ্রুত্যাদিবাক্যেষু দৃঢ়বিশ্বাসঃ সন্ মাং নীলোৎপলশ্যামলমাজানুপীবর-বাহুং সবিতৃকরবিকসিতারবিন্দেক্ষণং বিদ্যুদুজ্জ্বলবাসসং কিরীটকুণ্ডলকটক-কেয়ূরহারকৌস্তভনূপুরৈঃ বনমালয়া চ বিভ্রাজমানং স্বপ্রভয়া দিশো বিতমিস্রাঃ কুর্ব্বাণং নিত্যসিদ্ধ-নৃসিংহরঘুবর্য্যাদিরূপং সর্ব্বেশ্বরং স্ব... ভগবন্তং মনুষ্যসংনবেশিবিভুবিজ্ঞানানন্দময়ং যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণাদিশব্দৈ-রভিধীয়মানং সার্ব্বজ্ঞসর্ব্বৈশ্বর্য্যসত্যসঙ্কল্পাশ্রিতবাৎসল্যাদিভিঃ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যলাবণ্যাদিভিশ্চ গুণরত্নৈঃ পূর্ণং ভজতে শ্রবণাদিভিঃ সেবতে, মদ্গতেন মদেকাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা বিশিষ্টস্তিলমাত্রমপি মদ্বিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তঃ সর্ব্বেভ্যস্তপস্ব্যাদিভ্যো যোগিভ্যো মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাণি বস্তূনি যুগপৎ পশ্যতো যুক্ততমোঽভিমতঃ ;—তপস্যাদিযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ততরঃ

যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না ; অতএব যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগই তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা'। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই-প্রকার যোগী হও ॥ ৪৭ ॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরমাংশ কথিত হইয়াছে। নিষ্কামকর্ম্মযোগে আরোহণ-কালে ঐ যোগ কর্ম্ম-প্রধান থাকে। আরূঢ় হইলে উহা আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানমার্গীয় অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা পরমাত্ম-

মদেকভক্তো যুক্ততম ইত্যর্থঃ। অত্র ব্যাচষ্টে,—ননু যোগিনঃ সকাশান্ন কোঽপ্যধিকোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ,—যোগিনামিতি। যোগারোহতারতম্যাৎ কর্ম্মযোগিনো বহবস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধ্যারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদিভক্তিমাংস্তু যুক্ততম ইতি। 'ভক্তি'শব্দঃ—সেবাভি-ধায়ী ;—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা 'ভক্তি'শব্দেন ভূয়সী" ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ,—"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি"ইতি, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি, "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি, "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ

তত্ত্বে সমাধিরূপ ফল উৎপাদন করে। যুক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ পরমাত্মধ্যান বৃদ্ধি করিতে করিতে মন প্রত্যাহৃত হইলে অবান্তর-ফলস্বরূপ সিদ্ধি ও বিভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ চিৎসুখের উদয় হয় ;—ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরম ফল। এই যোগ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাহাদের পতন হয় অর্থাৎ বিষয়ান্তরাকর্ষণরূপ ভ্রষ্টতা বা মৃত্যু হয়, তাহারাও অনেক-জন্মে উক্ত যোগফল লাভ করে, তাহাদের পূর্ব্বচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। অতএব সকাম-মার্গীয় তপঃ, কেবল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বনিশ্চায়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সাংখ্যজ্ঞান ও সকামকর্ম্ম—ইহারা সমস্তই তুচ্ছ। এই তিনপ্রবৃত্তিকে আত্মাবলোকন-স্পৃহা-শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলে তত্তৎক্ষুদ্রফলকামনারহিত যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হয়, সেই যোগ তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই যোগ অবস্থা-ভেদে আকারত্রয় ধারণ করে। আরুরুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মযোগ, আরূঢ়-অবস্থার প্রথমে জ্ঞানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আর একপ্রকার ভক্তি-যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ইতি চৈবমাম্নাঃ। সা চ ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা ;—"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ শ্রবণাদিক্রিয়ারূপত্বং তু চিৎসুখমূর্ত্তেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্—শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেশ্চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্ভাব্যং সিতানুসেবয়া পিত্তবিনাশে তন্মাধুর্য্যমিবেতি ॥ ৪৭ ॥

গীতাকথাহস্ত্রমবোচদাদ্যে কর্ম্ম দ্বিতীয়াদিষু কামশূন্যম্।
তৎ পঞ্চমে বেদনগর্ভমাখ্যান্ ষষ্ঠে তু যোগোজ্জ্বলিতং মুকুন্দঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ-স্কন্ধের বাক্যানুসারে স্থির হয় যে, যে-সময়ে মানবের হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়, সেই সময়েই দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের উদয় হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে ফলনির্ব্বেদ হইলে প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগ হয়; তদপেক্ষা দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগের নাম—নির্ব্বেদজনিত ভক্তিযোগ, এবং দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের নাম—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ। উদিত হইলে পর উভয়প্রকার ভক্তিযোগই একই আকার ধারণ করে। শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই জীবের সহজ; তাহা মধ্য ছয় অধ্যায়ে কথিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ



ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

সপ্তমে ভজনীয়স্য স্বস্যৈশ্বর্য্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।
চাতুর্বিধ্যঞ্চ ভজতাং তথৈবাভজতামপি ॥

আদ্যেন ষট্‌কেনোপাসকস্য জীবস্য স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিসাধনঞ্চ প্রাধান্যেনোক্তম্। মধ্যেন তূপাস্যস্য স্বস্য তত্ত্বঞ্চ তথোচ্যতে; তত্র ষষ্ঠান্তনির্দ্দিষ্টং তব ভজনীয়ং রূপং কীদৃশং, কথং বা ভজতোঽন্তরাত্মা তদ্গতঃ স্যাদিত্যেতৎ পার্থেনাপৃষ্টমপি কৃপালুত্বেন স্বয়মেব বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। ব্যাখ্যাতলক্ষণে স্বোপাস্যে ময্যাসক্তমতিমাত্রনিরতং মনো যস্য স ত্বমন্যো বা

হে পার্থ! অন্তঃকরণ-শোধক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগসাপেক্ষ মোক্ষফল-সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয়-অধ্যায়ে বলিলাম; এক্ষণে দ্বিতীয় ছয়-অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি। আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া মদাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে মৎসম্বন্ধি যে সমগ্র-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে জ্ঞান, তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা সবিশেষ জ্ঞান নয়। জড়ীয়বিশেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে একটি নির্ব্বিশেষ-চিন্তা লাভ করা যায়, তাহাতেই উহার (নির্ব্বিশেষ-চিন্তার) বিষয়রূপ আমার নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাব ব্রহ্মের উদয় হয়; তাহা নির্গুণ নয়, কেন না, তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাই মাত্র। ভক্তি—নির্গুণবৃত্তিবিশেষ, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নির্গুণস্বরূপ আমি জীবের নির্গুণ-চক্ষে পরিলক্ষিত হই ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

তাদৃশো মদাশ্রয়ো মদ্ভক্তসখ্যাদ্যন্যতমেন ভাবেন মাং শরণং গতো যোগং মৎস্মরণাদিলক্ষণং যুঞ্জন্ কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। অসংশয়ং যথা স্যাত্তথা,—কৃষ্ণ এব পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপারতম্যনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। সমগ্রং সাধিষ্ঠানং সবিভূতিং সপরিকরং চ মাং সর্ব্বেশ্বরং যেন জ্ঞানেন জ্ঞাস্যসি তন্ময়োচ্যমানমবহিতমনাঃ শৃণু। হে পার্থ! ন চ সমগ্রমিতি কার্ৎস্ন্যেন স জ্ঞানমাদিশতীতি বাচ্যমনন্তস্য তস্য তথাজ্ঞানাসম্ভবাৎ। স্মৃতিশ্চ—"কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" ইতি ॥ ১ ॥

বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি,—জ্ঞানমিতি। ইদং চিদচিচ্ছক্তিমৎস্বরূপ-বিষয়কং জ্ঞানং, তচ্চ সবিজ্ঞানং বক্ষ্যামি। তচ্ছক্তিদ্বয়বিবিক্তস্বরূপবিষয়কং

আমার চিৎ ও অচিৎ-শক্তিসম্পন্ন স্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই 'জ্ঞান' বলা যায়। সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত-স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান'। আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব ছয়-অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগীসকল চিন্তা-দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারেন; কিন্তু চিন্তাবিষয়ের বিলক্ষণরূপ ভগবজ্জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়; সহস্র-সহস্র-মনুষ্যমধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়। সহস্র-সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানং বিজ্ঞানং তেন সহিতং তে তুভ্যং প্রপন্নায়াশেষতঃ সামগ্র্যেণোপ-দেক্ষ্যামীত্যর্থঃ। যৎস্বরূপং সর্ব্বকারণং যচ্চ ধ্যেয়ং তদুভয়বিষয়কং জ্ঞানমত্র বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োবর্ত্মনি নিবিষ্টস্য জিজ্ঞাসোস্ত-বান্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

স্বজ্ঞানস্য দৌর্লভ্যমাহ,—মনুষ্যাণামিতি। উচ্চাবচদেহাস্বসংখ্যাতা জীবা-স্তেষু কতিচিদেব মনুষ্যাস্তেষাং শাস্ত্রাধিকারযোগ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব সৎপ্রসঙ্গবশাৎ সিদ্ধয়ে স্বপরাত্মাবলোকনায় যততে, ন তু সর্ব্বঃ।

ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নাম ভগবজ্জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই,—আমি সদা-স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন-তত্ত্ববিশেষ। ব্রহ্ম—আমারই শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাঁহার স্বরূপ নাই; সৃষ্ট-জগতের ব্যতিরেকচিন্তাতেই তাঁহার সাম্বন্ধিনী অবস্থিতি। পরমাত্মাও আমার অংশ-গত জগন্মধ্যবর্ত্তী আবির্ভাববিশেষ; তাহাও ফলতঃ অনিত্যজগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ; তাঁহারও নিত্য-স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই নিত্য; তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি; তাহাকে জড়জননী বলিয়া 'অপরা-শক্তি'ও বলা যায়। আমার অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্বসংখ্যা লক্ষ্য করিবে। 'ভূমি', 'জল', 'অগ্নি', 'বায়ু', ও 'আকাশ',—এই পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র,—এই দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়; 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়, 'বুদ্ধি'শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং 'মনঃ'শব্দে প্রধান;—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গ-শক্তিগত ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

তাদৃশানাং যততাং যতমানানাং সিদ্ধানাং লব্ধস্বপরাত্মাবলোকনানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেবৈকো মাং কৃষ্ণং তত্ত্বতো বেত্তি। অয়মর্থঃ,—শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়িনো বহবো মনুষ্যাঃ পরমাণুচৈতন্যং স্বাত্মানং প্রাদেশমাত্রং মৎস্বাংশং পরমাত্মানং চানুভূয় বিমুচ্যন্তে। মাং তু যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণমধুনা ত্বৎসারথিং কশ্চিদেব তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাবাপ্তমদ্ভক্তিস্তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন বেত্তি,—অবিচিন্ত্যানন্তশক্তিকত্বেন নিখিলকারণত্বেন সার্ব্বজ্ঞানাদৈশ্বর্য্যস্বভক্তবাৎসল্যাদ্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নাকরত্বেন পূর্ণব্রহ্মত্বেন চানুভবতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,—'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ', 'মাস্তু বেদ ন কশ্চন' ইতি ॥ ৩ ॥

এবং শ্রোতারং পার্থমভিমুখীকৃত্য স্বস্য কারণস্বরূপং চিদচিচ্ছক্তিমত্ত্বং তে শক্তী প্রাহ,—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। চতুর্ব্বিংশতিধা প্রকৃতির্ভূম্যাদ্যাত্মনাষ্টধা ভিন্না মে মদীয়া বোধ্যা তন্মাত্রাদীনাং ভূম্যাদিষন্তর্ভাবাদিত্থাপি চতুর্ব্বিংশতিধৈবাবসেয়া। তত্র ভূম্যাদিষু পঞ্চসু ভূতেষু তৎকারণানাং গন্ধানাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ; অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাম্; 'বুদ্ধি'শব্দো মহত্তত্ত্বমাহ; মনঃশব্দস্তু মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানাং অব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে" ইতি। স্বয়ঞ্চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বক্ষ্যতি,—"মহাভূতান্যহঙ্কারঃ" ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়-জগৎ,—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায় ॥ ৫ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

এষা প্রকৃতিরপরা নিকৃষ্টা জরত্বাদ্ভোগ্যত্বাচ্চেতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং জীবভূতাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো পার্থ! পরত্বে হেতুঃ,—যয়েতি। যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে; শ্রুতিশ্চ হরেরেবেয়ং শক্তিস্ত্বমীত্যাহ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি ॥ ৫ ॥

এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব সর্ব্বজগৎকারণতাং স্বস্যাহ,—এতদিতি। সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতান্যেতদ্যোনীনি উপধারয় বিদ্ধি। এতেঽপরপরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যে মচ্ছক্তী যোনী কারণভূতে যেষাং তানীত্যর্থঃ। তে চ প্রকৃতী মদীয়ে মত্ত এব সম্ভূতে। অতঃ কৃৎস্নস্য স প্রকৃতিকস্য জগতোঽহমেব প্রভব উৎপত্তিহেতুঃ—'প্রভবত্যস্মাৎ' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ তস্য প্রলয়-সংহর্ত্তাপ্যহমেব—'প্রলীয়তেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

নন্ত স্থিরচরয়োরপরপরয়োঃ প্রকৃত্যোরপি ত্বমেব তচ্ছক্তিমান্ যোনিরিত্যুক্তেনিখিলজগদ্বীজত্বং তব প্রতীতং, ন তু সর্ব্বপরত্বম্; তচ্চ তদ্বীজাদ্বত্তোঽন্যস্যৈব—"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুইটি প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত; অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত-জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আমাতে প্রোতরূপে অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি” ইতি শ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—মত্ত ইতি। মত্তস্তৎসথাৎ কৃষ্ণাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্ত্যাহমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বস্ত্বিত্যর্থঃ। নন্থ “ততো যদুত্তরতরম্’ ইত্যাদাবন্যথা শ্রুতমিতি চেন্মন্দমেতৎ ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ; তথা হি “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়” ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ সর্ব্বজগদ্বীজস্য মহাপুরুষস্য বিজ্ঞোর্জ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নাস্তীত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায় “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ” ইতি তস্যৈব পরতমত্বং তদিতরস্য তদসংভবঞ্চ প্রতিপাদ্য, “ততো যদুত্তরতরম্” ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তমেব নিগমিতম্; ন তু ততোঽন্যস্ফেষ্টমস্তীতি উক্তম্—তথা সতি তেষাং মৃষাবাদিত্বাপত্তেঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—“তথান্যপ্রতিষেধাৎ” ইতি। মদন্যস্য কস্যচিদপি শ্রৈষ্ঠ্যাভাবাদহমেব মদন্যসর্ব্বাশ্রয় ইত্যাহ,—ময়ীতি। প্রোতং গ্রথিতং স্ফুটমন্যৎ,—এতেন বিশ্বপালকত্বং স্বস্যোক্তম্ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বং দর্শয়তি,—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রয়া বিভূত্যা তাঃ পালয়ন্ তাস্বহং বর্ত্ততে, তাং বিনা তাসামস্থিতেঃ। শশিনি সূর্য্যে বাহং প্রভাস্মি প্রভয়া বিভূত্যা তৌ পালয়ন্ তয়োরহং বর্ত্তে; এবং পরত্র দ্রষ্টব্যম্। বৈখরীরূপেষু সর্ব্ববেদেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবোঽহম্; খে নভসি শব্দতন্মাত্রলক্ষণোঽহম্; নৃষু পৌরুষং ফলবান্নুষ্ঠমোঽহম্,—তেনৈব তেষাং স্থিতেঃ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধতন্মাত্রলক্ষণঃ; চকারো রসাদীনামহমপি পুণ্যত্বসমুচ্চায়কঃ। বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ সর্ব্ববস্তুপচনপ্রকাশনাদিসামর্থ্যরূপঞ্চশব্দাদ্বায়ৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণস্পর্শব্যাকুলানামাপারকঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। জীবনমায়ুস্তপো দ্বন্দ্বসহনম্ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বভূতানাং চরাচরাণাং যদেকবীজং সনাতনং নিত্যং, ন তু প্রতিব্যক্তিভিন্নমনিত্যং বা তৎ প্রধানাখ্যং সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি তদ্রূপয়া বিভূত্যা তান্যহং পালয়ামি তৎপরেণ হি তানি পুষ্যন্তে। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকবতী, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরানভিভাব্যত্বঞ্চ ॥ ১০ ॥

কামঃ স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ রাগস্তু প্রাপ্তেঽপ্যভিলষিতেঽর্থে পুনস্ততোঽপ্যধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকোঽতিতৃষ্ণাপরনামা, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বপত্ন্যাং পুত্রোৎপত্তিমাত্রহেতুঃ ॥ ১১ ॥

আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ ॥ ৯ ॥

আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ ॥ ১০ ॥

আমি বলবানের কামরাগবিবর্জ্জিত বল এবং ধর্ম্মসম্মত কাম অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির জন্য বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গরূপ কাম ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

এবং কাশ্চিদ্বিভূতিরভিধায় সমাসেন সর্ব্বাস্তাঃ প্রাহ,—যে চৈবেতি। যে মিথো বিলক্ষণস্বভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়ো ভাবাঃ প্রাণিনাং শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়াত্মনা তৎকারণত্বেন চাবস্থিতাস্তান্ সর্ব্বান্ তত্তচ্ছক্ত্যুপেতাম্মত্ত এবোপপন্নান্ বিদ্ধি। ন ত্বহং তেষু বর্ত্তে নৈবাহং তদধীনস্থিতিঃ,—তে ময়ি মদধীনস্থিতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ শক্তিদ্বয়বিবিক্তং স্বস্য ধ্যেয়স্বরূপং দর্শয়ন্ তস্যাজ্ঞানে তদাসক্তিমেব হেতুমাহ,—ত্রিভিরিতি। এভিঃ পূর্ব্বোদিতৈর্গুণময়ৈর্মায়াগুণকার্য্যৈস্ত্রিবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈর্ভবনধর্ম্মিভিঃ ক্ষণপরিণামিভিস্তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-

---

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য; আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, সে সমুদয় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম,—এই তিনটী গুণ; সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। তজ্জন্য ঐসমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল-জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্যদেবপ্রপত্তি-দ্বারা মায়া পার হইতে পারেন না ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনাবস্থিতৈর্মোহিতমবিবেকিতাং নীতং সৎ সর্ব্বমিদং জগৎ সুরাসুরমনুষ্যাদ্যাত্মনাবস্থিতং জীববৃন্দং কর্ত্তৃ এভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং তৈরস্পৃষ্টমনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরং বিজ্ঞানানন্দঘনং সর্ব্বেশ্বর-মব্যয়মপ্রচ্যুতস্বভাবং মাং কৃষ্ণং নাভিজানাতি প্রত্যুতাস্যয়তি ॥ ১৩ ॥

নন্থ ত্রিগুণায়াস্তন্মায়ায়া নিত্যত্বাত্তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তির্দুর্ঘটেতি চেৎ তত্রাহ—দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী—অলৌকিক্যত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, তাদৃগ্বিশ্বসর্গোপকরণত্বাৎ। শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা; শ্লেষেণ, ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া

দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত'-ভেদে চারিপ্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তি-গণই 'মূঢ়'; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম'-শব্দে মানবগণের হৃদ্গত-উচ্চভাব-রহিত নিরীশ্বর নৈতিক ও কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্য-বিৎ পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্ট মত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই 'আসুরভাবাশ্রিত'—যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত-সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্ব-সময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য, তাহারাই 'দুষ্কৃত' ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬॥

জীবানাং বন্ধহেতুঃ। অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা; রজ্জুপক্ষে, চ্ছেত্তুমুদগ্রথিতং চ তৈঃশক্যোত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতাদৃশী, তথাপি মদ্ভক্ত্যা

'আর্ত্ত', 'জিজ্ঞাসু', 'অর্থার্থী' ও 'জ্ঞানী'—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি যখন মৎপ্রসাদে বা মদ্ভক্তপ্রসাদে আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞান-রূপ (চতুর্ব্বিধ) দোষশূন্য হইয়া সুকৃতিমন্ত হয়, তখন এই চারিপ্রকার সুকৃতিমন্ত পুরুষ আমাকে ভজন করে। দুষ্কৃতি-ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজন প্রায়ই দুর্ঘট; যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি-প্রথা নাই। তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহারও আকস্মিকী প্রথার দ্বারা মদ্ভজন লাভ হইয়াছে। বৈধজীবনাবস্থিত সুকৃতি-ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিপ্রকার লোক আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয়। যাহারা—কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা প্রাপ্তক্লেশ-দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে মনে করে; ইহারাই 'আর্ত্ত'; দুষ্কৃতি ব্যক্তও আর্ত্ত হইয়া আমাকে কখনও কখনও মনে করে। পূর্ব্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তখন 'জিজ্ঞাসু'রূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্ব্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া 'অর্থার্থি'রূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া জীব আমার শুদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়া-দ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান সেই পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের নিত্যদাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ, আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্যনৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭॥

তদ্বিনিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ,—মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্ব-প্রপন্নবাৎসল্যানীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি; তাং তীর্ত্বা নির্দ্দেকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। 'মামেব' ইত্যেবকারো মদ্যান্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তত্তাস্তরণং নেত্যাহ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ত্বমেব বিদিত্ব." ইত্যাদ্যা, মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ,—"বরং

জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-কাল পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত এসকল ব্যক্তির ভক্তি—কর্ম্ম বা জ্ঞানপ্রধানীভূতা; আর কষায় দূর হইলে, কেবলা, অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করে॥ ১৬॥

কষায়শূন্য আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া 'ভক্ত' হয়; কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্যান্য তিনপ্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপ-লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম কষায়শূন্য হইলেও স্বস্বরূপাবাস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গক্রমে সকলেরই চরমে স্বরূপাবস্থিতি-লাভ হইয়া পড়ে। সাধনদশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানি-ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়; শুকাদির ভগবজ্‌জ্ঞানস্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীন ভগবৎকৈঙ্কর্য্য—বিশুদ্ধচিন্ময়, জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না॥ ১৭॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

বৃণীব ভদ্রং তে স্বতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।" ইতি ; ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ,—"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইতি ॥ ১৪ ॥

নমু চেত্ত্বামেব প্রপন্না বিমুচ্যন্তে, তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে? তত্রাহ,—ন মামিতি। দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ শাস্ত্রার্থ-কুশলাশ্চেতি দুষ্কৃতিনঃ কুপণ্ডিতাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি। তে চতুর্ব্বিধাঃ ;—একে মায়য়া মূঢ়াঃ কর্ম্মজড়া ইন্দ্রাদিবন্মামপি বিষ্ণুং কর্ম্মাঙ্গং জীববৎ কর্ম্মাধীনং বা মন্যমানাঃ, অপরে মায়য়া নরাধমা বিপ্রাদিকুলজন্মনা নরোত্তমতাং প্রাপ্যাপ্যসৎকাব্যার্থাসক্ত্যা পামরতাভাজঃ ; যদুক্তং,—"নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথা পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥" ইতি ; অন্যে মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ সাংখ্যাদয়ঃ, তে হি সার্ব্বজ্ঞসার্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তিদত্বাদিধর্ম্মৈঃ শ্রুতিসহস্রপ্রসিদ্ধমপি মামীশ্বরমপলপন্তঃ প্রকৃতিমেব সর্ব্বস্রষ্ট্রীং মোক্ষদাত্রীং চ কল্পয়ন্তি, তত্র তাদৃশকুটিলকুযুক্তিশতান্যুদ্ভাবয়ন্তী মায়ৈব হেতুঃ ; কেচিত্তু মায়য়ৈবাসুরং ভাবমাশ্রিতা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদিনঃ,—অসুরা যথা নিখিলানন্দ-

---

'কেবলা ভক্তি' স্বীকার করত পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার অধিকারী সকলেই পরম-উদার হন। কিন্তু জ্ঞানি-ভক্তের আত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় তিনি চৈতন্যগতিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি আমাতে অবস্থিত হন। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

করং মদ্বিগ্রহং শরৈর্বিধ্যন্তি তথাদৃশ্যত্বাদিহেতুভিস্তে নিত্যচৈতন্যাত্মতয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধমপি তং খণ্ডয়ন্তীতি তত্রাপি তাদৃশবুদ্ধ্যুৎপাদনী মায়ৈব হেতুরিতি ॥ ১৫ ॥

তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে? তত্রাহ,—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণা মদেকান্তিভাবেন চ সম্পন্না জনা মাং ভজন্তে। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ ;—তত্রার্ত্তঃ শত্রুক্লেশাদ্যাপদ্গ্রস্তস্তদ্বিনাশেচ্ছু-র্গজেন্দ্রাদিঃ, জিজ্ঞাসুর্বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ, অর্থার্থী রাজ্যাদিসম্পদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ, জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরমাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকাদিঃ। এষার্ত্তাদয়ঃ সকামাঃ, জ্ঞানী তু নিষ্কামঃ। আর্ত্তার্থার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুত্ব-সম্পত্ত্যে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরূপন্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে তাহারা জড়ত্যাগকালীন কিয়ৎপরিমাণ অদ্বৈত-ভাব অবলম্বন করে ; তখন জড়ীয়বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিত হইলেই, চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং অনুরক্ত হইয়া পরমচৈতন্য-রূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে ; তখন তাঁহারা এই মনে করে যে, 'এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্য-বস্তুর একটি হেয় প্রতিফলন-মাত্র, ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে ; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়।' এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারা—মহাত্মা ও সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

চতুর্ষু জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ,—তেষামিতি। জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি, যদসৌ নিত্যযুক্ত একভক্তিশ্চ। আর্ত্তিবিনাশাদিকামনা-বিরহাল্লিত্য ময়া যোগবান্। আর্ত্তাদেস্তু যাবৎ কামিতপ্রাপ্তি মদ্‌যোগ একস্মিন্মযো[...] জ্ঞানিনো ভক্তিরার্ত্তাদেস্তু স্বকামিতে তৎপ্রদাতৃত্বেন ময়ি চাতো জ্ঞানী ততঃ শ্রেষ্ঠঃ। অত্রোপপত্তিমাহ,—প্রিয়ো হীতি। জ্ঞানিনো হ্যহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদম্; স হি মৎপ্রিয়ত্ব-সুধাসিন্ধুনিমগ্নো নান্যৎ কিঞ্চিদনুসন্ধত্তে তত্ মৎপ্রিয়তাপরিমিতেতি বোধয়িতুমত্যর্থশব্দঃ,—সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তশক্তিশ্চাহং যা[...] বক্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী 'যে যথা মাম্' ইত্যাদিন্যায়েন তথৈব মম প্রিয়ঃ,—মমাপি তৎপ্রিয়তা তদ্‌বদপরিমিতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্বার্ত্তাদয়স্তব প্রিয়া ন ভবন্তি, নৈবমত্যর্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ,— উদারা ইতি। সর্ব্ব এবৈতে আর্ত্তাদয় উদারা বদান্যাঃ,—"উদারো দাতৃ মহতোঃ" ইত্যমরঃ। যে মাং ভজন্তো ময়া দিৎসিতং কিঞ্চিৎ স্বাভীষ্টং মত্তো

আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে-কাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না; আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা-হইতে বহির্ম্মুখ এবং কাম-দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্রফল লাভের জন্য সেই-সেই-কাম্যফল-দাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না; যেহেতু তাহাদের স্ব-তামসিকী ও রাজসিকী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতাসকলের উপাসনা করে ॥২০॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

গৃহ্ণন্তি, তে ভক্তবাৎসল্যং মহ্যং প্রযচ্ছন্তো মম বহুপ্রদাঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী তু মমাত্মৈবেতি মতম্; হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদর্পিতমনা মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপ্যনিচ্ছন্নতিপ্রিয়েণ ময়া বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থো মামেব সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্যমাস্থিতো নিশ্চিতবান্, অতস্তেন তাদৃশেন বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থস্য মমাত্মৈব সঃ। ন চ জ্ঞানিজীবস্য হরিঃ স্বেনাভেদমাহেতি বাচ্যম্,—জ্ঞানিভক্তস্যাসিদ্ধের্ভজতাং চাতুর্ব্বিধ্যা-সিদ্ধের্মোক্ষে ভেদবাক্যব্যাকোপাচ্চ; তস্মাদতিপ্রিয়ত্বাদেব তত্রাত্মেত্যুক্তি-র্মাত্মা ভদ্রসেন ইতিবৎ। আত্মৈব মন এব মতমিত্যপরে ॥ ১৮ ॥

নন্বার্ত্তাদীনামন্তে কা নিষ্ঠেতি চেত্তত্রাহ,—বহূনামিতি। আর্ত্তাদি-স্ত্রিবিধো মদ্ভক্তঃ কৃতমদ্ভক্তিমহিম্না বহূনি জন্মান্যুত্তমান্ বিষয়ানন্দাননুভূয় তেষু বিতৃষ্ণোঽন্তে জন্মনি মৎস্বরূপজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তমৎস্বরূপ-জ্ঞানঃ সন্ মাং প্রপদ্যতে, ততো বিন্দতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাকারমাহ,—বাসু-দেবেতি। বসুদেবসুতঃ কৃষ্ণ এব সর্ব্বং,—কৃষ্ণায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকং সর্ব্বং বস্ত্বিত্যর্থঃ। যদ্ধি যদধীনস্বরূপস্থিতিকং তত্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে; যথা প্রাণাধীনস্বরূপস্থিতিকত্বাৎ প্রাণরূপং বাগাদি ব্যপদিষ্টং ছান্দোগ্যে,— "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" ইতি তত্রাহঃ,— সর্ব্বং বস্তু বাসুদেবেন ব্যাপ্যমতঃ সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যর্থঃ। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বম্" ইতি পার্থো বক্ষ্যতীতি। স হি নিখিলস্পৃহা-নিবৃত্তিপূর্ব্বকং মৎস্পৃহো মদাত্মাত্মারামনা মন্নিবেদিতাত্মা জ্ঞানিকোটিষ্বপি

অন্তর্যামিস্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহণীয়া দেবমূর্ত্তি, তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

সুদুর্লভঃ। এষ জ্ঞানবান্ 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্' ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণো বোধ্যঃ ॥ ১৯ ॥

তদিত্থং কামনয়াপি মাং ভজন্তো মদ্ভক্তিমহিম্না তে বিমুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে তু শীঘ্রসুখকামা দেবতান্তরভক্তাস্তে সংসরন্ত্যেবেত্যাহ,—কামৈরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। তৈস্তৈরার্ত্তিবিনাশাদিবিষয়কৈঃ কামৈর্হৃতজ্ঞানা যথাদিত্যাদয়ঃ শীঘ্রমেব রোগবিনাশাদিকরাস্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টধিয় ইত্যর্থঃ। তং তমসাধারণং স্বয়া প্রকৃত্যা বাসনয়া নিয়তা নিয়ন্ত্রিতাস্তেষাং প্রকৃতিরেব তাদৃশী—যা মৎপ্রপত্তৌ বৈমুখ্যং করোতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী মহাবিভূতিঃ সর্ব্বহিতেচ্ছুরহমেব তত্তদ্দেবতাসু শ্রদ্ধামুৎপাদ্য তাঃ পূজয়িত্বা তত্তদনুরূপাণি ফলানি প্রযচ্ছামি, ন তু তাসাং তত্র তত্র শক্তিরস্তীত্যাশয়বানাহ,—য ইতি দ্বাভ্যাম্। যো য আর্ত্তাদিভক্তো যাং যামাদিত্যাদিরূপাং মত্তনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুং বাঞ্ছতি, তস্য তস্য তামেব তত্তদ্দেবতা-বিষয়ামেব, ন তু মদ্বিষয়াম্, অচলাং স্থিরাম্। বিদধাম্যুৎপাদয়াম্যহমেব, ন তু সা সা দেবতা; শ্রুতিশ্চ তত্তদ্দেবতানাং মত্তনুত্বমাহ,—"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২১ ॥

স তয়েতি। ঈহতে করোতি, ততো মত্তনুভূত-তত্তদ্দেবতারাধনাৎ। কামান্ ফলানি তত্র তত্রোক্তানি। ময়ৈবেতি বিহিতান্ রচিতান্;—যদ্যপি তস্য তস্যারাধকস্য তথা জ্ঞানং নাস্তি, তথাপি মত্তনুবিষয়েয়ং শ্রদ্ধেতানুসন্ধায়াহং ফলান্যর্পয়ামীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ননু দেবাশ্চেৎ ত্বত্তনবস্তর্হি দেবভক্তানাং তদ্ভক্তানাং চ সমানং ফলং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—অন্তবদিতি। তেষামল্পমেধসামাদিত্যাদিমাত্রবুদ্ধ্যা, ন তু মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তত্তৎফলমল্পমন্তবদ্বিনাশি চ ভবতি; মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তু ফলমনন্তমবিনাশি চেতি ভাবঃ। যস্মাদাদিত্যাদিদেবযাজিনস্তান্ স্বেজ্যান্ মিতভোগান্ মিতায়ুষো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামেব নিত্যাপরিমিতস্বরূপগুণবিভূতিমদারাধনফলমনন্তমবিনাশি চেতি মহদন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অথ কা বার্ত্তা মদন্যদেবযাজিনামল্পমেধসামুপনিষন্নিষ্ণাতানামপি মদ্ভক্তিরিক্তানাং মত্তত্ত্বধীর্ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ,—অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মত্তত্ত্বযাথাত্ম্যবুদ্ধিশূন্যা জনা অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং তদ্বিষয়াং মন্যন্তে। দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা

অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল—নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য; যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে, কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই লাভ করে ॥ ২৩ ॥

যাহারা নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য-বিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি ; যতস্তে মদভিজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাভাবান্মম ভাবং পরমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ,—"ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতিবুধজন্তুষু" ইতি মেদিনীকারঃ ; মদ্ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপগুণজন্মলীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরমতোঽব্যয়ং নিত্যমনুত্তমং সর্কোত্তমং ন, কিন্ত্বন্তবন্মায়িকমনিত্যং সাধারণঞ্চ গৃহ্নন্ত ইত্যর্থঃ। স্বরূপং হরের্বিজ্ঞানানন্দৈকরসং,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদেঃ। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণগণস্তস্য স্বরূপানুবন্ধী,—"অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" ইত্যাদেঃ। অভিব্যক্তিমাত্রং জন্ম,—"অজোঽপি সন্" ইত্যাদেঃ. পরন্ত অব্যক্তস্যৈব ভজৎসু প্রসাদেনৈবাভিব্যক্তিশীলং,—"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥" ইত্যাদেঃ ॥২৪ ॥

নন্ন ভক্তা ইবাভক্তাশ্চ ত্বাং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি প্রসাদাদেব ভজৎস্বভিব্যক্তিরিতি কথম্? তত্রাহ,—নাহমিতি। ভক্তানামেবাহং নিত্যবিজ্ঞানসুখঘনোঽনন্তকল্যাণগুণকর্ম্মা প্রকাশোঽভিব্যক্তো, ন তু সর্ব্বেষামভক্তানামপি। যদহং যোগমায়য়া সমাবৃতো মদ্বিমুখব্যামোহকত্বযোগযুক্তয়া মায়য়া সমাচ্ছন্নপরিসর ইত্যর্থঃ ; যদুক্তং—"মায়াজবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" ইতি। মায়ামূঢ়োঽয়ং লোকোঽতি-মানুষদৈবতপ্রভাবং

'আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর-রূপে ব্যক্তি লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছি)' এরূপ মনে করিবে না ; যেহেতু, আমার শ্যামসুন্দর-স্বরূপ—নিত্য ; ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ, স্বয়ং ভাসমান (উদ্ভাসিত) হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়া-দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকেরা অব্যয়-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

বিশিকব্রাদিবন্দিতমপি মাং নাভিজানাতি। কীদৃশম্?—অজং জন্মশূন্যং,—যতোঽব্যয়মপ্রচ্যুতস্বরূপসামর্থ্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নন্থ মায়াবৃতত্বাত্তব জীববদজ্ঞতাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—বেদাহমিতি। ন হি মদধীনয়া মত্তেজসাভিভূতয়া দূরতো জবনিকয়ৈব মাং সেবমানয়া মায়য়া মম কাচিদ্বিকৃতিরিত্যর্থঃ। মাং তু বেদেতি মজ্জ্ঞানী কোটিষ্বপি সুদুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমি, সমস্ত অতীত বিষয় ও বর্ত্তমান সমাচার এবং যাহা কিছু পরে হইবে, সমুদায় অবগত আছি। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-রূপ আমার প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও মায়াবদ্ধ লোকসকল আমার নিত্য মধ্যমাকার শ্যামসুন্দর-রূপকে 'নিত্য' বলিয়া জানে না ॥ ২৬ ॥

ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা আমার এই নিত্য-স্বরূপ দেখিতে পায় ; কিন্তু সে যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বর্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যা-বশতঃ ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত দ্বন্দ্বমোহ-দ্বারা সম্মোহিত হইয়া পড়ে ; তখন আর তাহার বিদ্বৎ-প্রতীতি থাকে না। আমি [illegible]য় চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য-স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং বদ্ধজীবগণের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি ; তথাপি মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা অবিদ্বৎ-প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে 'অনিত্য' মনে করিতেছে,—ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

স্বজ্ জ্ঞানী কুতঃ সুদুর্লভস্তত্রাহ,—ইচ্ছেতি। সর্গে স্বোৎপত্তিকালে এব সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি। কেনেত্যাহ,—দ্বন্দ্বমোহেনেতি। মানাপমানয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্দ্বন্দ্বৈর্যো মোহঃ সংস্কৃতোঽহং সুখী স্যামসংস্কৃতস্তু দুঃখী মমেয়ং পত্নী মমায়ং পতিরিত্যেবমভিনিবেশলক্ষণস্তেনেত্যর্থঃ। কীদৃশেনেত্যাহ,—ইচ্ছেতি। পূর্ব্বজন্মনি যত্র যত্র যাবিচ্ছাদ্বেষাবভূতাং তাভ্যাং সংস্কাররাত্মনা স্থিতাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি পরজন্মনি তত্র তত্রোৎপন্নস্ত ইত্যর্থঃ। ইচ্ছা রাগঃ; এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সংমূঢ়ত্বান্মজ্ জ্ঞানী সুদুর্লভঃ ॥ ২৭ ॥

নন্বু কেষাঞ্চিৎ ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতীয়তে সা ন স্যাৎ সর্ব্বভূতানি সর্গে সংমোহং যান্তীত্যুক্তেরিতি চেত্তত্রাহ,—যেষাং প্রাণিনাং যাদৃচ্ছিকমহত্তমদৃষ্টিপাতাৎ পাপমন্তগতং নাশং প্রাপ্তমভূৎ,—"বিষ্ণোর্ভূতানি ভূতানাং পাবনায় চরন্তি হি" ইতি স্মৃতেঃ। কীদৃশানামিত্যাহ,—পুণ্যেতি। পুণ্যং

আমার এই নিত্য-স্বরূপে বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎ-প্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্য-কর্ম্ম-দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একবারে অস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ-স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ-দ্বারা সমাধি-ক্রমে আমার চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তাঁহারা মহৎসেবারূপ পুণ্যজনিত বিদ্বৎপ্রতীতি-ক্রমে আমার নিত্য-স্বরূপকে দেখিতে পান। বিদ্যা-দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

মনোজ্ঞং কর্ম্ম মহত্তমবীক্ষণরূপং যেষাং,—"পুণ্যং তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। তে দৃঢ়ব্রতা মহৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্তনিষ্ঠা দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা মত্তত্ত্বজ্ঞাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

তদেবমার্ত্তাদয়ঃ সকামা মদ্ভক্তাঃ কামানন্ভূয়ান্তে মাং প্রপন্ন বিন্দন্তি মদন্যদেবভক্তাস্তু সংসরন্তীত্যুক্তম্। অথ তেভ্যোঽন্যোঽপি সকামো মদ্ভক্তোঽস্তীত্যুচ্যতে,—জরেতি। যে জরামরণাভ্যাং বিমোক্ষায় তন্মাত্রকামাঃ সন্তো মামাশ্রিত্য মদর্চ্চাং সেবিত্বা যতন্তে—তৎপ্রণামাদি কুর্ব্বন্তি, তে তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম কৃৎস্নং সপরিকরং বিদুরধ্যাত্মং চাখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ব্রহ্মাদিশব্দানামধিভূতাদিশব্দানাঞ্চার্থাঃ পরস্মিন্নধ্যায়ে ভগবতৈব ব্যাখ্যাস্যন্তে। মদর্চ্চা-সেবয়া বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় মুক্তিং লভন্তে, ন তু মদ্বশ্যতাকরীং মৎপ্রিয়তামিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ,—"সকৃদ্যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ীং ভাগবতীং দদৌ গতিম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২৯ ॥

জড়শরীরেরই জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু জীবের যে নিত্য চিদ্দেহ, তাহাতে জরা-মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস্যরূপ নিত্যধর্ম্ম-লাভকেই 'মোক্ষ' বলা যায়। যোগমিশ্রা-ভক্তি-দ্বারা যাঁহারা জরা-মরণ-মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিলকর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি-মার্গে আমার অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ন চ তৎসেবয়া প্রাপ্তং তজ্‌জ্ঞানং কদাচিদপি ভ্রংশেতেত্যাহ,—সাধীতি। অধিভূতেনাধিদৈবেনাধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে বিদুঃ সংপ্রসঙ্গাজ্জানন্তি, তে প্রয়াণকালে মৃত্যুসময়েঽপি মাং বিদুর্ন তু তদন্ধ-বদ্ধাগ্রাঃ সন্তো মাং বিস্মরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মাং বিদুস্তত্ততো ভক্ত্যা মন্মায়ামুত্তরন্তি তে।
তে পুনঃ পঞ্চধেত্যেষ সপ্তমস্য বিনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ এইপ্রকারে হয়,—জীব সাধুসঙ্গ-ক্রমে জানিতে পারেন যে, 'কৃষ্ণই এক পরম-তত্ত্ব ; তাঁহার চিচ্ছক্তিক্রমে তাঁহার পুরুষোত্তম-লীলা, জীবশক্তি-ক্রমে নিখিল-জীবের উদয় ও মায়াশক্তি-ক্রমে বহির্ম্মুখ-জীবের জড়বন্ধন ; আমি বহির্ম্মুখতা-ক্রমে জড়ে বদ্ধ হইয়াছি ; এখন কেবলা-ভক্তির সাধন-দ্বারা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করাই আমার প্রয়োজন ; 'আর্ত্তি', 'জিজ্ঞাসা', 'অর্থার্থিতা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান' এবং 'জরা-মরণ-মোক্ষাভিলাষের সহিত ঈশ্বরোপাসনা' ও 'তদ্দ্বারা অর্চ্চিরাদি-মার্গে পরমাত্মধাম-লাভ' অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যাদি ফল-লাভ—আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; আমি এইসমস্ত পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যরূপ স্ব-স্বরূপ ও স্বভাব লাভ করিবার জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিলে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা' ; এই শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ



অর্জ্জুন উবাচ,—

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

উক্তান্ পৃষ্টঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যাদ্‌ব্রহ্মাদীন্ হরিরষ্টমে
যোগমিশ্রাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিমার্গদ্বয়ং তথা ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মুমুক্ষূণাং জ্ঞেয়তয়োদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ বিবোক্তু-মর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি—কিং পরমাত্মচৈতন্যং বা, কিং জীবা-ত্মচৈতন্যং বা তদ্‌ব্রহ্মেত্যর্থঃ। কিমধ্যাত্মমিতি—আত্মানং দেহমধিকৃত্যেতি নিরুক্তেঃ, শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং বা সূক্ষ্মভূতবৃন্দং বা তদিতি। কিং কর্ম্মেতি—লৌকিকং বৈদিকং বা তদিতি। আবয়োস্তৌল্যাৎ কিমিতি মাং পৃচ্ছসীতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং সম্বোধনং—হে পুরুষোত্তমেতি,—পরেশস্যৈব সর্ব্বং সুবিদিতং, ন তু মমেতি ভাবঃ। অধিভূতঞ্চ কিমিতি—ভূতান্যধিকৃত্যেতি নিরুক্তের্ঘটাদিকার্য্যং বা স্থূলশরীরং বা তদিতি। অধিদৈবং কিমিতি—দেবতাবিষয়কমনুধ্যানং বা সমষ্টিবিরাট্ বা তদিতি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে ? ১ ॥

এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে অবস্থান করে ?—অর্থাৎ এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম-পুরুষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন ? এইসমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিযজ্ঞঃ ক ইতি—যজ্ঞমধিগত ইন্দ্রাদির্বা বিষ্ণুর্বা স ইতি ; কথমিতি—তস্যাধিযজ্ঞভাবঃ কথমিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং মৎসন্দেহনিবারণং তবৈবৎ-করমিতি বোধয়িতুং সম্বোধনং—হে মধুসূদনেতি। প্রয়াণেতি—তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যগ্রতয়া চিত্তসমাধানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ সপ্তানামুত্তরমাহ,—অক্ষরমিতি। ন ক্ষরতীতি নিরুক্তেরক্ষরং যৎ পরমং দেহাদিবিবিক্তং জীবাত্মচৈতন্যং তন্ময়া ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। তস্যাক্ষরশব্দত্বং ব্রহ্মশব্দত্বঞ্চ,—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তেঽক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্নিতি বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইতি চ শ্রুতেঃ। স্বভাব ইতি—স্বস্য জীবাত্মনঃ সম্বন্ধী যো ভাবো ভূতসূক্ষ্ম-তদ্বাসনা-লক্ষণপদার্থঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পঠিতস্তদাত্মনি সংবধ্যমান-ত্বান্ময়াধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতেতি,—তেষাং সূক্ষ্মাণাং ভূতানাং স্থূলৈস্তৈঃ সংপৃক্তানাং ভাবো মনুষ্যাদিলক্ষণস্তদুদ্ভবকরস্তদুৎপাদকো যো বিসর্গঃ স কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ;—জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণা স্বর্গমাসাদ্য তস্মিন্ দেবদেহেন তৎ-কর্ম্মোপভুক্তাভাগসংক্রান্তঘৃতশেষবদ্ভোগোর্দ্ধরিতো যঃ কর্ম্মশেষো ভুবি মনুষ্যাদি-দেহলাভায় বিসৃষ্টস্তন্ময়া কর্ম্মোচ্যতে। ছান্দোগ্যে,—দ্যুপর্জ্জন্য-

অক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্যবিনাশরহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ন'ন। পরব্রহ্ম-শব্দ-দ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মশব্দ-দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা 'বিশেষ'কে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ-দ্বারা জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিবে। কর্ম্ম হইতেই ভূতগণের দ্বারা জীবের স্থূলদেহ-নির্ম্মাণরূপ সংসার জন্মে, তজ্জন্যই কর্ম্মকে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ' বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

পৃথিবী পুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংসি ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—বৈদিকো জীব ইহলোকেঽগ্নয়ানি দধ্যাদীনি শ্রদ্ধয়া জুহোতি। তা দধ্যাদিময্যঃ পঞ্চীকৃতত্বাৎ পঞ্চভূতরূপা আপঃ শ্রদ্ধয়া হুতত্বাৎ শ্রদ্ধাখ্যাহুতিস্বরূপেণ তস্মিন্ জীবে সংবদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি,—অথ তস্মিন্ মৃতে তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তা দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি। তদ্বন্তং জীবং দিবং নয়ন্তীত্যর্থঃ। হুতাস্তাঃ সোমরাজাখ্য-দিব্যদেহতয়া পরিণমন্তে ; তেন দেহেন স তত্র কর্ম্মফলানি ভুঙ্ক্তে। তদ্ভোগাবসানেঽস্ময়ো জীববান্ দেহৈস্তৈর্দ্দেবৈঃ পর্জন্যাগ্নৌ হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ সজীবাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহ্যাদ্যন্নভাবং লভন্তে। অন্নভূতাঃ সজীবাস্তাঃ পুরু-ষাগ্নৌ হুতা রেতোভাবং ভজন্তে। রেতোভূতাঃ সজীবাস্তা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতা মনুষ্যভাবং প্রয়ান্তীতি তদ্ভাবহেতুরনুশয়-শব্দবাচ্যঃ কর্ম্মশেষঃ কর্ম্মেতি। এবমেবোক্তং সূত্রকৃতা,—"তদন্তরপ্রতি-পত্তৌ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

অধীতি। ক্ষরঃ প্রতিক্ষণপরিণামী ভাবঃ স্থূলো দেহঃ স ময়াধিভূত-মিত্যুচ্যতে,—ভূতং প্রাণিনমধিকৃত্য ভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পুরুষঃ সমষ্টিবিরাট্ স ময়াধিদৈবমিত্যুচ্যতে,—অধিকৃত্য বর্ত্তমানাস্যাদিত্যাদীনি দৈবতান্যত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ। অত্র দেহেঽধিযজ্ঞো,—যজ্ঞমধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি ব্যুৎপত্তেস্তৎ-প্রবর্ত্তকস্তৎফলপ্রদশ্চাহমেব। প্রত্যাখ্যেয়ানি তু স্বয়মেবোহ্যানি। এব-

নশ্বর পদার্থজনক ভাবকে ক্ষর-ভাব বা 'অধিভূত' বলা যায়। 'অধিদৈব' শব্দে সূর্য্যাদি-দৈবত-সমষ্টি বিরাট্‌রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানা-ধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহীদিগের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী পুরুষরূপ আমিই 'অধিযজ্ঞ' ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

কারেণ স্বস্মাত্তস্য ভেদো নিরাকৃতঃ। অনেন 'কথম্' ইত্যস্যাপ্যুত্তরমুক্তং—প্রাদেশমাত্রবপুষ্বেনান্তর্নিয়ময়ন্নহং যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। তথা চ মদর্চ্চা-সেবনাদেতান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ স্বরূপতোঽশ্রমেণ বিন্দতীতি; তত্র ব্রহ্মাধিযজ্ঞৌ প্রাপ্যতয়াধ্যাত্মাদীনি তু হেয়তয়েতি ॥ ৪ ॥

প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ,—অন্তেতি। অত্র স্মরণা-ত্মকেন জ্ঞানেন জ্ঞেয়ো ভবন্মদ্ভাবোপলক্ষণঞ্চ তৎফলং প্রযচ্ছামীত্যুক্তম্। তত্র মদ্ভাবং মৎস্বভাবমিত্যর্থঃ। যথাহমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্ট-স্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্মর্ত্তা ভবতীতি ॥ ৫ ॥

ন চ মৎস্মর্ত্তৈব মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ, কিন্ত্বন্যস্মর্ত্তাপ্যন্যভাবং যাতী-ত্যাহ,—যং যমিতি। ভাবং পদার্থম্; তং তমেব ভাবদেহত্যাগোত্তর-মেবৈতি,—যথা ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতবিষয়ৈব ভবতীত্যাহ,—সদেতি। তদ্ভাবভাবিতস্তৎস্মৃতিবাসিত-চিত্তঃ ॥ ৬ ॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক মরণ-কালেও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়, তিনি পরকালে ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন,—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

যস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিহেতুস্তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বেষু কালেষু প্রতিক্ষণং মামনুস্মর যুধ্যস্ব চ লোকসংগ্রহায় যুদ্ধাদীনি স্বোচিতানি কর্ম্মাণি কুরু। এবং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্ত্বং মামেবৈষ্যসি, ন ত্বন্যদিত্যত্র সন্দেহস্তে মাভূৎ ॥ ৭ ॥

সার্ব্বদিকী স্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিকরীত্যেবং দ্রঢ়য়তি,—অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ স্মরণাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেনাতএবানন্যগামিনা, ততোঽন্যত্রাচলতা তদেকাগ্রেণ চেতসা দিব্যং পুরুষং পরমং সশ্রীকং নারায়ণং বাসুদেব-মনুচিন্তয়ন্ তমেব কীটভৃঙ্গন্যায়েন তত্তুল্যঃ সন্ যাতি লভতে ॥ ৮ ॥

যোগাদৃতে চেতসোঽনন্যগামিতা দুষ্করেতি যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ,—কবিমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞম্; পুরাণমনাদিম্; অনুশাসিতারং

অতএব তুমি সর্ব্বকালেই আমার পরব্রহ্মভাবকে স্মরণপূর্ব্বক তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধকার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামি-চিত্তের দ্বারা পরম-পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরমপুরুষকে লাভ করিবে; অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না ॥ ৮ ॥

পরম পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, পুরুষস্বরূপ

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

রঘুনাথাদিরূপেণ হিতোপদেষ্টারম্; অণোরণীয়াংসং তেন চাণুমপি জীবমসৌ প্রবিশতীতি সিদ্ধম্; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি। অণীয়সোঽপি তস্য ব্যাপ্তিমাহ,—সর্ব্বস্যেতি। কৃৎস্নস্য জগতো ধাতারং ধারকম্। নন্বু কথমেবং সংগচ্ছতে তত্রাহ,--অচিন্ত্যরূপমবিতর্ক্যস্বরূপং, "একমেব ব্রহ্ম পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমণোরণীয়াংসম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরমাণুপরিমাণং সর্ব্বস্য ধাতারম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরং মহাপরিমাণং" চেতি; নাত্র যুক্তেরবকাশঃ। স্বপ্রকাশতামাহ,—আদিত্যেতি সূর্য্যবৎ স্বপর-প্রকাশকমিত্যর্থঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শমাহ,—তমস ইতি, তমসো মায়ায়াঃ পরস্তাৎ স্থিতং—মায়িনমপি মায়াতীতমিত্যর্থঃ। এতাদৃশং পুরুষং যোঽনুস্মরেৎ, স তং পরং পুরুষমুপৈতি ইতি পরেণান্বয়ঃ। যো জনো ভক্ত্যা পরমাত্মপ্রেম্ণা যোগবলেন সমাধিজনিতসংস্কারনিচয়েন চ যুক্তঃ প্রয়াণকালে মরণসময়েঽচলেনৈকাগ্রেণ মনসা তং পুরুষমনুস্মরেৎ। যোগপ্রকারমাহ,—ভ্রুবোরিতি। ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য সংস্থাপ্য সম্যক্ সাবধানঃ সন্ স তং পুরুষমুপৈতি ॥ ৯-১০ ॥

বলিয়া নিত্য মধ্যমাকার, তথাপি স্বপ্রকাশ-বশতঃ তিনি—আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশক-বর্ণবিশিষ্ট ও জড়া-প্রকৃতির অতীত-তত্ত্ব। মরণকালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাস-বশতঃ যিনি ভ্রূদ্বয়-মধ্যে প্রাণকে স্থিত করেন, তিনি সেই দিব্য-পুরুষকে প্রাপ্ত হন। মরণক্লেশ-দ্বারা যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়, তাহার (প্রতিষেধক) উপায়-স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট হইল ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

নন্বু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেতাবতা যোগো নাবগম্যতে, তস্মাত্তস্য প্রকারং তত্র জপ্যং প্রাপ্যং ব্রহ্মেত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। একমেব ব্রহ্ম—দ্বিরূপং, বাচকং বাচ্যঞ্চেতি স্থিতম্। তত্র বেদবিদো যদ্‌ব্রহ্ম অক্ষরমোমিতি বাচকং বদন্তি, বীতরাগা বিনষ্টাবিদ্যা যতয়ো যদ্‌ব্রহ্ম তদ্বাচ্য-ভূতং বিজ্ঞানৈকরসং বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তদুভয়রূপং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো নৈষ্ঠিকা গুরুকুলবাসাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তৎপদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণোপায়েন সহ প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি,—যথানায়াসেন ত্বং তদ্বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াঃ। 'সম্যক্ গৃহ্যতে তত্ত্বমনেন' ইতি নিরুক্তেঃ, সংগ্রহ উপায়ঃ ॥১১॥

যোগপ্রকারমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি বহির্জ্ঞানদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংযম্য শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য দোষদর্শনাভ্যাসেন তদ্বিমুখৈস্তৈস্তান্ গৃহ্ণন্ শ্রোত্রাদিসংযমেঽপি মনঃ প্রচরেদিত্যত আহ,—হৃদি স্থিতে ময়ি অন্তর্জ্ঞানদ্বারং মনো নিরুধ্য নিবেশ্য মনসাপি তান্ স্মরন্। অথ ক্রিয়াদ্বারং প্রাণঞ্চ মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াদৌ হৃৎপদ্মে বশীকৃত্য তস্মাদূর্দ্ধগতয়া সুষুম্নয়া গুরূপদিষ্টবর্ত্মনা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সংস্থাপ্য

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে 'অক্ষর' বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি-সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারি-সকল ব্রহ্মচর্য্য করেন, তোমাকে সেই প্রাপ্যবস্তু উপায়সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

যোগধারণা-ক্রমে বিষয়ে অনাসক্তি-দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে বিষয়বিরাগ-দ্বারা মনকে নিরোধপূর্ব্বক এবং প্রাণকে মূর্দ্ধ্নি অর্থাৎ

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

আত্মনো মম যোগধারণামাপাদশিখং মদ্ভাবনমাস্থিতঃ কুর্ব্বন্। ওমিতি বাচকং ব্রহ্ম, তত্র ব্যাহরন্ অন্তরুচ্চারয়ন্ ; তৎ স্তৌতি,—একাক্ষরমিতি। একং প্রধানঞ্চ তদক্ষরমবিনাশি চেতি তথা তদ্বাচ্যং মাং পরমাত্মানমনুস্মরন্ ধ্যায়ন্ যো দেহং ত্যজন্ প্রয়াতি, স পরমাং গতিং মৎসালোক্যতাং যাতি ॥ ১২-১৩ ॥

এবং মোক্ষমাত্রকাঙ্ক্ষিণাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য স্বজ্ঞানিনাং স্বমেবাকাঙ্ক্ষতামেকভক্তিরিত্যুক্তাং শুদ্ধাং ভক্তিং উপদিশতি,—অনন্যেতি। যো জনোঽনন্যচেতা ন মত্তোঽন্যস্মিন্ কর্ম্মযোগাদিকে সাধনে স্বর্গমোক্ষাদিকে

ভ্রূদ্বয়-মধ্যে সন্নিবেশ করত 'ওঁ' এই বেদমূল অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা পরম-গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিচারারম্ভ হইতে জরামরণ-মোক্ষ-পর্য্যন্ত তোমার নিকট কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি এবং 'কবিং পুরাণং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ-পর্য্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে কেবলা-ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু-কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কেবলা-ভক্তির স্বরূপ বলি, শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগীদিগের সম্বন্ধে আমি সুলভ ; অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি দুর্ল্লভ,—ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

সাধ্যে বা চেতো যস্য স মদেকাভিলাষবান্ সততং সর্ব্বদা দেশকালাদি-বিশুদ্ধিনৈরপেক্ষ্যেণ নিত্যশঃ প্রত্যহং মাং যশোদাস্তনন্ধয়ং নৃসিংহরঘুনাথাদি-রূপেণ বহুধাবিভূর্তং সর্ব্বেশ্বরমতিমাত্রপ্রিয়ং স্মরত্যর্চ্চনজপাদিষ্বনুসন্ধত্তে, তস্যাহং তৎপ্রীতিজ্ঞঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানযোগাভ্যাসাদি-দুঃখসম্পর্কাভাবাৎ। তস্যেতি—"সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী", "ন লোকাব্যয়" ইত্যাদিনা কর্ত্তরি তস্যাঃ প্রতিষেধাৎ। তাদৃশস্য তস্য বিয়োগমসহিষ্ণুরহমেব তমাত্মানং দর্শয়ামি তৎসাধনপরিপাকং তৎপ্রতিকূলনিরাসঞ্চ কুর্ব্বন্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি ; স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতি,—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইত্যাদিনা। কীদৃশস্যেত্যাহ,—নিত্যেতি সর্ব্বদা মদ্যোগং বাঞ্ছতঃ,—"আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদাশংসিতে যোগে ভবিষ্যত্যপি ক্তপ্রত্যয়ঃ ; যোগিনো মদ্দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধবতঃ ॥ ১৪ ॥

তাং লব্ধবতঃ কিং ফলং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মামিতি। মামুক্ত-লক্ষণমুপেত্য প্রাপ্য পুনঃ প্রপঞ্চে জন্ম নাপ্নুবন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং জন্মেত্যাহ,—দুঃখালয়ং গর্ভবাসাদিবহুক্লেশপূর্ণম্ ; অশাশ্বতমনিত্যং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ম্,—"শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ" ইত্যমরঃ। যতস্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং গতিং মামেব গতা লব্ধবন্তঃ,—'অব্যক্তোঽক্ষর

মহাত্মা ভক্তযোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়-রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা-ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্' ইতি বক্ষ্যতি। কীদৃশাস্তে মহাত্মানো ইত্যাদারমনসঃ বিজ্ঞানানন্দনিধিং ভক্তপ্রসাদাভিমুখং ভক্তায়ত্তসর্ব্বস্বং মাং বিনাপ্তং সার্ষ্ট্যাদিকমগণয়ন্তো মদেকজীবাতবো ভবন্ত্যতস্তে মামেব সংসিদ্ধিং গতাঃ। অত্রানন্তচেতসোঽস্য ঐকান্তিনঃ স্বনিষ্ঠেভ্যঃ স্বভক্তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মদ্বিমুখাস্তু কর্ম্মবিশেষৈঃ স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপ্তা অপি তেভ্যঃ পতন্তী-ত্যাহ,—আব্রহ্মেতি। অভিবিধাবাকারঃ, ব্রহ্ম ভুবনং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বে স্বর্গাদয়ো লোকাস্তত্তদ্বর্ত্তিনো জীবাস্তত্তৎকর্ম্মক্ষয়ে সতি পুনরাবর্ত্তিনো ভূমৌ পুনর্জন্ম লভন্তে। মামুপেত্যেতি পুনঃ কথনং দৃঢ়ীকরণার্থম্। অত্রেদং বোধ্যং,—পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্যাৎ; যে তু সনিষ্ঠাঃ পরেশ-ভক্তাঃ স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তস্তত্র গতাস্তেষাং তু ন তস্মাৎ পাতঃ, কিন্তু তল্লোকবিনাশে তৎপতিনা সহ পরেশলোকপ্রাপ্তিরেব ;— "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" ইতি স্মরণাদিতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে (আরম্ভ করিয়া) সমস্ত লোকই অনিত্য ; সেই-সেই-লোক-গত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কর্ম্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও সনিষ্ঠ ভক্তগণ-সম্বন্ধে যে পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিই এ-সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা-ভক্তি লাভ করত পুনর্জ্জন্ম হইতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

স্বর্গাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সর্ব্বে লোকাঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাদ্বিনশ্যন্তীতি ভাবে-নাহ,—সহস্রেতি। যদ্যে ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্যাহর্দিনং নৃমাণেন সহস্রযুগ-পর্য্যন্তং বিদুঃ,—"চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। সহস্রং চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ, তস্য রাত্রিঞ্চ চতুর্যুগ-সহস্রান্তাং বিদুস্তএব যোগিনো জনা অহোরাত্রবিদো ভবন্তি ; ন ত্বন্যে চন্দ্রার্কগতিবিদো মহর্লোকাদিস্থিতানামুপলক্ষণমেতৎ। অয়মর্থঃ,— নৃণাং বর্ষং দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং চতুর্যুগানাং সহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং রাত্রিশ্চ তাবত্যেব তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষাদিগণনয়া বর্ষশতং তস্য পরমায়ু-রিতি ; তদন্তে তল্লোকস্য তদ্বর্ত্তিনাঞ্চ বিনাশাদাবৃত্তিঃ সিদ্ধেতি ॥ ১৭ ॥

মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ—ব্রহ্মার একদিন, এবং চতুঃসহস্র যুগ— তাঁহার এক রাত্রি। ঐপ্রকার একশত-বৎসর-পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত সন্ন্যাসীদিগের অভয়ত্ব কোথায় ? ১৭ ॥

এই ত্রিলোকমধ্যস্থিত দেব-তির্য্যক্-মানবাদির তদপেক্ষা অধিকতর অনিত্যত্ব ; যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয় ; পুনরায় রাত্রি-আগমে সেই অব্যক্তে সমস্তই লয় হয়। এস্থলে অব্যক্ত-শব্দে 'প্রধান'কে বুঝায় না ; কেবল ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাকে বুঝায় ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

যে তু তস্মাদর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকীবর্ত্তিনস্তেষাং ব্রহ্মণো দিনে পাতঃ স্যাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদিতি। অহরাগমে ব্রহ্মণো জাগরসময়ে অব্যক্তাৎ স্বাপাবস্থাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাঃ শরীরেন্দ্রিয়ভোগাভোগস্থানরূপা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তুৎপদ্যন্তে। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপসময়ে তত্রৈব ব্রহ্মণ্যব্যক্তসংজ্ঞকে স্বাপাবস্থে কারণে তাঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি! অত্রাব্যক্ত-শব্দেন প্রধানং নাভিধেয়ং,—দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরুপক্রমাৎ, তদা বিয়দাদীনাং স্থিতত্বাচ্চ; কিন্তু স্বাপাবস্থো ব্রহ্মৈব তস্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

যে প্রলীনাস্তে পুনর্ন ভবিষ্যন্তীতি কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমশঙ্কা স্যাত্তাং নিরস্যন্নাহ,—ভূতেতি। ভূতগ্রামঃ স্থিরচরপ্রাণিসমূহোঽবশঃ কর্ম্মাধীনঃ সন্ তথা চেদৃশজন্মমৃত্যুপ্রবাহসঙ্কুলে প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিবেকিনাং বৈরাগ্যং যুক্তমিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

তদেবং কর্ম্মতন্ত্রাণাং জন্মবিনাশদর্শনেন 'আব্রহ্মভুবনাৎ' ইত্যেতদ্বিবৃতম্। অথ মামুপেতৈত্যেতদ্বিবৃণোতি,—পরস্তস্মাদিতি। তস্মাদুক্তরূপাদব্যক্তাদ্ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাদন্যো যো ভাবঃ পদার্থঃ পরঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽত্যন্তবিলক্ষণস্তস্যোপাস্য ইত্যর্থঃ। অতিবৈলক্ষণ্যমাহ,—অব্যক্ত ইতি, আত্মবিগ্রহত্বাৎ প্রত্যক্

চরাচর-প্রাণিসকল ব্রহ্মার দিবাগমে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া রাত্রি-আগমে লয় প্রাপ্ত হয় (এবং দিবাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়)॥ ১৯ ॥

উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ ও নিত্য; সর্ব্বভূতের নাশ হইলেও সেই তত্ত্ব নষ্ট হয় না॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থঃ; প্রসাদিতস্ত প্রত্যক্ষোঽপি ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। সনাতনোঽনাদিঃ; স খলু হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

যে ভাবো ময়েহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোচ্যতে, তং বেদান্তাঃ পরমাং গতিমাহুঃ,—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ" ইত্যাদৌ। যং ভাবং প্রাপ্যোপেতা জনাঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে জন্ম নাপ্নুবন্তি, স ভাবোঽহমেবেত্যাহ,—তদিতি। তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ,—ষষ্ঠীয়ং চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপমিতিবদবগন্তব্যা ॥ ২১ ॥

তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ স্বপায়ত্বমাহ,—পুরুষঃ স ইতি। স মল্লক্ষণঃ পুরুষোঽনন্যয়া তদেকান্তয়া 'অনন্যচেতাঃ সততম্' ইতি পূর্ব্বোদিতয়া ভক্ত্যৈব লভ্যো লব্ধুং শক্যো—যোগভক্ত্যা তু দুঃশক্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তল্লক্ষণমাহ,—যস্যেতি। সর্ব্বমিদং জগৎ যেন ততং ব্যাপ্তম্; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২২ ॥

সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে; তাহাই ভূতসকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্তকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে,—যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না॥ ২১ ॥

সেই অব্যক্ত-অবস্থায় স্থিত পরমপুরুষই অনন্যভক্তিলভ্য। হে পার্থ! সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়াই ভূতসকল বর্ত্তমান এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

স্বভক্তানামনাবৃত্তিঃ স্ববিমুখানাং স্বাবৃত্তিরুক্তা ; সা সা চ কেন পথা গতানাং ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যত্রেতি। যোগিনো ভক্তাঃ কাম্যকর্ম্মিণশ্চ। অত্র 'কাল'শব্দেন কালাভিমানিনী দেবতোক্তা ; অগ্নিধূময়োঃ কালত্বাভাবাৎ 'কাল'শব্দেনোক্তিস্তু ভূয়সা মহরাদিশব্দানাং রাত্র্যাদিশব্দানাঞ্চ কালবাচিত্বাৎ তথাচার্চ্চিরাদিভির্ধূমাদিভিশ্চ দেবৈঃ পালিতঃ পন্থাঃ 'কাল'-শব্দেনোক্তো বোধ্যঃ ॥ ২৩ ॥

আমার অনন্যভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য-ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তি অনেক-কষ্টমিশ্রিতা ; তাঁহাদের গমনকাল ও মার্গ—দেশকাল-দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। তাহার বিবরণ অর্থাৎ যে-কালে মৃত্যু হইলে জ্ঞানি-যোগীদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে-কালে মৃত্যু হইলে (জ্ঞানহীনগণের) পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণ-কালে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ'শব্দ-দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ'শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল'শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কাল-প্রাপ্ত মনঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

তত্রানাবৃত্তিপথমাহ,—অগ্নিরিতি। অগ্নিজ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং শ্রুত্যুক্তোঽর্চ্চিরভিমানী দেব উপলক্ষ্যতে ; অহরিতি দিবসাভিমানী ; শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানী ; ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি ; ষণ্মাসাত্মকোত্তরায়ণাভিমানী। এতচ্চান্যেষাং সম্বৎসরাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণম্। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি—"অথ যদু চৈবাস্মিন শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বৈদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। অস্যার্থঃ,—অস্মিন্নর্চ্চিস্তব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শব-সম্বন্ধি কর্ম্ম দাহাদি কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি, উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্দৈবৈস্তমুপাস্যং প্রয়ান্তীতি। স্ফুটমন্যৎ। অত্র সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে বায়ুলোকো নিবেশ্যঃ ; বিদ্যুতঃ পরত্র ক্রমাদ্বরুণেন্দ্রপ্রজাপতয়ো বোধ্যাঃ, শ্রুত্যন্তরাদিত্যাকরে বিস্তরঃ। অমানবো নিত্যপার্ষদঃ পরেশস্য হরেঃ পুরুষঃ। এতেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ইত্যাহ সূত্রকারঃ,—"আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি। তথার্চ্চিরাদিভির্ভগবন্নিদেশৈশ্বর্য্যাদিশভির্দৈবৈঃ সেব্যমানেন পথা ভগবন্তং তদ্ভক্তাঃ প্রয়ান্তি ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি। এবমুক্তং নির্ণেতৃভিঃ—"অর্চ্চির্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ" ইতি ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মে কর্ম্মযোগিসকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন-রূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অথাবৃত্তিপথমাহ,—ধূমো রাত্রিরিতি। তত্রাপি পূর্ব্ববৎ ধূমরাত্রি-কৃষ্ণপক্ষষণ্মাসাত্মকদক্ষিণায়নানামভিমানিনো দেবা লক্ষ্যাঃ; সম্বৎসরপিতৃ-লোকাকাশচন্দ্রমসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণমেতৎ। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি,—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষ্যাণ্যান্ ষড় দক্ষিণেতি মাসাংস্তানেতেভ্যঃ সংবৎসরমভি প্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশ-মাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমরাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি। তথা চ ধূমাদিভিঃ পরেশনিদেশস্থৈরষ্টভির্দেবৈঃ পালিতেন পথা কাম্যকর্ম্মিণশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্য ভোগক্ষয়ে সতি তস্মাৎ পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

উক্তৌ পন্থানাবুপসংহরতি,—শুক্লেতি। অর্চ্চিরাদির্গতিঃ শুক্লা প্রকাশ-ময়ত্বাৎ ধূমাদিকা গতিঃ কৃষ্ণা প্রকাশশূন্যত্বাৎ। গতিঃ পন্থাঃ, এতে

জগতের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ; শুক্লমার্গে গতি-দ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গে গতি-দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই দুই মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগমার্গ, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কোন-কালে মোহ প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ উভয়-মার্গকে ক্লেশকর জানিয়া অনন্য-ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

গতী জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে তত্ত্বানাদি-ত্বাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৬ ॥

এতয়োঃ পথোর্বোধো বিবেকহেতুর্ভবতীতি তং স্তৌতি,—নৈতে ইতি। সৃতী পন্থানৌ জানন্ অর্চ্চিরাদির্মোক্ষায় ধূমাদিঃ সংসারায়েতি স্মরন্ কশ্চিদপি যোগী মদ্ভক্তো ন মুহ্যতি—ধূমাদিপ্রাপকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন ন নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। যোগযুক্তঃ সমাধিনিষ্ঠো ভবাপুনরা-বৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

সপ্তমাষ্টমাধ্যায়দ্বয়-জ্ঞানপ্রকারমাহ,—বেদেম্বিতি। বেদেষু ব্রহ্মচর্য্যগুরু-শুশ্রূষণাদিবিধিনা সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগনুষ্ঠিতেষু; তপঃসু শাস্ত্রোক্তেন বিধিনা সম্যক্ চরিতেষু; দানেষু দেশকালপাত্রপরীক্ষয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্যগ্দত্তেষু যৎ পুণ্যফলং স্বর্গরাজ্যাদিলক্ষণং প্রদিষ্টমুক্তম্। তৎ সর্ব্বং অত্যেত্যতিক্রমতি। কিং কৃত্বেত্যাহ,—ইদমিতি। ইদম-ধ্যায়দ্বয়োক্তং ভগবতো মম মদ্ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং সংপ্রসঙ্গেন বিদিত্বা তদ্বে-দনসুখাতিরিক্তং তৎ সর্ব্বং তৃণায় মন্যত ইত্যর্থঃ। ততো যোগী মদ্ভক্তিমান্ ভূত্বাদ্যমনাদিপরমমাত্মিকং মৎস্থানমুপৈতি ॥ ২৮ ॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন-ফলেই বঞ্চিত হইবে না; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তাহা তুমি ভক্তিযোগ-দ্বারা অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম অপ্রাকৃত-স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণাংশঃ পুরুষো যোগভক্ত্যা লভ্যোঽর্চ্চিরাদিভিঃ।
কৃষ্ণস্ত্বনন্যভক্ত্যৈবেত্যষ্টমস্য বিনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তশ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গের সহিত আমার ভজন করিতে করিতে যখন অনর্থ শেষ হয়, তখন সেই শ্রদ্ধা 'নিষ্ঠা'রূপে পরিণত হয়। শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই পাপসকল তিরোহিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজড়তা ও উপাস্য-সম্বন্ধে চিন্তামল থাকে; সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানমিশ্র ভাব, যোগমিশ্র ভাব ও ভুক্তিমুক্তি-দূষিত ভাব,—এই সমস্তই ভজনতত্ত্বের অনর্থ। এই-সকল অনর্থ হইতে ভজন যত পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তিবৃত্তি ততই 'কেবলা' হইয়া বিশুদ্ধ-তত্ত্ব ভগবানকে আশ্রয় করে;—ইহাই অষ্টম-অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ



শ্রীভগবানুবাচ,—
ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

ভক্ত্যুদ্দীপ্তিকরং স্বস্য পারমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
স্বভক্তেশ্চ মহোৎকর্ষং নবমে হরিরূচিবান্ ॥

বিজ্ঞানানন্দঘনোঽসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নালয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং শুদ্ধভক্তি-সুলভ ইতি সপ্তমাদিভ্যামভিধায়েদানীং ভক্তেরুদ্দীপকং নিজৈশ্বর্য্যং তস্যাঃ প্রভাবং চাভিধাস্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—ইদমিতি ত্রিভিঃ। ইদং জ্ঞানং সংকীর্ত্তনাদিলক্ষণভক্তিরূপম্,—পরত্র 'ধর্ম্মস্যাস্য' ইত্যুক্তেঃ কীর্ত্তনাদে-শ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ, 'জ্ঞায়তেঽনেন ইতি নিরুক্তেশ্চ; তৎ কিল গুহ্যতমম্। দ্বিতীয়াদাবুপদিষ্টং দেহাদিবিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যং, সপ্তমাদাবুপদিষ্টং মদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং গুহ্যতরং, নবমাদাবুপদেশ্যং তু কেবলভক্তিলক্ষণমিদং জ্ঞানং গুহ্য-

---

হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়া-রহিত পুরুষ; অতএব তোমাকে পরম-বিজ্ঞানযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়-অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিকজ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা 'গুহ্য'; সপ্তম ও অষ্টম-অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছি, তাহা ভক্তিজনক বলিয়া 'গুহ্যতর'; কিন্তু এখন যে-জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা কেবলা-ভক্তিলক্ষণ, অতএব 'গুহ্যতম'; ইহা-দ্বারা গুণরূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করত তুমি গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

তমমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানসহিতং মদনুভবাবসানং তে বক্ষ্যামি। কীদৃশায়েত্যাহ,—অনসূয়ব ইতি। মদ্‌গুণেষু দোষারোপ-রহিতায় দুর্গমস্ত স্বরক্তাস্তকম্পয়োপদেষ্টরি ময়ি নিজৈশ্বর্য্যপ্রখ্যাপনেনাত্মানং প্রশংসতীতি দোষদৃষ্টিশূন্যায়েত্যর্থঃ। তেনান্যোঽপ্যেতদনসূয়ং প্রতি ব্রূয়াদিতি দর্শিতম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা ত্বমশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাং শাণ্ডিল্যবৈশ্বানরদহরাদিশব্দপূর্ব্বাণাং রাজা রাজবিদ্যা ; গুহ্যানাং জীবাত্মযাথাত্ম্যাদিরহস্যানাং রাজা রাজগুহ্যমিদং ভক্তিরূপং জ্ঞানম্ ;—"রাজদন্তাদিষ্বাহুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ।" তথাত্বং প্রতিপাদয়িতুং বিশিনষ্টি,—উত্তমং পবিত্রং লিঙ্গদেহপর্য্যন্তসর্ব্বপাপপ্রশমনাৎ ; যদুক্তং পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥" ইতি,—ক্রমোঽত্র পর্ণশতকবেধবদবোধ্যঃ। প্রত্যক্ষাবগমম্—অবগম্যত ইত্যবগমো বিষয়ঃ, স যস্মিন্ প্রত্যক্ষোঽস্তি,—শ্রবণাদিকেঽভ্যস্যমানে তস্মিংস্তদ্বিষয়ঃ পুরুষোত্তমোঽহমাবির্ভবামি ; এবমাহ সূত্রকারঃ,—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ইতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং গুরুশুশ্রূষাদিধর্ম্মৈর্নিত্যং পুষ্যমাণম্ ; শ্রুতিশ্চ,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদ্যা। কর্ত্তুং সুসুখং সুখসাধ্যম্,—শ্রোত্রাদিব্যাপারমাত্রত্বাৎ তুলসীপত্রাম্বুচুলুকমাত্রোপকরণত্বাচ্চ। অব্যয়মবিনাশি,—মোক্ষেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। এবং বক্ষ্যতি,—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদিনা ; কর্ম্মযোগাদিকং তু নেদৃশমতোঽস্য রাজবিদ্যাত্বম্,

এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত-গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্যসাধক, আত্মপ্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্ত-ধর্ম্মসাধক, নির্গুণ এবং সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

তত্রাহঃ,—রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি রাজ্ঞামিবোদারচেতসাং কারুণিকানামিব দিবমপি তুচ্ছীকুর্ব্বতামিয়ং বিদ্যা, ন তু শীঘ্রং পুত্রাদিলিপ্সয়া দেবানভ্যর্চ্চতাং দীনচেতসাং কর্ম্মিণাম্ ; রাজানো হি মহারত্নাদিসম্পদপানিহ্নুবানাঃ স্বমন্ত্রং যথাতিযত্নান্নিহ্নুয়তে তথাস্যাং বিদ্যামনিহ্নুবানা মদ্ভক্তা এতামতিযত্নান্নিহ্নুবীরন্নিতি ; সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

নন্বেবং সুকরে ধর্ম্মে স্থিতে ন কোঽপি সংসরেদিতি চেত্তত্রাহ,—অশ্রদ্দধানা ইতি। ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং মদ্ভক্তিলক্ষণং ধর্ম্মং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধপ্রভাবমপ্যশ্রদ্দধানা দৃঢ়বিশ্বাসেন তমগৃহ্নন্তঃ স্তুতিমাত্রমে-

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধরতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-রূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ ! যে-সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্মরূপ ভগবদ্‌রতিপ্রদ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আমা-হইতে নিবৃত্ত হয় এবং দুরন্ত সংসারবর্ত্মে পতিত থাকে ॥ ৩ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত আছি ; চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত, তাহা নয় ; আমি—পূর্ণবিভু-চৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

বৈতদিতি যে মন্যন্তে, তে মৎপ্রাপ্তয়ে সাধনান্তরাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি ভক্তা- বহেলনান্মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরাং বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

অথ স্বভক্ত্যুদ্দীপকমদ্ভুত-মৈশ্বর্য্যমাহ,—ময়েতি। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়াগ্রা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া সর্ব্বমিদং জগত্ততং ধর্ত্তুং নিয়ন্তুং ব্যাপ্তম্। অতএব সর্ব্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতির্মদধীনা; তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং ন চাবস্থিতো মম স্থিতিস্তদধীনা নেত্যর্থঃ। ইহ নিখিলজগদন্তর্যামিণা স্বাংশেনান্তঃ প্রাবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি চেত্যুক্তম্; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,— "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা; ইহাপি বক্ষ্যতি,—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

নব্বতিগুরুং ভারং বহতস্তে মহান্ খেদঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন চেতি। ঘটাদাবুদকাদীনীব ভারভূতানি চ ভূতানি সংস্পৃষ্টানি ময়ি ন সন্তি। তর্হি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানীত্যুক্তির্বিরুদ্ধেতেতি চেত্তত্রাহ,—পশ্যেতি। ম ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জানীহি;—"যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্য্যেষু" ইতি

যেহেতু আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তিপ্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর-যোগ জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায় আমি—সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

নিরুক্তের্যোগোঽবিচিন্ত্যশক্তিবপুঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণো ধর্ম্মস্তমিত্যর্থঃ। এত- দেব বিস্ফুটয়তি,—ভূতভৃদিতি ভূতভৃৎ ভূতানাং ধারকঃ পালকশ্চাহং ভূতস্থো ভূতসংপৃক্তো নৈব ভবামি; যতো মমাত্মা মন এব ভূতভাবনঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণেনৈশ্বরেণ যোগেনৈবাহং ভূতানাং ধারণং পালনঞ্চ করোমি, ন তু স্বমূর্ত্তিব্যাপারেণেত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিনা। যদ্যপি স্বরূপান্ন মনো ভিন্নং, তথাপি সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষাদ্বাস্তবং ভেদকার্য্য- মাদায়ৈব তথোক্তং বোধ্যম্ ॥ ৫ ॥

এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয়; অতএব এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বদ্ধ-জীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন কোন অংশে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি; বিচারপূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা না করিতে পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে। আকাশ— একটি সর্ব্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট; তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশস্থানীয় আমি—সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্প-সমাপ্ত হইলে সমস্ত ভূত আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতি-দ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৎসংকল্পায়ত্তা স্থিতির্বৃত্তিশ্চেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। যথা নিরালম্বে মহত্যাকাশে নিরালম্বো মহান্ বায়ুঃ স্থিতঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি, তস্য তস্য চ নিরালম্বতয়া স্থিতির্মৎসঙ্কল্পাদেব প্রবৃত্তিশ্চেত্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ,—"যদ্ভীষা বাতঃ পবতে" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চোপধারয়েতি, তথা সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতানি মৎস্থানি তৈরসংস্পৃষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়ৈব সঙ্কল্পমাত্রেণ ধৃতানি নিয়মিতানি চেত্যুপধারয়; অন্যথা আকাশাদীনি বিভ্রংশেরন্নিতি ॥ ৬ ॥

স্বসংকল্পাদেব ভূতানাং স্থিতিরুক্তা। অথ তস্মাদেব তেষাং সর্গপ্রলয়াবাহ,—সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে চতুর্মুখাবসানকালে সর্ব্বাণি ভূতানি মৎসঙ্কল্পাদেব মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি। প্রকৃতিশক্তিকে

এই ভূতজগৎ—আমারই প্রকৃতির অধীন। উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময় আমা-কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হয়; আমি আমার প্রকৃতি-দ্বারা তাহদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয়! সেইসকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি সেইসকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি বাস্তব উদাসীন নই, চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচালিত হয় না; ইহারা মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ-চিদানন্দ-বিলাসের পুষ্টিই হয়। জড়ীয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য-ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

...বি বিলীয়ন্তে কল্পাদৌ পুনস্তান্যহমেব 'বহু স্যাম্' ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ ...বিধোন সৃজামি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিমিতি। স্বামাত্মীয়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায় সঙ্কল্প...ত্রেণ মহদাদ্যাত্মনা পরিণময্যেমং চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং বিসৃজামি পুনঃপুনঃ ...লে কালে। কীদৃশমিত্যাহ,—প্রকৃতেঃ প্রাচীনকর্ম্মবাসনায়া বশাৎ ...ভাবাদবশং পরতন্ত্রং তথা চাচিন্ত্যশক্তেরসঙ্গস্বভাবস্য মম সঙ্কল্পমাত্রেণ ...ং কুর্ব্বতো ন তৎসংসর্গগন্ধো, ন চ কোঽপি খেদলেশ ইতি ॥ ৮ ॥

নমু বিষমাণি সৃষ্টিপালনলক্ষণানি কর্ম্মাণি বৈষম্যাদিনা ত্বাং বধ্নীয়ুরিতি ...আহ,—ন চেতি। তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি ন ময়ি বৈষম্যাদি ...জয়ন্তি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্—উদাসীনবদিতি। জীবানাং দেব...নবতির্য্যগাদিভাবে তত্তদভ্যুদয়তারতম্যে চ তেষাং পূর্ব্বার্জ্জিতানি ...ণ্যেব কারণানি; অহং তু তেষু বিষমেষু কর্ম্মস্বৌদাসীন্যেন স্থিতোঽসক্ত ...তি ন ময়ি বৈষম্যাদি-দোষগন্ধঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ...ত্যাদিনা। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বং ন সিদ্ধ্যেদত উক্তম্,—উদাসীনবদিতি ॥৯

তৎ প্রতিপাদয়তি,—ময়েতি। সত্যসঙ্কল্পেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ জীবপূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে জনয়তি বিষমগুণা সতী,—অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদীক্ষণেন

প্রকৃতি—আমারই শক্তি; আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে; সেই কটাক্ষ-দ্বারা চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃপুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

হেতুনা তজ্জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনরুদ্ভবতি। হে কৌন্তেয়! শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ॥" ইতি সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনঞ্চ ন বিরুদ্ধম্। "যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে" ইত্যাদি স্মরণাচ্চৈতদেবং মদধিষ্ঠাতৃ-

আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময় এবং আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে; কিন্তু আমি—সমস্ত-কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড়জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তি-প্রভাব। আমি—জড়বিধি-সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য-স্বরূপ হইয়াও স্বস্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করে, সে তাহাদের মায়াবদ্ধ-বুদ্ধির কার্য্যমাত্র। আমার পরমভাব তাহা নয়; আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও, আমার শক্তি-দ্বারা আমি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত-ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥১১॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মাত্রং খলু প্রকৃতেরপেক্ষ্যম্। মদ্বিনা কিমপি কর্ত্তুং ন সা প্রভবেৎ,—ন হ্যসতি রাজ্ঞঃ সিংহাসনাধিষ্ঠাতৃত্বে তদমাত্যাঃ কার্য্যে প্রভবঃ ॥ ১০ ॥

নন্বীদৃশমহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ,—অব-জানন্তীতি। ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বজ্ঞং মহা-কারুণিকঞ্চ মাং মূঢ়াস্তেঽবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি,—মানুষীমিতি মানুষসন্নিবেশিনীং মানুষচেষ্টাবহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নিত্যং প্রাপ্তং মামিতররাজকুমারতুল্যঃ কশ্চিদুগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যাবমন্যন্ত ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চ-ভৌতিক্যেব, ন চ ভগবত্তনুস্তাদৃক্,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়" ইতি "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" ইতি শ্রবণাৎ, তথাত্বে তদবজ্ঞাতৃণাং মৌঢ্যাখ্যাযোগাদ্ব্রহ্মাদিবন্দ্যত্বাযোগাচ্চ। এবংবুদ্ধিস্তেষাং কুতো যয়া তে মূঢ়া ভণ্যন্তে? তত্রাহ,—পরমিতি পরমসাধারণং ভাবং

যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি-জন্য উদিত হয়, তবে শুন। মূঢ়-লোকেরা রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরর্থক হয় এবং লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়। তুচ্ছফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত তাহারা আর বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যদি কখনও জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদবাদরূপ দুষ্ট-জ্ঞান-দ্বারা তাহাদের বিদ্যা-লোপ হয়। তখন তাহারা মনে করে যে, 'আমার এই মূর্ত্তি—মায়াময়ী, এবং আমি—ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীনতত্ত্ব!! আমার উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হইবে।' ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুর স্বভাব-দ্বারা তাহাদের দৈবী-প্রকৃতি লুপ্তা হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

স্বভাবমজানন্তঃ মানুষাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্ব-সর্ব্বেশত্ব-মোক্ষদত্বা স্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তির্বিশেষবিজ্ঞা ভেদকার্য্যামাদায় বোধ্যা। যত্তু বসুদেবসূনোর্দ্বারিকাবিপতেঃ সূতিকাগৃহ বিভূর্তমেব স্বরূপং নৈজং চতুর্ভুজত্বাত্ততো ব্রজং গচ্ছতঃ স্বরূপস্ত মানুষ দ্বিভুজত্বাদত উক্তম্—"বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ইতিবৎ, অস্তি তন্নির ধানম্;—'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' ইতি তদুক্তেঃ, 'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন' ইতি পার্থপ্রার্থনয়া চতুর্ভুজং তং প্রতি 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপম্' ইত্যাদি পার্থ বাক্যাচ্চ তস্মান্মানুষ্যসংনিবেশিত্বমেব তত্তনোর্মনুষ্যত্বমিত্যুক্তম্—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে, "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইতি শ্রীভাগবতে চ। মনুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যাচ্চ তস্যাত্বং। যথা মনুষ্যোঽপি রাজা দেববৎ সিংহবচ্চ বিচেষ্টনান্ন দেবো নৃসিংহশ্চ ব্যপ দিশ্যতে, তস্মাদ্দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স মনুষ্যভাবেনোক্তহেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ। ন খলু ভুজভূয়া পরেশত্বম্,—কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ, বিভুচৈতন্যত্বং জগ জন্মাদিহেতুত্বং বা পরেশত্বম্; তচ্চ দ্বিভুজেঽপি তস্মিন্নস্ত্যেব তচ্চ ন চ দ্বিভুজত্বং সাদি,—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" ইতি তস্যানাদিসিদ্ধত্বশ্রবণাৎ প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যত্র—প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ। তস্মাদ্বৈদূর্য্য-

---

হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফল কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদরূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল-ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

মণৌ নানারূপাণি ইব তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎ সিদ্ধান্যেব যথারুচ্যুপাঙ্গানীতি শান্তোদিতত্ব-নিত্যোদিতত্ব-কল্পনা দূরোৎসারিতা ॥ ১১ ॥

নন্বু পাঞ্চভৌতিক-মানুষতনুমাত্রপুণ্যাঃ পুরুষেভ্যাঃ কোঽপ্যয়মিতি ভাবেন ত্বামবজানতাং কা গতিঃ স্যাত্তত্রাহ,—মোঘেতি। যদি তে ঈশ্বর-ভক্তা অপি স্যুস্তদাপি মোঘাশা নিষ্ফলমোক্ষবাঞ্ছাঃ স্যুঃ; যদি তেঽগ্নি-হোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ঠাস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ পরিশ্রমরূপাগ্নিহোত্রাদিকাঃ স্যুঃ; যদি তে জ্ঞানায় বেদান্তাদিশাস্ত্রপরিশীলিনস্তদা মোঘজ্ঞানা নিষ্ফলতত্ত্ববোধাঃ স্যুঃ। এবং কুতঃ? যতস্তে বিচেতসঃ নিত্যসিদ্ধমনুষ্যসন্নিবেশি-সাক্ষাৎ-পরব্রহ্মমদবজ্ঞাজনিতপাপপ্রতিবদ্ধবিবেকজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। অতএবমুক্তং বৃহদ্বৈষ্ণবে,—"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ" ইতি। তর্হি তে কিং ফলং লভন্তে? তত্রাহ,—রাক্ষসীং হিংসাদিপ্রচুরাং তামসীং আসুরীং কামগর্ব্বাদিপ্রচুরাং রাজসীং মোহিনীং বিবেকবিলোপিনীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা নরকে নিবাসার্হাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতি-যুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি-ব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক-কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার-নির্ব্বাহ-কালে ভক্তি-যোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

তর্হি কে ত্বামাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ,—মহাত্মান ইতি। যে নরাকৃতি-পরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গেন তাদৃশমন্নিষ্ঠয়া বিস্তীর্ণাগাধমনসো মদীয়েঽপি সহস্রশীর্ষাদ্যাকারেঽরুচয়স্তে মনুষ্যা অপি দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ সন্তো নরাকৃতিং মাং মধ্যভূতাদিবিধিরুদ্রাদি-সর্ব্বকারণমব্যয়ং নিত্যঞ্চ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে, অনন্যমনসো নরাকার এব ময়ি নিখাতচিত্তাঃ ॥১৩॥

ভক্তিপ্রকারমাহ,—সততমিতি দ্বয়েন। সততং সর্ব্বদা দেশকালাদি-বিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ সুধা-মধুরাণি মম কল্যাণগুণকর্ম্মানু-বন্ধীনি গোবিন্দ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তো মামুপাসতে,

হে অর্জ্জুন! অনন্য-ভক্তসকল যে আর্ত্তাদি-ভক্তগণ-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 'মহাত্ম'-পদবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেকপ্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিনপ্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ (১) 'অহংগ্রহোপাসক', (২) 'প্রতীকোপাসক' এবং (৩) 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে (১) 'অহংগ্রহোপাসক' প্রধান; তিনি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন। ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার যজ্ঞ; এই অভেদ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন। (২) প্রতীকোপাসকগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন; তাঁহারা ভগবান-হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। (৩) তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন, এইপ্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হয় ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

নমস্যন্তশ্চ মদর্চ্চনা-নিকেতেষু গত্বা ধূলিপঙ্কাপ্তেষু ভূতলেষু দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ। কীর্ত্তয়ন্তো মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। 'চ'-শব্দো-ঽনুক্তানাং শ্রবণার্চ্চনবন্দনাদীনাং সমুচ্চায়কঃ। যতন্তঃ সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপগুণাদিযাথাত্ম্যনির্ণয়ায় যতমানাঃ; দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ান্যস্খলিতা-ন্যেকাদশীজন্মাষ্টম্যুপোষণাদীনি ব্রতানি যেষাং তে; নিত্যযুক্তা ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং বাঞ্ছন্তঃ "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদ্বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিক-'ক্ত'প্রত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

এবং কেবলস্বরূপনিষ্ঠান্ কীর্ত্তনাদিশুদ্ধভক্তিপ্রধানান্মহাত্মশব্দিতানভি-ধায় গুণীভূত-তৎকীর্ত্তনাদিজ্ঞানপ্রধানান্ ভক্তানাহ,—জ্ঞানেতি। পূর্ব্বতো-ঽন্যে কেচন ভক্তাঃ পূর্ব্বোক্তেন কীর্ত্তনাদিজ্ঞানযজ্ঞেন চ যজন্তো মামুপাসতে। তত্র প্রকারমাহ,—বহুধা বহুপ্রকারেণ পৃথক্ত্বেন প্রপঞ্চাকারেণ প্রধান-মহদাদ্যাত্মনা বিশ্বতোমুখমিন্দ্রাদিদৈবতাত্মনা চাবস্থিতং মামেকত্বেনোপা-সতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ,—সূক্ষ্মচিদচিচ্ছক্তিমান্ সত্যসঙ্কল্পঃ কৃষ্ণো "বহু স্যাম্" ইতি স্বীয়েন সঙ্কল্পেন স্থূলচিদচিচ্ছক্তিমানেক এব ব্রহ্মাদিস্তম্বান্ত-বিচিত্রজগদ্রূপতয়াবতিষ্ঠত ইত্যনুসন্ধিনা তাদৃশস্য মম কীর্ত্তনাদিনা চ মামুপাসত ইতি ॥ ১৫ ॥

অহমেব জগদ্রূপতয়াবস্থিত ইত্যেতৎ প্রদর্শয়তি,—অহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুর্জ্যোতিষ্টোমাদিঃ শ্রৌতো, যজ্ঞো বৈশ্বদেবাদিঃ স্মার্ত্তঃ, স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ভেষজমৌষধিপ্রভবমন্নং বা, মন্ত্রো 'যাজ্যাপুরো হু'

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত ও বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

বাক্যাদির্য্যেনোদ্দিশ্য হবির্দেবেভ্যো দীয়তে, আজ্যং ঘৃতহোমাদিসাধনম্, অগ্নির্হোমাদিকারণমাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমো হবিঃপ্রক্ষেপঃ; এবং সর্ব্বাত্মনাহমেবাস্থিতঃ। পিতাহমিতি। অস্য স্থিরচরস্য জগতস্তত্র তত্র পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ, ধাতা ধারকত্বেন পোষকত্বেন চ তত্র তত্র স্থিতো রাগাদিশ্চাহমেব,—চিদচিচ্ছক্তিমতস্তদন্তর্যামিণো মত্তেষামনতিরেকাৎ; বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শুদ্ধিকরং গঙ্গাদিবারি, জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি জ্ঞানহেতুরোঙ্কারঃ সর্ব্ববেদবীজভূতঃ, ঋগাদিস্ত্রিবিধো বেদশ্শব্দাদথর্ব্ব চ গ্রাহ্যম্—তেষু নিয়তাক্ষরঃ পাদা ঋক্, সৈব গীতিবিশিষ্টা-সাম,—সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈব বাচকমিত্যাহুঃ, গীতিশূন্যমনিতাক্ষরং যজুঃ। এতত্ত্রিবিধং কর্ম্মোপযোগিমন্ত্রজাতমহমেবেত্যর্থঃ। গতিঃ সাধ্যসাধনভূত‌া ‘গম্যতে ইয়মনয়া চ’ ইতি নিরুক্তেঃ, ভর্ত্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি-নাশ-স্থিতি এবং অব্যয় বীজ, নিদাঘকালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্‌কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, এবং হে অর্জ্জুন! আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপ-রূপে আমার উপাসনা হয় ॥ ১৬-১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ ভোগস্থানং—‘নিবসত্যত্র’ইতি নিরুক্তেঃ, শরণং প্রপন্নার্ত্তিহৃৎ—‘শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্’ইতি নিরুক্তেঃ, সুহৃন্নিমিত্তহিতকৃৎ, প্রভবাদয়ঃ স্বর্গপ্রলয়স্থিতয়ঃ ক্রিয়া, নিধানং নিধির্মহাপদ্মাদির্নববিধঃ, বীজং কারণমব্যয়মবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনাশি। তপামীতি। সূর্য্যা-

---

এবম্বিধ ত্রিবিধ-উপাসনায় যদি ভক্তিগন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে ‘পরমেশ্বর’ বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্তৎকবায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (১) অহংগ্রহোপাসনায় যে উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা-ক্রমে শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। (২) প্রতীকোপাসনায় যে অন্য-দেবতাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। (৩) বিশ্বরূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্মজ্ঞান, তাহা স্বরূপাবির্ভাব-ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্য-লক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য-মঙ্গলস্বরূপা ভক্তির লাভ ঘটে না। অভেদবাদী সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক-সাম-যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয়ী অধ্যয়ন করত সোমপান-দ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকল-দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

রূপেণাহমেব নিদাঘে জগত্তপামি, প্রাবৃষি বর্ষং জলং বিসৃজামি মেঘরূপেন, কদাচিদবগ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্লামি আকর্ষামি, অমৃতং মোক্ষঃ, মৃত্যুঃ সংসারঃ, সৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মম্; এতৎ সর্ব্বমহমেব তথা চৈবং বহুবিধনামরূপাবস্থ-নিখিলজগদ্রূপতয়া স্থিত এক এব শক্তিমান্ বাসুদেব ইত্যেকত্বানুসন্ধিনা জ্ঞানযজ্ঞেন চৈকে যজন্তো মামুপাসতে ॥ ১৬-১৯ ॥

এবং স্বভক্তানাং বৃত্তিমভিধায় তেষামেব বিশেষং বোধয়িতুং স্ববিমুখানাং বৃত্তিমাহ,—ত্রৈবিদ্যেতি দ্বাভ্যাম্। তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারস্ত্রিবিদ্যং, তদ্যেঽধীয়তে বিদন্তি চ তে ত্রৈবিদ্যাঃ,—"তদধীতে তদ্বেদ" ইতি সূত্রাদণ্,—ঋগ্‌যজুঃসামোক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। ত্রয়ীবিহিতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা—ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপাণ্যবিদন্তোঽপি বস্তুতস্তদ্রূপেণাবস্থিতং মামেবারাধ্যেত্যর্থঃ। সোমপা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তঃ, পূতপাপা বিনষ্টস্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষাঃ সন্তো যে স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যমিত্যাদি বিস্ফুটার্থঃ। ময়ৈব দত্তমিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

ততশ্চ, তে তমিতি তে স্বর্গপ্রার্থকাঃ প্রার্থিতং তং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তৎপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তরীত্যা ভুবি ব্রাহ্মণাদিজন্মানি লভন্তে; পুনরপ্যেবমেব ত্রয়ী-

পরে সেই প্রভূত-সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

বিহিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তঃ কামকামাঃ স্বর্গভোগেচ্ছবো গতাগতং লভন্তে সংসরন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি,—অনন্যা ইতি। যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি,

তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসকসকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত-বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য-অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত-অর্থ প্রদান এবং পালনকার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়-সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব ভক্তদিগের কামনা থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত-বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত-বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাব-মোচন সম্পাদন করি ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব ময্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণামহমেব যোগক্ষেমমপ্রাপ্তাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ" ইতি। অন্যাহঃ,—তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধমভিযোগং বাঞ্ছতাং যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ মত্তোঽপুনরাবৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি; তেষাং মৎপ্রাপণভারো ময়ৈব, ন ত্বর্চ্চিরাদের্দেবগণস্যেতি। এবমেবাভিধাস্যতি দ্বাদশে,—'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' ইত্যাদিদ্বয়েন। সূত্রকারোঽপ্যেবমাহ,—"বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" ইতি ॥ ২২ ॥

নম্বিন্দ্রাদিযাজিনোঽপি বস্তুতস্ত্বদ্‌যাজিন এব তেষাং কুতো গতাগতমিতি চেত্তত্রাহ,—যেঽপীতি। যে জনা অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলেম্বিন্দ্রাদিষু

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর; আমা-হইতে স্বতন্ত্র অন্য-দেবতা নাই। আমি—স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন; প্রপঞ্চমধ্যে মায়ার গুণ-দ্বারা প্রতিভাত আমার রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ মায়িকরূপ দেবগণ—আমারই 'গৌণাবতার'; তাহাদের তত্ত্ব ও আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার 'গুণাবতার' বলিয়া সেই-সেই-দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনই বৈধ অর্থাৎ উন্নতিসোপানসম্মত। কিন্তু যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন; এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য-ফল-লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

ভক্তিমন্তঃ শ্রদ্ধয়া এত এব ফলপ্রদা ইতি দৃঢ়বিশ্বাসেনোপেতাঃ সন্তো যজন্তে যজ্ঞৈস্তানর্চ্চয়ন্তি, তেঽপি মামেব যজন্তি ইতি সত্যমেতৎ; কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং তে যজন্তি—যেন বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তিকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈব। অতস্তত্তে লভন্তে ॥ ২৩ ॥

অবিধিপূর্ব্বকতাং দর্শয়তি,—অহং হীতি। অহমেবেন্দ্রাদিরূপেণ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী পালকঃ ফলদশ্চেত্যেবং তত্ত্বেন মাং নাভিজানন্তি; অতস্তে চ্যবন্তি সংসরন্তি ॥ ২৪ ॥

আমিই সমস্ত-যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু'। যাহারা অন্য-দেবতাকে আমা-হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিকী উপাসনা-বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য-দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা—পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে এবং যাহারা—ভূতোপাসক, তাহারা অনিত্য ভূতত্বই লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিত্যচিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন; অতএব ফলদান-সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্ব নাই; আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষরূপে জীবের কর্ম্মফল বিধান করে ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

বস্তুতো মম তত্তদ্দেবতাদিরূপতয়া স্থিতত্বেঽপি তদ্রূপতয়া মজ্জ্ঞানাভাবাদেব তে মাং নাপ্নুবন্তীত্যাহ,—যান্তীতি। অত্রাদ্যপর্য্যায়ে ব্রত-শব্দঃ পূজাভিধায়ী পরত্রেজ্য-শব্দাৎ। দেবব্রতা দেবপূজকাঃ সাত্ত্বিকদর্শপৌর্ণমাস্যাদিকর্ম্মভিরিন্দ্রাদীন্ যজন্তস্তানেব যান্তি; পিতৃব্রতা রাজসাঃ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মভিঃ পিতৄন্ যজন্তস্তানেব যান্তি; ভূতেজ্যাস্তামসাস্তত্তদ্বলিভির্যক্ষরক্ষোবিনায়কান্ পূজয়ন্তস্তান্যেব ভূতানি যান্তি। মদ্যাজিনস্তু নির্গুণাঃ স্থূলদ্রৈব্যের্মামর্চ্চয়ন্তো মামেব যান্তি। অপিরবধারণে। অয়মর্থঃ,—ইন্দ্রাদীনাং বয়মুপাসকাস্ত এবাস্মাকমীশ্বরাঃ পূজাভিঃ প্রসীদন্তঃ ফলান্যভীষ্টানি দদ্যারিতি মদন্তদেবসেবকানাং ভাবনা, সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবস্তদ্দেবতাদিরূপেণাবস্থিতোঽস্মৎস্বামী স্থূলভোপচারৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ সর্ব্বাণ্যস্মদভীষ্টানি দদ্যাদিতি মৎসেবকানাং ভাবনা। ততশ্চ সমানাস্বেব কর্ম্মাণ্যুক্তিষ্ঠস্বোঽপি দেবাদিসেবিনো মদ্ভাবনা-বৈমুখ্যাস্তাম্লিজেষ্টানেবাচিরায়ুষোঽল্পবিভূতিনাশাদ্য তৈঃ সহ পরিমিতান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা তদ্বিনাশে বিনশ্যন্তি। মৎসেবিনস্তু মামনাদিনিধনং সত্যসঙ্কল্পমনন্তবিভূতিং বিজ্ঞানানন্দময়ং ভক্তবৎসলং সর্ব্বেশ্বরং প্রাপ্য মত্তঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে,—ময়া সাকমনন্তানি সুখানি অনুভবন্তে মদ্ধাম্নি দিব্যে বিলসন্তীতি ॥ ২৫ ॥

প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা যাহা দেন, তাহাই আমি অত্যন্ত-স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক বহুসম্ভার-দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক-শ্রদ্ধা-সহকারে যে-সকল পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ-ক্রমেই আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

এবমক্ষয়ানন্তফলত্বান্মদ্ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা সুখসাধ্যত্বাচ্চ সা কার্য্যেত্যাহ,—পত্রমিতি। পত্রং বা পুষ্পং বাপ্যন্যৎ, যৎসুলভং বস্তু যো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ মে সর্ব্বেশ্বরায় প্রযচ্ছতি, তস্য ভক্ত্যুপহৃতং প্রীত্যর্পিতং তত্তদনন্তবিভূতিঃ পূর্ণকামোঽপ্যহমশ্নামি যথোচিতমুপভুঞ্জে, তৎপ্রীত্যুদিতক্ষুত্তৃষ্ণঃ সন্ তদ্ভক্ত্যাবেশাত্তৎ সর্ব্বমশ্নীতি বা। তস্য কীদৃশস্যেত্যাহ,—প্রযতাত্মনো বিশুদ্ধমনসো নিষ্কামস্যেত্যর্থঃ। তথা চ নিষ্কামেণ মদস্থরক্তেনার্পিতং তদশ্নামি, তদ্বিপরীতেনার্পিতং তু নাশ্নামীত্যুক্তম্; 'ভক্ত্যা' ইত্যুক্ত্বাপি

ভক্ত্যধিকারীদের শ্রেণী চারিটি,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার,—অহংগ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার-সম্বন্ধে ব্যবহার চারিপ্রকার,—সকাম-কর্ম্ম, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া শেষে বিশুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। এখন, হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্মবীরস্বরূপে আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলাপুষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত আছ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ-ভক্ত বা সকাম-ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদায় আমাতেই অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্তসঙ্কল্প-সহকারে কৃত হইয়া গেলে কর্ম্মজড় লোকেরা অবশেষে ব্যবহারিকমতে আমাকে অর্পণ করে; বস্তুতঃ সে কিছু নয়; কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিত্যুক্তির্ভক্তিরেব মত্তোষিকা, ন তু দ্বিজত্ব-তপস্বিত্বাদিরিতি সূচয়তি। ইহ 'সততম্', 'অনন্যঃ', 'পত্রম্' ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ কীর্ত্তনাদিরূপ-বিশুদ্ধভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েত, ন তু কৃতার্পিতেতি। "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্" ইতি প্রহ্লাদবাক্যাৎ ; অতস্তথাত্র নোক্তেঃ ॥ ২৬ ॥

সততম্' ইত্যাদিভির্নিরপেক্ষাণাং ভক্তির্ময়া ত্বাং প্রত্যুক্তা, ত্বয়া তু পরিনিষ্ঠিতেন কীর্ত্তনার্চ্চনাদিকাং ভক্তিং কুর্ব্বতাপি লোকসংগ্রহায় নিখিলকর্ম্মার্পণাত্মমাপি ভক্তিঃ কার্য্যেতি ভাবেনাহ,—যদিতি। যত্ত্বং দেহযাত্রা-সাধকং লৌকিকং কর্ম্ম করোষি, যচ্চ দেহধারণার্থং অন্নাদিকমশ্নাসি, তথা যজ্জুহোষি বৈদিকমগ্নিহোত্রাদিহোমমনুতিষ্ঠসি, যচ্চ সৎপাত্রেভ্যঃ অন্নহিরণ্যাদিকং দদাসি, প্রত্যব্দমজ্ঞাতদুরিতক্ষতয়ে চান্দ্রায়ণঞ্চাচরসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং যথা স্যাত্তথা কুরুষ,—তেন মন্নিষ্ঠিতস্যাস্য লোকস্য সংগ্রহস্তস্যৈ মৎপ্রসাদো ভূয়ান্ ভাবীতি। ন চেয়ং সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিঃ সনিষ্ঠানামিতি বাচ্যম্,—তৈর্বৈদিকানামেব তত্রার্প্যমাণাৎ ; কিন্তু পরিনিষ্ঠিতানামেবেয়ম্,—তৈঃ 'যৎ করোষি' ইত্যাদি স্বামিনির্দ্দেশেন সর্ব্বকর্ম্মণাং তত্রার্পণাৎ। তে হি স্বামিনো লোকসংগ্রহং প্রয়াসমপনিনীষবস্তথা তান্যাচরন্তস্তং প্রসাদয়ন্তীতি ॥ ২৭ ॥

ঈদৃশভক্তেঃ ফলমাহ,—শুভেতি। এবং মন্নিদেশকৃতায়াং সর্ব্বকর্ম্মার্পণলক্ষণায়াং ভক্তৌ সত্যাং কর্ম্মরূপৈর্বন্ধনৈস্ত্বং মোক্ষ্যসে। কীদৃশৈরিত্যাহ,—

তাহা হইলে নিখিল-কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত-কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাস লাভ করত আমার স্বরূপগত সেবা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

শুভেতীষ্টানিষ্টফলৈস্তৎপ্রাপ্তিপ্রতীপৈঃ প্রাচীনৈরিত্যর্থঃ। কীদৃশস্ত্বমিত্যাহ,—সংন্যাসেতি ময়ি কর্ম্মার্পণং সংন্যাসঃ, স এব চিত্তবিশোধকত্বাদ্যোগস্তদ্যুক্ত আত্মা মনো যস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব কর্ম্মভির্ভবিষ্যস্যপি তু বিমুক্তঃ সন্ মামুপৈষ্যসি—মুক্তেষু বিশিষ্টঃ সন্ মাং সাক্ষাৎ সেবিতুং মদন্তিকং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

নন্থ ভক্তানেব বিমোচ্যান্তিকং নয়সি, নাভক্তানিতি তবাপি কিং সর্ব্বেশ্বরস্য রাগদ্বেষকৃতং বৈষম্যমস্তি ? তত্রাহ,—সমোঽহমিতি। দেবমনুষ্যতির্য্যক্স্থাবরাদিষু জাত্যাকৃতিস্বভাবৈর্বিষমেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন সৃষ্টিপালনকৃৎ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সমঃ পর্জন্য ইব নানাবিধেষু তত্ত্বীজেষু, ন তেষু—মে কোঽপি দ্বেষ্যঃ প্রিয়ো বেত্যর্থঃ। ভক্তানামভক্তেভ্যো বিশেষং বোধয়িতুমিহ তু-শব্দঃ। যে তু মাং ভজন্তি শ্রবণাদিভক্তিভিরনুকূলয়ন্তি, তে ভক্ত্যানুরক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে, তেষ্বহং চ সর্ব্বেশ্বরোঽপি ভক্ত্যা বর্ত্তে,—'মণিসুবর্ণ'-ন্যায়েন ভগবতোঽপি ভক্তেষু ভক্তিরস্তি,—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইত্যাদি-শ্রীশুকবাক্যাদিতি প্রেম্ণা মিথো বর্ত্তনবিশেষো দর্শিতঃ ; অন্যথা ত্ববিশেষাপত্তিঃ। তস্য প্রতিজ্ঞা স্বীদৃশ্যেবাবগম্যতে,—'যে যথা মাম্' ইত্যাদিনা। কল্পদ্রুমদৃষ্টান্তোঽপ্যত্রাংশিক এব,—তত্র মিথঃ প্রীত্যপ্রতীতেঃ পক্ষপাতাপ্রতীতেশ্চ ; তথাচ সর্ব্বত্রা-

---

আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই ; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

বিষমেঽপি ময়ি স্বাশ্রিতবাৎসল্যলক্ষণং বৈষম্যমস্তীত্যুক্তম্। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ" ইতি। নন্বু ভক্তেরপি কর্ম্মত্বানুসারেণ তেষু তত্ত্বাৎসল্যান্ন তল্লক্ষণে তদিতি চেন্নৈবমেতৎ,—

যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার'-শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধ-জীবের আচার দুইপ্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমস্তই সাম্বন্ধিক; আর শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহাই জীবের স্বরূপগত; তাহার অন্য নাম—অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তিও সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে, অর্থাৎ অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও দেহ-থাকা-পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না, অর্থাৎ যে-পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না-হওয়া-পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বল প্রকাশ-পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে; কিন্তু অতিশীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি-দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সহজেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুরাচার পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

স্বরূপশক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ কর্ম্মান্যত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ, "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি"ইতি। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তত্বাদ্দূষণমেতদিতি বাচ্যম্,—গুণশ্রেষ্ঠত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতা-লক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব; যদহং জুগুপ্সিত-কর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্দ্ধং পুষ্কন্নাহ,—অপি চেদিতি। অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে—সংকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে, তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ; মত্তোঽন্যাং দেবতাং ন ভজত্যাশ্রয়তীতি মদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুমর্থঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতু-মেব-কারঃ। তস্য তথাত্বেন মননে 'মন্তব্যঃ' ইতি স্বনির্দেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ,—ইতরথা প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ। উভয়থাপি বর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তঃ হেতুঃ পুষ্কন্নাহ,—সম্যগিতি—যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপ-শ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে,—"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ" ইতি ॥ ৩০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তি-পথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবেন না। তাঁহার অধর্ম্মাদি প্রথম-অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা-বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই ভজন-প্রাতিকূল্য-বাধক অনুতাপরূপ হরিস্মৃতি-দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিজনিত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে পরমা শান্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

নন্থ "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"ইতি দুরাচারিণস্তদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেত্তত্রাহ,—ক্ষিপ্রমিতি। স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং, মদেকান্তী তু মনসি ধৃতেনাতিপূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্ধূয় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি; শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তস্মাচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নমকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেবং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেরন্নিতি চেত্তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ,—কৌন্তেয়েতি। ত্বং তেষাং সভাং গত্বা প্রতিজানীহি—যে মদেকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি—মত্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি,—অপি তু তাদৃশেন ময়া পূতো মৎপ্রাপ্তিযোগ্যশ্চকাস্তি;—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তু মদেকান্তিতোঽন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যং,—স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য যদুক্তং, মৎস্মৃতিরূপং তত্তু প্রবলমিতি সুকুলীনৈরেব, ন তু দুষ্কুলীনৈরাঽর্ত্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি ॥ ৩১ ॥

মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু,—সর্ব্বেশ্বরোঽহং মদেকান্তিনাং আগন্তুকদোষান্ বিধুনোমীতি কিং চিত্রম্? যদতিপাপিনোঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গাদ্-

হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র-প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ধিধূতাবিদ্যা বিমুচ্যন্ত ইত্যাহ,—মাং হীতি। যে পাপযোনয়োঽন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং যোগিদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ,—"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" ইতি। স্ত্র্যাদয়ো যেঽশুদ্ধাচারাদিমন্তস্তেঽপি ॥ ৩২ ॥

কিমিতি। যদ্যেবং তর্হি ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ সৎকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্?

যখন অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; (কেন না, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়,) তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধী আচার-দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্রই দূরীভূত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবচ্ছ ভজন-মাত্রই কর ॥ ৩৩ ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর; তোমার শরীরকে আমার ভক্তিযজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর; তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

[ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

নাস্ত্যত্র সংশয়-লেশোঽপি; তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব অনিত্যং নশ্বরমসুখমীষৎসুখং বিনাশিত্বল্পসুখেঽস্মিঁল্লোকে রাজ্য-স্পৃহাং বিহায় নিত্যমনন্তানন্দং মামুপাস্য প্রাপ্নুহীতি স্বরাত্র ব্যজ্যতে। অত্রাস্য লোকস্যানিত্যত্বং কণ্ঠতো ব্রুবন্ হরির্মিথ্যাত্বং তস্য নিরাসৎ ॥ ৩৩ ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতস্যার্জ্জুনস্যাভীষ্টাং শুদ্ধাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি,— মন্মনা ইতি। রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনাস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্তো ভবতি; ত্বং তু তদ্বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তো ভব ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণবতি বসুদেবসূনৌ স্বস্বামিত্ব-স্বপুত্রত্ব-বুদ্ধ্যানবচ্ছিন্নমধুধারাবৎ সততং মনো যস্য সঃ, তথা মদ্যাজী তাদৃশ-স্যাতিমাত্রপ্রিয়স্য মমার্চ্চনে নিরতো ভব; তাদৃশং মামতিপ্রেম্ণা নমস্কুর

'শুদ্ধা ভক্তিই জীবের প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়, এবং শুদ্ধজীবই ভগবদ্ভজনের যোগ্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি-তত্ত্বই শুদ্ধজীবের উপাস্য।' এইটী (তত্ত্বকথাটি) যে পর্য্যন্ত না জানা যায়, সে পর্য্যন্ত পরমার্থচেষ্টা সুন্দররূপে হয় না। জ্ঞানমিশ্রতা, যোগমিশ্রতা ও কর্ম্মমিশ্রতা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; নবম অধ্যায়ে উপাস্য-তত্ত্বের শুদ্ধতাই একমাত্র উপদিষ্ট। শুদ্ধ উপাস্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই তত্ত্বের মলসকল বর্ণনপূর্ব্বক দেখাইতে হয়। এইজন্য বিজ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধচিৎস্বরূপা ভগবন্মূর্ত্তির নিত্যসিদ্ধত্ব দেখান হইল। সেই নিত্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেই জ্ঞানী, যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তসকল সেই পরমার্থ-তত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা

কুরু। প্রণম। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিবেশ্য মৎপরায়ণো মদেকাশ্রয়ঃ সন্ মামুপৈষ্যসি। এষা ভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েতেতি বোধ্যম্ ॥৩৪॥

পাত্রাপাত্রবিচারা শূন্যা স্পর্শাৎ সর্ব্বাঘনাশিনী।
গঙ্গেব ভক্তিরেবেতি রাজগুহ্যমিহ স্মৃতা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথগ্‌বোধে অন্যান্য দেবতার উপাসনা—নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য; যেহেতু, সেই সেই দেবতার ভজন করিলে সেই সেই খণ্ডভাববিশিষ্ট-গতি-লাভ হয়। ভক্তিযোগের কথা এই যে, অন্য-দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষ-শূন্যভাবে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা-পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এরূপ অনন্য-ভক্ত যদি প্রথমাবস্থায় সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধু; যেহেতু অতিস্বল্প-দিনের মধ্যে ঐকান্তিক-ভাবে দৃঢ় হইলে আর কোনপ্রকার চরিত্রকষায় থাকিবে না। আমার শুদ্ধা ভক্তিই সেই ফল উৎপত্তি করিবে। শুদ্ধভক্তের নাশ বা পতন কখনই হয় না; যেহেতু, আমি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করি। অতএব শুদ্ধভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই চতুরের কার্য্য।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ



শ্রীভগবানুবাচ,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

সপ্তমাদৌ নিজৈশ্বর্য্যং ভক্তিহেতু যদীরিতম্।
বিভূতিকথনেনাত্র দশমে তৎ প্রপুষ্যতে ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বত্র স্বৈশ্বর্য্যনিরূপণসংভিন্না সপরিকরা স্বভক্তিরুপদিষ্টা। ইদানীং তস্যা উৎপত্তয়ে বিবৃদ্ধয়ে চ স্বাসাধারণীঃ প্রাক্ সংক্ষিপ্যোক্তাঃ স্ববিভূতী-বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ,—ভূয় ইতি। হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে পরমং বচঃ শৃণু—শৃণ্বন্তং প্রতি শৃণ্বিত্যুক্তিরুপদেশ্যেঽর্থে সমব-ধানায়। পরমং শ্রীমৎ মদ্দিব্যবিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্তে তুভ্যমহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি—"ক্রিয়ার্থোপপদ" ইত্যাদি-সূত্রাচ্চতুর্থী,—বিজ্ঞমপি ত্বাং বিস্মিতং কর্ত্তু মিত্যর্থঃ। হিতকাম্যয়া মদ্ভক্ত্যুৎপত্তি-তদ্বিবৃদ্ধিরূপ-ত্বৎকল্যাণবাঞ্ছয়া। তে কীদৃশায়েত্যাহ,—প্রীয়মাণায়েতি পীযূষপানাদিব মদ্বাক্যাৎ প্রীতিং বিন্দতে ॥ ১ ॥

হে মহাবাহো! তুমি প্রেমবান্, তোমার হিতকামনায় আমি আমার বিভূতি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সকল পরমবাক্য সংক্ষেপে বলিয়াছি, তাহা বিশেষ করিয়া এখন বলিতেছি; তুমি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

এতচ্চ মদ্ভক্তানুকম্পাং বিনা দুর্বিজ্ঞানমিতি ভাববানাহ,—ন মে ইতি। সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ মহর্ষয়শ্চ সনকাদয়ঃ মে প্রভবং প্রভুত্বেন ভবমনাদি-দিব্যস্বরূপগুণবিভূতিমত্তয়াবর্ত্তনমিতি যাবৎ ন বিদুর্ন জানন্তি। কুত ইত্যাহ,—অহমাদিরিতি। যদহং তেষামাদিঃ পূর্ব্বকারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ

আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ; অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-জগতে আমার নরাকার-স্বরূপে উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন; তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন-সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরমতত্ত্ব, এইরূপ মনে করেন। কিন্তু পরমতত্ত্ব তাহা নয়; পরমতত্ত্ব-স্বরূপ আমি—সর্ব্বদা অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষ-গুণ-সম্পন্ন, নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। আমার অপরা-শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর' এবং অপরা-শক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটি অস্ফুট মূর্ত্তিই 'ব্রহ্ম'; অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' ও 'ব্রহ্ম', আমার এই স্ফূর্ত্তিদ্বয়ই সৃষ্ট-বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ-অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই। তখন উক্ত ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়া-দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বলিয়া মনে করেন এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপে লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্তসকল, স্বীয়

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

প্রকারৈরুৎপাদকতয়া বুদ্ধ্যাদি-দাতৃতয়া চেত্যর্থঃ। দেবত্বাদিকমৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ ময়ৈব তেভ্যস্তত্তদারাধনতুষ্টেন দত্তমতঃ স্বপূর্ব্বসিদ্ধং মাং মদৈশ্বর্য্যঞ্চ তে ন বিদুঃ ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"কো বা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টির্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ" ইতি চৈবমাদ্যা ॥ ২ ॥

ইদং তাদৃশমদ্বিষয়কং জ্ঞানং কস্যচিদেব ভবতীতি ভাবেনাহ,—যো মামিতি। মর্ত্ত্যেষু বর্ত্তমানেষ্বপি সহস্রেষু মধ্যে যো যাদৃচ্ছিক-মত্তত্ত্ববিৎ সৎপ্রসঙ্গী কশ্চিজ্জনো মামনাদিমজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি, সোঽসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অত্র 'অজম্'ইত্যনেন প্রধানাদচিদ্বর্গাৎ সংসারিবর্গাচ্চ ভেদঃ। আদ্যস্য স্বপরিণামেনান্ত্যস্য দেহজন্মনা চ জন্মিত্বাৎ ; 'অনাদিম্'ইত্যনেন বিশেষিতে তু মুক্তচিদ্বর্গাচ্চ ভেদস্তস্যাজত্বমাদিমদেব দেহসম্বন্ধেন জন্মিত্বস্য পূর্ব্ববৃত্তিত্বাৎ ; 'লোকমহেশ্বরম্' ইত্যনেন নিত্যমুক্তচিদ্বর্গাৎ প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ ভেদস্তেষামনাদ্যজত্বে সত্যপি লোকমহেশ্বরত্বাভাবাৎ। পুন 'অনাদিম্' ইত্যনেন বিশেষিতে বিধি-রুদ্রাভ্যাঞ্চ ভেদ-

---

ক্ষুদ্র-জ্ঞানের পরিচালনা-দ্বারা, অচিন্ত্যতত্ত্বের অবগতি সহজ নয়, মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন ; তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে সহজজ্ঞান-দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বলোকের 'মহেশ্বর' ও 'অনাদি' বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত হন, তিনি প্রপঞ্চদুষ্ট বুদ্ধিরূপ সমস্ত-পাপ অর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

স্তয়োর্লোকমহেশ্বরতায়াঃ সাদিত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরেণৈব তয়োঃ সেত্যন্যত্র বিস্তরঃ। ইত্থঞ্চ সর্ব্বদা হেয়সম্বন্ধাভাবান্নিত্যসিদ্ধসার্ব্বৈশ্বর্য্যাচ্চ সর্ব্বেতরবিলক্ষণং যো বেত্তি, স মদ্ভক্ত্যুৎপত্তিপ্রতীপৈর্নিখিলৈঃ কর্ম্মভির্বিমুক্তো মদ্ভক্তিং বিন্দতি ; অসংমূঢ়োঽন্যসজাতীয়তয়া মজ্জ্ঞানং সংমোহস্তেন বিবর্জ্জিতঃ,—ন চ দেবক্যাং জাতস্য তে কথমজত্বং তস্যামজত্বমবিহায়ৈব জাতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অথাত্মনঃ সর্ব্বাদিত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ প্রপঞ্চয়তি,—বুদ্ধিরিতি দ্বাভ্যাম্। 'বুদ্ধিঃ' সূক্ষ্মার্থবিবেচনসামর্থ্যং ; 'জ্ঞানং' চিদচিদ্বস্তুবিবেচনম্ ; 'অসংমোহঃ' ব্যগ্রত্বাভাবঃ ; 'ক্ষমা' সহিষ্ণুতা ; 'সত্যং' যথাদৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণম্ ; 'দম' অনর্থবিষয়াচ্ছ্রোত্রাদের্নিয়মনম্ ; 'শমঃ' তস্মান্মনসঃ ; 'সুখম্' আনুকূল্যেন বেদ্যম্ ; দুঃখং তু প্রাতিকূল্যেন বেদ্যম্ ; 'ভবঃ' জন্ম ; 'অভাবঃ' মৃত্যুঃ ; 'ভয়ম্' আগামিদুঃখকারণবীক্ষণাত্ত্রিত্রাসঃ ; তন্নিবৃত্তিঃ 'অভয়ম্' ; 'অহিংসা' পরপীড়নাজনকতা ; 'সমতা' রাগদ্বেষশূন্যতা ; 'তুষ্টিঃ' অদৃষ্টলব্ধেন সন্তোষঃ ; 'তপঃ' বেদোক্তকায়ক্লেশঃ ; 'দানং' স্বভোগ্যস্য সৎপাত্রেঽর্পণম্ ; 'যশঃ' সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ ; তদ্বিপরীতম্ 'অযশঃ' ; এবমাদয়ো ভাবা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং মত্তো মৎসঙ্কল্পাদেব ভবন্তীত্যহমেব তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ। পৃথগ্বিধা ভিন্নলক্ষণা ॥ ৪-৫ ॥

সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়-সমর্থ বুদ্ধি, আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশ, এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব ; আমিই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ৪-৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ,—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত ভৃগ্বাদয়স্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদয় একাদশৈতে মহর্ষয়স্তথা মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয় এবং পঞ্চবিংশতিরেতে মানসা হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম মনঃপ্রভৃত্যোতো জাতা মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাস্তৎপ্রভাবেনোপলব্ধ-মজ্-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্ত্য ইত্যর্থঃ ;—যেষাং ভৃগ্বাদীনাং পঞ্চবিংশতেরিমা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ প্রজা জন্মনা বিদ্যয়া চ সন্ততিরূপা ভবন্তি ॥ ৬ ॥

উক্তার্থজ্ঞানফলমাহ,—এতামিতি। এতাং বিধিরুদ্রাদিদেবতাসনকাদিমহর্ষিস্বায়ম্ভুবাদিমনুপ্রমুখঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চো মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তি-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিকো ভবতীত্যেবং পারমৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতিং, যোগমনাদ্যজস্বাদিভিঃ কল্যাণগুণরত্নৈর্মম সম্বন্ধঞ্চ যো বেত্তি সর্ব্বেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন বাসুদেবেনোপদিষ্টমিদং তাত্ত্বিকং ভবতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন যো গৃহ্লাতি স অবিকল্পেন

মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত-সনকাদি ব্রহ্মর্ষিচতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু—সকলেই আমার শক্তিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন; তাঁহাদেরই বংশ বা শিষ্যাদি-ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম-সীমা আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তিজনিত বিভূতি-জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম-সীমা ভক্তিযোগ,—এই দুই বিষয় যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ-রহিত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

স্থিরেণ যোগেন মদ্ভক্তিলক্ষণেন যুজ্যতে সম্পন্নো ভবতি ;—এতাদৃশতয়া মজ্‌জ্ঞানং মদ্ভক্তেরুৎপাদকং বিবর্দ্ধকঞ্চেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অথ চতুঃশ্লোক্যা পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকং চাত্মযাথাত্ম্যং তাবদাহ,—অহমিতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখস্য প্রপঞ্চস্য প্রভবো হেতুঃ; এবমেবাথর্ব্বসু পঠ্যতে,—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ" ইতি, "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয় ইত্যুপক্রম্য "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" ইত্যাদি ;—এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ,—"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ" ইত্যাদ্যন্তরপাঠাৎ। তদাহুঃ,—"একো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নী সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যত্র ছান্দোগৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিস্তোমঃ স্তোমমুচ্যতে" ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায়াথ পুনরেব "নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসা ধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপোবৈরাগ্যম্" ইতি; তত্র "চতুর্ম্মুখো জায়তে" ইত্যাদি চ; ঋক্ষু চ—"যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধসম্" ইত্যাদি; মোক্ষধর্ম্মে চ,—"প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, সমস্ত-বস্তুরই উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও ;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত'; অপর সকলেই 'অপণ্ডিত ॥৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ॥” ইতি, বারাহে চ,—“নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোঽভব-দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ॥” ইতি। এবঞ্চ মদিতরনিখিলোপাদান-নিমিত্তভূতোঽহমিত্যুক্তম্; যন্মৎসম্ভূতং, তৎ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীন-প্রবৃত্তিকমিতি; মদন্তনিখিলনিয়ন্তা চাহমিত্যুক্তম্। ইতি মত্বা মমেদৃশত্ব সদ্গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তো বুধা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

ভক্তেঃ প্রকারমাহ,—মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা মৎস্মৃতিপরা মদ্গতপ্রাণা মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমক্ষমাঃ মীনা ইব বিনাম্ভঃ পরস্পরং মদ্রূপগুণ-লাবণ্যাদি বোধয়ন্তস্তথা মাং স্বভক্তবাৎসল্যানীরধিমতিবিচিত্রচরিতং কথয়ন্ত-শ্চেত্যেবং স্মরণশ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণৈর্ভজনৈঃ সুধাপানৈরিব তুষ্যন্তি, তথৈব তেষ্বেব রমন্তে চ যুবতিস্মিতকটাক্ষাদিম্বিব যুবানঃ ॥ ৯ ॥

এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ;—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগ-মার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি; তাঁহারা তাহা-দ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

নন্বু স্বরূপেণ গুণৈর্বিভূতিভিশ্চানন্তং ত্বাং কথং গুরূপদেশমাত্রেণ তে গ্রহীতুং ক্ষমেরন্নিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যং মদ্যোগং বাঞ্ছতাং প্রীতিপূর্ব্বকং মম যাথাত্ম্যজ্ঞানজেন রুচিভরেণ ভজতাম্। তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিসুখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি,—যেন তে মামুপযান্তি তত্ত্বঞ্চ তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীত্বোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ১০ ॥

নন্বু চিরন্তনস্যাবিদ্যা-তিমিরস্য সত্বাত্তেষাং হৃদি কথং তৎপ্রকাশঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামেবেতি। তেষামেব মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তু-

---

এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতাদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অনেকের মনে এরূপ উদিত হয় যে, ‘যাঁহারা অতন্নিরসন-ক্রমে তদ্বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন; কেবল-ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে?’ হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই, নিজ-বুদ্ধির অনুশীলন-ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না; তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্য-শক্তিবলে ক্ষুদ্র-জীবের সম্যক্ জ্ঞান-লাভ হইতে পারে। যাঁহারা—আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপ-দ্বারা আলোকিত হন; আমি বিশেষ অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত, তাঁহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞানজাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। জীবের যে শুদ্ধজ্ঞানে অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলন-ক্রমেই উদিত হয়; তর্ক-দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

মসমর্থানাং মদেকান্তিনামেব, ন তু সনিষ্ঠানামনুকম্পার্থং মৎকৃপা-পাত্র-স্বার্থম্। অহমেবাত্মভাবস্থোঽরবিন্দকোষে ভৃঙ্গ ইব তদ্ভাবে স্থিতো দিব্য-স্বরূপ গুণাংস্তত্র প্রকাশয়ংস্তদ্বিষয়কজ্ঞানরূপেণ ভাস্বতা দীপেন জ্ঞান-বিরোধ্যনাদিকর্ম্মরূপাজ্ঞানজং মদন্তবিষয়স্পৃহারূপং তমো নাশয়ামি। তেষামেকান্তভাবেন প্রসাদিতোঽহং যোগক্ষেমবদ্বুদ্ধিবৃত্তেরুদ্ভাবনং তদ্বত্তি-তমোবিনাশঞ্চ করোমীতি তৎসর্ব্বনির্ব্বাহভারো মমৈবেতি ন তৈঃ কুত্রাপ্যর্থে প্রযতিতব্যমিত্যুক্তম্। নবমাদি-দ্বয়ে গীতাগর্ভেঽস্মিন্ যৎ প্রকীর্ত্তিতং, তদেব গীতাশাস্ত্রার্থসারং বোধ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ১১ ॥

সংক্ষেপেণ শ্রুতাং বিভূতিং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ,—পরমিতি। ভবানেব—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রূয়মাণং পরং ব্রহ্ম; ভবানেব—"তস্মিন্নেবাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" ইতি শ্রূয়মাণং পরং ধাম নিখিলাশ্রয়ভূতং বস্তু; ভবানেব—"পরমং পবিত্রং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতি" ইত্যাদি শ্রূয়মাণং স্মর্ত্তুরখিলপাপহরং বস্তু ইত্যহং বেদ্মি। তথা সর্ব্বে

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত চারিটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বিষয়টিকে আরও সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন,—হে ভগবান্! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনিই পরম-ব্রহ্ম, পরম-স্বরূপ, পরম-পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

দনুকম্পিতা ঋষয়স্তেষু প্রধানভূতা নারদাদয়শ্চ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেৎ" ইতি, ওঁ তৎসৎ"ইতি, "জন্ম-জরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্" ইতি শ্রুত্যর্থবিদস্ত্বাং "দিব্যং পুরুষ-মাদিদেবমজং বিভুম্" আহুস্তত্তৎকথা-সম্বাদেষু পুরাণেষ্বিতিহাসেষু চ স্বয়ঞ্চ ব্রবীষীতি,—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা' ইতি, 'যো মামজমনাদিঞ্চ' ইতি, 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ইত্যাদিভিঃ ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমিতি। এতৎ সর্ব্বমহমৃতং সত্যমেব, ন তু প্রশংসামাত্রং মন্যে। হে কেশবেতি—"কেশৌ বিধিরুদ্রৌ, বয়সে স্বতত্ত্বাপরিজ্ঞানেন নিবধ্নাসি প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ" ইত্যাদি স্বদুক্তেঃ—হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; হে ভগবন্নির-বধিকাতিশয়ষড়ৈশ্বর্য্যনিধে, তে ব্যক্তিং পরব্রহ্মত্বাদিগুণাং শ্রীমূর্ত্তিং দেবদানবাশ্চ ন বিদু যত্তেঽন্যস্বজাতীয়ত্ববুদ্ধ্যা ত্বামবজানন্তি ক্রুহ্যন্তি চেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! আমি এ-সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার অচিন্ত্য-ব্যক্তিতত্ত্ব দেবদানবগণের মধ্যে কেহই জানে না ॥ ১৪ ॥

হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই চিচ্ছক্তি-দ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছ। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন-মূর্ত্তি থাকেন, সেই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি কি-প্রকারে জড়বিধি হইতে স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়,—এ কথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তি-দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না; তুমি যাঁহাকে কৃপা কর, তিনিই কেবল ইহা বুঝিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

বক্তু মর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

স্বয়মেব ত্বমাত্মনা স্বেনৈব জ্ঞানেনাত্মানং সংবেত্থ—ইদমিত্থমিতি জানাসি,—যে দেবেষু দানবেষু চ স্বভক্তাস্তে তাদৃশীং ত্বন্মূর্ত্তিং বস্তুভূতাং জানন্ত্যো৲তস্মাত্তথাম্বে কথং তাং ন জানন্তীত্যেবকারাৎ। হে পুরুষোত্তম সর্ব্বপুরুষেশ্বর! পুরুষোত্তমত্বং বিবৃণ্বন্ সম্বোধয়তি,—হে ভূতভাবন সর্ব্বপ্রাণিজনক! ভূতভাবনোঽপি কশ্চিন্নেষ্টে, তত্রাহ,—হে ভূতেশ সর্ব্বপ্রাণিনিয়ন্তঃ! ভূতেশোঽপি কশ্চিন্ন পূজ্যস্তত্রাহ,—হে দেবদেব সর্ব্বারাধ্যানামপি দেবানামারাধ্য! দেবদেবোঽপি কশ্চিন্ন রক্ষকস্তত্রাহ,—হে জগৎপতে হিতাহিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক! ঈদৃশস্য তে তত্ত্বং সুসিদ্ধমিতি ॥ ১৫ ॥

ত্বৎস্বরূপযাথাত্ম্যং খলু কথং তথা দুর্গমেবাতস্ত্বদ্বিভূতিষ্বেব মজ্জিজ্ঞাসোপজায়ত ইতি সূচয়ন্নাহ,—বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টাস্তদসাধারণীয়াত্মনো

তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার কৃপা-দ্বারা আমি হৃদয়ে ও নেত্রাগ্রে আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি,—ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে-সকল বিভূতি-দ্বারা তুমি এই লোকসকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেইসকল আত্মবিভূতি অশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বল ॥ ১৬ ॥

তোমাতেই যোগমায়া-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে। হে ভগবন্! তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব? কি-কি-ভাবেতেই বা তুমি আমার দ্বারা চিন্তনীয় হও? ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

বিভূতীরশেষেণ বক্তুমর্হসি,—'দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা'; যাভির্বিশিষ্টস্ত্বমিমান্ লোকান্ ব্যাপ্য নিয়ম্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

নন্বু কিমর্থং তৎকথনং তত্রাহ,—কথমিতি। যোগো যোগমায়াশক্তিরস্যাস্তেতি হে যোগিন্! ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ সংস্মরন্নহং কল্যাণানন্তগুণযোগিনং কথং বিদ্যাং জানীয়াম্? কেষু কেষু চ ভাবেষু পদার্থেষু প্রকাশমানস্ত্বং ময়া চিন্ত্যো ধ্যেয়োঽসি?—তদেতদুভয়ং বদ, তচ্চ বিভূত্যুদ্দেশেনৈব সেৎস্যতীতি তামুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্বু পূর্ব্বপূর্ব্বত্র 'অজোঽপি সন্' ইত্যাদিনাজত্বাদিকল্যাণগুণযোগো 'রসোঽহম্' ইত্যাদিনা বিভূতয়শ্চাসকৃৎ কথিতাঃ; কিং পুনঃ পৃচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—বিস্তরেণেতি। স্ফুটার্থং পদ্যম্; জনার্দ্দনেতি প্রাগ্বৎ। ত্বদ্বাক্যামৃতং শৃণ্বতঃ শ্রোত্ররসনয়াস্বাদয়তো মম তৃপ্তির্নাস্তি; অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্যনুক্তেরপহ্নুতিঃ প্রথমাতিশয়োক্তির্বা তয়োঃ সঙ্করো বালঙ্কারঃ ॥ ১৮ ॥

এবং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ,—হন্তেত্যনুকম্পার্থকম্; দিব্যা উৎকৃষ্টাঃ, ন তু তৃণেষ্টকাদয়ঃ। বিভূতয় ইতি প্রাগ্বৎ; প্রাধান্যতঃ প্রধানভূতাঃ

হে জনার্দ্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় বল; তোমার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রবণ-পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই; গুটিকতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০॥

যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি; ইহ বিভূতি-শব্দেন নিয়ামকত্বরূপাণৈশ্বর্য্যাণি বোধ্যানি,—"বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্য্যম্" ইত্যমরকোষাৎ। প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি চ বস্তূনি ভূতিত্বেন বর্ণ্যানি, তানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেশ-শক্তিব্যঙ্গত্বাৎ সর্ব্বেশাত্মনা তারতম্যেন ভাব্যানি; যতানি যানি সাক্ষাদীশ্বররূপাণি তত্ত্বেনোক্তানি, তানি তু তেন রূপেণ ভাবনার্থান্যেব, ন স্বরূপবস্তুচ্ছক্ত্যেকদেশরূপাণীতি বোধ্যং সঙ্গতেরিতি॥ ১৯॥

তত্র তাবন্মামেব ত্বং মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপেণ স্বাংশেন নিখিলবিভূতিহেতুং বিচিন্তয়েত্যাশয়েনাহ,—অহমাত্মেতি। হে গুড়াকেশেতি বিজিতনিদ্রস্ত তদ্বিচিন্তনক্ষমত্বং ব্যজ্যতে। আত্মা বিভুবিজ্ঞানানন্দো মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপঃ পরমাত্মাহমস্মচ্ছব্দার্থঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতত্বয়া বিচিন্ত্যঃ। সর্ব্বভূতা প্রধানাদিপৃথিব্যন্ততত্ত্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিস্তস্যা আশয়েঽন্তঃ কারণোদশয়রূপেণাহমেব প্রকৃত্যন্তর্যামী স্থিতঃ; তথা সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বজীবাভিমানী যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে গর্ভোদশয়রূপেণাহমেব সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিতঃ; সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাশয়ে ক্ষীরোদশয়রূপেণাহমেব ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিত ইতি তানি ত্রীণি রূপাণি মদ্বিভূতিত্বেন ত্বয়া বিচিন্ত্যানীত্যর্থঃ। সুবালোপনিষদি, "প্রকৃত্যাদিসর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বশেষী চ নারায়ণঃ" পঠ্যতে;

হে গুড়াকেশ! হে জিতনিদ্র! আমার স্বরূপতত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিক-তত্ত্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি-পুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত;—কারণোদশায়ী অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী, ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টিবিরাট্ জীবান্তর্যামী; আমিই সকল-ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত॥ ২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩॥

সাত্বত-তন্ত্রে ত্রয়ঃ পুরুষাবতারাঃ স্মৃতাঃ,—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ইতি। তে চ বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্যাবতারাঃ—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-নিদ্রাম্" ইত্যাদিকাদ্ ব্রহ্মসংহিতা-পদ্যত্রয়াৎ। ভূতানামাদিরুৎপত্তির্মধ্যং পালনমন্তশ্চ সংহারস্তত্তদ্ধেতুরহমেবোক্তপুরুষলক্ষ্যাত্বয়া ভাব্যঃ॥ ২০॥

আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যেঽংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মীরবিরহং, মরুতামূনপঞ্চাশৎসংখ্যাকানাং মধ্যে মরীচিরহং, নক্ষত্রাণামধিপতিঃ শশী সুধাবর্ষী চন্দ্রোঽহম্; অত্র 'নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী" প্রায়েণ, কচিৎ সম্বন্ধেঽপীতি বোধ্যম্॥ ২১॥

আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন, জ্যোতির্ম্ময় বস্তুসকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রদিগের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র॥ ২১॥

বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ও সমস্ত-ভূতের চেতন-সম্বন্ধী জ্ঞানশক্তি॥ ২২॥

রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু॥ ২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাংপ্র জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যেণোৎকর্ষাৎ সামবেদোঽহং, দেবানাং মধ্যে বাসবস্তেষাং রাজা ইন্দ্রোঽহং, ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দুর্জ্জয়ং তেষাং প্রবর্ত্তকঞ্চ মনোঽহং, ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহম্ ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণামেকাদশানাং মধ্যে শঙ্করাখ্যো রুদ্রোঽহং, যক্ষরক্ষসামধিপো বিত্তেশঃ কুবেরোঽহং, বসূনামষ্টানাং মধ্যে পাবকোঽগ্নিরহং, শিখরিণামত্যুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ স্বর্ণাচলোঽহম্ ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজমুখ্যত্বাত্তৎপুরোহিতং বৃহস্পতিং সর্ব্বপতিং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং মাং বিদ্ধীতি সোঽহমিত্যর্থঃ; সেনানীনামিতি—সুড়াগমস্ত্বার্ষঃ, সর্ব্বরাজসেনানাং মধ্যে স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়োঽহং, সরসাং স্থিরজলানাং মধ্যে সাগরোঽহম্ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যেঽতিতেজস্বী ভৃগুরহং, গিরাং পদলক্ষণানাং বাচাং মধ্যে একমক্ষরং প্রণবোঽহমস্মি, যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞোঽস্মি,—

পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল-মুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

তস্যাহিংসাত্মকত্বেনোৎকৃষ্টত্বাৎ, স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমাচলোঽহং; অত্যুচ্চত্বেনাতিস্থৈর্য্যেণ চার্থভেদান্মেরুহিমালয়য়োর্বিভূত্যোর্ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

পূজ্যত্বেন সর্ব্ববৃক্ষাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽশ্বত্থোঽহং, দেবর্ষীণাং মধ্যে পরমভক্তত্বেনোৎকৃষ্টো নারদোঽহং, গন্ধর্ব্বাণাং মধ্যেঽতিগায়কত্বেনোৎকৃষ্টশ্চিত্ররথোঽহং, সিদ্ধানাং স্বাভাবিকাণিমাদিমতাং কপিলঃ কার্দ্দমির্মুনিরহম্ ॥২৬॥

অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং মধ্যে ঐরাবতং চ মাং বিদ্ধি,—অমৃতোদ্ভবমমৃতার্থকাৎ ক্ষীরাব্ধিমথনাজ্জাতমিতি দ্বয়োর্বিশেষণম্; নরাধিপং রাজানমসহ্যতেজসং ধর্ম্মিষ্ঠম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং পবিরহং, কামধুক্ বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী কামধেনুরহং, প্রজনঃ সন্তানোৎপাদকঃ কন্দর্পঃ কামোঽহং,—রতিসুখমাত্রহেতুঃ স নাহমিতি চ-শব্দাৎ; সর্পাণামেকশিরসাং মধ্যে বাসুকিরহম্ ॥ ২৮ ॥

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবো-রূপে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্যগণের মধ্যে আমি সম্রাট্ ॥ ২৭ ॥

অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, গাভিগণের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি ॥ ২৮ ॥

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর-মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতাদিগের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

নাগানামনেকশিরসাং মধ্যেঽনন্তঃ শেষোঽহং, যাদসাং জলজন্তূনামধিপো বরুণোঽহং, পিতৃণাং রাজার্য্যমাখ্যঃ পিতৃদেবোঽহং, সংযমতাং দণ্ডয়তাং মধ্যে ন্যায়দণ্ডকৃৎ যমোঽহং,—ছান্দসাভাব আর্ষঃ ॥ ২৯ ॥

দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে তেষামধিপতির্ভগবন্নিষ্ঠাতিশয়াদ্বরীয়ান্ প্রহ্লাদোঽহং, কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহং, মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽতিবিক্রমেণোৎকৃষ্টো মৃগেন্দ্রঃ সিংহোঽহং, পক্ষিণাং মধ্যে বিষ্ণুরথত্বেনাতিশ্রেষ্ঠো বৈনতেয়ো গরুড়োঽহম্ ॥ ৩০ ॥

পবতাং পাবনানাং বেগবতাং চ মধ্যে পবনো বায়ুরহং, রামঃ পরশুরামঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরস্তজ্জাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবহজ্জলানাং মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাহম্ ॥ ৩১ ॥

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিপুরুষদিগের মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশ-লব্ধ জীববিশেষ পরশুরাম, জলচরদিগের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

আকাশাদি-সৃষ্টবস্তুগণের মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য ; সমস্তবিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ স্বস্বরূপজ্ঞান ; স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্প-বিতণ্ডাদি-কারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

সর্গাণাং মহদাদীনাং জড়সৃষ্টীনামাদিরন্তো মধ্যঞ্চাহমিতি তেষাং সর্গসংহারপালনানি মদ্বিভূতিতয়া ভাব্যানীত্যর্থঃ,—'অহমাদিশ্চ' ইত্যাদৌ মৎস্বাংশচেতনানাং ভূতানাং সর্গাদিহেতুর্মদ্বিভূতিরিত্যুক্তমতো ন পুনঃপুনরুক্তিঃ ; "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ" ইত্যুক্তানাং বিদ্যানাং মধ্যেঽধ্যাত্মবিদ্যা সপরিকরপরমাত্মনির্ণেত্রী চতুর্লক্ষণী বেদান্তবিদ্যাহমেবেত্যর্থঃ ; প্রবদতাং সম্বন্ধী যো বাদঃ সোঽহং ; তেষাং খলু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ ;—তত্রোভয়সাধনবতী বিজিগীষু কথা 'জল্পঃ', যত্রোভাভ্যাং প্রমাণেন তর্কেন স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে, স্বপক্ষস্থাপনহীনা পরপক্ষদূষণাবসানা কথা 'বিতণ্ডা', এতে প্রবদতোর্বিজিগীষোঃ শক্তিমাত্রপরীক্ষকে নিষ্ফলে তত্ত্ববুভুৎসুকথা 'বাদঃ'—স চ তত্ত্বনির্ণয়ফলকত্বেনোৎকৃষ্টত্বান্মদ্বিভূতিরিতি ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যেঽহমকারোঽস্মি,—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতিশ্চ ; সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বোঽহং—অব্যয়ী-

---

অক্ষর-সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসগণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি মহাকাল-রুদ্র, স্রষ্টৃগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

হরণকারীদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবি-বস্তুগণের মধ্যে আমি উদ্ভব, নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী ও বাণী তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মূর্ত্ত্যাদি ধর্ম্মপত্নী ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিষূভয়পদার্থপ্রধানতা-বিরহিষু মধ্যে তস্তোভয়পদার্থ-প্রধানতয়োৎকৃষ্টত্বাৎ ; সংহর্তৄণাং মধ্যেঽক্ষয়ঃ কালঃ সংকর্ষণমুখোত্থঃ কালাগ্নিরহং, স্রষ্টৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখশ্চতুর্বক্ত্রো ধাতা বিধিরহম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিক্ষণিকানাং মৃত্যূনাং মধ্যে সর্বস্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিনাং যদ্বাং প্রাণিবিকারাণামুদ্ভবো জন্মাখ্যঃ প্রথমবিকারোঽহং নারীণাং মধ্যে কীর্ত্যাদয়ঃ সপ্ত মদ্বিভূতয়ঃ ; দৈবতা হেতোঃ, যাসামাভাসেনাপি নরাঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি ; তত্র কীর্তির্ধার্মিকত্বাদিসদ্গুণ্যখ্যাতিঃ, শ্রীস্ত্রিবর্গসম্পৎ কান্তিশ্ছাতির্বা, বাক্ সর্বার্থব্যঞ্জকা 'সংস্কৃতভাষা', স্মৃতিরনুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ, মেধা বহুশাস্ত্রার্থাবধারণশক্তিঃ, ধৃতিশ্চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্তনশক্তিঃ, ক্ষমা হর্ষে বিষাদে চ প্রাপ্তে নির্বিকারচিত্ততা ॥ ৩৪ ॥

'বেদানাং সামবেদোঽস্মি' ইত্যুক্তং প্রাক্ ; তত্রাস্তং বিশেষমাহ,—বৃহদিতি। সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে "ত্বামিদ্ধিহবামহে" ইত্যস্যামৃচি গীতি বিশেষো বৃহৎসাম,—তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্ঠস্তোত্রং সর্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যসামোৎকৃষ্টত্বাদহং; ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদস্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে গায়ত্রী ঋগহং,—দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ, "গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি ব্রহ্মাবতারত্বশ্রবণাচ্চ ; মার্গশীর্ষোঽহমিত্যভিনবধান্যাদিসম্পত্ত্যা তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কুসুমাকরো বসন্তোঽহমিতি,—শীতাতপাভাবেন, বিবিধসুগন্ধিপুষ্পময়ত্বেন, মহোৎসবহেতুত্বেন চ তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসগণের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

ছলয়তাং মিথো বঞ্চনাং কুর্বতাং সম্বন্ধি দ্যূতং সর্বস্বহরমক্ষদেবনাখ্যমহং, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং সম্বন্ধি তেজঃ প্রভাবোঽহং, জেতৄণাং সম্বন্ধী জয়োঽহং, ব্যবসায়িনামুদ্যমিনাং সম্বন্ধী ব্যবসায়ঃ ফলবানুদ্যমোঽহং, সত্ত্ববতাং বলিনাং সম্বন্ধী সত্ত্বং বলমহম্ ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রঃ সঙ্কর্ষণোঽহং ; ন চ বাসুদেবঃ কৃষ্ণোঽহমিতি ব্যাখ্যেয়ং,—তস্য স্বয়ংরূপস্য বিভূতিত্বাযোগাৎ, মহৎস্রষ্টাদীনাং বামনকপিলাদীনাঞ্চ সাক্ষাদীশ্বরত্বেঽপি বিভূতিত্বেনোক্তিঃ স্বাংশাবতারত্বাত্তেন রূপেণ চিন্ত্যত্ববিবক্ষয়া বা যুজ্যতে, স্বাংশত্বং চানভিব্যঞ্জিতসর্বশক্তিত্বং বোধ্যম্ ; পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমহমস্মি,—নরাবতারত্বেনা-

---

পরস্পর-বঞ্চনকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজঃ, উদ্যমবান্ পুরুষদিগের মধ্যে আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবানদিগের মধ্যে আমি বল ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

দমনকারীদিগের মধ্যে আমি দণ্ড, জয়াভিলাষকারীদিগের মধ্যে আমি নীতি, গুহ্যধর্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আমি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

ন্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; মুনীনাং দেবার্থমননপরাণাং মধ্যে ব্যাসো বাদরায়ণোঽহং, —মদবতারত্বেন তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কবীনাং সূক্ষ্মার্থবিবেচকানাং মধ্যে উশনাঃ শুক্রোঽহং—যঃ কবিরিতি খ্যাতঃ ॥ ৩৭ ॥

দময়তাং দণ্ডকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহং—যেনোৎপথগাঃ সৎপথে চরন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ, জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী নীতির্ন্যায়োঽহং, গুহ্যানাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে মৌনমহং,—ফলাব্যবধানেন শ্রবণাদিভ্যাং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; জ্ঞানবতাং পরাবরতত্ত্ববিদাং সম্বন্ধী তত্ত্বিষয়কজ্ঞানমহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং, তদপ্যহম্ ; তত্র হেতুঃ,—ন তদিতি। ময়া সর্ব্বশক্তিমতা পরেশেন বিনা যচ্চরমচরঞ্চ ভূতং তত্ত্বং স্যাত্তন্নাস্তি মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বভূতের প্ররোহ-কারণ বীজই আমি ; যেহেতু চরাচর-মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৯ ॥

হে পরন্তপ! .আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই ; তোমার নিকট কেবল নাম-মাত্র আমার বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে-সকলকেই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে ; সে-সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশ-সম্ভূত ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

প্রকরণমুপসংহরতি,—নান্তোঽস্তীতি। বিস্তরো বিস্তার উদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

অনুক্তা বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ,—যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সম্পত্ত্যা বা যুক্তমূর্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্যৎ সত্ত্বং বস্তু ভবতি, তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি স্বায়ত্তত্ব-স্বব্যাপ্যত্বাভ্যাং সর্ব্বেঽভেদনির্দ্দেশাঃ নীতা বামনাদীনাং তন্নির্দ্দেশাস্তু সঙ্গমিতাঃ সন্তি ॥ ৪১ ॥

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ,—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ* জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যান্তর্যামিণা পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ স্রষ্টা ধারকত্বাদ্ধর্ত্তা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি

হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমার প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তিসম্পন্না ; তাহার এক-এক-প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান,—জড়প্রভাব-দ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাব-দ্বারা জৈব-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট-জগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্ত্তমান আছি ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উপদেশ হইয়াছে ; তাহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, অন্যান্য দেবোপাসনাতেও কৃষ্ণসেবা হইতে পারে। সেই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ এই অধ্যায়ে কহিলেন যে, অন্যান্য বিধিরুদ্রাদি দেবগণ—আমার বিভূতিমাত্র ; আমি—সকলের আদি, অজ, অনাদি ও সর্ব্বমহেশ্বর। এরূপ বিভূতি-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক জানিলে আর অনন্য-

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি-
যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।

সর্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ো মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি ॥ ৪২ ॥

যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্য্যাদ্যা ভবন্ত্যত্যুগ্রতেজসঃ ।
যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেঽর্চ্চ্যতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ ।

ভক্তির বাধা হয় না। আমার এক অংশ যে পরমাত্মা, তদ্দ্বারা আমি সমস্ত-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি। ভক্তগণ আমার বিভূতি-তত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবজ্জ্ঞান লাভ করত শুদ্ধ-ভক্তির সহিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণাকারে ভজন করিবেন। এই অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে শুদ্ধভজন ও ভজনফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিকর্ষ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ



অর্জ্জুন উবাচ,—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

একাদশে বিশ্বরূপং বিলোক্য ত্রস্তধীঃ স্তুবন্ ।
দর্শয়িত্বা স্বকং রূপং হরিণা হর্ষিতোঽর্জ্জুনঃ ॥

পূর্ব্বত্র 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' ইতি বিভূতিকথনোপক্রমে 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইতি তদুপসংহারে চ নিখিলবিভূত্যাশ্রয়ো মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ স্বস্য কৃষ্ণস্যাবতারঃ ; স তু মহৎস্রষ্টাদিসর্ব্বাবতারীতি তন্মুখাৎ প্রতীত্য সথানন্দসিন্ধুনিমগ্নোঽর্জ্জুনস্তৎপুরুষরূপং দিদৃক্ষুঃ কৃষ্ণোক্তমনুবদতি,—মদিতি। মদনুগ্রহায়াধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্ত্বয়োক্তং, তেন মম মোহঃ কথং বিদ্যামিত্যাত্মকো বিগতো নষ্টঃ। অধ্যাত্মমাত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি যা বিভূতিলক্ষণা সংজ্ঞা, সা জ্ঞাতা।

অর্জ্জুন কহিলেন,—অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধী তোমার পরমগুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যতিরেক-চিন্তারূপ মোহ-দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে, তুমি—সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, এবং বিশ্বরূপাদি-প্রকাশ—কেবল তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশ-মাত্র ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

যস্ত তদ্বচঃ—বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ—পরমং গুহ্যমতিরহস্যং ত্বদন্যাগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ ভবেতি। হে কমলপত্রাক্ষ!—কমলপত্রে ইবাতিরম্যে দীর্ঘরক্তান্তে চাক্ষিণী যস্তেতি প্রেমাতিশয়াৎ সৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখঃ। ত্বত্তস্তেতুকৌ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সর্গপ্রলয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ সকাশাদ্বিস্তরশোঽসকৃৎ শ্রুতৌ 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' ইত্যাদিনাব্যয়ং নিত্যং মাহাত্ম্যমৈশ্বর্য্যং চ তব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপ্যসঙ্গত্বমিত্যেবমাদি ত্বত্ত এব ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতং—'ময়া ততমিদং সর্ব্বম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ২ ॥

এবমিতি। 'বিষ্টভ্যাহমিদম্'ইত্যাদিনা যথা ত্বমাত্মানং ত্বমাত্থ ব্রবীষি তদেতদেবমেব ন তত্র মে সংশয়লেশোঽপি, তথাপি তবৈশ্বরং সর্ব্বপ্রশাস্তৃ তদ্রূপমহং কৌতুকাদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি। হে পরমেশ্বর, হে পুরুষোত্তমেতি সম্বোধয়ন্ মম তদ্দিদৃক্ষাং জানাস্যেব, তাং পূরয়েতি ব্যঞ্জয়তি,—মধুররসাস্বাদিনঃ কটুরসজিঘৃক্ষাবত্তন্মাধুর্য্যানুভবিনো মে ত্বদৈশ্বর্য্যানুবুভুষাভূদেতীতি ভাবঃ ॥৩॥

অতএব হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার ভূতসকলের সৃষ্টি ও সংহারসম্বন্ধী সাম্বন্ধিক ভাব ও অব্যয় মাহাত্ম্যরূপ স্বরূপগত ভাব, এতদুভয়-তত্ত্বই বিস্তৃতভাবে অবগত হইলাম ॥ ২ ॥

হে পুরুষোত্তম! হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টিসময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভগবৎসম্মতিং গৃহ্লাতি,—মন্যসে যদিতি জানাসীচ্ছসি বেত্যর্থঃ। হে প্রভো—সর্ব্বস্বামিন্! যোগেশ্বরেতি সম্বোধয়ন্নযোগস্য মে ত্বদ্দর্শনে ত্বচ্ছক্তিরেব হেতুরিতি ব্যঞ্জয়তি ॥ ৪ ॥

এবমভ্যর্থিতো ভগবান্ প্রকৃত্যন্তর্য্যামিণং সহস্রশিরসং প্রশাস্তৃত্বপ্রধানং দেবাকারং স্বাংশং প্রদর্শয়িতুং প্রকৃতোপযোগিত্বাত্তত্রৈব কালাত্মকতাঞ্চ বোধয়িতুমর্জ্জুনমবধাপয়তীত্যাহ,—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। 'পশ্য' ইতি পদাবৃত্তির্দর্শনীয়ানাং রূপাণামত্যদ্ভুতত্বদ্যোতনার্থা চ বোধ্যা। মে মম সহস্রশীর্ষাকারেণ ভাসমানস্যৈকস্যৈব শতানি সহস্রাণি চ বিভূতিভূতানি রূপাণি পশ্য,—'অর্হে লোট্'—তানি দ্রষ্টুমর্হো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জীব—অণুচৈতন্য, অতএব বিভুচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না; আমি—জীব, তোমার অনুগ্রহ-বশতঃ তোমার স্বরূপতত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীবচিন্তাতীত তোমার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। যোগেশ্বর তুমি—আমার প্রভু; তোমার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য্য (যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ) আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ; আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ এবং নানাবর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

তান্যেকদেশতঃ প্রাহ,—পশ্যাদিত্যানিতি দ্বাভ্যাম্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণি তয়ান্যৈশ্চ পূর্ব্বমদৃষ্টানি আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

কিঞ্চেহ মম দেহে একস্থমেকদেশস্থিতং সচরাচরং কৃৎস্নং জগত্ত্বমদ্যাধুনৈব পশ্য ; যত্তত্র তত্র পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষাযুতৈরপি দ্রষ্টুমশক্যং, তদেকদৈবে-

---

হে ভারত! আদিত্যসকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ ॥ ৬ ॥

সচরাচর জগৎ ও যাহা-কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই—আমার এই ঐশ্বর-রূপস্থ। অতএব, হে গুড়াকেশ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ-স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা আমার কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্যময় স্বরূপটি—সাম্বন্ধিক-ভাব-গত, নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা লক্ষিত হয় না ; জড়দর্শি স্থূল চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে চক্ষু—সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্যচক্ষু' বলা যায়। সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিবাদী লব্ধদিব্যচক্ষু ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর-রূপে সহজেই প্রীতি লাভ করেন ; যেহেতু তাঁহাদের নিরুপাধিক স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

কত্রৈব মদনুগ্রহাদবলোকয়েত্যর্থঃ। যচ্চ জগদাশ্রয়ভূতং প্রধানমহদাদি-কারণস্বরূপং স্বজয়পরাজয়াদিকং চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তদপি পশ্য ॥ ৭ ॥

'মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্' ইত্যর্জ্জুনপ্রার্থিতং সম্পাদয়ন্নিরতং, বিস্মিতং কর্ত্তুং তস্মৈ স্বদেবাকারগ্রাহি দিব্যং চক্ষুর্ভগবান্ দদাবিত্যাহ,—ন তু মামিতি। অনেনৈব মন্মাধুর্য্যৈকাসক্তেন স্বচক্ষুষা যুগপদ্বিভাতসহস্রসূর্য্যপ্রখ্যং সহস্রশিরস্কং মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি ; অতস্তে দিব্যং চক্ষুর্দ্দদামি,—যথাহমাত্মান-মতিপ্রবাহাক্রান্তং বানদ্মি, তথা স্বচ্চক্ষুশ্চেতি ভাবঃ ; তেন মমৈশ্বরং যোগং রূপং ত্বং পশ্য ;—'যুজ্যতে অনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্যোগো রূপং—'পরমং রূপ-মৈশ্বরম্' ইত্যগ্রিমাচ্চ ; অত্র দিব্যং চক্ষুরেব দত্তং, ন তু দিব্যং মনোঽপীতি বোধ্যম্ ; তাদৃশে মনসি দত্তে, তস্য তদ্রূপে রুচিপ্রসঙ্গাদিহ দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন পার্থসারথিরূপাৎ সহস্রশিরসো বিশ্বরূপস্যাধিক্যমিতি যদ্বদন্তি, তত্ত্বগ্রে নিরস্তম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এই-প্রকার উক্তি করিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর-রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র-নয়ন, অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্য-আভরণ ও অনেক দিব্য-অস্ত্র ছিল। দিব্যমাল্য ও বস্ত্র-শোভিত, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রাবস্থিত অনন্তমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল ॥ ১০-১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

এবমুক্ত্বা হরিঃ পার্থায় বিশ্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং বীক্ষ্য পার্থো হরিমেবং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি ষড়্‌ভিঃ। ততো দিব্যচক্ষুর্দানানন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ ॥ ৯ ॥

অনেকেতি। অনেকানি সহস্রাণি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্য তদ্রূপং—'সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে' ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ; ইহানেক-বহু-সহস্র-শব্দা অসংখ্যেয়ার্থ-বাচিনঃ—'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ' ইত্যাদিজ্ঞাপকাৎ; অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যত্র তৎ দিব্যো গন্ধো যত্র তাদৃগনুলেপনং যস্য তৎ, দেবং দ্যোতমানমনন্তমপারং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্য তৎ ॥১০-১১॥

তদ্দীপ্তেনৈরুপম্যমাহ,—দিবীতি। দিবি আকাশে যুগপদুত্থিতস্য সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ কান্তিশ্চেদ্‌যুগপদুত্থিতা ভবেত্তর্হি সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য হরের্ভাস একস্যাঃ কান্তেঃ সদৃশী স্যাত্তদেতি—সম্ভাবনায়াং লট্। অদ্ভুতোপমেয়মুচ্যতে তয়োৎপ্রেক্ষা ব্যঙ্গা সতী সর্ব্বথা তৎকান্তেনৈরুপম্যং ব্যঞ্জয়তি। তাদৃগ্‌রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—তত্রেতি। তত্র যুদ্ধভূমৌ দেবদেবস্য কৃষ্ণস্য ব্যঞ্জিতসহস্রশিরস্কে শরীরে শ্রীবিগ্রহে কৃৎস্নং নিখিলং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং

যদি কখনও সহস্র সূর্য্য এককালে উদিত হয়, তবেই উহা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের কতক তেজঃসদৃশ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তখন অর্জ্জুন সেই পরমদেবের শরীরে অনন্তজগৎ একত্রস্থিত ও অনেকরূপে বিভক্ত নিরীক্ষণ করিলেন ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

তদা পাণ্ডবোঽপশ্যৎ। প্রবিভক্তং পৃথক্‌পৃথগ্‌ভূতমেকস্থমিতি প্রাগ্বৎ, অনেকধেতি মৃণ্ময়ং স্বর্ণময়ং রত্নময়ং বা লঘুমধ্যে বৃহদ্ভূতং বেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদর্জ্জুনস্তস্মিন্ সখ্যেন জ্ঞাতং সহস্রশীর্ষত্বমধুনা বীক্ষ্যাদ্ভুতং রসময়ভূদিত্যাহ,—তত ইতি। তং ব্যঞ্জিত-তদ্রূপং কৃষ্ণং বিলোক্যেত্যর্থঃ। ধনঞ্জয়েতি। ধীরোঽপি বিস্ময়েনাবিষ্টো হৃষ্টরোমা পুলকিতো দেবং শিরসা ভূলগ্নেন প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্নভাষত। অত্র ভয়নেত্রসম্বরণাদিকং তস্য নাভূৎ কিন্ত্বদ্ভুতো রসোঽভূদৈবেদিতি ব্যজ্যতে। ইহ তাদৃশো হরিরালম্বনো মুহুর্মুহুস্তদ্বীক্ষণমুদ্দীপনং প্রণতিপাণিযোগাবনুভাবৌ, রোমাঞ্চঃ সাত্ত্বিকস্তৈরাক্ষিপ্তা মতিধৃতিহর্ষাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ,—এতৈরালম্বনাদ্যৈঃ পুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবোঽদ্ভুতরসঃ ॥ ১৪ ॥

কিমভাষত তদাহ,—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। তথা ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সঙ্ঘান্ পশ্যামি ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং, কমলাসনে চতুর্ম্মুখে স্থিতং তদন্তর্যামিণমীশং গর্ভোদকশয়মুরগান্ বাসুক্যাদীন্ সর্পান্ ॥ ১৫ ॥

তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতসঙ্ঘ, চতুর্ম্মুখ, কমলাসনস্থ-ব্রহ্মান্তর্যামী (গর্ভোদশায়ী) ঈশ, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৪-১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

যত্র দেহে দেবাদীন্ দৃষ্টবাংস্তং বিশিনষ্টি,—অনেকেতি। হে বিশ্বরূপ! প্রথম-পুরুষ! ১৬ ॥

বিধান্তরেণ তমেব বিশিনষ্টি,—কিরীটিনমিতি। দুর্নিরীক্ষ্যমপি ত্বামহং পশ্যামি,—তৎপ্রসাদাদ্দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ; দুর্নিরীক্ষ্যতায়াং হেতুঃ,—সমন্তা-দ্দীপ্তানলেতি; অপ্রমেয়মিদমিত্থমিতি প্রমাতুমশক্যম্ ॥ ১৭ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার শরীরে অনেক বাহু,উদর,বক্ত্র,নেত্র ও সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি; তোমার অন্ত,মধ্য ও আদি দেখিতে পাই না॥

তোমার মূর্ত্তি—দুর্নিরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্কদ্যুতিস্বরূপ ও অপ্রমেয়; তাহাতে নানাবিধ কিরীট, গদা, চক্র ও তেজোরাশি সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তুমি—পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব, তুমি—এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি—অব্যয়, তুমি—সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক ও সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যবীক্ষণাত্ত্বমহমেবং নিশ্চিনোমীত্যাহ,—ত্বমিতি। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," "যত্তদদৃশ্যম্" ইত্যাদি-বেদান্তবাক্যৈর্বেদিতব্যং যৎ পরমং সশ্রীকমক্ষরং তত্ত্বমেব নিধানমাশ্রয়োঽব্যয়স্ত্বমবিনাশী, শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা বেদোক্তধর্ম্মপালকস্ত্বং—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণোক্তঃ সনাতনঃ পুরাণঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥ ১৮ ॥

অনাদীতি আদিমধ্যাবসানশূন্যমনন্তানি বীর্য্যাণি তদুপলক্ষিতানি সমগ্রাণ্যৈশ্বর্য্যাণি ষট্ যস্য তমনন্তবাহুং সহস্রভুজং শশিসূর্য্যোপমানি নেত্রাণি যস্য তং,—দেবাদিষু প্রণতেষু প্রসন্ননেত্রং তদ্বিপরীতেষু অসুরা-দিষু ক্রূরনেত্রমিত্যর্থঃ; দীপ্তহুতাশোপমানি সংহারানুগুণানি বক্ত্রাণি

তুমি—আদি মধ্য ও অন্ত-হীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবান্ ও দীপ্তহুতাশবক্ত্র; তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

তুমি এক হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহার দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

যন্ত তম্। অর্জ্জুনস্ত বাক্যে ক্বচিৎ পুনরুক্তিস্তস্ত বিস্ময়াবিষ্টত্বান্ন দোষায়; যদুক্তং,—"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি" ইতি ॥ ১৯ ॥

অথ তস্যৈব রূপস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বেন কালরূপতাং দর্শিতবানিত্যাহ,—দ্যাবেতি দশভিঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরমন্তরীক্ষং তথা সর্ব্বা দিশশ্চৈকেন ত্বয়া ব্যাপ্তম্; তবেদমপরিমিতমদ্ভুতমুগ্রঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং সংচলঞ্চ ভবতি। হে মহাত্মন্ সর্ব্বাশ্রয়! অত্রেদমবগম্যতে,—তদা যুদ্ধদর্শনায় যে ত্রৈলোক্যস্থা মিত্রোদাসীনা দেবাসুরা গন্ধর্ব্বকিন্নরাদয়ঃ সমাগতাস্তৈরপি ভক্তিমদ্ভির্ভগবদ্দত্তদিব্যনেত্রৈস্তদ্রূপং দৃষ্টং, ন ত্বেকেনৈবার্জ্জুনেন স্বপতেব স্বাপ্নিকরথাদীনি;—নিজৈশ্বর্য্যস্ত বহুসাক্ষিকতার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

ঐ দেবতা-সকল তোমার শরণাপত্তিতে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ ভীতিপ্রযুক্ত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি-সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন এবং পুষ্কল-স্তুতি-দ্বারা আপনাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সুর ও সিদ্ধগণ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

অমী সুরসঙ্ঘাস্ত্বাং শরণং বিশন্তি; তেষু কেচিদ্ভীতা দূরতঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি 'পাহি পাহি প্রভোঽস্মান্' ইতি প্রার্থয়ন্তে; মহতীং ভীতিমালক্ষ্য মহর্ষিসঙ্ঘাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ 'বিশ্বস্ত স্বস্ত্যস্ত' ইত্যুক্ত্বা স্তুবন্তি ॥ ২১ ॥

রুদ্রেতি স্ফুটম্। উষ্মপাঃ পিতরঃ,—"উষ্মাণং পিবন্তি" ইতি নিরুক্তেঃ, "উষ্মভাগা হি পিতর" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ২২ ॥

'লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্' ইত্যুক্তমুপসংহরতি,—রূপং মহদিতি। বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং রৌদ্রম্; স্ফুটমন্যৎ; তথাহমিত্যস্যোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥২৩॥

তথৈতদ্রূপোপসংহারফলকং দৈন্যং প্রকাশয়ন্নাহ,—নভঃস্পৃশমিতি দ্বাভ্যাম্। অতঞ্চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ভীতোদ্বিগ্নমনাঃ সন্ ধৃতি-

হে মহাবাহো! তোমার বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু ও উরুপাদ, বহু উদর, বহু দংষ্ট্রাবিশিষ্ট করাল রূপ দেখিয়া লোকসকল ও আমি ব্যথিত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ, ব্যাত্তানন ও দীপ্ত বিশালনেত্র দৃষ্টি করিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

ধৃপশমং চ ন বিন্দামি ন লভে; হে বিষ্ণো! কীদৃশম্?—নভঃস্পৃশমন্তরীক্ষব্যাপিনং ব্যাত্তাননং বিস্তৃতাস্যম্; বাক্যার্থমন্যৎ। অত্র কালরূপস্ব-দর্শনহেতুকো ভয়ানকরসঃ স্বয়োক্তঃ ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রেতি। কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসন্নিভানি তত্তুল্যানি; শর্ম্ম সুখম্ ॥২৫॥

তোমার কালানলের ন্যায় করালদংষ্ট্রাযুক্ত মুখসকল দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি; কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারি না। হে দেব! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধপ্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল-দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখসকলের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া দন্তমধ্যে বিলগ্নরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

'যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি' ইত্যনেনাস্মিন্ যুদ্ধে ভবিষ্যজ্জয়পরাজয়াদিকঞ্চ মদ্দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং, তদধুনা পশ্যন্নাহ,—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে অবনিপালসঙ্ঘৈঃ শল্যজয়-দ্রথাদিভূপবৃন্দৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ সন্তস্তে বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অজেয়ত্বেন খ্যাতা যে ভীষ্মাদয়স্তেঽপি; অসাবিতি সর্ব্বদৈব মদ্বিদ্বেষীত্যর্থঃ; সূতপুত্রঃ কর্ণঃ; ন কেবলং ত এব কিন্ত্বস্মদীয়া যে যোধমুখ্যা ধৃষ্টদ্যুম্না-দয়স্তৈঃ সহেতি—তেঽপি প্রবিশন্তীতি সহোক্তিরলঙ্কারঃ। কেচিদিতি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈর্মস্তকৈঃ সহিতা দশনান্তরেষু দন্ত-সন্ধিষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ময়া ॥ ২৬-২৭ ॥

যেমত নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নরবীরসকল তোমার মুখ-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পতঙ্গসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তোমার মুখসকলের মধ্যে লোকসকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

প্রবেশে দৃষ্টান্তাবাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। তত্র প্রথমোঽধীপূর্ব্বকে প্রবেশে, দ্বিতীয়স্তু ধীপূর্ব্বকে বোধ্যঃ ॥ ২৮ ॥

জ্বলনং বহ্নিম্ ॥ ২৯ ॥

যোদ্ধৃণাং তন্মুখপ্রবেশে প্রকারমুক্ত্বা তস্য তদ্ভাসাং চ তত্র প্রবৃত্তি-প্রকারমাহ,—লেলিহ্যস ইতি। বেগেন প্রবিশতঃ সমগ্রান্ লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ জ্বলদ্ভির্বদনৈর্গ্রসমানো গিলন্ সমন্তাদ্রোষাবেশেন লেলিহ্যসে তদ্রুধিরোক্ষিতমোষ্ঠাদিকং মুহুর্মুহুর্লেক্ষি। তবোগ্রা ভাসো দীপ্তয়োঽসহ্যৈস্তেজোভিঃ সমগ্রং জগদাপূর্য্য প্রতপন্তি। হে বিষ্ণো! বিশ্বব্যাপিন্! —ত্বত্তঃ পলায়নং দুর্ঘটমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত মুখসকল দ্বারা এই সমস্ত-লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ; সমস্ত জগৎকে তোমার তেজো-দ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

উগ্ররূপ তুমি কে, তাহা আমাকে বল; হে দেব! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও; আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই; আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

এবং বিশ্বরূপং ব্যঞ্জিতকালশক্তিং ভগবন্তমুপবর্ণ্য তত্ত্ববিদপ্যর্জ্জুনঃ স্বজ্ঞানদার্ঢ্যায় পৃচ্ছতি,—আখ্যাহীতি। 'দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্' ইতি সহস্র-শীর্ষাদিলক্ষণমৈশ্বরং রূপং দর্শয়িতুমর্থিতেন ভগবতা তদ্রূপং প্রদর্শ্য তস্য পুনরতিঘোরা সংহর্ত্তৃতা প্রদর্শ্যতে। তত্রোগ্ররূপো ভবান্ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। হে দেববর! তে নমোঽস্তু, প্রসীদ ত্যজোগ্ররূপতাম্। আদ্যং ভবন্তমহং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি; তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাঞ্চ ন হি প্রজানামি;—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি তৎপ্রয়োজনং চাখ্যাহীতি ॥ ৩১ ॥

এবমর্থিতো ভগবানুবাচ,—কালোঽস্মীতি। প্রবৃদ্ধো ব্যাপী; "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥" ইতি শ্রুত্যা যঃ কীর্ত্ত্যতে স কালোঽহমিত্যর্থঃ। ইহ সময়ে লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং গ্রসিতুং প্রবৃত্তং মাং মৎপ্রবৃত্তিফলঞ্চ জানীহি,—ত্বামপি যুধিষ্ঠিরাদীংশ্চ ঋতে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি; যদ্বা, ননু রণান্নিবৃত্তে ময়ি তেষাং কথং ক্ষয়ঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ঋতেঽপীতি। ত্বাং যোদ্ধারমৃতে ত্বদ্যুদ্ধব্যাপারং বিণাপি সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি,—মরিষ্যন্ত্যেব কালাত্মনা ময়া তেষাং আয়ুর্হরণাৎ। কে তে সর্ব্বে ইত্যাহ,—

ভগবান্ কহিলেন,—আমি এই লোকসকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় প্রবৃদ্ধ-কালরূপে অবতীর্ণ; আমি (পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত) উভয়-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকেই বিনাশ করিব ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যনীকেষু পরস্পরয়োর্যে ভীষ্মাদয়োঽবস্থিতাঃ; যুদ্ধান্নিবৃত্তস্ত তব তু স্বধর্ম্মচ্যুতিরেব ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥

যস্মাদেবং, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ স্বধর্ম্মায় যুদ্ধায় যশো লভস্ব—সুরদুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন হেলয়ৈব নির্জ্জিতা ইতি তল্লভাং কীর্ত্তিং প্রাপ্নুহি। পূর্ব্বং দ্রৌপদ্যামপরাধসময় এব ময়ৈতে নিহতাস্তদ্বশসে যন্ত্রপ্রতিমাবৎ প্রবর্ত্তন্তে, তস্মাৎ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্!—সব্যেনাপি হস্তেন বাণান্ সন্ধিতুং সন্ধাতুং শীলমস্যেতি যুদ্ধনির্ভরে প্রাপ্তে হস্তাভ্যামিষুবর্ষিন্নিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ' ইতি স্ববিজয়ে সংশয়ং মাকার্ষীরিত্যাশয়েনাহ,—দ্রোণঞ্চেতি। ময়া হতান্ হতায়ুষো দ্রোণাদীংস্ত্বং জহি মারয়;

এই নাশকার্য্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয়জনিত যশোলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করা উচিত। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি; হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরসকলকে আমি নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥
অর্জ্জুন উবাচ,—
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেতান্ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নানেকঃ শক্নোম্যহং বিজেতুমিতি ভয়ং মা গাঃ,—মৃতানাং মারণে কঃ শ্রম ইত্যর্থঃ। ভয়ং হিত্বা যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ রিপূন্ জিতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—এতদিতি। কেশবস্যৈতৎ পদ্যত্রয়াত্মকং বচনং শ্রুত্বা কিরীটী পার্থঃ বেপমানোঽত্যদ্ভুতাত্যুগ্ররূপদর্শনজেন সংভ্রমেণ সকম্পঃ। নমস্কৃত্বেত্যার্ষং,—কৃষ্ণং নমস্কৃত্য, পুনঃ প্রণম্য, ভীতভীতোঽতিভয়াকুলঃ সন্ ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ সগদ্গদং গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবানের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন অতি ভীত হইয়া কম্পিত-শরীরে পুনঃপুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল তোমাকে নমস্কার করে;—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্তকার্য্য ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

পরেশস্য সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যাতিরম্যত্বমত্যুগ্রত্বঞ্চ তত্র রঙ্গবদ্‌যুগপদেব বীক্ষ্য তদুভয়ং স্বসম্মুখ-স্ববিমুখবিষয়মিতি বিদ্বানর্জ্জুনস্তদনুরূপং স্তৌতি,—স্থান ইত্যেকাদশভিঃ। যুক্তমিত্যর্থকং স্থান ইত্যেদন্তমব্যয়ম্ হে হৃষীকেশেতি ;—সম্মুখবিমুখেন্দ্রিয়াণাং সাম্মুখ্যে বৈমুখ্যে চ প্রবর্ত্তকেত্যর্থঃ। যুদ্ধদর্শনায়াগতা দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরপ্রমুখং ত্বৎসম্মুখং জগত্তব দুষ্টসংহর্ত্তৃস্বরূপস্য প্রকীর্ত্ত্যা প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেতি যুক্তমেতৎ। দুষ্টস্বভাবানি ত্বদ্বিমুখানি রক্ষাংসি রাক্ষসাসুরদানবাদীনি দেবাদ্যদ্গীতয়া তৎপ্রকীর্ত্ত্যা ভীতানি ভূত্বা দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্ত ইতি চ যুক্তম্—তব প্রাণিভাবানুসারি-রূপপ্রকাশিত্বাদিতি ভাবঃ। তদিত্থং শিষ্টাশিষ্টানুগ্রহনিগ্রহকারিতাং তব বীক্ষ্য ত্বদ্ভক্তাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে সনকাদয়ো নমস্যন্তি 'জয় জয় ভগবান্' ইত্যাদীরয়ন্তঃ প্রণমন্তীতি চ যুক্তং, তব ভক্তমনোহারিত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

অথ ভগবতঃ সর্ব্বনমস্যত্বমভিদধৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতাং প্রতিপাদয়তি,—কস্মাচ্চেতি চতুর্ভিঃ। হে মহাত্মন্নুদারমতে! হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপিন্! হে দেবেশ সর্ব্বদেবনিয়ন্তঃ! হে জগন্নিবাস সর্ব্বাশ্রয়! তে সিদ্ধসঙ্ঘাস্তে তুভ্যং কস্মাদ্ধেতোর্ন নমেরন্—আত্মনেপদং ছান্দসম্; অপি তু প্রণমেযুরেব তে। কীদৃশায়েত্যাহ,—ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় যস্মাদাদিকর্ত্রে তত্ত্বসৃষ্টিকরায়েতি নমস্যত্বেঽনেকে হেতবঃ সন্তীতি সমুচ্চয়া-

---

হে মহাত্মন্! তুমিই ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদি-কর্ত্তা, তাহারা তোমাকে কেন নমস্কার করিবে না? হে অনন্তদেব! হে জগন্নিবাস! তুমিই অক্ষররূপ জীবতত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ-রূপ প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

লঙ্কারঃ; কিঞ্চ, যদক্ষরং প্রকৃতিসংসর্গি-জীবাত্মবস্তু যচ্চ সদসৎ-কার্য্যকারণাবস্থং স্থূলসূক্ষ্মভূতং প্রকৃতিতত্ত্বং, তৎপরং যদিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টাজ্জীবাত্মতত্ত্বাৎ প্রকৃতিতত্ত্বাচ্চোক্তরূপাৎ পরমুৎকৃষ্টং ভিন্নং চ যন্মুক্তজীবাত্মতত্ত্বং, তচ্চ ত্বমেব সর্ব্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমিতি। পরং নিধানং পরমাশ্রয়ো—'নিধীয়তেঽস্মিন'ইতি নিরুক্তেঃ। জগতি যো বেত্তা, যচ্চ বেদ্যং, তদুভয়ং ত্বমেব। কুত এবমিতি চেত্তত্রাহ,—যত্ত্বয়া বিশ্বমিদং ততং তদ্ব্যাপিত্বাদিত্যর্থঃ; যচ্চ পরং ধাম পরমব্যোমাখ্যং প্রাপ্যস্থানং তদপি ত্বমেব পরাখ্যস্বচ্ছক্তিবৈভবত্বাত্তস্য ধাম্নঃ ॥ ৩৮ ॥

অতঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বমিত্যাহ,—বায়ুরিতি। সর্ব্বদেবোপলক্ষণং বায়্বাদি-সর্ব্বদেবরূপস্ত্বং প্রজাপতিশ্চতুরাস্যঃ পিতামহস্ত্বং তৎপিতৃত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং ভবসি কঙ্কণাদিষু কনকস্যেব চিদচিচ্ছক্তিমতস্তব কারণস্য বায়্বাদিষু

তুমিই আদিদেব সনাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরব্যোমাখ্য ধাম; হে অনন্তরূপ! তোমা-দ্বারাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

ব্যাপ্তেস্তত্বং সর্ব্বরূপস্ত্বমতঃ সর্ব্বনমস্তোঽসীতি ময়া ত্বং নমস্যসে ইত্যাহ,—নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

ভক্ত্যাতিশয়েন নমস্কারেষ্বলং ভাবমবিদন্ বহুকৃত্বঃ প্রণমতি,—নমঃ পুরস্তাদিতি। হে সর্ব্ব! পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বতশ্চ স্থিতায় তে নমো নমোঽস্তু। অনন্তেতি কর্ম্মধারয়ঃ; বীর্য্যং দেহবলং বিক্রমস্ত্ব ধীবলং শস্ত্রপ্রয়োগাদি-প্রাবীণ্যরূপম্,—একং বীর্য্যাধিকং মন্তৈকং শিক্ষয়াধিকমিতি ভীমদুর্য্যোধনাবুদ্দিশ্যোক্তেঃ। সর্ব্বরূপত্বে হেতুমাহ,—সর্ব্বং সমাপ্নোষীতি। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—"যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্" ইতি ॥ ৪০ ॥

তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে তোমাকেই নমস্কার করি; হে অনন্তবীর্য্য! তুমিই অপরিমেয়-শক্তিসম্পন্ন, তুমিই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! তোমাকে যে এইরূপ সামাজিক অভিমান-সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধি মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব কখনও কখনও প্রমাদ-পূর্ব্বকই সেইসকল উক্তি করিয়াছি; বিহার, শয়ন ও ভোজন-সময়ে

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখং কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্মিশ্রত্বাত্তদনুরূপমনুনয়তি,—সখেতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণো ভগবান্মে সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষত্বাদি-লক্ষণং মহিমানমজানতাননুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্য প্রেম্ণা বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাদুক্তং, তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিং তদিতি চেৎ তত্রাহ,—হে কৃষ্ণেত্যাদি। সখেতীত্যত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি;—হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্ব্বকত্বা-ভাবাৎ, হে যাদবেত্যত্র রাজ্যবংশত্বাভাবাবেদনাৎ, হে সখেত্যত্র সবয়স্ক-মাত্রসূচনাৎ। কিঞ্চ, যচ্চ বিহারাদিষ্ববহাসার্থং পরিহাসায়াসৎকৃতোঽসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্ত্বমিত্যেবং ব্যঞ্জকশব্দৈরবজ্ঞাতোঽসি। একঃ সখীন্

তোমাকে পরিহাস-পূর্ব্বক অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুজনের সমক্ষে, কখনও বা একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে,—সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১-৪২ ॥

তুমিই এই-জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু, তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা কাহারও অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমিই অপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

বিনা বিজনে স্থিতস্তৎসমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো বা স্থিত ইত্যর্থঃ। তৎসর্ব্ববচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষাময়ে—ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যনুনয়ামি। হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেঽবিচ্যুত-সখেত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবম্ ॥ ৪১-৪২ ॥

অপ্রমেয়তামাহ,—পিতাসীতি। অস্য লোকস্য পিতা পূজ্যো গুরুঃ শাস্ত্রোপদেষ্টা চ ত্বমসি ; অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্ গুরুতরস্ত্বম্ হে অপ্রতিম-প্রভাব ! অতোঽস্মিন্ লোকত্রয়ে নিখিলেঽপি জগতি ত্বৎসম

তুমিই বস্তুতঃ জীবের ঈশ ও সেব্য, দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতি-পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি ; জীব ও তুমি—নিত্য-অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ, সেই-সেই সম্বন্ধ-ব্যাপারে নিত্যদাসরূপ জীবসকল তোমার প্রতি যে সমস্ত ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

তোমার বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন তাহা দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো-নয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

এব নাস্তি, দ্বিতীয়স্য পরেশস্যাভাবাদেব ত্বদধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ ? শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইতি ॥ ৪৩ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। কায়ং ভূমৌ প্রণিধায়, প্রণম্যেতি সাষ্টাঙ্গং প্রণতিং কৃত্বা, হে দেব ! মমাপরাধং সোঢ়ুমর্হসি। কঃ কস্যেবেত্যাহ,—পিতেবেতি। সখেব সখ্যুরিতি তু তদা মহৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য স্বস্মিন্ দাসত্ব-মননাৎ ; প্রিয়ায়ার্হসীতি বিসর্গ-লোপঃ সন্ধিশ্চার্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ কিং বক্ষি কিং চেচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—অদৃষ্টেতি। ত্বয়ি কৃষ্ণে সখ্যেন জ্ঞাতমপীদমৈশ্বরং রূপং দৃষ্ট্বাহং হর্ষিতোঽস্মি মৎসখস্যেদমসাধারণং রূপমিতি মুদিতোঽস্মি মনশ্চ মম তদ্ঘোরত্বদর্শনজেন ভয়েন প্রব্যথিতং ভবতি। অত ইদং প্রার্থয়ে,—তদেবেত্যাদি সর্ব্বদেবনিয়ন্তা তৎসর্ব্বাধারঃ পরেশস্ত্বমসীতি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতমতঃপরং তদন্তর্ভাব্য তদেব মদভীষ্টং কৃষ্ণ-রূপং দর্শয় প্রাদুর্ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

আমি এখন তোমার চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও হস্তে গদা-চক্রাদি আয়ুধ আছে ; সেই মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি বিশ্বস্থিতিকালে উদয় করিয়া থাক; হে কৃষ্ণ! আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময় রূপই সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব, সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন, সেই দ্বিভুজমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য-বিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি নিত্য-বিরাজমানা, এবং যখন জগৎসৃষ্টি হয়, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়,—এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

তৎ কীদৃগিত্যাহ,—কিরীটিনমিতি। হে সম্প্রতি সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং রূপমন্তর্ভাব্য দিব্যাভিনেতৃ-নটবত্তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্ প্রাদুর্ভব ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে জড়জগদন্তর্গত আত্মযোগ-দ্বারা শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম; তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ সেই অনন্ত আদি-তেজোময় রূপ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা-দ্বারা কেহই আমার আত্মযোগ-জনিত বিশ্বরূপ ইহ-লোকে দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল দর্শন করিলে। যে-সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্য-মনোদ্বারা এই রূপকে দর্শন ও স্মরণ করে; জড়মধ্যে যাহারা মূঢ়প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করত আমার নিত্য-চিত্তত্ত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাতে সুখী না হইয়া আমার চিন্ময় নিত্যরূপ-দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

এবং প্রার্থিতো ভগবানুবাচ,—ময়েতি। হে অর্জ্জুন! 'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্' ইত্যাদি ত্বৎপ্রার্থিতং প্রসন্নেন ময়েদং তেজোময়ং পরমৈশ্বরং রূপং বৈদূর্য্যবদভিনেতৃ-নটবচ্চ ত্বদভীষ্টে কৃষ্ণে ময়ি স্থিতমেব তব দর্শিতম্; আত্মযোগান্নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা মে মম যদ্রূপং ত্বদন্যেন জনেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদানীং স্বষ্টৈরপি দেবাদিভির্দৃষ্টং ভক্তিদৃশ্যং মম তৎস্বরূপং ভক্তং ত্বাং প্রতি প্রদর্শয়তা ময়া ত্বদ্দৃষ্টস্য বহুসাক্ষিকত্বায় দেবাদিভ্যোঽপি ভক্তিমদ্ভ্যঃ প্রদর্শিতম্; যত্তু গজসাহ্বয়ে দুর্য্যোধনাদিভিরপি বিশ্বরূপং দৃষ্টং, তন্নেদৃগ্বিধমিতি ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বমিত্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অথ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণস্যৈশ্বররূপস্য পুনর্দুর্লভতামাহ,—ন বেদেতি। বেদানা-মধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণৈঃ, যজ্ঞানামধ্যয়নৈর্মীমাংসা-কল্পসূত্রাদিদ্বারা তদর্থবিমর্শ-

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ়-ভাব না হউক। আমার ভক্তসকল—শান্তিপ্রিয় ও আমার সচ্চিদানন্দ-রূপের পক্ষপাতী; তাঁহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাই এই বিশ্বরূপ-চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,—আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। বিশ্বরূপের সহিত আমার মাধুর্য্য-ভক্ত-সকলের কোনরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি—আমার লীলা-পোষক সখা, তোমাকে আমার সকল-লীলার উপকরণ হইতে হইবে; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনা হইয়া আমার নিত্যস্বরূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

রূপৈঃ, দানৈঃ সংভোগ্যানাং সৎপাত্রেভ্যোঽর্পণৈঃ, ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মভিঃ, তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাদিভিরুগ্রৈর্দেহশোষকত্বেন দুষ্করৈঃ। এভিঃ কেবলৈর্ব্বেদাধ্যয়নাদিভির্ভক্তিযুক্তাস্বত্তোঽন্যেন ভক্তিরিক্তেন কেনাপি পুংসা এবংরূপোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যো,—ভক্তিং বিনা ভূতানি বেদাধ্যয়নাদীনি মদ্দর্শনসাধনানি ন ভবন্তীতি; যদুক্তং—"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥" ইতি ত্বয়া তু ভক্তিমতা দৃষ্ট এবাহমন্যৈশ্চ ভক্তিমদ্ভির্দ্দেবাদিভিঃ। শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। নকারাভ্যাসো নিষেধদার্ঢ্যার্থঃ। নৃলোক ইত্যুক্তে-স্তল্লোকে তদ্ভক্তা দেবা বহুবত্তদ্দ্রষ্টুং শক্নুবন্তীত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

যচ্চ তস্মিন্নেব মদ্রূপে সংহর্ত্তৃত্বং ময়া প্রদর্শিতং তৎ খলু দ্রৌপদী-প্রধর্ষণং বীক্ষ্যাপি তুষ্ণীং স্থিতা ভীষ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তৎপ্রধর্ষণকুপিতেন ময়ৈব নিহন্তব্যা, ন তু ত্বন্নিহননভারস্তবেতি বোধয়িতুমতস্তেন ত্বং ব্যথিতো মাভূরিত্যাহ,—মা তে ব্যথেতি। তদেব চতুর্ভুজং প্রার্থিতরূপম্ ॥ ৪৯ ॥

ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—ইত্যর্জ্জুনমিতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনং প্রতি পূর্ব্বোক্তমুক্ত্বা যথা সঙ্কল্পেনৈব সহস্রশিরস্কং রূপং দর্শিতবান্, তথৈব স্বকং নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং দেবকীপুত্রলক্ষণং চতুর্ভুজং

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করত ভীতমনা অর্জ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

রূপং দর্শয়ামাস; এবং সৌম্যবপুঃ সুন্দরবিগ্রহো ভূত্বা ভীতমেনমর্জ্জুনং পুনরাশ্বাসয়ামাস। মহাত্মা উদারমনাঃ ॥ ৫০ ॥

ততো নির্ব্যথঃ প্রসন্নমনাঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ,—দৃষ্ট্বেদমিতি। হে জনার্দ্দন, তবেদং সৌম্যং মনোজ্ঞং চতুর্ভুজং রূপং দৃষ্ট্বাহমিদানীং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং যথাদ্যভাবেন স্বাস্থ্যঞ্চ গতঃ সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। কীদৃশং রূপমিত্যাহ,—মানুষমিতি। চৈতন্যানন্দবিগ্রহঃ কৃষ্ণো বক্ষ্যমাণ-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; স হি যদুষু; পাণ্ডবেষু চ দ্বিভুজঃ কদাচিচ্চতুর্ভুজশ্চ ক্রীড়তি, তদুভয়রূপস্যাস্য মানুষবৎ সংস্থানাচ্চেষ্টিতাচ্চ;—মানুষভাবেনৈব ব্যপদেশ ইতি প্রাগভাষি ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময়ী দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত স্থির এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি এখন আমার যে স্ব-রূপ দেখিতেছ, তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয়; ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্য-রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে, এই মানুষ-রূপ সকলেই ত' দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল? তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন-প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিক-

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥

ময়া প্রদর্শিতং 'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ' ইত্যাদিনা শ্লাঘিতঞ্চ সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং শ্রদ্ধবানো মৎপ্রিয়সখোঽর্জ্জুনো মনুষ্যভাবভাবিতে শ্রীকৃষ্ণে ময়ি কদাচিদ্বিশ্রথভাবো মাভূদিতি ভাবেন স্বক-রূপস্য পরমপুরুষার্থতামুপদিশতি,—সুদুর্দ্দর্শমিতি। সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং দুর্দ্দর্শমেব; ইদন্তু মম কৃষ্ণরূপং সুদুর্দ্দর্শম্,—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য' ইত্যুক্তেঃ। যত্তু

প্রতীতি। (১) অবিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ মূঢ়-প্রতীতি-দ্বারা মানবগণ আমার এই নিত্যস্বরূপকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে; তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাবটি তাহারা জানিতে পারে না। (২) যৌক্তিক বা দিব্যপ্রতীতি-দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' মনে করিয়া, হয় বিশ্বব্যাপী আমার বিরাট্ মূর্ত্তিকে, নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে নিত্য-তত্ত্ব মনে করত আমার এই মানুষাকারকে অর্চ্চনোপায়-মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু (৩) বিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমার ঐ মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-ধাম বলিয়া চিচ্চক্ষু-বিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকৃতি লাভ করেন। এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন—দেবতাদেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব—আমার ভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপ-দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধ-সখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করত নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

"তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা-প্রভৃতি উপায়-দ্বারাও কেহ দর্শন করিতে শক্ত (সমর্থ) হন না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

সুচিরাদ্দৃষ্টবানসি কথমেবং প্রত্যেমীতি চেত্তত্রাহ,—দেবা অপ্যস্যেতি। এতচ্চ দশমাদৌ গর্ভস্তুত্যাদিনা প্রসিদ্ধমেব ॥ ৫২ ॥

সুদুর্ল্লভতামাহ,—নাহমিতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজস্ত্বৎসখোঽহং বেদাদিভিরপি সাধনৈঃ কেনাপি পুংসা ভক্তিশূন্যেন দ্রষ্টুং ন শক্যো—যথা ত্বং মাং দৃষ্টবানসি ॥ ৫৩ ॥

অভিমতাং পরভক্ত্যেকদৃশ্যতাং স্ফুটয়ন্নাহ,—ভক্ত্যেতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজোঽহমনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা তু বেদাদিভিস্তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্যঃ; দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং সংযোক্তুং চ শক্যঃ। পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে। তত্র বেদো গোপালোপনিষৎ, তপো মজ্জন্মাষ্টম্যেকাদশ্যাদ্যুপোষণং, দানং মদ্ভক্তসম্প্রদানকং স্বভোগ্যানামর্পণম্, ইজ্যা মন্মূর্ত্তিপূজা; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদ্যা। তু-শব্দোঽত্র ভিন্নোপক্রমার্থঃ। ন চ 'সুদুর্দ্দর্শম্' ইত্যাদিত্রয়ং সহস্রশীর্ষরূপপরমিতি বাচ্যম্,—'ইত্যর্জ্জুনম্' ইত্যাদিদ্বয়স্য নরাকৃতিচতুর্ভুজ-স্বকরূপপরস্যাব্যবহিতপূর্ব্বত্বাৎ, তদ্দ্বয়েন সহস্রশীর্ষরূপস্য ব্যবধানাচ্চ; তত্র যস্য তদেকবাক্যতায়াং 'নাহং বেদৈঃ' ইত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। যত্তু দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন নরাকারাচ্চতুর্ভুজাৎ সহস্রশীর্ষ্ণো দেবাকারস্যোৎকর্ষমাহ, তদবিচারিতাভিধানমেব,—দেবাকারস্য তস্য চতুর্ভুজনরাকারাধীনত্বাৎ। তত্ত্বঞ্চ তস্য যুক্তমেব,—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্" ইত্যাদি স্মরণাৎ। ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি

"হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যেতব্যং,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্", "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ", "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥", "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি", "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। অত্রাপি স্বয়মেবোক্তং,—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' ইতি, 'অহমাদির্হি দেবানাম্' ইত্যাদি চ; অর্জ্জুনেন চ,—'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদি। তস্মাদতিপ্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশীর্ষ্ণি রূপে তেন সংক্রান্তৈব দৃষ্টির্গ্রাহিণী যুক্তা; ন স্বতিসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যনিধি-নরাকৃতি-কৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্র গ্রাহিণীতি ভাবেন কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্ববদর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্রূপগ্রাহি তেজস্ত্বমেব সংক্রমিতমিতি মন্তব্যম্; ন তু যুক্ত্যাভাসলাভেন হৈতুকত্বং স্বীকার্য্যম্ ন চার্জ্জুনোঽপ্যন্যমনুষ্যবচ্চর্ম্মচক্ষুঃ,—তস্য ভারতাদিষু নরভগবদবতারত্বেনাসকৃদুক্তেঃ। কর্ম্মোদ্ভূতয়া বিস্ময়া সনিষ্ঠৈঃ সহস্রশিরস্করূপং লভ্যমিতি দুর্দ্দর্শং; তৎ নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং ত্বনন্যয়া ভক্ত্যৈবেতি সুদুর্দ্দর্শং তদুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

অথ স্বপ্রাপ্তিকরীমনন্যাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি,—মদিতি। মৎসম্বন্ধিনী মন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জন-মৎপুষ্পবাটীতুলসীকাননসংস্কার-তৎসেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো মামেব, ন তু স্বর্গাদিকং স্বপুমর্থং জানন্, মদ্ভক্তো মচ্ছ্রবণাদি-নববিধভক্তিরসনিরতঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ মদ্বিমুখসংসর্গমসহমানঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ,—তেষ্বপি মদ্বিমুখেষু প্রতিকূলেষু সৎসু বৈরশূন্যঃ,—স্বক্লেশস্য স্বপূর্ব্বকর্ম্মনিমিত্তকত্ববিমর্শেন তেষু বৈরনিমিত্তাভাবাৎ। এবম্ভূতো যঃ স মাং নরাকারং কৃষ্ণমেতি লভতে, নান্যঃ ॥ ৫৫ ॥

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্ম্মজ্ঞান-ফলসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত-ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সদয় হন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনো
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

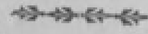
পূর্ণঃ কৃষ্ণোঽবতারিত্বাত্তদ্ভক্তানাং জয়ো রণে।
ভারতে পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যেকাদশনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ, কালরূপ, এমন কি, বিষ্ণুরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আশ্রয়ণীয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপবিগ্রহ ব্যতীত ভক্তের আর সাম্বন্ধিক বিগ্রহসকলে কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও পরম মাধুর্য্য-ভাবের একমাত্র নিধান,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ



অর্জ্জুন উবাচ,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

উপায়েষু সমস্তেষু শুদ্ধা ভক্তির্মহাবলা।
প্রাপয়েত্বরয়া যন্মামিত্যাহ দ্বাদশে হরিঃ ॥

জীবাত্মানং যথাবজ্‌জ্ঞাত্বা বিজ্ঞায় চ তদংশী হরির্ধ্যেয় ইতি 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদিভির্দ্বিতীয়াদিষেকঃ পন্থা বর্ণিতঃ। জীবাত্মানং হরেরংশং জ্ঞাত্বৈব তদংশী হরিস্তচ্ছ বণাদি-ভক্তিভির্ধ্যেয় ইতি 'মব্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদিভিঃ সপ্তমাদিষু দ্বিতীয়ঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ। তেষেব 'প্রয়াণকালে' ইত্যাদিনা যোগোপসৃষ্টা, 'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে' ইত্যনেন জ্ঞানোপসৃষ্টা

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এ-পর্য্যন্ত আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে, যোগী—দুইপ্রকার, অর্থাৎ একপ্রকার যোগিগণ সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে তোমার অনন্তভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মলভক্তি-দ্বারা তোমার উপাসনা করেন; অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা আবশ্যক-মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত-স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক-যোগ অবলম্বন করেন। এই দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

চ ভক্তিরুক্তা। ভক্তিষট্কাৎ প্রাক্ ষষ্ঠান্তে কেবলাঃ ভক্তিমুপদেক্ষ্যতা 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্' ইত্যাদিপদ্যেন স্বৈকান্তিনাং যুক্ততমতা চাভিহিতা। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—এবমিতি। এবং 'মব্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদি ত্বদুক্তবিধয়া সততযুক্তা যে ত্বাং শ্যামসুন্দরং কৃষ্ণং পরিতঃ কায়াদিব্যাপারৈরুপাসতে, যে চাক্ষরং জীবস্বরূপং চক্ষুরাদিভিরব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুমীহন্তে পরমাত্মকামা স্তেষামুভয়েষাং মধ্যে যোগবিত্তমাঃ শীঘ্রোপায়িনঃ কে ভবন্তি? অয়ং ভাবঃ,—স্বানুভবপূর্ব্বকস্ত হরিধ্যানস্য বক্ষ্যমাণত্বাত্তেন নির্ব্বিঘ্না তৎপ্রাপ্তিরিত্যেকে। নীরূপস্যাতিসূক্ষ্মস্ত জীবাত্মনো দুর্ধ্যানত্বাৎ কিং তদ্ধ্যানেন? কিন্তু হরিভক্তিরেব সর্ব্ববিঘ্নবিমর্দ্দিনী হরিপ্রাপণীত্যেকে। তস্যামেব নিরতাস্তেষামুভয়েষামুপায়েষু কঃ শ্রেয়ানুপায় ইতি তং ভণেতি ॥ ১ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। যে ভক্তা ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিধর্ম্মিণি স্বয়ং ভগবতি দেবকীনন্দনে মন আবেশ্য নিরতং কৃত্বা পরয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো মামুক্তলক্ষণমুপাসতে—শ্রবণাদিলক্ষণামুপাসনাং

নির্গুণ-শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যিনি আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্ত-ব্যক্তিই সকল-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করত সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য,

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

মম কুর্ব্বন্তি, নিত্যযুক্তা নিত্যং মদ্যোগমিচ্ছন্তস্তে মম মতেন যুক্ততমা মতাঃ—শীঘ্রমৎপ্রাপকোপায়িনস্তে ॥ ২ ॥

যে তু স্বসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকাং মদুপাসনাং ন কুর্ব্বন্তি, তেষামপি মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব কিন্তু তিক্লেশেনাতিচিরেণৈবাতস্তেভ্যোঽপকৃষ্টাস্ত ইত্যাহ,—যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। যে ত্বক্ষরস্বাত্মচৈতন্যমেব পূর্ব্বমুপাসতে, তেষামধিকতরঃ ক্লেশ ইতি সম্বন্ধঃ। অক্ষরং বিশিনষ্টি,—অনির্দ্দেশ্যং দেহাত্তিন্নত্বেন দেহাভিধায়িভির্দেবমানবাদিশব্দৈর্নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্ ; অব্যক্তঞ্চক্ষুরাদ্যগোচরং প্রত্যক্ সর্ব্বত্রগং দেহেন্দ্রিয়প্রাণব্যাপি ; অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং শ্রুতিমাত্রবেদ্যম্—"জ্ঞানস্বরূপমেব জ্ঞাতৃস্বরূপম্" ইতি শ্রুত্যৈব প্রত্যেতব্যম্ ; কূটস্থং সর্ব্বদাণুস্বরূপতৈকরূপম্ ; অচলং জ্ঞানত্বাদিব জ্ঞাতৃত্বাদপি চলনরহিতম্ ; ধ্রুবং পরমাত্মৈকশেষতায়াং সর্ব্বদা স্থিরম্। অক্ষরোপাসনে বিধিমাহ,—সংনিয়ম্যেতি। করণগ্রামং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং সংনিয়ম্য শব্দাদিনক্ষারেভ্যস্তব্যাপারেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য সর্ব্বত্র সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনাদিষু সমবুদ্ধয়স্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ; যদ্বা, সর্ব্বেষু চেতনাচেতনেষু বস্তুষু স্থিতে সমে ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যেষাং তে ব্রহ্মাধিষ্ঠানতয়া তেষু দ্বেষশূন্যাস্তত এব সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে উপকারে রতাঃ সর্ব্বেষাং শং ভূয়াদিতি যথাযথং যতমানাঃ এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকায়াং মদ্ভক্তৌ মদর্পিতকর্ম্মলক্ষণায়াং যে প্রবর্ত্তন্তে, তেঽপি মামেব পারমৈশ্বর্য্যপ্রধানং প্রাপ্নুবন্তীতি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩-৪ ॥

অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু-কষ্টের পর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই ; অতএব যিনি যে-প্রকারেই পরমবস্তু-লাভের যত্ন করুন, আমাকেই লাভ করেন ॥ ৩-৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

নম্নু তেঽপি চেন্মামেব প্রাপ্নুয়ুস্তর্হি পূর্ব্বেষাং যুক্ততমত্বং কিং নিবন্ধনম্ ? তত্রাহ,—ক্লেশোঽধিকেতি। অব্যক্তাসক্তচেতসামতিসূক্ষ্মনীরূপজীবাত্মসমাধিনিরতমনসাং তেষামধিকতরঃ ক্লেশঃ। যদ্যপি পূর্ব্বেষামপি তত্তৎস্বভক্ত্যঙ্গসমাচারো মদন্যবিষয়েভ্যঃ করণানাং প্রত্যাহারশ্চ ক্লেশোঽস্ত্যেব,

জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়-কালে ভক্তযোগী অতিসহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক নির্ভয়ে ফলকালে তাহাকে লাভ করেন ; আর জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক-চিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজ-প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে দুঃখজনক। ফলকালেও তাহার নির্ভয়তা নাই ; যেহেতু, সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারায় চরমগতিও তাহার পক্ষে অসুখজনক হয়। জীব—নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত-অবস্থায় সে লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীতস্বরূপ যে অহংগ্রহবুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগ-কালেও তাহার কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্তের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ, জীব—চৈতন্যস্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়া জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক ; ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে গেলে জ্ঞানযোগ সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপাদন করে। অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

তথাপি তত্রানন্দমূর্ত্তের্মম স্ফূরণান্ন ক্লেশতয়া বিভাতি। কুতোঽধিকতরস্তা সুদুরাপাত্তম্? হি যস্মাদব্যক্তা গতিরব্যক্তাক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তির্দেহবদ্ভির্দেহা-ভিমানিভির্জীবৈর্দুঃখং যথা স্যাত্তথাবাপ্যতে,—দেহবন্তঃ খলু স্থূলদেহমেব সুচিরাদাত্মত্বেনানুশীলিতবন্তঃ কথমণুচৈতন্যং সুচিরোজ্‌ঝিতবিমর্শমাত্মত্বে-নানুশীলিতুং প্রভবেয়ুরিতি ভাবঃ। অত্র ব্যাচক্ষতে—সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম,—তত্র সগুণোপাসনমাকারবদ্বিষয়ত্বাৎ সুকরমপ্রমাদঞ্চ, নির্গুণোপাসনং তু তদভাবাদ্দুঃখকরং সপ্রমাদঞ্চ, তচ্চ নির্গুণং ব্রহ্মাক্ষর-শব্দেনোচ্যতে। নৈর্গুণ্যপ্রতিপত্তয়ে সপ্ত বিশেষণানি,—অনির্দ্দেশ্যং

যাঁহারা—আমার ভগবৎস্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎ-সম্বন্ধী অনন্যভক্তিযোগ-দ্বারা আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যু সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তি দান এবং মায়াবন্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধি-জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞাই আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্ত-ধ্যানশীল পুরুষদের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? সেরূপ গতিলাভ-দ্বারা অভেদবাদী জীবের তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয় ॥ ৬-৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

বেদাগোচরং, যতোঽব্যক্তং জাত্যাদিশূন্যং, সর্ব্বত্রগং ব্যাপি, অচিন্ত্যং মনসাপ্যগম্যম্; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদ্যা; কূটস্থং মিথ্যাভূতমপি সত্যবৎ প্রতীতং জগৎ কূটমুচ্যতে—যথা কূটকার্ষাপণাদি, তস্মিন্নাধ্যাসিকসম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতম্, অচরমবি-কারমতো ধ্রুবং নিত্যমিতি। তদ্বিদাং খলু গুরূপসত্তিপূর্ব্বকোপনিষদ্বিচার-তদর্থমনন-তন্নিদিধ্যাসনৈর্মহান্ ক্লেশঃ। পূর্ব্বেষাং তু তৈর্বিনৈব গুরুভক্ত-ভগবৎপ্রসাদাবির্ভূতেনাজ্ঞানতৎকার্য্যবিমর্দ্দিনা বিজ্ঞানেন ভগবৎস্বরূপভূত-নির্গুণাক্ষরাত্মৈক্যলক্ষণা মুক্তিরিতি ফলৈক্যেঽপি ক্লেশাক্লেশাভ্যামপকর্ষো-ৎকর্ষাবিতি। তদিদং মন্দং—"গতিসামান্যাৎ" ইতি সূত্রে ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্য-নিরাসাৎ, "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি তস্য বেদবেদ্যত্বশ্রবণাৎ, "যতো বাচঃ" ইত্যাদেঃ কাৎস্ন্যাগোচরত্বার্থত্বাৎ, প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবেন নির্গুণ-স্যাপ্রমাণত্বাত্তৌচ্ছ্যাচ্চ লক্ষ্যত্বং তু ন, সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বস্বীকারাৎ; সদৈকা-বস্থস্য বস্তুনঃ কূটস্থত্বেনাভিধানান্ন চ জগৎ কূটম্ "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ইত্যাদৌ তস্য সত্যত্বশ্রবণাৎ, যশোদাস্তনন্ধয়বিভূতিবিগ্রহস্য পরব্রহ্মত্বশ্রবণেন তদন্যস্থ-নির্গুণাক্ষরকল্পনস্য শ্রদ্ধা-জাড্যকৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

তথাস্বযাথাত্ম্যং শ্রুত্বৈবাত্মাংশিনো মম কেবলাং ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি, ন স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতয়ে প্রযতন্তে, তেষাং তু কেবলয়া মদ্ভক্ত্যৈব মৎপ্রাপ্তিরচিরে-

আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

নৈব স্যাদিত্যাহ,—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে মদেকান্তিনো ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বাণি স্ববিহিতান্যপি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ভক্তিবিক্ষেপকত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মৎপরা মদেকপুরুষার্থাঃ সন্তোঽনন্যেন কেবলেন মচ্ছ্রবণাদিলক্ষণেন যোগেনোপায়েন মাং কৃষ্ণং উপাসতে—তল্লক্ষণাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি ধ্যায়ন্তঃ শ্রবণাদিকালেঽপি মন্নিবিষ্টমনসঃ, তেষাং মষ্যাবেশিতচেতসাং মদেকান্তুরক্তমননাং ভক্তানামহমেব মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারাৎ সাগরবদ্দুস্তরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি, ন চিরাৎ ত্বরয়া তৎপ্রাপ্তিবিলম্বাসহমানস্তানহং গরুড়স্কন্ধমারোপ্য স্বধাম প্রাপয়ামীত্যর্চ্চিরাদি-নিরপেক্ষা তেষাং মদ্ধামপ্রাপ্তিঃ ;—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥" ইতি বারাহবচনাৎ, কর্ম্মাদিনিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা ;—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিপুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইতি নারায়ণীয়াৎ, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ ॥ ৬-৭ ॥

যদি সহজ-অনুরাগ-দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন—দুইপ্রকার অর্থাৎ রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগাত্মিক-ভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভপূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ়শ্রদ্ধা-দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধীভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ-রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধভক্তি-সাধনই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং ময্যেব ন তু স্বাত্মনি মন আধৎস্ব সমাহিতং কুরু; বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়ার্পয়। এবং কুর্ব্বাণস্ত্বং ময্যেব মম কৃষ্ণস্য সন্নিধাবেব নিবৎস্যসি, ন তু সন্দিষ্টবৎ সর্গাদিকমনুভবন্নৈশ্বর্য্যপ্রধানং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ননু গঙ্গেব যেষাং মনোবৃত্তিরোঘবতী, তেষাং ত্বৎপ্রাপ্তিস্ত্বরয়া স্যান্মম তু তাদৃশী ন তদ্বৃত্তিস্ততঃ কথং সেতি চেত্তত্রাহ,—অথেতি। স্থিরং যথা স্যাত্তথা ময়ি চিত্তং সম্যগনায়াসেনাধাতুমর্পয়িতুং ন শক্নোষি চেত্ততোঽভ্যাসযোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব ;—মত্তোঽন্যত্র গতস্য মনসঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈর্ময়ি স্থাপনমভ্যাসস্তেন মনসি মৎপ্রবণে সতি মৎপ্রাপ্তিঃ সুলভা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ননু বায়োরিব মনসোঽতিচাপল্যাত্তস্য প্রত্যাহারে মম ন শক্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—অভ্যাসেঽপীতি। উক্তলক্ষণেঽভ্যাসেঽপি চেদসমর্থস্তর্হি মৎকর্ম্মাণি পরমাণি পুমর্থভূতানি যস্য তাদৃশো ভব; তানি চ মন্দিরকেতনির্ম্মাণমৎপুষ্পবাটীসেচনাদীনি পূর্ব্বমুক্তানি। এবং সুকরাণি মদর্থানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং তত্র তত্রাতিমনোজ্ঞমন্মূর্ত্ত্যুদ্দেশমহিম্না তাদৃশে ময়ি নিরতমনাঃ সংসিদ্ধিং মৎসামীপ্যলক্ষণামবাপ্স্যসীত্যতিসুগমোঽয়মুপায়ঃ ॥১০॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফল ত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অথ মহাকুলীনত্ব-লোকমুখ্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধেন বাধিতত্বর্থমন্তো বৈ তদ্ম-ন্নিকেত-বিমার্জ্জনাদি-মৎপ্রীতিকরমতিসুকরমপি কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি ততো মদ্‌যোগং মচ্ছরণতামাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগং কুরু যতাত্মবান্ বিজিতমনা ভূত্বা; তথা চ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈ-রগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্যাদিভির্মদারাধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্বিষতন্তুবদন্তরভ্যুদিতেন জ্ঞানেন স্বপরাত্মনোঃ শেষশেষিভাবেঽভ্যুদিতে স্বশেষিণি সর্ব্বোত্তমত্বেন বিদিতে শনৈঃ শনৈঃ পরাপি ভক্তিঃ স্যাদিতি। এবমেব বক্ষ্যতি,—'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্' ইত্যাদিনা 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' ইত্যন্তেন ॥ ১১ ॥

সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্‌জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চানভিসংহিতং ফলং কর্ম্মযোগং স্তৌতি,—শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসাদসংস্থিতিসাতত্যরূপাদনিষ্পন্নাজ্‌জ্ঞানং স্বাত্ম-সাক্ষাৎকৃতিরূপং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্; পরমাত্মোপলব্ধিদ্বারত্বাৎ জ্ঞানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ সাধনভূতং ধ্যানং স্বাত্মচিন্তনলক্ষণং বিশিষ্যতে—স্বহিতত্বে

অসমর্থ-পক্ষে রাগভক্তি অপেক্ষা বৈধভক্তিরূপ অভ্যাসই শ্রেয়োরূপে আশ্রয়ণীয়। বৈধভক্তিতে অসমর্থ হইলে আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞানচেষ্টাই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ জ্ঞানে অসমর্থ হইলে তৎসাধনভূত স্বাত্মচিন্তারূপ 'তত্ত্ব-মস্যাদি' বাক্যগত ধ্যানই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ ধ্যানে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই শ্রেয়ঃ। কাম্যকর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মফলত্যাগ-দ্বারা শান্তিলাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তি পাইবার দুইটি মার্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎমার্গ ও ক্রম-মার্গ। লোভ ও শ্রদ্ধোদিত সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনই সাক্ষাৎমার্গ। আর প্রথমে কাম্যকর্ম্মত্যাগ, দ্বিতীয়ে কর্ম্মযোগাশ্রয়, তৃতীয়ে অষ্টাঙ্গযোগগত ধ্যান, চতুর্থে আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান ও পঞ্চমে পরমাত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞানজনিত সাধনভক্তিরূপ ক্রম-মার্গই সাধারণী প্রথা ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রেয়ো ভবতি; ধ্যানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্তস্মিন্ শ্রেয়ান্; ত্যক্তফলং কর্ম্মৈব প্রশস্ততরম্; ত্যাগাদনন্তরং শান্তিস্ত্যক্তফলাদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরং মনঃশুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চ শুদ্ধে মনসি ধ্যানং নিষ্পদ্যতে; নিষ্পন্নে ধ্যানে স্বসাক্ষাৎকৃতিরূপং জ্ঞানং; জ্ঞানে নিষ্পন্নে তৎফলভূতং পরমাত্মজ্ঞানম্; তেন পরা ভক্তিস্তয়ৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য মম প্রাপ্তিরিতি দুর্গমোঽয়মুপায় ইতি ভাবঃ। ন চায়মর্জ্জুনং প্রত্যুপদেশস্তস্যৈকান্তিত্বাৎ। সনিষ্ঠা নিষ্কামকর্ম্মরতা হরিধ্যায়িনশ্চ স্বাত্মানমনুভূয় ততোঽভ্যুদিতয়া হরি-বিষয়কয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণয়া পরয়া ভক্ত্যা হরিং প্রেমাস্পদমনুভবন্তো বিমুচ্যন্ত ইতি গীতাশাস্ত্রার্থপদ্ধতিঃ। কিন্ত্বেকান্তিত্বাসক্তং প্রতীতি-বোধ্যম্ ॥ ১২ ॥

ভক্ত—সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে-সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন; অসদ্গতি হইতে কিসে কুপথগামি-জীবের রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে কৃপালু এবং জড়ীয়-দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য; অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও তাহাতে প্রারব্ধ ফল প্রাপ্ত হন না, অতএব সক্ষম; যদৃচ্ছা-লাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; উপায়-শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠরূপ যোগপরি-নিষ্ঠিত; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক-প্রেম-লাভের জন্য যত্নশীল, যাঁহার এইরূপ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তিনি—আমার ভক্ত ও প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতানীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎসাধনভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরঞ্জকান্ গুণান্ বিদধাতি,—অদ্বেষ্টেতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষং কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধাণ্যমূনি পরেশপ্রেরিতান্যমূনি মহ্যং দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ; পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ স্নিগ্ধঃ; কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাং খেদ ইতি করুণঃ; দেহাদিষু নির্ম্মমঃ প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ; নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ; সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ; যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ সততং সন্তুষ্টো লাভেঽলাভে চ প্রসন্নচিত্তঃ; যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ; যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ; দৃঢ়নিশ্চয়ো দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ো হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ; অতো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ; এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা॥ ১৩-১৪ ॥

যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে—ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি; লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে—সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি; যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো, ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী;—অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাত্তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ; তত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষং, পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ, দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ

যাঁহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং লোক-দ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি পরিমুক্ত, তিনি—আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

ভয়ং, কথং নিরুপদ্রবমস্তু মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ;—এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ; শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রবান্; দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ; উদাসীনঃ পরপক্ষাগ্রাহী; গতব্যথোঽপকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ; সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ ॥১৬॥

যঃ প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি; অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি; প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি; অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি; শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্ব-সাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখং স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি; মৌনী যতবাক্ স্বেষ্টমনন-

ব্যবহারিক-কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য ও আরব্ধ কার্য্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আমার ভক্ত—আমার প্রিয় ॥১৬॥

যিনি জড়ীয়-ফল-লাভে আশাবান্ বা হৃষ্টচিত্ত হন না, জড়ীয়-ফল-লাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন না, সেই ভক্তিমান্ জনই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রুমিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ এবং সুখ-দুঃখের প্রতি সমতা,

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

শীলো বা ; যেন কেনচিদদৃষ্টাকৃষ্টেন রুক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ ; অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা ; স্থিরমতির্নিশ্চিতজ্ঞানঃ। অদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভব-তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তস্মিন্নিষ্ঠা-ফলমাহ,—যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্তং 'ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্' ইত্যাদিভির্গণাগতমিদং ধর্ম্মামৃতং

কুসঙ্গশূন্যতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, যাহাতে-তাহাতে সন্তোষ, মৌন-ধর্ম্ম, গৃহাসক্তিশূন্যতা ও স্থিরমতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮-১৯ ॥

মৎপর-শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে আনুপূর্ব্বিক মদ্বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, তাঁহারা—আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

নির্ব্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম কোন্‌টি,—এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য এই অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রথম ছয় অধ্যায়োক্ত ধ্যানগর্ভ কর্ম্মযোগ-দ্বারা জড়বিশেষ-মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষমার্গে আমাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত-কষ্টকর মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বভূতহিত-কামনা-দ্বারা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভ করত নির্ব্বিশেষ-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষ-বিশিষ্ট আমাকে চরমে লাভ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পর্য্যুপাসতে—প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি, শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবো মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি ॥ ২০ ॥

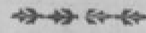
বশঃ স্বৈকজুষাং কৃষ্ণঃ স্বভক্ত্যেকজুষাং তু সঃ।
প্রীত্যোবাতিবশঃ শ্রীমানিতি দ্বাদশনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

করেন। সাধুসঙ্গদ্বারা যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরুপদাশ্রয় করত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি-দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি,আসক্তি ও ভাব বান্ হইয়া আমাতে রত হন, তাঁহাদের মার্গই সমীচীন ; অতএব শুদ্ধভক্তিই শ্রেয়ঃ। যে-পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ-লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ-মার্গই প্রশস্ত ; তাহাতে কর্ম্মযোগ, ধ্যান, আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞান-দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি ক্রমশঃ উদিত হয়। যাঁহাদের সাধুসঙ্গক্রমে হরিবিষয়িণী শ্রদ্ধা বা পরমভক্তদিগের চরিত্রে লোভ উদিত হয়, তাঁহাদের ঐ ক্রমমার্গের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন ; ভক্তিনির্দ্দিষ্ট সদুপায়-দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় এবং আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহায় হই ;—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ



অর্জ্জুন উবাচ,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

কথিতাঃ পূর্ব্বষট্‌কাভ্যামর্থাজ্জীবাদয়োঽত্র যে।
স্বরূপাণি বিশোধ্যন্তে তেষাং ষট্‌কেঽন্তিমে স্ফুটম্ ॥
ভক্তৌ পূর্ব্বোপদিষ্টায়াং জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ।
দেহজীবেশবিজ্ঞানং তত্ত্বক্তব্যং ত্রয়োদশে ॥

আদ্যষট্‌কে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া দর্শিতম্; মধ্যষট্‌কে তু 'ভক্তি' শব্দিতং পরমাত্মোপাসনং তন্মহিমনিগদ-

---

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এইসকলের তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে পরম-রহস্য-স্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ ও বদ্ধ-জীবের কর্ম্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং নিরুপাধিক ভক্তিস্বরূপও বলিলাম; তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়ের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিচার-দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকং উপদিষ্টম্; তচ্চ কেবলং তত্ত্বশাতাকরং সত্ত্বপ্রাপকম্। আর্ত্তাদীনাং তু তদুপাসীনানামার্ত্তিবিনাশাদিকরং তদেকান্তিপ্রসঙ্গেন কেবলং সত্ত্বপ্রাপকঞ্চ। যোগেন জ্ঞানেন চোপস্থৈং ঋশ্বর্য্যপ্রধানতত্ত্বঃপাপ-লম্ভকং মোচকং চেত্যুক্তম্; তথাস্মিন্নন্ত্যষট্‌কে প্রকৃতি-পুরুষ-তৎসংযোগ-হেতুক-জগত্তদীশ্বরস্বরূপাণি কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপাণি চ বিবিচ্যন্তে।

ব্যাখ্যা করিতেছি; তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। আমি যখন ব্রহ্মাকে ভাগবত-শাস্ত্রের মূল চতুঃশ্লোক বলিয়াছিলাম, তখনও "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥" এই বাক্য-দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য (প্রয়োজনপ্রেম) ও তদঙ্গ (অভিধেয়-সাধনভক্তি) এই চারিটি বিষয়ের উপদেশ দিই। এই চারিটি বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না; অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্ব্বক রহস্যোপযোগিনী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধভক্তি উদিত হইলে অহৈতুক-জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণপূর্ব্বক এই দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয়! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটি তত্ত্বের নাম—ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত এক-একটি শরীরে জীবাত্মরূপ এক-একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত-জগতের প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর জানিবে, আমার ঐশী শক্তির দ্বারা আমিই পরমাত্মরূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান' ॥ ২ ॥

* তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

জ্ঞানবৈশদ্যায় এতাবত্ত্রয়োদশেঽস্মিন্নধ্যায়ে দেহ-জীব-পরেশ স্বরূপাণি বিবেচনীয়ানি ; দেহাদিবিবিক্তস্যাপি জীবাত্মনো দেহসম্বন্ধহেতুস্তদ্বিবেকাম্ন-সন্ধিপ্রকারশ্চ বিমর্শনীয়ঃ। তদিদমর্থজাতমভিধাতুং ভগবানুবাচ,— ইদমিতি। হে কৌন্তেয়! ইদং সেন্দ্রিয়প্রাণং শরীরং ভোক্তুর্জীবস্য ভোগ্য-সুখদুঃখাদি-প্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্ত্বজ্ঞৈঃ। এতচ্ছরীরং দেবোঽহং মানবোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যজ্ঞৈরাত্মভেদেন প্রতীয়মান-মপি যঃ শয্যাসনাদিবদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোক্ষসাধনঞ্চ বেত্তি, তং বেদ্যাচ্ছরীরাত্তদ্বেদিতৃতয়া ভিন্নং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ। ভোগমোক্ষসাধনত্বং শরীরস্যোক্তং শ্রীভাগবতে,—"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্" ইতি। শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,— ক্ষেত্রত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞানাজ্জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তম্। অথ পরমাত্মনস্তদাহ,—ক্ষেত্রজ্ঞ-ঞ্চাপি মামিতি। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ; অপিরব-ধারণে। জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজা-বৎ ; অহন্তু সর্ব্বেশ্বর এক এব সর্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্ত্তব্যানি চ জানন্ তৎসর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞো রাজবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বং,— "ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়া-

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কিপ্রকার, তাহার বিকার কি, কাঁহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি এবং তাহার প্রভাব কি?—তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ, তৎসহিতয়োস্তয়োর্মিথো বিবেকেন যজ্জ্ঞানং তদেব জ্ঞানং মম মতম্ ; ততোঽন্যথা ত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্,—প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং ভোগ্যত্ব-ভোক্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্মকত্বান্মিথঃসংপৃক্তানামপি তেষাং ন তত্তদ্ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যং চিত্রাম্বররূপবদিত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইতি শ্রুতয়শ্চ প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততদ্ধর্ম্মকতামাহুঃ,—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা", "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম-মেতৎ", "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইত্যাদয়ঃ। অত্রাপি 'ক্ষরাক্ষর'শব্দবোধ্যাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপাদ্যুগলাৎ স্বস্য পুরুষোত্তমস্যান্যত্বং বক্ষ্যতি,—'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' ইত্যাদিভিস্তস্মান্মিথঃ সংপৃক্তানামপি প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততয়া জ্ঞানং তাত্ত্বিকমিতি। যত্ত্বেকাত্মবাদিনঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা সর্ব্বেশ্বরস্যৈব সতোঽস্য বিশ্বস্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবো রজ্জোরিব ভুজঙ্গমত্বম্ ; তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্ততমস্যেদং বাক্যং 'ক্ষেত্রজ্ঞ-ঞ্চাপি মাম্' ইতি—'রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ' ইত্যাপ্তবাক্যাদ্ভুজঙ্গত্বভ্রান্তিরিব

ঋষিগণ-কর্তৃক সেই ক্ষেত্রযাথাত্ম্য ও ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যই স্মৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদবাক্য-দ্বারা বিবিধপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্র-দ্বারা হেতু-সহকারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তবাক্যে পরিগীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বভ্রান্তিরস্মাদ্বাক্যাদ্বিনশ্যতীত্যাহুস্তৎ কিলোপদেশ্যাসম্ভবাদেব নিরস্ত-মিতি 'দেহিনোঽস্মিন্' ইত্যস্য ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। এবং তু ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। চ-শব্দঃ ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থঃ ; ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি—মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তিকত্বান্মদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মকং জানীহীতি। এবমেবোক্তং,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। তয়োর্মদধীনপ্রবৃত্তিকত্বাদিভির্মদাত্মকতয়া যজ্জ্ঞানং, তজ্‌-জ্ঞানং মম মতমিতোঽন্যথা ত্বমতমিতি ॥ ২ ॥

সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিশদয়িতুমাহ,—তদিতি। তৎ ক্ষেত্রং শরীরং—যচ্চ যদ্‌দ্রব্যং, যাদৃক্ যদাশ্রয়ভূতং, যদ্বিকারি যৈর্বিকারৈরুপেতং, যতশ্চ হেতোরুদ্ভূতং যৎ প্রয়োজনকঞ্চ, যদিতি যৎ স্বরূপম্ ; স চ ক্ষেত্রজ্ঞো

সেইসমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্র-বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনোরূপ একটি অন্তরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়,—এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। এই চব্বিশ তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ক্ষেত্র কি ও তাহা কিপ্রকার, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণামরূপ স্থূল-দেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার (চিদাভাস) জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ-ব্যাপার ও ধৃতি—এই-সকলকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহারাও ক্ষেত্রান্তর্গত ॥ ৫-৬ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

জীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণশ্চ—যো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবো যচ্ছক্তিকশ্চ, তৎ সমাসেন মে মত্তঃ শৃণু। তদিতি ক্লীবশেষত্বমেকবদ্ভাবশ্চ—"নপুংসকম-নপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্" ইতি সূত্রাৎ ॥ ৩ ॥

অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসনা অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখদুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত-স্থানে অবস্থিতি, দুর্জ্জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে ; বস্তুতঃ ইহারা—প্রত্যক্‌জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয় ; ইহারা 'ক্ষেত্রের বিকার' নয়, কিন্তু 'ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে 'আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং কৈর্বিস্তরেণোক্তং যৎ সমাসেন ব্রুব ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদিস্বরূপং বহুধা গীতম্,—"অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যামপার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্ ॥ কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যা-সঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু ॥ আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥" ইত্যাদিভিঃ ; তথা ছন্দোভির্বেদৈর্বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্বহুধা তদ্‌গীতং যজুঃশাখায়াং—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিনা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাস্তেষন্নময়াদিত্রয়ং জড়ং

অবলম্বনীয়া ; অন্য উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসনস্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে ; আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই 'অজ্ঞান' ॥ ৭-১১ ॥

হে অর্জ্জুন ! তোমাকে আমি ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে-শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারের প্রক্রিয়া বলিলাম ; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম ; ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের জ্ঞানের নাম যে 'বিজ্ঞান', তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান-দ্বারা যে-তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়-বস্তু—অনাদি ও মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত-তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ, উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য জীব' ; তাহার তত্ত্ব বা স্বরূপ অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ-লাভ হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো ভিন্নো বিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপং, তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্। এবং বেদান্তরেষু মৃগ্যম্। ব্রহ্মসূত্ররূপৈঃ পদৈর্বাক্যৈশ্চ তদ্‌যাথাত্ম্যং গীতম্—তেষু "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা ক্ষেত্রস্বরূপং, "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা জীবস্বরূপং, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনেশ্বরস্বরূপম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৪ ॥

'তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ' ইত্যাদ্যর্দ্ধকেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেত্রস্বরূপমাহ,—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি পঞ্চ খাদীন্যহঙ্কারস্তদ্ধেতুস্তামসো ভূতাদিসংজ্ঞো বুদ্ধিস্তদ্ধেতুর্জ্ঞানপ্রধানো মহানব্যক্তং তদ্ধেতু ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমিন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বাগাদীনি চ পঞ্চেতি দশ বাহ্যানি রাজস-সাহঙ্কারকার্য্যাণ্যেকং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেবমেকাদশে-ন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চেতি ভূতাদি-খান্তরালিকাঃ সূক্ষ্মাঃ শব্দাদি-তন্মাত্রাঃ খাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ স্থূলাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। এবং চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মকং ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ম্। ইচ্ছাদয়শ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামুপলক্ষণমেতৎ, এতে মনোধর্ম্মাঃ,—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্যপ্যাত্মধর্ম্মা ইচ্ছাদয়ো "য আত্মা" ইত্যাদৌ "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি শ্রবণাৎ, "পঠেদ্য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ, "পুরুষঃ সুখ-

কিরণসমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন ; ব্রহ্মাদি পিপীলিকা-পর্য্যন্ত অনন্ত-জীবের অবস্থান(আশ্রয়)স্বরূপ সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব—অনন্তজীব-গণের অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ ইত্যাদি-সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত (ব্যাপ্ত) করিয়া বিরাজমান ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ, তথাপি মনোদ্বারাভিব্যক্তৈর্মনোধর্ম্মত্বমতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো দেহঃ, স চ চেতনা ধৃতির্ভোগায় মোক্ষায় চ যতমানস্য চেতনস্য জীবস্যাধারতয়োৎপন্ন ইত্যর্থঃ। অত্র প্রধানাদিদ্রব্যাণি ক্ষেত্রারম্ভকাণীতি, যচ্চেত্যস্য শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাশ্রিতানীতি, যাদৃগিত্যস্যেচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকার্য্যাণীতি, যদ্বিকারীত্যস্য চেতনা ধৃতিরিতি, যতশ্চেত্যস্য সংঘাত ইতি, যদিত্যস্যোত্তরমুক্তম্; এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারোপেতমুদাহৃতমুক্তম্॥৫-৬॥

অথোক্তাৎ ক্ষেত্রাদ্বিভিন্নত্বেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং বিস্তরেণ নিরূপয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানসাধনান্যমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ,—অমানিত্বং স্বসৎকারানপেক্ষত্বম্, অদম্ভিত্বং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিফলকধর্ম্মাচরণবিরহঃ, অহিংসা পরাপীড়নম্, ক্ষান্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আর্জবং ছদ্মিষ্বপি সারল্যম্, আচার্য্যোপাসনং জ্ঞানপ্রদস্য গুরোরকৈতবেন সংসেবনম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্র্যম্—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥" ইতি স্মৃতেঃ; স্থৈর্য্যং সদ্বর্ত্মৈকনিষ্ঠত্বম্, আত্মবিনিগ্রহ আত্মানুসন্ধিপ্রতীপাদ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনম্, ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রতীপেষু বৈরাগ্যং রুচ্যভাবঃ, অনহঙ্কারো দেহাদিষ্বাত্মাভিমানত্যাগঃ, জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃপুনশ্চিন্তনম্, পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেষ্বসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষ্বঙ্গস্তেষু সুখিষু দুঃখিষু চ সৎস্বু তৎসুখদুঃখানভিনিবেশঃ, ইষ্টানিষ্টানামনুকূলপ্রতি-

সেই বৃহত্তত্ত্ব—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বভৃৎ ও নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃতগুণরহিত, অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ'শব্দবাচ্য ষড়্গুণের আস্বাদক ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

কূলানামর্থানামুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদবিরহঃ, নিত্যং সর্ব্বদা, ময়ি পরেশেঽব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা—অনন্যযোগেনৈকান্তিত্বেন মদ্ভক্তসেবা, তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জনস্থানপ্রিয়তা, জনানাং প্রাম্যাণাং সংসদি রতিত্যাগঃ, অধ্যাত্মমাত্মনি যজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং সর্ব্বদা বিমৃশ্যত্বম্; তত্ত্বং ত্বহমেব পরং ব্রহ্ম,—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্" ইত্যাদিস্মৃতেঃ, তজ্জ্ঞানস্য যোঽর্থস্তৎপ্রাপ্তিলক্ষণস্তস্য দর্শনং হৃদি স্মরণম্। এতদমানিত্বাদিকং জ্ঞানং পরম্পরয়া সাক্ষাচ্চ তদুপলব্ধিসাধনং প্রোক্তম্,—'জ্ঞায়তে উপলভ্যতেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ; যত্ততোঽন্যথা বিপরীতং মানিত্বাদি, তদজ্ঞানং তদুপলব্ধিবিরোধীতি ॥ ৭-১১ ॥

এবং জ্ঞানসাধনান্যুপদিশ্য তৈর্জ্ঞেয়মুপদিশতি,—জ্ঞেয়ং যত্তদিতি। উক্তৈঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়মুপলভ্যং জীবাত্মবস্তু চ, তদহং প্রকর্ষেণ সুবোধতয়া বক্ষ্যামি,—যজ্জ্ঞাত্বা জনোঽমৃতং মোক্ষমশ্নুতে লভতে। তত্র জীবাত্মবস্তু প্রদিশতি,—অনাদীত্যর্দ্ধকেন। নাস্ত্যাদির্যস্য তৎ জীবস্যাপ্যুৎপত্তির্নাস্ত্যন্তোঽতোঽপি নেতি নিত্যোঽসাবিত্যর্থঃ; এবমাহ শ্রুতিঃ,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদ্যা। অহমেব পরঃ স্বামী যস্য তৎ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন" ইতি স্মৃতেশ্চ। অপহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্ম বৃহতা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসি-

সেই তত্ত্ব—সমস্ত-ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান; তাহা-হইতেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি—অবিজ্ঞেয় এবং যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

তব্যঃ” ইতি ; জীবে ব্রহ্মশব্দস্তু,—“বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, “স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে”, “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি” ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। ন সদিতি তদ্বিশুদ্ধং জীবাত্মবস্তু কার্য্যকারণাত্মকাবস্থাদ্বয়বিরহাৎ সচ্চাসচ্চ নোচ্যতে, কিন্তু পরমাণুচৈতন্যং গুণাষ্টকবিশিষ্টমুচ্যতে,—বিভক্তনামরূপং কার্য্যাবস্থং সদ্রূপমুদিতনামরূপং কারণাবস্থং ত্বসদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ পরমাত্মবস্তু প্রদিশতি,—সর্ব্বতঃ পাণীতি। তৎ পরমাত্মবস্তু ; ‘সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্’ ইত্যাদি বিস্ফুটার্থম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্বৃত্তিভিরাভাসতে দীপ্যত ইতি তথা, সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবর্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শূন্যঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্য্যম্,—“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ”, “যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্ত্বাং ভগবতো লক্ষয়ামহে,—“বুদ্ধিমান্মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্” ইতি শ্রুতেঃ ; সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বতত্ত্বধারকমপ্যসক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণাত্তৎস্পর্শরহিতং ; নির্গুণং—“সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ” ইতি শ্রুতের্মায়া-গুণাস্পৃষ্টমেব সদ্গুণভোক্তনিয়ম্যতয়া “গুণানুভবি-বিকারজননীমজ্ঞাম্” ইত্যারভ্য “একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র

সমস্ত-ভূতে বিভক্তরূপে তাঁহার বোধ হয় বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অবিভক্ত ; প্রতি-জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনিই সর্ব্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্‌সমষ্টিস্বরূপ পরমেশ্বর ; তিনিই সমস্তভূতের ভর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও প্রভব(জন্ম)-দাতৃ-তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

বশানুগাম্। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥” ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১৪ ॥

বহিরিতি। ভূতানাং চিজ্জড়াত্মকানাং তত্ত্বানাং বহিরন্তশ্চ স্থিতম্—“অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইতি শ্রবণাৎ ; অচরমচলং চরং চলং চ—“আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ” ইতি শ্রুতেঃ ; সূক্ষ্মত্বাৎ প্রত্যক্ত্বাচ্চিৎসুখমূর্ত্তিত্বাদবিজ্ঞেয়ং দেবতান্তরবজ্‌জ্ঞাতুমশক্যমতো দূরস্থঞ্চেতি,—“যন্মনসা ন মনুতে ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্” ইতি শ্রুতেঃ ; গান্ধর্ব্ব-বাসিতেন শ্রোত্রেণ ষড়্‌জাদিবদ্ভক্তিভাবিতেন করণেন তু শক্যং তজ্‌জ্ঞাতুমিত্যাহ,—অন্তিকে চ তদিতি ; “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্”, “কশ্চি-

তিনিই সমস্ত-জ্যোতির পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক ; তিনিই সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই জ্ঞান ; তিনিই জ্ঞানগম্য ও জ্ঞেয় ; তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়াত্মক এই তিনটি তত্ত্ব বলিলাম ;—ইহার নামই ‘বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান’। ভগবদ্ভক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করিয়া যথার্থজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান আর কিছুই নয়,—কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধিমাত্র। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

দ্বারঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" "ভক্তিযোগে হি তিষ্ঠতি" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ, "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তমিতি। বিভক্তেষু মিথো ভিন্নেষু জীবেষ্ববিভক্তমেকং তদ্ব্রহ্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি শ্রুতেঃ, "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ইতি স্মৃতেশ্চ। তচ্চ ভূতভর্তৃস্থিতৌ ভূতানাং

ক্ষেত্রজ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধজীব-সত্তায় তিনটি তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি', জীবই 'পুরুষ' এবং পরমাত্মা—আমার তত্ত্বভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই—অনাদি অর্থাৎ জড়ীয়-কালের পূর্ব্ব হইতে তাহারা আছে, জড়ীয়কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়, এবং আমার পরম-অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময় অখণ্ডকালে আমার শক্তি হইতেই তাহাদের উদয় হইয়াছে। জড়া প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জীবও আমার নিত্য-শক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্য-বশতঃ জড়া প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট ; জীব বাস্তবিক—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব, তাহাতে মদীয়া পর-শক্তি-ক্রমে একটু তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায়, তাহা জড়া প্রকৃতিতেও উপ-যোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎতত্ত্ব কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না ; যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়প্রকৃতিসম্ভূত, উহারা জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

পালকং প্রলয়ে তেষাং গ্রসিষ্ণু কালশক্ত্যা সংহারকং, সর্গে প্রভবিষ্ণু প্রধানজীবশক্তিভ্যাং নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃপ্রকাশকং,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" ইত্যাদিশ্রুতেস্তদ্ব্রহ্ম তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তেনাস্পৃষ্টমুচ্যতে,—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানং চিদেকরসমুচ্যতে,—"বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানং মুমুক্ষোঃ শরণত্বেন জ্ঞাতুমর্হমুচ্যতে,—"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুত্যা ; জ্ঞানগম্যমুচ্যতে,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুত্যা ; সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া স্থিতমুচ্যতে,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুত্যা। ন চ 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদিপঞ্চকং জীবপরতয়ৈব নেয়ং, তৎ-প্রকরণত্বাদি-বাচ্যং,—জীববদীশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বেন প্রকৃতত্বাৎ। 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদি-সার্দ্ধকস্য ব্রহ্মৈবোপক্রম্য শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতত্বাৎ প্রকরণ-শাবল্যস্যোপনিষৎসু বীক্ষণাচ্চ ॥ ১৭ ॥

জড়ীয় কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কর্তৃত্ব—প্রকৃতির ধর্ম্ম ; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থস্বভাব-বশতঃ জড়াভি-মান হইতেই সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। শুদ্ধজীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়প্রকৃতিতে আত্মাভিমান-বশতঃ জীব তটস্থস্বভাব হইতে সেই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

উক্তং ক্ষেত্রাদিকং তজ্‌জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি,—ইতি ক্ষেত্রমিতি। 'মহাভূতানি' ইত্যাদিনা 'চেতনা ধৃতিঃ' ইত্যন্তেন ক্ষেত্রস্বরূপমুক্তম্; 'অমানিত্বম্' ইত্যাদিনা 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য জ্ঞানং তৎসাধনমুক্তম্; 'অনাদিমৎপরম্' ইত্যাদিনা 'হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং চোক্তং ময়া। এতত্রয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকে নাবগত্য মদ্ভাবায় মৎপ্রেমগে মৎস্বভাবায় বাসংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি মদ্ভক্তঃ ॥ ১৮ ॥

এবং মিথো বিবিক্তস্বভাবয়োরনাদ্যোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গস্যানাদিকালিকত্বং সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদস্তৎসংসর্গস্যানাদিকালিকস্য হেতুশ্চ নিরূপ্যতে,—প্রকৃতিমিত্যাদিভিঃ। অনিরবধৃতৌ; মিথঃসংপৃক্তৌ প্রকৃতি-পুরুষাবুভাবনাদ্যেব বিদ্ধি—মদীয়শক্তিত্বান্নিত্যাবেব জানীহি;—তয়োর্মৎ-শক্তিত্বং তু পূর্ব্বৈরেবোক্তং 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা। অনাদিসংসৃষ্টয়োরপি তয়োঃ স্বরূপভেদোঽস্তীত্যাশয়েনাহ,—বিকারান্ দেহেন্দ্রিয়াদীন্, গুণাংশ্চ সুখদুঃখানি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রাকৃতান্, ন তু জৈবান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাত্মনা পরিণতায়াঃ প্রকৃতেরন্যো জীব ইতি দর্শিতম্ ॥ ১৯ ॥

অথ সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদমাহ,—কার্য্যেতি। শরীরং কার্য্যং, জ্ঞান-কর্ম্মসাধকত্বাদিন্দ্রিয়াণি কারণানি, তেষাং কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকার-স্বপরিণামে প্রকৃতির্হেতুঃ। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি' ইত্যগ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিং পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি; তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরিণম-

তটস্থ-স্বভাব হইতেই শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন এবং প্রকৃতিজাত গুণ-সঙ্গ-বশতঃই সদসদ্‌যোনিসমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

মানা তত্তদ্দেহাদীনাং স্রষ্টীতি—প্রকৃত্যার্পিতানাং সুখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুস্তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং সুখাদি-ভোক্তৃত্বঞ্চ পুরুষস্য কার্য্যম্; তচ্চ শরীরাদিকর্ত্তৃত্বং তু তদধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতে-রিতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্; এবমাহ সূত্রকারঃ—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদিভিঃ। পরেশস্য হরেরধিষ্ঠাতৃত্বং তু সর্ব্বত্রাবর্জ্জনীয়মিত্যুক্তং, বক্ষ্যতে চ॥

প্রকৃত্যধিষ্ঠানে সুখাদিভোগে চ পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিত্যেতৎ স্ফুটয়তি, তস্য প্রকৃতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি,—পুরুষ ইতি। চিৎসুখৈকরসোঽপি পুরুষোঽনাদিকর্ম্মবাসনয়া প্রকৃতিস্থস্তামধিষ্ঠিত-তৎকৃতদেহেন্দ্রিয়ঃ প্রাণ-বিশিষ্টঃ সন্নেব তৎকৃতান্ গুণান্ সুখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তেঽনুভবতি কেত্যাহ,—সদিতি। সতীষু দেবমানবাদিষ্বসতীষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সাধ্বসাধুরচিতাসু যোনিষু যানি জন্মানীনি, তেষ্বিতি তত্র তত্র পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তৎসংসর্গে হেতুমাহ,—কারণমিতি। গুণেষ্বস্য সঙ্গোঽনাদিগুণময়বিষয়স্পৃহা। অয়মর্থঃ,—অনাদির্জীবঃ কর্ম্মরূপানাদিবাসনা-রক্তঃ; স চ ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যান্

জীব—আমার নিত্য সখা; তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলেই সে আমার প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করে; তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা, তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলেই তাহার জৈব-ধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার-দ্বারা জীবের যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর-স্বরূপে পরমাত্ম-নামে পরম-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই এবং জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহাদের ফল দান করি ॥ ২২ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

বিষয়ান্ স্পৃহয়ংস্তদর্পিকামনাদিসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্রয়িষ্যতি যাবৎ সৎপ্রসঙ্গাত্তত্তদ্বাসনা ক্ষীয়তে; তৎক্ষয়ে তু পরাত্মধামসুখানি ভুঙ্‌ক্তে,—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্য ইতি। যত্তু প্রকৃতেরিত্যাদেঃ কার্য্যকারণেত্যাদেঃ প্রকৃতৈ্যব চেত্যাদেন্ন গুণেভ্য ইত্যাদেশ্চাপাততার্থগ্রাহিভিঃ সাংখ্যৈঃ প্রকৃতেরেব কর্ত্তৃত্বমুক্তং, তৎ কিল রভসাভিধানমেব লোষ্ট্রকাষ্ঠবদচেতনায়াস্তস্যাস্তত্ত্বসম্ভবাৎ। উপাদানাভিজ্ঞপরোক্ষচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বং খলু কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ চেতনস্যৈবেতি শ্রুতিরাহ,—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ", "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদিকম্। যচ্চ পুরুষসন্নিধানাচ্চৈতন্যাধ্যাসাত্তস্যাস্তত্ত্বমিত্যাহুস্তন্ন; যৎ সন্নিধ্যধ্যস্ত-চৈতন্যাত্তস্যাঃ কর্ত্তৃত্বং, তত্তস্যৈব সন্নিহিতস্যেতি সুবচত্বাৎ। ন খলু তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বময়োহেতুকমপি তু বহ্নিহেতুকমেব দৃষ্টম্; ন চ চলতি জলং ফলতি তরুরিতিবজ্জড়ায়াস্তস্যাস্তত্ত্ব-সিদ্ধির্জলাদিবস্তুধাম্যধিষ্ঠিতত্বেনেষ্টাসিদ্ধেবিধায়ক-শ্রুতিব্যাকোপাচ্চৈতদেবম্; ন হি জড়প্রকৃতিমুদ্দিশ্য স্বর্গাদিফলকং জ্যোতিষ্টোমাদিমোক্ষফলকং ধ্যানঞ্চ শ্রুতিবিধত্তেঽপি তু চেতনমেব ভোক্তারমুদ্দিশ্যেতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তচ্চ প্রকৃতেরিতি যদুক্তং, তত্তু তদ্বৃত্তি-প্রাচুর্য্যাদেব যথা করেণ বিভ্রতি পুরুষে করো বিভর্ত্তীতি ব্যপদেশস্তথা প্রকৃত্যা কুর্ব্বতি পুরুষে প্রকৃতিঃ করোতীতি স ভবেদিত্যেকে; প্রাকৃতৈর্দেহাদিভির্যুক্তস্যৈব

যিনি এই প্রণালীতে নির্গুণপুরুষ-তত্ত্ব ও সগুণপ্রকৃতি-তত্ত্ব অবগত হন, তিনি জড়-জগতে বর্ত্তমান হইয়াও আর পুনঃপুনঃ জন্ম লাভ করেন না অর্থাৎ প্রত্যক্‌ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার সাম্মুখ্য লাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

পুরুষস্য যজ্ঞযুদ্ধাদিকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু তৈর্বিযুক্তস্য শুদ্ধস্যেত্যতঃ প্রকৃতেস্তদিত্যপরে ॥ ২১ ॥

দেহে সুখাদিভোক্তৃতয়াবস্থিতং জীবমুক্‌ত্বা নিয়ন্তৃতয়া তত্রাবস্থিতমীশ্বরমাহ,—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ দেহে পরো জীবাদন্যঃ পুরুষোঽস্তি,—যো মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ; উপদ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথক্‌স্থিত এব সাক্ষী; অনুমন্তানুমতিদাতা,—তদনুমতিং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন ক্ষম ইত্যর্থঃ; ভর্ত্তা ধারকঃ; ভোক্তা পালকঃ; 'সর্ব্বতঃ পাণি" ইত্যাদিভিরুক্তস্যাপীশস্য জীবেন সহ স্থিতিং বক্তুং পুনরুক্তিঃ ॥ ২২ ॥

এতজ্‌জ্ঞানফলমাহ,—য ইতি। এবং মদুক্তবিধয়া মিথো বিবিক্ততয়া যঃ পুরুষং মহেশ্বরপ্রকৃতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি, সর্ব্বথা ব্যবহারসম্পর্কেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো নাভিজায়তে—দেহান্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হে অর্জ্জুন! বদ্ধজীব পরমার্থসম্বন্ধে দুইপ্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী ও কেবল নৈতিক, এইপ্রকার লোকসকল—পরমার্থ-বহির্ম্মুখ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা—অন্তর্ম্মুখ। নিতান্ত-অভেদ-বাদ-পরায়ণ সাংখ্যযোগীও বহির্ম্মুখমধ্যেই পরিগণিত। ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়-দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগিসকল দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ; তাঁহারা চব্বিশতত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতিতম-তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়্‌বিংশতিতম-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগি-সকল বর্ত্তমান; তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

মহেশ্বরস্ত প্রাপ্তৌ সাধনবিকল্পানাহ,—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। কেচিদ্‌বিশুদ্ধচিত্তা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্মানং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনোপসর্জ্জনীভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ত্যাত্মনা স্বয়মেব, ন ত্বন্যেনোপকারকেণ; অন্যে সাঙ্খ্যেনোপসর্জ্জনীভূতধ্যানেন জ্ঞানেন পশ্যন্তি; অন্য-যোগেনোপসর্জ্জনীভূতজ্ঞানেনাষ্টাঙ্গেন পশ্যন্তি; অপরে তু কর্ম্মযোগেনান্তর্গতধ্যানজ্ঞানেন নিষ্কামেণ কর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

অন্যে ত্বেবমীদৃশানুপায়ানজানন্তঃ শ্রুতিপরায়ণাস্তত্তৎকথা-শ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ সাম্প্রতিকা অন্যেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞেভ্যস্তানুপায়ান্ শ্রুত্বা তং মহেশ্বরমুপাসতে; তেঽপি, চাৎ তৎসঙ্গিনশ্চ ক্রমেণ তানুপলভ্যানুষ্ঠায় চ মৃত্যুমতিতরন্ত্যেবেতি তৎকথা-শ্রুতিমহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ॥ ২৫ ॥

অথানাদিসংযুক্তয়োঃ প্রকৃতিজীবয়োর্বিয়োগানুসন্ধানায় তয়োঃ সংযোগেন সৃষ্টিং তাবদাহ,—যাবদিতি। স্থাবরজঙ্গমং কিঞ্চিৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং যাবদ্‌যৎপ্রমাণকমুৎকৃষ্টমপকৃষ্টং চ সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদ্‌বিদ্ধি—ক্ষেত্রেণ প্রকৃত্যা সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্বন্ধাজ্জানীহীত্যর্থঃ।

তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীস্থ পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসুসকল ইতস্ততঃ কীর্ত্তনকারিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক ভগবদুপাসনা আরম্ভ করেন; ইঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা-ক্রমে অবশেষে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ২৬ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরঃ প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্ প্রবর্ত্তয়তি, তৌ তু মিথঃ সম্বধ্নীত, ততো দেহোৎপত্তিদ্বারা প্রাণিসৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অথ প্রকৃতৌ তৎসংযুক্তেষু চ জীবেষু স্থিতমপীশ্বরং তেভ্যো বিবিক্তং পশ্যেদিত্যাহ,—সমমিতি। যস্তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গী সর্ব্বেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবৎসু ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎসু তত্তদ্দেহবিমর্দ্দেন বিনাশং গচ্ছৎসু তেষ্ববিনশ্যন্তং তদ্বিলক্ষণং পশ্যতি, স এব পশ্যতি, তদ্‌যাথাত্ম্যদর্শী ভবতি; তথা চ বৈবিধ্যবিনাশধর্ম্মিভ্যঃ প্রকৃতিসংযোগিভ্যো জীবেভ্য ঐকরস্যাবিনাশধর্ম্মা পরেশো বিবিক্ত ইতি ॥ ২৭ ॥

অথোক্তবিধয়া তেভ্যো বিবিক্তমীশ্বরং পশ্যন্ তদ্দর্শনমহিম্না চ প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যাশয়েনাহ,—সমং পশ্যন হীতি। সর্ব্বত্র ভূতেষু সমং যথা ভবত্যেবং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং পশ্যন্নাত্মানং স্বমাত্মনা প্রকৃতিবিকারবিবেকগ্রাহিণা বিষয়রসগৃধ্নুনা মনসা ন

পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও, বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশিত্ব, তাহা স্বীকার করেন না; যিনি পরমাত্মাকে এইরূপে জানেন, তিনিই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াই বদ্ধজীবসকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক-দ্বারা সর্ব্বভূতস্থিত আমার ঐশ্বর-ভাবকে সর্ব্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাঁহার জৈব-সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

হিনস্তি নাধঃপাতয়তি ; স তদ্রসবিরক্তেন তেন পরামুৎকৃষ্টাং গতিং তদ্‌বিকারেভ্যঃ সবিবেকখ্যাতিং যাতি ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেঃ স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারমাহ,—প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্। যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রকৃত্যৈব, চাত্মনধিষ্ঠিতয়েশ্বরপ্রেরিতয়া ক্রিয়মাণানি পশ্যতি, তথাত্মানং তেষাং কর্ম্মণামকর্ত্তারং পশ্যতি, স এব পশ্যতি স্বযাথাত্ম্যদর্শী ভবতি। অয়মর্থঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দস্বভাবোঽহং যুদ্ধযজ্ঞাদীনি দুঃখময়ানি কর্ম্মাণি করোমি, কিন্ত্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা ময়াধিষ্ঠিতা মদ্ভোগসিদ্ধয়ে মদ্বাসনানুগুণেন পরেশেন চ প্রেরিতা সুখদুঃখমোহস্বভাবা প্রকৃতিরেব মদ্দেহাদি-দ্বারা তানি করোতীতি

তদ্ধেতুকত্বাৎ সৈব তৎকর্ত্রীতি কর্ম্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেস্তদকর্ত্তা শুদ্ধো জীবো বিবিক্তঃ ; শুদ্ধস্যাপি কর্ত্তৃত্বং তু পশ্যতীত্যনেন ব্যক্তমিতি ॥ ২৯ ॥

যদেতি। অয়ং জীবো যদা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ্‌ভাবং তত্তদাকারগতং দেবত্ব-মানবত্ব-দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বাদিরূপং পার্থক্যমেকস্থং প্রকৃতিগতমেব প্রলয়েঽনুপশ্যতি। ততঃ প্রকৃতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং বিস্তারঞ্চ পশ্যতি, ন ত্বাত্মস্থং তৎ পৃথক্‌ভাবং ন চাত্মনস্তদ্বিস্তারঞ্চ পশ্যতি—স্বপ্রকৃতিবিবিক্তাত্মদর্শী, তদা তদ্‌ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—তদ্বিবিক্তমভিব্যক্তাপহতপাপ্মত্বাদি-বৃহদ্‌গুণাষ্টকং স্বমনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নম্বু পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতীত্যুক্তিরযুক্তা ; "এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি জীবস্য দেহেন সহোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—অনাদিত্বাদিতি। অয়মাত্মা জীবঃ শরীরস্থোঽপ্যনাদিত্বাৎ পরমব্যয়োঽব্যয়স্ব প্রধানধর্ম্মত্বাদ্‌বিনাশশূন্যো নির্গুণত্বাবিশুদ্ধজ্ঞানানন্দত্বান্ন যুদ্ধযজ্ঞাদিকর্ম্ম করোতি ; অতঃ শরীরেন্দ্রিয়স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন ন লিপ্যতে। শ্রুত্যর্থস্ত্বৌপচারিকতয়া নেয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

'দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণতা মৎকর্ম্মফলদাত্রী ঈশ্বরপ্রেরিতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ আমি কিছু করি না', —এরূপ যিনি দেখিতে পা'ন, তিনি আপনাকে সমস্ত-কর্ম্মের মধ্যে 'অকর্ত্তা' বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

যে-সময়ে বিবেকী পুরুষ প্রলয়-সময়ে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই-সেই-আকারগত পার্থক্য একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধি রহিত হয় ; তিনি তখন শুদ্ধচিৎ-তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে ঐক্য লাভ করেন। এই অভেদবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপ দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পা'ন যে, আত্মা—পরম অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না। লুপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বগত হইয়াও অন্য-বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসম্পন্নবিবেকী জীব সর্ব্বদেহস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

নন্থ শরীরে স্থিতস্তদ্ধর্ম্মৈঃ কুতো ন লিপ্যত ইত্যত্রাহ,—যথেতি। যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে, তথাত্মা জীবঃ সর্ব্বত্র দেবমানবাদাবুচ্চাবচে দেহে স্থিতোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে সৌক্ষ্ম্যাদেব॥

দেহধর্ম্মেণালিপ্ত এবাত্মা সধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ,—যথেতি। যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"গুণাদ্বা লোকবৎ" ইতি॥ ৩৩॥

অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্ তজ্জ্ঞানফলমাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবেশয়োরেবং মদুক্তবিধয়ান্তরং ভেদং জ্ঞানচক্ষুষা বৈধর্ম্ম্যবিষয়ক-প্রজ্ঞা-নেত্রেণ যে বিদুস্তথাভূতানাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং চ তৎসাধনমমানিত্বাদিকং যে বিদুস্তে প্রকৃতেঃ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পরব্যোমাখ্যং মৎপদং যান্তীতি॥ ৩৪॥

হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চেতনধর্ম্ম-দ্বারা প্রকাশ করেন॥ ৩৩॥

জড়া প্রকৃতির সমস্ত-কার্য্যই ক্ষেত্র; এবং পরমাত্মা ও আত্ম-রূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালীমতে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসকলের জড়নিষ্ঠ-প্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরব্যোম প্রাপ্ত হন॥ ৩৪॥

শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ গুরুপাদ আশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা করিতে করিতে স্বীয় সমস্ত অনর্থ নাশ করত নিষ্ঠা লাভ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

জীবেশৌ দেহমধ্যস্থৌ তত্রাদ্যো দেহধর্ম্মযুক্।
বধ্যতে মুচ্যতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশাৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

করেন। চিদচিদ্বিবেকাভাবই অনর্থসমূহের মধ্যে প্রধান। সেই অনর্থনিবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতসমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয়, এই চব্বিশটি—ক্ষেত্র; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ও চেতনায়তন মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, এইগুলি—ক্ষেত্রবিকার, এবং এতদতিরিক্ত কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির অতীত অনাদি সদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য চিৎকণস্বরূপ জীব ও সর্ব্বব্যাপী আমার অংশরূপ পরমাত্মা, এই দুইজন—ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই 'সংসার'; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই পরমাত্মাবলোকনক্রমে স্বরূপানাবাপ্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয়;—ইহা স্মরণাঙ্গানুগত তত্ত্ব।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

গুণাঃ স্বার্বন্ধকাস্তে তু পরিচেয়াঃ ফলৈস্ত্রয়ঃ।
মদ্ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি প্রোক্তং চতুর্দ্দশে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে মিথঃসংপৃক্তানাং প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং স্বরূপাণি বিবিচ্য জ্ঞানমানিত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টঃ প্রকৃতিবন্ধাদ্বিমুচ্যতে, বন্ধহেতুশ্চ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তম্। তত্র 'কে গুণাঃ, কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ, কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং, গুণসঙ্গিনঃ কিম্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মুক্তিঃ?' ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থমাত্মরুচ্যুৎপত্তয়ে ভগবান্ স্তৌতি,—পরমিতি দ্বাভ্যাম্। পরং পূর্ব্বোক্তাদন্যৎ প্রকৃতিজীবান্তর্গতমেব গুণবিষয়কং জ্ঞানং ভূয়ো বক্ষ্যামি—যজ্‌জ্ঞানানাং প্রকৃতিজীববিষয়কাণামুত্তমং শ্রেষ্ঠং নবনীতবদুদ্ধৃতত্বাৎ; যজ্‌জ্ঞাত্বোপলভ্য সর্ব্বে মুনয়স্তন্মননশীলা ইতো লোকে পরমাত্মযাথাত্ম্যোপলব্ধিলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ; যদ্বা, জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং, তচ্চ

সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমুদয় কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের দ্বারা যে-প্রকারে সেই ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি;—যাহা অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল পর-সিদ্ধি-রূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

প্রাগুক্তমপি ভূয়ঃ পুনর্বিধান্তরেণ বক্ষ্যামি। তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃপ্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং মধ্যে পরমুত্তমমত্যুত্তমং তদন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ,—যজ্‌জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয় ইতো লোকাৎ পরাং মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

ইদমিতি। গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে, সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি, প্রলয়ে ন ব্যথন্তে—মৃতি কর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তম্;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ'; 'নির্গুণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়; সেই নির্গুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপ-শূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; উহাকে 'আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করত নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টিসময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না ॥ ২ ॥

মমযোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

তদেবং বক্তব্যার্থস্তত্যা তস্মিন্ রুচিং শ্রোতুরুৎপাদ্য 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিদ্বয়ার্থানুসারাৎ 'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ' ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীব-সংযোগঃ পরেশহেতুকমভিমতমিহ স্ফুটয়তি,—মমেতি। মহৎ সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণং ব্রহ্মাভিব্যক্ত-সত্ত্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ড-কোটিস্রষ্টুর্যোনির্গর্ভধারণস্থানং ভবতি। প্রধানে ব্রহ্মশব্দশ্চ,—"তস্মাদেতদ্-ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইতি শ্রুতেঃ ; তস্মিন্মহতি ব্রহ্মণি যোনিভূতে গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিমহং দধাম্যর্পয়ামি ;—'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা যা জড়া প্রকৃতিরুক্তা, সেহ মহদ্ব্রহ্মেত্যুচ্যতে ; 'ইতস্ত্বন্যাম্' ইত্যাদিনা যা চেতনা প্রকৃতিরুক্তা, সেহ সর্ব্বপ্রাণিবীজত্বাদ্গর্ভশব্দেনেতি ;—ভোগক্ষেত্র-ভূতয়া জড়য়া প্রকৃত্যা সহ চেতনভোক্তৃবর্গং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো মহদ্ধেতুকাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগাদ্গর্ভাধানাদ্বা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানাং সম্ভবো জনির্ভবতি ॥ ৩ ॥

জড়া প্রকৃতির মূল-তত্ত্বই—জগতের মাতৃযোনিস্থ ; আমি সেই জগৎ-যোনি 'প্রধান'সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি ; তাহাতেই সমস্তভূতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই ঐ 'ব্রহ্ম' ; তাহাতেই ঐ পরা প্রকৃতির তটস্থ-প্রভাব-গত জীব-রূপ বীর্য্য আধান করি ; তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত-জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত-যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপা যোনিই সেইসকলের মাতা, এবং কারণ-চৈতন্যবিগ্রহস্বরূপ আমিই সে-সকলের বীজপ্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু দেবাদিস্থাবরান্তাসু খনিষু যা মূর্ত্তয়স্তনবঃ সংভবন্তি, তাসাং মহদ্ব্রহ্ম প্রধানং যোনিরুৎপত্তিহেতুর্মাতে-ত্যর্থঃ ; জীবপ্রদস্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরমাণুচৈতন্যরাশিসংযোজকঃ পরেশো-ঽহং পিতা ভবামি ॥ ৪ ॥

অথ 'কে গুণাঃ, কথং তেষু পুরুষস্য সঙ্গঃ, কথং বা তে তং নিবধ্নন্তি' ইত্যাহ,—সত্ত্বমিতি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেরভিব্যক্তাস্তে স্বকার্য্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্তুতো নির্ব্বিকার-মপি নিবধ্নন্ত্যবিবেকগৃহীতৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ স্বধর্ম্মৈস্তং যোজয়ন্তীতি ॥ ৫ ॥

অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বন্ধকতা-প্রকারাংশ্চাহ,—তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানব্যঞ্জকমনাময়মরোগং দুঃখবিরোধি-সুখব্যঞ্জকমিতি যাবৎ ; কুতঃ? নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ ; তথা চ "প্রকাশসুখকারণং সত্ত্বম্" ইতি। তচ্চ সত্ত্বং স্বকার্য্যে জ্ঞানে সুখে চ যঃ সংযোগো 'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্' ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি ; জ্ঞানং চেদং লৌকিকবস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রসাদরূপং বোধ্যম্। তত্র

সেই জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয় ; আর তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেইসকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

প্রকৃতির 'সত্ত্বগুণ'—অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য ; সত্ত্বগুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

তত্র সঙ্গে সতি তদুপায়েষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিস্তৎফলানুভবোপায়েষু দেহেষূৎপত্তিঃ, পুনশ্চ তত্র তত্র সঙ্গ ইতি ন সত্ত্বাদ্বিমুক্তিঃ ॥ ৬ ॥

রজ ইতি রাগঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথোঽভিলাষস্তদাত্মকং রজোবৃদ্ধিহেতু-কার্য্যয়োস্তাদাত্ম্যাৎ; তচ্চ তৃষ্ণাদিসমুদ্ভবং শব্দাদিবিষয়াভিলাষস্তৃষ্ণা, পুত্র-মিত্রাদিসংযোগোঽভিলাষঃ সঙ্গস্তয়োঃ সম্ভবো যস্মাত্তৎ; তথা চ "রাগতৃষ্ণা-সঙ্গকারণং রজঃ" ইতি। তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুত্রাদিপ্রাপকেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনা-ভিলাষেণ দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি—স্ত্র্যাদি-স্পৃহয়া কর্ম্মাণি করোতি, তানি তৎফলানুভবোপায়ভূতান্ স্ত্র্যাদীন্ প্রাপয়ন্তি, পুনরপ্যেবমিতি রজসো ন বিমুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বিতি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বাভ্যাম্বিশেষদ্যোতকঃ। বস্তুযাথাত্ম্যাবগমো জ্ঞানং তদ্বিরোধ্যাবরকতা-প্রধানং প্রকৃত্যংশোঽজ্ঞানং, তস্মাজ্জাতং তমোঽতঃ সর্ব্ব-দেহিনাং মোহনং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকম্; তথা চ "বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং

'রজোগুণ'কে তৃষ্ণা-সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে; হে কৌন্তেয়, সেই রজোগুণই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

সমস্ত-দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই 'তমঃ' বলিয়া জানিবে; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-সহকারে তমোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে বদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ" ইতি। তত্তমঃ প্রমাদাদিভিঃ স্বকার্য্যৈঃ পুরুষং নিবধ্নাতি; তত্র প্রমাদোঽনবধানমকার্য্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরূপং সত্ত্বকার্য্য-প্রকাশবিরোধী, আলস্যমনুদ্যমো রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, তদুভয়-বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাবসাদাত্মেতি ॥ ৮ ॥

গুণাঃ স্বাশ্রয়েোৎকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকার্য্যং তন্বন্তীত্যাহ,—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ স্বকার্য্যে সুখে পুরুষং সংজয়ত্যাসক্তং করোতি; রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্ম্মণি তং সঞ্জয়তি; তম উৎকৃষ্টং সৎ প্রমাদে তং সঞ্জয়তি জ্ঞানমা-বৃত্যাচ্ছাদ্যাজ্ঞানমুৎপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সমেষু ত্রিষু কথমকস্মাদেকস্যোৎকর্ষ ইতি চেৎ প্রাচীন-তাদৃশকর্ম্মোদয়া-ত্তাদৃশাহারাচ্চ স্বভবতীতি ভাববানাহ,—রজ ইতি। সত্ত্বং কর্তৃ রজস্তম-

---

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজঃ ও তমঃ পরাজিত; যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে। এইরূপ গুণসকলের পৃথক্ স্থিতি ও পরস্পর-সম্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-দ্বারা এই জড়দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসকলে 'প্রকাশ-গুণ' বৃদ্ধি পায়; তাহাই 'ঐন্দ্রিয়জ্ঞান' ॥ ১১ ॥

যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, কর্ম্মা-গ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

শ্চাভিভূয়ো তিরস্কৃত্যোৎকৃষ্টং ভবতি, রজঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং তমশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি, তমঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং রজশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি; যদোৎকৃষ্টং ভবতি, তদা পূর্ব্বোক্তমসাধারণং কার্য্যং করোতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

উৎকৃষ্টানাং সত্ত্বাদীনাং লিঙ্গান্যাহ,—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। যদা সর্ব্বেষু জ্ঞানদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদিযাথাত্ম্যপ্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে, তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনাস্মিন্ দেহে সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ। উতেত্যপ্যর্থে,—সুখলিঙ্গেনাপি তদ্বিদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লোভঃ স্বদ্রব্যাত্যাগপরতা, প্রবৃত্তিস্তদ্বৃদ্ধিযত্নপরতা, কর্ম্মণাং গৃহনির্ম্মাণাদীনামারম্ভঃ, অশমো বিষয়ভোগাদিক্রিয়াণামনুপরতিঃ, স্পৃহা বিষয়লিপ্সা,—এতৈর্লিঙ্গৈ রজো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশো জ্ঞানাভাবঃ, শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপোঽপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়া-

---

হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোক-লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের কুলে জন্মলাভ হয়, এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

বিমুখতা, প্রমাদঃ করাদিস্থেঽপ্যর্থে নাস্তীতি প্রত্যয়ো মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ এতৈর্লিঙ্গৈস্তমো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১৩ ॥

মৃতিকালে বিবৃদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষানাহ,—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা দেহভৃজ্জীবঃ প্রলয়ং যাতি ম্রিয়তে, তদোত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকানাং লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ প্রতিপদ্যতে লভতে; অমলান্ রজস্তমো-মলহীনান্ ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা জনঃ কর্ম্মসঙ্গিষু কাম্যকর্ম্মাসক্তেষু নৃষু মধ্যে জায়তে; তথা তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতো জনো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অথ গুণানাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ,—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণো নির্ম্মলং ফলমাহুর্গুণস্বভাববিদো মুনয়ো মলদুঃখমোহরূপ-রজস্তমঃফল-লক্ষণান্নির্গতং সুখমিত্যর্থঃ; তচ্চ সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্বৃত্তম্। রজসো রাজসস্য কর্ম্মণঃ ফলং দুঃখং কার্য্যস্য কারণানুরূপ্যাদ্দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ। তমসস্তামসস্য কর্ম্মণো হিংসাদেঃ ফলমজ্ঞানচৈতন্যপ্রায়ং দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র রজস্তমঃশব্দাভ্যাং রাজসতামসকর্ম্মণী লক্ষ্যে,—'গোভিঃ প্রীণিতমৎসরম্' ইত্যত্র যথা গো-শব্দেন গো-পয়ো

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে 'নির্ম্মল', রাজসিক কর্ম্মের ফলকে 'দুঃখ' এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে 'অজ্ঞান' বা 'অচেতন' বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্যতে। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মণাং লক্ষণান্যষ্টাদশে বক্ষ্যন্তে,—'নিয়তং সঙ্গরহিতম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ঈদৃক্‌ফলবৈচিত্র্যে প্রাগুক্তমেব হেতুমাহ,—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং জায়তে ; অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং সুখং ফলম্। রজসো লোভস্তৃষ্ণা-বিশেষো যো বিষয়কোটিভিরপ্যভিসেবিতৈর্ন পূর্য্যতে; রজসস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখং ফলম্। তমসস্তু প্রমাদাদীনি ভবন্ত্যতস্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোঽচৈতন্যপ্রচুরং দুঃখমেব ফলম্ ॥ ১৭ ॥

অথ সত্ত্বাদিবৃত্তিনিষ্ঠানাং তান্যেব ফলান্যূর্দ্ধমধ্যাধো-ভাবেনাহ,—উর্দ্ধমিতি। তমসি বৃত্তি-শব্দাদিতরয়োশ্চ বৃত্তির্বিবক্ষিতা। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিনিষ্ঠাঃ সত্ত্বতারতম্যেনোর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি ; রাজসা রজোবৃত্তিনিষ্ঠা মধ্যে পুণ্যপাপমিশ্রিতে মনুষ্য-লোকে তিষ্ঠন্তি—মনুষ্যা এব ভবন্তি রজস্তারতম্যেন। জঘন্যঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া নিকৃষ্টো যো গুণস্তমঃসংজ্ঞস্তদ্‌বৃত্তৌ প্রমাদাদৌ স্থিতাস্ত্বধো গচ্ছন্তি—তমস্তারতম্যেন পশুপক্ষিস্থাবরাদি-

---

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি উর্দ্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্য-লোক' পর্য্যন্ত যায় ; রাজস লোকেরা নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং তামস ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

'গুণসকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কর্ত্তা নাই',—সূক্ষ্মদর্শনের দ্বারা এইরূপ অনুভব করিয়া জীব গুণসকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব, তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাবরূপা শুদ্ধভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

যোনিং লভন্তে। তামসা ইত্যুক্তিস্তেষাং সর্ব্বদা তমসি স্থিতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

এবং গুণবিবেকাৎ সংসারমুক্ত্বা তদ্বিবেকান্মোক্ষমাহ,—নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। দ্রষ্টা তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী জীবো যদা দেহেন্দ্রিয়াত্মনা পরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি,—গুণান্ কর্তৄন্ পশ্যত্যাত্মানং গুণেভ্যঃ পরমকর্ত্তারং বেত্তি, তদা স মদ্ভাবমধিগচ্ছতি। অয়মাশয়ঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দো বিশুদ্ধো জীবো যুদ্ধযজ্ঞাদিদুঃখময়কর্ম্মণাং কর্ত্তা, কিন্তু গুণময়দেহেন্দ্রিয়বানেব সংস্তথেতি গুণহেতুকত্বাদ্‌গুণনিষ্ঠং তৎকর্ম্মকর্তৃত্বং, ন তু বিশুদ্ধাত্মনিষ্ঠমিতি যদানুপশ্যতি, তদা মদ্ভাবমসংসারিত্বং মৎপরভক্তিং বা, লভত ইতি পুরাপ্যেতদভাবি ; ইহ গুণহেতুকং কর্তৃত্বং শুদ্ধস্য নিষিদ্ধং, ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি, 'তস্য দ্রষ্টা' ইত্যাদিনোক্তম্ ॥ ১৯ ॥

মদ্ভাবপদেনোক্তমর্থং স্ফুটয়তি,—গুণানিতি। দেহী দেহমধ্যস্থোঽপি জীবো গুণপুরুষবিবেক-বলেনৈতান্ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপাদকাংস্ত্রীন্ গুণা-

---

দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণ-নিষ্ঠা-দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি দেহোদ্ভূত গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিপ্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, যিনি উক্ত তিন গুণেরই অতীত হন, তাঁহার কি লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন ; তিনি কিরূপ আচার করেন এবং কিরূপ সাধন-দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন ?

শ্রীভগবানুবাচ,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

নতীত্যোল্লঙ্ঘ্য জন্মাদিভিবিমুক্তোঽমৃতমাত্মানমশ্নুতেঽনুভবতি। সোঽয়মসংসারিত্বলক্ষণো মন্তব্যো মৎপরভক্তিপাত্রতা-লক্ষণো বা ; এবং বক্ষ্যতি,—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যয়সাধনঞ্চার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—কৈর্লিঙ্গৈরিত্যর্দ্ধকেন। প্রথমঃ প্রশ্নঃ—কৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ ; কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ—স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারো বেত্যর্থঃ। কথং চৈতানিতি তৃতীয়ঃ—কেন সাধনেন গুণানত্যেতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ। বদ্ধজীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন ; সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলেই কেবল সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয় ; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত না লিঙ্গভঙ্গরূপা মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে লাভ কর, সে-পর্য্যন্ত নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষপরিত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহসম্বন্ধে 'প্রকাশ', 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতেই এই তিনটি উদিত হয়) অবশ্যই দেহে অনুস্যূত থাকিবে ; কিন্তু ঐসকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ-দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। এই লিঙ্গদ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা-দ্বারাও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ-দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা-পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা কখনও নির্গুণ নয় ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' ইত্যাদিনা পৃষ্টমিদং 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদিনোত্তরিতঞ্চ, তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীতি বিধান্তরেণ তস্য লক্ষণাদীন্যাহ ভগবান্,—প্রকাশং চেত্যাদি পঞ্চভিঃ ; তত্রৈকেন লক্ষণং স্বসংবেদ্যমাহ,—প্রকাশং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিং রজঃকার্য্যং, মোহং তমঃকার্য্যম্ ; এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্তান্যুৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি দুঃখরূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, বিনাশকসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি বিনষ্টানি

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি?' তাঁহার আচার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপনআপনকার্য্য করিতেছে। তিনি গুণগুলিকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। তাঁহার দেহচেষ্টা-দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, এই সমস্ত উপস্থিত হয় ; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহার-দ্বারা যে সকল মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সঙ্ঘটিত হয়, তিনি সে-সমস্তই লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া, স্বীয় চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২২-২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

তানি সুখরূপাণ্যপি সুখবুদ্ধ্যা যো নাকাঙ্ক্ষতি ; এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। স্বগতৌ দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরো ন বেদিতুমর্হতীতি স্বসংবেদ্যমিদং লক্ষণম্। অথ পরসম্বেদ্যলক্ষণং বক্তুং 'কিমাচারঃ' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—উদাসীনেতি ত্রিভিঃ। উদাসীনো মধ্যস্থো যথা বিবাদিনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ স্বমাধ্যস্থ্যান্ন বিচাল্যতে, তথা সুখদুঃখাদিভাবেন পরিণতৈর্গুণৈর্যো নাত্মাবস্থিতৈর্বিচাল্যতে, কিন্তু গুণাঃ স্বকার্য্যেষু প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্তে, মম তৈর্ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমবতিষ্ঠতে, নেঙ্গতে গুণকার্য্যানুরূপেণ ন চেষ্টতে, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ, সমেতি। যতোঽয়ং স্বস্থঃ স্বরূপনিষ্ঠোঽত এব সমদুঃখসুখঃ সমে অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ তুল্যে সুখদুঃখে যস্য সঃ, সমান্যনুপাদেয়তয়া তুল্যানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ, লোষ্ট্রমৃৎপিণ্ডতুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে বস্তুনী যস্য সঃ, ধীরঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেককুশলঃ, তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ,—তৎপ্রয়োজকয়োর্দোষগুণয়োরাত্মগতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। য ঈদৃশো, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মানেতি স্ফুটার্থঃ। নিন্দাস্তুতী বাগ্‌ব্যাপারেণ সাধ্যৌ, মানাপমানৌ তু কায়মনোব্যাপারেণাপি স্যাতামিতি ভেদঃ। সর্ব্বেতি—দেহযাত্রামাত্রাদন্যৎ সর্ব্বকর্ম্ম গ্রাহ্যম্। য ঈদৃশো গুণাতীতঃ 'উদাসীনবৎ' ইত্যাদ্যুক্তা যস্যাচারাঃ পরৈরপি সংবেদ্যাঃ, স গুণাতীতো বোধ্যো ন তু তদ্রূপপত্তিবাবদূক ইতি ভাবঃ ॥ ২২-২৫ ॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দেশক জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে, আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—মাঞ্চেতি। চোঽবধারণে। 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্' ইত্যাদ্যুক্ত্যা যো গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ, তস্যৈব তস্যা গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি, কিন্তু তদ্বানপি যো মাং কৃষ্ণমেব মায়া-গুণাস্পৃষ্টং মায়া-নিয়ন্তারং নারায়ণাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং চিদানন্দঘনং সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণরত্নালয়মব্যভিচারেণৈ-

যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে? তবে বলি, শুন। আমার নিত্য নির্গুণ-অবস্থায় আমি স্বরূপ(বস্তু)তঃ 'ভগবান্'। আমার জড়শক্তিতে আমার তটস্থ-শক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে, প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি-প্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নির্গুণ-অবস্থার প্রথম-সীমা প্রাপ্ত হন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি নির্ব্বিশেষভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষারূপা দুর্ব্বাসনা-বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি না হয়, তাহারাই চরমে নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক-সুখরূপ ব্রজরস, সমুদায়ই এই নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

কান্তিকেন ভক্তিযোগেন সেবতে শ্রয়তি, স এতান্ দুরত্যয়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বায় নিজধর্ম্মায় যোগ্যো ভবতি, তং ধর্ম্মং লভত ইত্যর্থঃ। জীবে ব্রহ্মশব্দস্তূক্ত এব প্রাক্; তথা চ ভক্তিশিরস্কৈয়েব তদ্বিবেকখ্যাত্যা জীবস্য স্বরূপলাভো, ন তু কেবলয়া তয়েত্যুক্তম্। যত্তু 'ব্রহ্মভূয়ায়' ইত্যনেন মদ্রূপতাং স যাতীতি পার্থসারথিনোপদিষ্টমিতি ব্যাচষ্টে, তন্নিরবধানমেব 'তেনৈবেদং জ্ঞানম্' ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি স্বরূপভেদস্যাভিহিতত্বাৎ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বপি তত্র তস্য দৃষ্টত্বাদণুত্ববিভুত্বাদি-নিত্যধর্ম্ম-কৃতভেদেন নিত্যত্বাচ্চ তদ্ভেদস্য তস্মাদ্গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বমেব "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতৌ তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ;—"এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, "বৰা যথা তথৈবেবং সাম্যে" ইত্যমরকোষাচ্চ; অন্যথা ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাপ্যয়ো ন সংগচ্ছেত॥ ২৬॥

নন্বু তদ্বিবেকখ্যাত্যা ত্বদেকভক্ত্যা চ গুণাতীতো লব্ধস্বরূপো 'ব্রহ্ম'-শব্দিতো মুক্তঃ কথং তিষ্ঠেদিতি চেত্তত্রাহ,—ব্রহ্মণো হীতি। হির্নিশ্চয়ে। ব্রহ্মণস্তৎপূর্ব্বকয়া তয়া সত্বাদ্যাবরণাত্যয়াদাবির্ভাবিত-স্বগুণাষ্টকস্যামৃতস্য

অসৎ-তৃষ্ণাই দ্বিতীয় অনর্থ। জীব—স্বভাবতঃই নির্গুণ, কিন্তু জড়-প্রকৃতির সংসর্গে সগুণ-প্রায় হইয়া প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হইয়াছেন; সেই গুণত্রয়-জন্যই সমস্ত অসৎ-তৃষ্ণার উদয় হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অসৎতৃষ্ণা দূর করা উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা-ভক্তির আলোচনা-কালে যখন সাধু সঙ্গ-লাভ হয়, তখন অসৎ-তৃষ্ণা দূর হয় এবং সাধুর সেবা করিতে করিতেই

মৃতনির্গতস্যাব্যয়স্য তাদ্রূপ্যেণৈকরসস্য মুক্তস্য মদতিপ্রিয়স্যাহমেব বিজ্ঞানা-নন্দমূর্ত্তিরনন্তগুণো নিরবদ্যঃ সুহৃত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠা—'প্রতিষ্ঠীয়তেঽত্র' ইতি' নিরুক্তেঃ;পরমাশ্রয়োঽতিপ্রিয়ো ভবামীতি তাদৃশং মাং পরয়া ভক্ত্যা-নুভবংস্তিষ্ঠতীতি, ন মত্তো বিশ্লেষলেশো, "ন চ পুনরাবর্ত্ততে", "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে", "মুক্তানাং পরমা গতিঃ" ইতি স্মৃতিভ্যঃ। নন্বু মুক্তস্বাং কথং শ্রয়েৎ শ্রয়ণফলস্য মুক্তের্লাভাদিতি চেদত্যাতিশয়িতং ফলমিতি ভাবেনাহ,—শাশ্বতস্য চেত্যাদি। নিত্যস্য ষড়ৈশ্বর্য্যশব্দিতস্য ধর্ম্মস্যৈ-কান্তিকস্য মদসাধারণস্য সুখস্য চ বিচিত্রলীলা-রসস্যাহমেব প্রতিষ্ঠেতি। তীব্রানন্দরূপ-মদ্বিভূতিমল্লীলানুভবায় মামেব সমাশ্রয়তীত্যেবমাহ শ্রুতিঃ,—"রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি॥ ২৭॥

সংসারো গুণযোগঃ স্যাদ্বিমোক্ষস্তু গুণাত্যয়ঃ।
তৎসিদ্ধির্হরিভক্ত্যৈবেত্যেতদ্বুক্তং চতুর্দ্দশাৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হৃদয় ভক্তিমার্গে স্থির হয়। এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ-পর্য্যন্ত নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের প্রকার কথিত হইয়াছে। ভগবৎপাদসেবা-প্রক্রিয়ায় মহাপ্রসাদ-সেবন, মহাপ্রসাদ-তুলস্যাদির ঘ্রাণ, শ্রীমূর্ত্তি ও লীলা-স্থানাদির দর্শন, ভগবদ্ভক্তচরিত ও ভগবন্নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ এবং ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুর স্পর্শন-ব্রতরূপ অসদ্বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-সাধনই শুদ্ধভক্ত-দিগের নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের একমাত্র উপায়,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেঽংশঃ সনাতনঃ।
অহং সর্ব্বোত্তমঃ শ্রীমানিতি পঞ্চদশে স্মৃতম্ ॥

পূর্ব্বত্র বিজ্ঞানানন্দস্যোৎপত্তিক গুণাষ্টকস্যাপি জীবস্য কর্ম্মরূপানাদি-বাসনানুগুণেন ভগবৎসংকল্পেন প্রকৃতিগুণসঙ্গঃ। স চ বহুবিধস্তদত্যয়শ্চ ভগবদ্ভক্তিশিরস্কেন বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তস্মিংশ্চ সতি সংপ্রাপ্ত-নিজস্বরূপো জীবো ভগবন্তমাশ্রিত্য প্রমোদী সর্ব্বদা তস্মিংস্তিষ্ঠতীত্যুক্তম্। অথ তদ্বিবেকজ্ঞানস্থৈর্য্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্য ভজনীয়ভগবদংশত্বং ভগবতঃ স্বেতর-সর্ব্বোত্তমত্বং চোক্তেষ্বর্থেষু পযোগায় পঞ্চদশেঽস্মিন্ বর্ণ্যতে। তত্র

হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বেদবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটি—অশ্বত্থবৃক্ষ বিশেষ; কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই; কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটি—ঊর্দ্ধমূল; ইহার শাখাসকল—অধোভাগে বিস্তৃত অর্থাৎ এই বৃক্ষটি—সর্ব্বোর্দ্ধ মহত্তত্ত্ব, সত্যলোকস্থিত হইতে জীবের কর্ম্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

তাবদ্গুণবিরচিতস্য সংসারস্য বৈরাগ্যচ্ছেদ্যত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শস্ত্রত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি ভগবান্,—ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সংসাররূপমশ্বত্থমূর্দ্ধমূলমধঃশাখং প্রাহুঃ;—ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে 'প্রধান'-বীজোত্থ-প্রথমপ্ররোহরূপ-মহত্তত্ত্বাত্মক-চতুর্ম্মুখরূপং মূলং যস্য তম্, অধঃ সত্যলোকাদর্ব্বাচীনেষু স্বর্ভুবর্ভূর্লোকেষু দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাসুর-যক্ষ-রাক্ষস-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-স্থাবরান্তা নানাদিক্প্রসৃতাস্বাচ্ছাখা যস্য তম্; চতুর্ব্বর্গফলাশ্রয়ত্বাদশ্বত্থমুত্তমবৃক্ষম্। তাদৃশেন বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যঞ্চ; তমাহুঃ শ্রুতয়স্তাশ্চ,—"ঊর্দ্ধ-মূলোঽর্ব্বাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। ঊর্দ্ধমূলমর্ব্বাক্শাখং বৃক্ষং যো বেদ সম্প্রতি॥" ইত্যাদিকাঃ। যস্য সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি বাসনারূপ-তন্নিদানবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুস্তানি ছন্দাংসি—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত, ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজা-কামঃ" ইত্যাদীনি বোধ্যানি; পত্রৈস্তরুর্বর্দ্ধতে শোভতে চ তমশ্বত্থং যো বেদ যথোক্তং জানাতি, স এব বেদবিৎ; বেদঃ খলু সংসারস্য বৃক্ষত্বং ছেদ্যত্বাভিপ্রায়েণাহ,—তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো বেদার্থ-বিদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চাধ ইতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য সংসারাশ্বত্থস্য শাখা অধ ঊর্দ্ধং

এই বৃক্ষের শাখা-সকল কতকগুলি তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী হইয়াছে; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে আছে; কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে। সকলগুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়-দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয়সমূহই ঐ শাখাগণের পল্লব; বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থবৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে ফল অনুসন্ধানপূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

চ প্রসৃতাঃ ; অধো মনুষ্যপশ্বাদিযোনিষু দুষ্কৃতৈরূর্দ্ধঞ্চ দেবগন্ধর্ব্বাদিযোনিষু সুকৃতৈর্বিসৃতাঃ; গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিরম্বুনিষেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থৌল্যভাজঃ ; বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা যাসাং তাঃ, শাখাগ্র-স্থানীয়াভিঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিভির্যোগাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ শব্দাদীনাং পল্লবস্থানীয়ত্বং, তস্যাশ্বত্থস্যাধশ্চশব্দাদূর্দ্ধং চাবান্তরাণি মূলান্যনুসন্ততানি বিস্তৃতানি সন্তি, তানি চ তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনারূপাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিকারিত্বান্ম গতৃণ্যাহ্যচ্যন্তে ; মুখ্যং মূলং তাদৃক্ চতুর্ম্মুখস্তত্ত্বাসনান্ত্বান্তরমূলানি ন্যগ্রোধস্যেব জটোপজটাবৃন্দানীতি ভাবঃ। তানি কীদৃশানীত্যাহ,—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানু-

---

মনুষ্যলোকে এই বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন ; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থ অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদিপুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আদি-পুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥ ৩-৪ ॥

অভিমানহীন, মোহ-শূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্য-বিচার-পরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখপ্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত, প্রপত্তিবিবিক্ত পুরুষসকলই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

বন্ধীনি যতস্ততঃ কর্ম্মফলভোগাবসানে সতি পুনর্মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ ; স লোকঃ খলু কর্ম্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২ ॥

ন রূপমিতি। অস্যাশ্বত্থস্য রূপমিহ মনুষ্যলোকে তথা নোপলভ্যতে,

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীবের আনন্দলাভে আর নিবৃত্তি হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি ; সংসারিদশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গলিপ্ত, আর মুক্তাবস্থায় শুদ্ধজীব—আমার পবিত্র চিদ্বিলাস-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গশস্ত্র-দ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড়সম্বন্ধি-বস্তুতে আসক্তিকে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাঁহার স্বভাব—নির্গুণ ; তিনিই কেবল নির্গুণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি, অতএব সংসারি-জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয়-দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবল সন্ন্যাস-লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসারনাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক পরম-রস-রূপা সদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার-নাশ-রূপা মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে সমস্ত-জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকল-প্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

যথোর্দ্ধমূলত্বাদিধর্ম্মকতয়া ময়োপবর্ণিতম্; ন চাস্যান্তো নাশ উপলভ্যতে—কথময়মনর্থব্রাতজটিলো বিনশ্যেদিতি ন জ্ঞায়তে; ন চাস্যাদিকারণমুপলভ্যতে—কুতোঽয়মীদৃশো জাতোঽস্তীতি; ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাশ্রয়োঽপ্যুপলভ্যতে—কিং সমাশ্রিতোঽয়ং সংতিষ্ঠত ইতি। কিন্তু 'মনুষ্যোঽহং পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য, পিতা চ দেবদত্তস্য, তদনুরূপকর্ম্মকারী সুখী দুঃখী, চাস্মিন্ দেশেঽস্মিন্ গ্রামে নিবসামি' ইত্যেতাবদেব বিজ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং দুর্ব্বোধোঽনর্থব্রতে হেতুশ্চায়মশ্বত্থস্তস্মাৎ সৎপ্রসঙ্গলব্ধবস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেনৈনমসঙ্গশস্ত্রেণ বৈরাগ্যকুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্বা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য তৎপদং পরিমার্গিতব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। সঙ্গো বিষয়াভিলাষস্তদ্বিরোধ্যসঙ্গো বৈরাগ্যং, তদেব শস্ত্রং তদভিলাষনাশকত্বাৎ সুবিরূঢ়মূলং পূর্ব্বোক্তরীত্যাত্যন্তং বদ্ধমূলম্। ততঃ সংসারাশ্বত্থমূলাদুপরিস্থিতং তৎপদং

যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুইপ্রকার দশা কিরূপে হয়? তবে শুন। আমি—পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ; স্বাংশ-ক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদি-রূপে লীলা প্রকাশ করি; বিভিন্নাংশ-ক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কর-রূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশপ্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতার উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা; উভয়-দশায়ই, জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, আর। বদ্ধদশায় জীব, স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয়-তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

পরিমার্গিতব্যং—সৎপ্রসঙ্গলব্ধৈঃ শ্রবণাদিভিঃ সাধনৈরন্বেষ্টব্যম্। তৎপদং কীদৃশম্? তত্রাহ,—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ গতাস্তৈঃ সাধনৈর্যৎ প্রাপ্তা জনাস্ততো ন নিবর্ত্তন্তে—স্বর্গাদিব ন পতন্তি। মার্গণবিধিমাহ,—তমেবেতি। যতঃ পুরাণী চিরন্তনীয়ং জগৎপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা, তমেব চাদ্যং সর্ব্বকারণং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি প্রপত্তিপূর্ব্বকৈঃ শ্রবণাদিভিস্তন্মার্গণমুক্তম্। যো জগদ্ধেতুর্যৎপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ, স খলু কৃষ্ণ এব,—'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ইত্যাদেঃ, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' ইত্যাদেশ্চ তদুক্তেঃ, 'ন তত্ত্বাসয়তে' ইত্যাদিনা ব্যক্তীভাবিষ্যাচ্চ ॥ ৩-৪ ॥

তৎপ্রপত্তৌ সত্যাং কীদৃশাঃ সন্তস্তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ,—নির্ম্মানেতি। মানঃ সৎকারজন্যো গর্ব্বঃ, মোহো মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং নির্গতাঃ, জিতঃ সঙ্গদোষঃ প্রিয়ভার্য্যাদিস্নেহলক্ষণো যৈস্তে, অধ্যাত্মং স্বপরাত্মবিষয়কো বিমর্শঃ স নিত্যো নিত্যকর্ত্তব্যো যেষাং তে, সুখাদিহেতুত্বাত্তৎসংজ্ঞৈর্দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্বিমুক্তাস্তৎসহিষ্ণবঃ, অমূঢ়াঃ প্রপত্তিবিধিজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥

গন্তব্যং পদং বিশিংষন্ পরিচায়য়তি,—ন তদিতি। প্রপন্না যদ্গত্বা যতো ন নিবর্ত্তন্তে, তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ। সর্ব্বাবভাসকা অপি সূর্য্যাদয়স্তন্ন ভাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইত্যাদি-

মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নয়। জীব এই স্থূলশরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে, এবং সময় উপস্থিত হইলে, পরিত্যাগ করে। এক-শরীর হইতে অন্য-শরীরে গমনকালে সে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূতসহকারে একটি স্থূল-শরীর হইতে অন্য স্থূল-শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতেশ্চ ; সূর্য্যাদিভিরপ্রকাশ্যস্তেষাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশক-চিদ্বিগ্রহো লক্ষ্মীপতিরহমেব পদ-শব্দবোধ্যঃ প্রপন্নৈর্লভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নমু ত্বৎপ্রপত্ত্যা যত্তৎপদং যাতি, স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—মমৈবেতি। জীবঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মমৈবাংশো, ন তু ব্রহ্মরুদ্রাদেরীশ্বরস্য ; স চ সনাতনো নিত্যো, ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিতঃ ; স চ জীবলোকে প্রপঞ্চে স্থিতো মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ষতি—পাদাদিশৃঙ্খলা ইব বহতি ; তানি কীদৃংশীত্যাহ,—প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতিবিকারভূতাহঙ্কারকার্য্যাণীত্যর্থঃ। তত্র মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারস্য, শ্রোত্রাদিকং তু রাজসাহঙ্কারস্য কার্য্যমিতি বোধ্যম্। ভগবৎপ্রপত্ত্যা প্রাকৃতকরণহীনো ভগবল্লোকং গতস্তু ভাগবতৈর্দেহকরণৈর্বিভূষণৈরিব বিশিষ্টো ভগবন্তং সংশ্রয়ন্ নিবসতীতি সূচ্যতে ;—"স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি" ইতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ, "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ, ভগবৎসংকল্প-সিদ্ধ-

অন্য স্থূল-শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ-প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধজীবসকল বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

মূঢ় লোকেরা জীবের এইরূপ উৎক্রান্তি, স্থিতি ও গুণসম্ভোগ বিবেক-সহকারে বিচার করিয়া দেখে না ; যাঁহারা—শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটি—জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

চিদ্বিগ্রহস্তত্র ভবতীতি। যত্তু ঘটাকাশবজ্জলাকাশবদ্বা জীবে ব্রহ্মণোঽংশোঽন্তঃকরণেনাবচ্ছেদাত্তস্মিন্ প্রতিবিম্বনাশাদ্বা ঘটজলনাশে তত্তদাকাশস্য শুদ্ধাকাশত্ববদন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্য শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি,ন তৎ সারম্,—'জীবভূতঃ' 'মমাংশঃ' 'সনাতনঃ' ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ ; পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা" ইত্যত্র প্রত্যাখ্যানাচ্চ, প্রতি বিম্বাদৃষ্টান্ত তত্ত্বং মন্তব্যমস্ত্বনধিকরণবিনির্ণয়াৎ। তস্মাৎ, ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বং জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং বিধুমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টং চেদমেকবস্ত্বেকদেশত্বং চাংশত্বমাহুঃ। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, জীবো ব্রহ্মশক্তিঃ—'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্' ইতি পূর্ব্বোক্তেরতস্তদেকদেশাত্তদংশো জীবঃ ॥৭॥

'জীবলোকে স্থিত ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি ইত্যুক্তম্ ; তৎ প্রতিপাদয়তি,—শরীরমিতি। ঈশ্বরঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং স্বামী জীবো যদ্যদা পূর্ব্বশরীরা-

যতমান যোগসকল বদ্ধজীবের এইরূপ গতি আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন ; আর অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎতত্ত্বের আলোচনার অভাবে জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপ হইবে ? তবে বলি, শুন। জড়জগতেও আমার চিৎসত্তা দেদীপ্যমান, তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ-প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, অপরের নয় ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

দন্যচ্ছরীরমবাপ্নোতি, যদা চাপ্যাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি, তদৈতানীন্দ্রিয়াণি ভূত-সূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বা যাত্যাশয়াৎ পুষ্পকোশাদ্‌গন্ধান্ গৃহীত্বা বায়ুরিব স যথা-ন্যত্র যাতি, তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

তানি গৃহীত্বা কিমর্থং যাতি? তত্রাহ,—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি সমনস্কান্যধিষ্ঠায়াশ্রিত্যায়ং জীবো বিষয়ান্ শব্দাদীনুপভুঙ্‌ক্তে—তদর্থং তদ্‌-গ্রহণমিত্যর্থঃ। চ-শব্দাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ প্রাণাংশ্চাধিষ্ঠায়েত্যবগম্যম্ ॥

এবং শরীরস্থত্বেনানুভবযোগ্যমবিবেকিনস্তমাত্মানং নানুভবন্তীত্যাহ,—উৎক্রামন্তমিতি। শরীরাদুৎক্রামন্তং তত্রৈব স্থিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহৈরিন্দ্রিয়াদিভির্ব্বান্বিতং যুক্তমনুভবযোগ্যমপ্যাত্মানং বিমূঢ়াশ্চিরন্তনবাসনাকৃষ্টচিত্ততয়া বিবেকাযোগ্যা নানুপশ্যন্তি নানুভবন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকজ্ঞাননেত্রাস্তু তং পশ্যন্তি—শরীরাদিবিবিক্তমনুভবন্তি ॥ ১০ ॥

'জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি' ইত্যেতদ্বিবৃণ্বন্ দুর্জ্জ্ঞানতাং তস্যাহ,—যতন্ত ইতি। কেচিদ্‌যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণাদ্যুপায়ানুতিষ্ঠন্ত আত্মনি শরীরেঽবস্থিত-মেনমাত্মানং পশ্যন্তি; কেচিদ্‌যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোঽনির্ম্মলচিত্তা অতোঽ-প্রচেতসোঽনুদিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন পশ্যন্তীতি দুর্জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করত আমি স্বীয় শক্তি-দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ এবং রস(অমৃত)ময় চন্দ্ররূপে আমিই ব্রীহ্যাদি ঔষধ সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥

আমিই প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানল-রূপে প্রবেশ করত প্রাণ ও অপান বায়ু-সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চূষ্য, এইরূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

অথ মদংশস্য জীবস্য সংসার-রক্তস্য মুমুক্ষোশ্চ ভোগমোক্ষসাধনমহমে-বেতি ভাবেনাহ,—যদিতি চতুর্ভিঃ। আদিত্যে স্থিতং যত্তেজো যচ্চন্দ্রেঽগ্নৌ চ স্থিতং সৎ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি;—উদিতেন সূর্য্যেণ জ্বলিতেন চ বহ্নিনাদৃষ্টভোগসাধনানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে, তিমিরজাড্যনাশাদয়শ্চ সুখহেতবো ভবন্তি। উদিতেন চন্দ্রেণ চৌষধিপোষ-তাপশান্তি-জ্যোৎস্নাবিহারাস্তথাভূতা ভবন্তীতি তেষাং তত্তৎসাধকং তেজো মত্তেজোবিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গামিতি। পাংশুমুষ্টিতুল্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্ত্যাঽমাবিশ্য দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি স্থিরচরাণি ধারয়ামি; মন্ত্রবর্ণশ্চৈবমাহ,—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া ইতি; অন্যথাসৌ সিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেত নিমজ্জেদ্বেতি ভাবঃ। তথাঽহমেব রসাত্মকঃ সোমোঽমৃতময়শ্চন্দ্রো ভূত্বা সর্ব্বা ওষধীর্নিখিলা ব্রীহ্যাদ্যাঃ পুষ্ণামি—স্বাদুবিবিধরসপূর্ণাঃ করোমি। তথা চ ভূমিলোকে স্থিতস্য জীবস্য বিবিধ-প্রাসাদ-বাটিকা-তড়াগাদি-ক্রীড়াস্থানানি নির্ম্মায় নানারসান্ ভুঞ্জানস্য তত্তৎসাধনমহমেবেতি ॥ ১৩ ॥

আমিই সর্ব্ব-জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা-হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান এবং স্মৃতি-জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপি ব্রহ্মমাত্র নই; কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্ম-ফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবলব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলবিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গলসাধন-জন্য প্রকৃতিগত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পরমার্থদাতা ভগবান্, এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমি বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিস্তচ্ছরীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমাশ্রিতঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈর্ভুক্তং চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি পাকং নয়ামি ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিনা ; তথা চাহমেব জাঠরাগ্নিশরীরস্তত্তদুপকারীত্যেবমাহ সূত্রকারঃ, "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদিনা। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যং চ—ভক্ষ্যং, ভোজ্যং, লেহ্যং, চূষ্যঞ্চেতি ভেদাৎ ;—দন্তচ্ছেদ্যং চণকপূপাদি ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যমিতি চোচ্যতে, মোদকৌদনসূপাদি ভোজ্যং, পায়সগুড়মধ্বাদি লেহ্যং, পক্বাম্রেক্ষুদণ্ডাদি চূষ্যং, সোমবৈশ্বানরয়োঃ স্বাভেদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রাণিনাং জ্ঞানাজ্ঞানহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—সর্ব্বস্য চেতি। তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সর্ব্বস্য চ প্রাণিবৃন্দস্য হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতু-জ্ঞানোদয়দেহেঽহমেব নিয়ামকত্বেন সন্নিবিষ্টঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। অতো মত্ত এব সর্ব্বস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ানুসন্ধিজ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জায়তে ; তয়োরপোহনং প্রমোষশ্চ মত্তো ভবতি।

যদি বল,—প্রকৃতি যে এক, ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা ত' বুঝিতে পারি না ? তবে বলি, শুন। বস্তুতঃ ইহ লোকে দুইটি বৈ পুরুষ নাই, তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণস্বভাব-প্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই 'ক্ষর' পুরুষ ; আবার তদভাব-প্রযুক্ত একাবস্থ জীবই 'অক্ষর' বা মুক্ত পুরুষ। ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত ভূতসমূহই 'ক্ষর' আর কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদাই একাবস্থ, অতএব 'অক্ষর' ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তং উদ্ধবেন,—"মত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তত্র শক্তিতঃ" ইতি। এবং সাংসারিকভোগসাধনতাং স্বস্যোক্ত্বা মোক্ষসাধনতামাহ,—বেদৈশ্চেতি। সর্ব্বৈর্নিখিলৈর্বেদৈরহমেব সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদ্যঃ, "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ ; তত্র কর্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাক্ষাদিতি বোধ্যম্। কথমেবং প্রত্যেতব্যমিতি চেত্তত্রাহ বেদান্তকৃদহমেবেতি। বেদানামন্তোঽর্থনির্ণয়স্তৎকৃদহমেব বাদরায়ণাত্মনা। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদিভিঃ। নন্বন্যে বেদার্থমন্যথা ব্যাচক্ষ্যতে ? তত্রাহ,—বেদবিদেব চাহমিত্যহমেব বেদবিদিতি ; বাদরায়ণঃ সন্ যমর্থমহং নিরণৈষং, স এব বেদার্থস্ততোঽন্যথা তু ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইতি। তথা চ মোক্ষপ্রদস্য সর্ব্বেশ্বরত্বস্য বেদৈরবোধনাদহমেব মোক্ষসাধনমিতি ॥

বাদরায়ণাত্মনা নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ,—দ্বাবিতি। 'লোক্যতে

পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের অতীত যে উত্তম পুরুষ, তিনিই 'ঈশ্বর' এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্ত্তৃস্বরূপে বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

'আমি—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেই অতীত ও উৎকৃষ্ট ; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া গান করে ॥

যিনি নানা-মতবাদ-দ্বারা মোহ-প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনিই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরপ্রভৃতি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

তত্ত্বমনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্লোকে বেদে, যৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে। তৌ কাবিত্যাহ,—ক্ষরশ্চেতি। শরীরসম্বন্ধাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধোঽচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ; অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তোঽচিদ্বিয়োগৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরৌ স্ফুটয়তি,—সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ; কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ। একত্বনির্দ্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্বোধ্যঃ;—"বহবো জ্ঞানতপসা" ইত্যাদেঃ, "ইদং জ্ঞানমপাশ্রিত্য" ইত্যাদেশ্চ বহুত্বসংখ্যাকঃ সঃ ॥ ১৬ ॥

যদর্থং যৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ, তমাহ,—উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং, ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাবঃ। তত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ,—পরমাত্মেতি। উত্তমতাপ্রযোজকং ধর্ম্মমাহ,—যো লোকেতি। ন চৈতজ্জগদ্বিধারণপালনরূপমীশনং,—বদ্ধস্য জীবস্য কর্ম্মাসম্ভবাৎ; ন চ মুক্তস্য "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অথ পুরুষোত্তম-নাম-নির্ব্বচনং স্বস্য তত্ত্বমাহ,—যস্মাদিতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ। লোকে পৌরুষেয়াগমে,—"লোক্যতে বেদার্থোঽনেন" ইতি

হে অনঘ! এই পুরুষোত্তম-যোগটি—সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র; ইহা অবগত হইলে, বুদ্ধিমান্ জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত! এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়গত ও বিষয়গত সমস্ত কষায় দূর হয়। ভক্তি—একটি চিন্ময়ী নিত্যা বৃত্তিবিশেষ; তাহার সুন্দর-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ, তাহার আশ্রয় যে জীব, তাহার স্বীয় 'শুদ্ধতা' ও বিষয় যে ভগবান্, তাঁহার 'পূর্ণ আবির্ভাব',—এই দুইটি নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধি উদিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভক্তি কার্য্য করে না; পরন্তু পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নিরুক্তেঃ; বেদে,—"তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ;—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,—"তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্ব-বেত্তুঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। এবং মদুক্তনিরুক্ত্যা, ন শ্বকর্ণাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেন, যো মাং পুরুষোত্তমং জানাত্যসংমূঢ়ঃ—প্রোক্তে পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্যঃ সন্, স শ্লোকত্রয়স্যৈবার্থং জানন্ সর্ব্ববিৎ, নিখিলস্য বেদস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ। পুরুষোত্তমত্বজ্ঞো মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ ভজত্যুপাস্তে। সর্ব্ববেদার্থবেত্তরি সর্ব্বভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠাতরি চ যো মে প্রসাদঃ, স তস্মিন্ ভবেদিতি মে পুরুষোত্তমত্বে সন্দিহানস্ত্বধীতসর্ব্ববেদোঽপ্যজ্ঞঃ, সর্ব্বথা ভজন্নপ্যভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অথৈতদপাত্রেষ্বপ্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ,—ইতীতি। ইত্যেবং সংক্ষেপরূপং পুরুষোত্তমত্ব-নিরূপকমিদং ত্রিশ্লোকীশাস্ত্রং তুভ্যং পরমভক্তায় ময়োক্তম্। হে অনঘ!—ত্বয়াপ্যপাত্রেষু নৈতৎ প্রকাশ্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যোঽপরোক্ষজ্ঞানী চেতি পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানমভ্যর্চ্যতে ॥ ২০ ॥

ভক্তিযোগ-সাধনকালে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভজনাঙ্গের শরণ-বলে যে চারিটি বৃহৎ অনর্থের নিবৃত্তি হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে সংসারাসক্তিরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্যটি—'তৃতীয়' অনর্থ। শুদ্ধজীব ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতা-ক্রমে যে মায়াভোগের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার 'প্রথম' হৃদয়দৌর্ব্বল্য।

বন্ধান্মুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদ্ভূতহৃত্তমঃ ।
স পুমান্ হরিরেবেতি প্রাপ্তং পঞ্চদশাদতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

পরে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে বিষয়াসক্তি, তাহাই তাঁহার 'দ্বিতীয়' হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই দ্বিবিধ হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতেই অন্য সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে উক্ত-দৌর্ব্বল্য-নাশের লক্ষণ শুষ্কবৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত ভক্তিজনিত যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে পুরুষোত্তম-তত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

দৈবীং তথাসুরীং কৃষ্ণঃ সম্পদং ষোড়শেঽব্রবীৎ ।
উপাদেয়ত্বহেয়ত্বে বোধয়ন্ ক্রমতস্তয়োঃ ॥

পূর্ব্বত্র 'অশ্বত্থমূলাগ্নন্নুসন্ততানি' ইত্যাদিনা প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তাঃ শুভা-শুভবাসনাঃ সংসারতরোরবান্তরমূলত্বেনোক্তাঃ। এতা এব নবমে দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নিগদিতাঃ। তত্র বৈদিকার্থানুষ্ঠানহেতুঃ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা মোক্ষোপযোগিনী দৈবী প্রকৃতিঃ; সৈবেহ দৈবী-সম্পত্তরোরুপাদেয়ং ফলম্। স্বাভাবিকরাগদ্বেষানুসারিণী সর্ব্বানর্থহেতু রাজসী তামসী চাশুভবাসনা আসুরী রাক্ষসী চ প্রকৃতির্নিরয়নিপাতোপযোগিনী সা; সা চাসুর-সম্পত্তরোর্হেয়ং ফলমিত্যেতদ্বোধয়িতুং ষোড়শস্যারম্ভঃ। অত্র দৈবীং সম্পদং ভগবানুবাচ,—অভয়মিত্যাদিনা ত্রিকেণ। চতুর্ণামাশ্রমাণাং বর্ণানাঞ্চ ধর্ম্মাঃ ক্রমাদিহ কথ্যন্তে। সন্ন্যাসিনাং তাবদাহ,—অভয়ং নিরুদ্বমঃ

এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্ব্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিক-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। তাহার তত্ত্ব কি ? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটি ফল আছে ; একটি ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক, এবং একটি ফল—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

কথমেকাকী জীবিষ্যামীতি ভয়শূন্যত্বম্, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানেন মনোনৈর্ম্মল্যম্, জ্ঞানযোগে শ্রবণাদৌ জ্ঞানোপায়ে, ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠেতি ত্রয়ম্; অথ গৃহস্থানামাহ,—দানং স্বভোগ্যস্য ন্যায়ার্জ্জিতস্য অন্নাদেঃ সৎপাত্রে যথাযোগ্যং সমর্পণম্, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গস্য যথাযোগ্যং সংযমঃ, যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদের্বিহিতস্যানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ম্; অথ ব্রহ্মচারিণামাহ,—স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ শক্তিমতো ভগবতঃ প্রতিপাদকোঽয়মপৌরুষেয়োঽক্ষররাশিরিত্যনুসন্ধায় বেদাভ্যাসনিষ্ঠতেত্যেকম্; অথ বানপ্রস্থানামাহ,—তপ ইতি; তচ্চ শরীরাদিত্রিভেদমিত্যষ্টাদশে বক্ষ্যমাণং বোধ্যমিত্যেকম্ অথ বর্ণেষু বিপ্রাণামাহ,—আর্জ্জবং সারল্যম্, তচ্চ শ্রদ্ধালুশ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাগোপনং জ্ঞেয়ম্; অহিংসা প্রাণিজীবিকানুচ্ছেদকতা; সত্যমনর্থা-

---

সংসারমুক্তিজনক। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময়; বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব-ধর্ম্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে-সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইসকলই 'দৈবী সম্পদ্', আর যে-সকল কার্য্য-দ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেইসকলই 'আসুরী সম্পদ্'। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ, আর্জ্জব, বেদ-পাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা,—এই ছাব্বিশটি গুণকে 'দৈবী সম্পদ্' বলা যায়। শুভবাসনা অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মলব্ধ পুরুষের ঐ সম্পদ্ হয় ॥ ১-৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

নম্নুবক্ষিযথাদৃষ্টার্থবিষয়ং বাক্যম্; অক্রোধো দুর্জ্জনকৃতে স্ব-তিরস্কারেঽভ্যাদিতস্য কোপস্য নিরোধঃ; ত্যাগো চরুক্তেরপি তত্রাপ্রকাশঃ; শান্তির্মনসঃ সংযমঃ; অপৈশুনং পরোক্ষে পরানর্থকারি-বাক্যাপ্রকাশনম্; ভূতেষু দয়া তদ্দুঃখাসহিষ্ণুতা; অলোলুপ্ত্বং নির্লোভতা,—পলোপশ্ছান্দসঃ; মার্দ্দবং কোমলত্বং সৎপাত্রসঙ্গবিচ্ছেদাসহনম্; হ্রীর্বিকর্ম্মণি লজ্জা; অচাপলং ব্যর্থক্রিয়াবিরহ ইতি দ্বাদশ। অথ ক্ষত্রিয়াণামাহ,—তেজস্তচ্ছজনানভিভাব্যত্বম্; ক্ষমা সত্যপি সামর্থ্যে স্বাসমানং পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ; ধৃতিঃ শরীরেন্দ্রিয়েষ্ববসন্নেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নো যেন তেষাং নাবসাদঃ স্যাদিতি ত্রয়ম্। অথ বৈশ্যানামাহ,—শৌচং ব্যাপারে বাণিজ্যে মায়ানৃতাদি-রাহিত্যম্; অদ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া খড়্গাস্ত্রগ্রহণমিতি দ্বয়ম্। অথ শূদ্রাণামাহ,—নাতিমানিতা আত্মনি পূজ্যত্বভাবনা-শূন্যতা বিপ্রাদিষু ত্রিষু নম্রতেত্যেকমিতি ষড়্বিংশতিঃ। এতে তত্র তত্র প্রধানভূতা বোধ্যা অন্যেষামপ্যুপলক্ষণার্থাঃ।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক,—এই ছয়টি অসদ্-বাসনার সহিত (অভিলক্ষ্য করিয়া) জাত-ব্যক্তিগণের আসুরী সম্পদ্ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদের দ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব এবং আসুরী সম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ-দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়বর্ণলব্ধ তোমার দৈবসম্পৎ লাভ হইয়াছে; কেননা, ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি-কার্য্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী সম্পদের মধ্যে পরিগণিত নয়; অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

দেহারম্ভকালোন্মুখৈঃ সুকৃতৈর্ব্যক্তাং দৈবীং শুভবাসনামভিলক্ষীকৃত্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি উদয়ন্তে,—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ। দেবাঃ খলু পরেশানুবৃত্তিশীলাস্তেষামিয়ং সম্পদনয়া তৎপ্রাপকজ্ঞানভক্তিসত্ত্বাৎ সংসারতরোরুপাদেয়ং ফলমেতৎ ॥ ১-৩ ॥

অথ নরকহেতুমাসুরীং সম্পদমাহ,—দম্ভ ইত্যেকেন। দম্ভো ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাতয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানম্, দর্পো বিদ্যাভিজনজন্যো গর্ব্বঃ, অভিমানঃ স্বস্মিন্নভ্য-র্চ্চত্ববুদ্ধিঃ, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং প্রত্যক্ষং রুক্ষভাষিতম্, চকারশ্চাপ-লাদেঃ সমুচ্চায়কঃ, অজ্ঞানং কার্য্যাকার্য্যবিবেকধীশূন্যত্বম্, চকারোঽধৃত্যাদেঃ সমুচ্চায়কঃ। এতে দেহারম্ভকালোন্মুখৈর্দুষ্কৃতৈর্ব্যক্তামাসুরীমশুভবাসনা-মভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি,—"পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

এতয়োঃ সম্পদোঃ ফলভেদমাহ,—দৈবীত্যর্দ্ধকেন স্ফুটম্। বাণবৃষ্ট্যা পূজ্যান্ দ্রোণাদীন্ জিঘাংসোঃ ক্রোধপারুষ্যবতো মমেয়মাসুরী সম্পন্নরকং জনয়েদিতি শোচয়ন্তং পার্থমালক্ষ্যাহ,—মা শুচ ইতি। হে পাণ্ডবেতি ক্ষত্রিয়স্য তে যুদ্ধে বাণনিক্ষেপ-পারুষ্যাদিকং বিহিতত্বাৎ দৈব্যেব সম্পত্ত-তোঽন্যত্র ত্বাসুরীতি মা শুচঃ—শোকং মা কুরু ॥ ৫ ॥

হে পার্থ! এই জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি; এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

তথাপ্যনিবৃত্তশোকং তমালক্ষ্যাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়তি,—দ্বাবিতি। অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারিণি মনুষ্যলোকে দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্যসৃষ্টী ভবতঃ। যদায়ং মনুষ্যঃ শাস্ত্রাৎ স্বাভাবিকৌ রাগদ্বেষৌ বিনিধূর্য় শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়ী, তদা দৈবঃ; যদা শাস্ত্রমুৎসৃজ্য স্বাভাবিক-রাগদ্বেষাধীনোঽশাস্ত্রীয়ান্ ধর্ম্মান্ আচরতি, তদা ত্বাসুরঃ; ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামন্যা কোটিস্তৃতীয়াস্তি। শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" ইত্যাদিনা। তত্র দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ 'অভয়ম্' ইত্যাদিনা। অথাসুরং শৃণু বিস্তরশো বক্ষ্যামি ॥

আসুরং সর্গমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি দ্বাদশভিঃ। আসুরা জনা ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি; চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রতিপাদকে বিধিনিষেধবাক্যে চ ন জানন্তি,—বেদেষ্বাস্থাভাবাদিত্যুক্তম্। তেষু শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং তৎপ্রবৃত্তি-তন্নিবৃত্ত্যুপযোগি ন বিদ্যতে। নাপ্যাচারো মন্বা-দিভিরুক্তঃ। ন চ সত্যং প্রাণিহিতানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্যমিতি গৃধ্রগোমায়ুবত্তেষামুপদেশাদি ॥ ৭ ॥

অসুরস্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন ॥ ৮ ॥

এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কার্য্যে প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

তেষাং সিদ্ধান্তান্ দর্শয়তি তত্রৈকজীববাদিনামাহ,—অসত্যমিতি। ইদং জগদসত্যং শুক্তিরজতাদিবদ্ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতম্ ; অপ্রতিষ্ঠং খপুষ্পবন্নিরাশ্রয়ম্ ; নাস্ত্যেবেশ্বরো জন্মাদিহেতুর্যস্য তৎ। সোঽপি তদ্বদ্ভ্রান্তিরচিত এব, পারমার্থিকে তস্মিন্ স্থিতে তন্নির্ম্মিতজগত্তদ্বদ্দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন স্যাৎ ; তস্মাদসত্যং জগৎ ত এব মন্যন্তে। একৈব নির্ব্বিশেষা সর্ব্বপ্রমাণাবেদ্যা চিদ্ভ্রমাদেকো জীবস্ততোঽন্যজ্জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতিভাষতে ; আস্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিসম্বাদি স্বাপ্নিকমিব হস্ত্যশ্বরথাদিকমাজাগরাৎ, সতি চ স্বরূপসাক্ষাৎকারে তদজ্ঞানকল্পিতং তজ্জীবত্বেন সহ নিবর্ত্তেত স্বাপ্নিকরথাশ্বাদীব সুষুপ্তাবিতি। অথ স্বভাব-বাদিনাং বৌদ্ধানামাহ,—অপরস্পরসম্ভূতমিতি স্ত্রীপুরুষসম্ভোগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎপাদনে কুলালস্যেব বালোৎপাদনে পিত্রাদের্জ্ঞানাভাবাৎ সত্যপ্যসকৃৎসম্ভোগে সন্তানানুৎপত্তেশ্চ স্বেদজাদীনামকস্মাদুৎপত্তেশ্চ ; তস্মাৎ

দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদ-যুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

প্রলয়পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরমকার্য্য নিশ্চিতরূপে জানে ॥ ১১ ॥

শত শত আশাপাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

স্বভাবাদেবেদং ভবতীতি। অথ লোকায়তিকানামাহ,—কামহৈতুকমিতি। কিমন্যদ্বাচ্যম্? স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা হেতুরস্যেতি স্বার্থে ঠঞ্ ; অথবা জৈনানামাহ,—কামঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্যেতি। যুক্তিবলেন যো যৎ কল্পয়িতুং শক্নুয়াৎ, স তদেব তস্য হেতুং বদতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্ব-স্ব-মতনির্ণায়কানি দর্শনানি চ তৈঃ কৃতানি যান্যাশ্রায় জগদ্বিনষ্টীত্যাহ,—এতামিতি জাত্যৈকবচনম্। এতানি দর্শনান্যবষ্টভ্যালম্ব্যাল্পবুদ্ধয়স্তুচ্ছমতয়োনষ্টাত্মানোঽদৃষ্টদেহাদিবিবিক্তাত্মতত্ত্বা উগ্রকর্ম্মাণো হিংসা-পৈশুন্য-

---

তাহারা মনে করে যে, 'অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে ; এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্রই নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ; আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমিই কুলীন ; আমার ন্যায় আর কে আছে ? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব,—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক-বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

পারুষ্যাদি-কর্ম্মনিষ্ঠা জগতোঽহিতাঃ শত্রবশ্চ সন্তস্তস্য ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—পরমার্থাজ্জগদ্‌ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অথ তেষাং দুর্বৃত্ততাং দুরাচারতাঞ্চাহ,—কামমিতি। দুষ্পূরং কামং বিষয়তৃষ্ণামাশ্রিত্য মোহান্ন তু শাস্ত্রাদসদ্‌গ্রাহান্ গৃহীত্বাশুচিব্রতাঃ সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে। অসদ্‌গ্রাহান্ দুষ্টনক্রবদাত্মবিনাশকান্ কল্পিতদেবতা-তন্মন্ত্র-তদারাধননিমিত্তক-কামিনীপার্থিবনিধ্যাকর্ষণরূপান্ দুরাগ্রহানিত্যর্থঃ; অশুচীনি শ্মশাননিষেবণ-মদ্যমাংসবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে; দম্ভেনাধর্ম্মিষ্ঠত্বেঽপি ধর্ম্মিষ্ঠত্ব-খ্যাপনেন মানেনাপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্ব-খ্যাপনেন মদেনানুৎকৃষ্টত্বেঽপ্যুৎকৃষ্টত্বারোপণেন চান্বিতাঃ ॥ ১০ ॥

অপরিমেয়ামপরাং প্রলয়ান্তাঞ্চ মরণকালাবধি-সাধ্যবস্তুবিষয়াং চিন্তামুপাশ্রিতঃ কামোপভোগঃ সম্যগ্বিষয়সেবৈব পরমঃ পুমর্থো যেষাং তে; এতাবদেব কামোপভোগমাত্রমেবৈহিকম্; ন স্বতোঽন্যৎ পারলৌকিকং সুখমস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

আশেতি স্পষ্টম্। ঈহন্তে কর্ত্তুং চেষ্টন্তে, অন্যায়েন কূটসাক্ষ্যেণ চৌর্য্যেণ চ ॥ ১২ ॥

সেই স্বয়ং-সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি-পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে ॥ ১৭ ॥

তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, স্বীয় দেহ ও পর-দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে, এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষ আরোপ করে ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

তেষাং ধনাশানুবৃত্তিং মনোরাজ্যোক্ত্যা বিবৃণ্বন্ নরকনিপাতমাহ,—ইদমিতিচতুর্ভিঃ। ইদং ক্ষেত্রং পশুপুত্রাদি ময়ৈবাদ্য স্ব-ধী-বলেন লব্ধম্; ইমং মনোরথং মনঃপ্রিয়মর্থমহমেব স্ববলেন প্রাপ্স্যামি; স্ববলেনৈব লব্ধমিদং ধনং মম সম্প্রত্যস্তি; ইদমিষ্যমাণং ধনমাগামিবর্ষে মদ্বলেনৈব মে ভবিষ্যতি, ন স্বদৃষ্টবলেন ঈশ্বরপ্রসাদেন বেত্যর্থঃ। এবং ধনতৃষ্ণাং প্রপঞ্চ্য দুষ্টং ভাবং প্রপঞ্চয়তি,—অসাবিতি। যজ্ঞদত্তাখ্যোঽসৌ শত্রুর্ময়াতিবলিনা হতঃ; অপরানপি শত্রূনহমেব হনিষ্যামি; তেষাং দারধনাদি চ নেষ্যামীতি চ-শব্দাৎ—মত্তো ন কোঽপি জীবেদিতি ভাবঃ। নন্বীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ কেচিজ্জয়হেতুমাহুস্তত্রাহ,—অহমেবেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো যদহং ভোগী স্বতো নিখিলভোগসম্পন্নঃ সিদ্ধোঽস্মীতি; যদি কশ্চিদীশ্বরং কল্পয়তি, তর্হি স মামেবেশ্বরং কল্পয়তু, ন তু মত্তোঽন্যমনুপলব্ধেরিতি ভাবঃ। ননু সম্পদা কুলেন চান্যে ত্বৎসমা বীক্ষ্যন্তে তৎ কথমীশ্বরত্বমিতি চেদাহ,—আঢ্যঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽহমস্ম্যভিজনবান্ কুলীনশ্চ, ন তু কেনচিন্নিমিত্তেনাতো মৎসদৃশোঽন্যঃ কোঽস্তি,—ন কোঽপীত্যহমেবেশ্বরঃ; অতোঽহং স্ববলেনৈব যক্ষ্যে, দিব্যাঙ্গনানাং সঙ্গতিং করিষ্যে, দাস্যামি, তাসামধরাদি খণ্ডয়িষ্যাম্যেবং মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় ॥ ১৯ ॥

আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

সন্তো নরকে পতন্তীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। অনেকেষু চিরপ্রয়াসসাধ্যেষু বস্তুষু যচ্চিত্তং, তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তা মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব ততো নির্গন্তুমক্ষমাঃ; কামভোগেষু প্রসক্তা মধ্যে মৃতাঃ সন্তো নরকে পতন্ত্যশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৩-১৬ ॥

আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ শ্রৈষ্ঠ্যং নীতাঃ, ন তু শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সদ্ভিঃ; স্তব্ধাঃ অনম্রাঃ; ধনেন সম্পদা মানেন চ পরমহংসো মহাশ্রমণঃ শ্রীপূজ্যপাদো মহাপূজাবিদিত্যেবংলক্ষণেন সংকারেণ যো মদো গর্ব্বস্তেনান্বিতাঃ; নাম-যজ্ঞৈর্নামমাত্রেণ যজ্ঞৈঃ পূজাবিধিভিঃ স্বকল্পিতা দেবতা যজন্তে স্ব-স্বকানাং গৃহিণামভ্যুদয়ায় দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিত্বেন বিশিষ্টা বিরক্তবেশাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। অবিধিপূর্ব্বকমবেদবিহিতং যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বথা বেদ-তৎপ্রতিপাদ্যেশ্বরাবমন্তারস্ত ইত্যাহ,—অহঙ্কারমিতি।

আত্মনাশী নরকদ্বার—তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ; অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১ ॥

এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে; তাহা হইলেই পরা গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা গতি কৃষ্ণভক্তি লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ উত্তমরূপ থাকিলে জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়পদ লাভ হয়; তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাস্তে আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামকতয়া ভর্ত্তৃতয়া চাবস্থিতং মাং সর্ব্বেশ্বরং মদ্বিষয়কং বেদঞ্চ প্রদ্বিষন্তোঽবজ্ঞয়াপকুর্ব্বন্তো ভবন্তি; অভ্যসূয়কাঃ কুটিলযুক্তিভির্মম বেদস্য চ গুণেষু দোষানারোপয়ন্তঃ। অহমেব স্বতন্ত্রঃ করোমীত্যহংকারঃ, অহমেব পরাক্রমীতি বলম্, মত্তুল্যো ন কোঽপ্যস্তীতি দর্পঃ, যদিচ্ছেব সর্ব্বসাধিকেতি কামঃ, মৎপ্রতীপমহমেব হনিষ্যামীতি ক্রোধশ্চ ॥ ১৮ ॥

এষামাসুরস্বভাবাৎ ক্বচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ,—তানিতি দ্বাভ্যাম্। আসুরীষ্বেব হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্তাসু ম্লেচ্ছ-ব্যাধ-যোনিষু তত্তৎকর্ম্মানু-গুণফলদঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি ॥ ১৯ ॥

নন্বু বহুজন্মান্তে তেষাং কদাচিন্মদনুকম্পয়াসুরযোনের্বিমুক্তিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—আসুরীমিতি। তে মূঢ়া জন্মন্যাসুরীযোনিমাপন্না মামপ্রাপ্যৈব ততোঽপ্যধমামতিনিকৃষ্টাং শ্বাদিযোনিং যান্তি; মামপ্রাপ্যৈব (অত্র) এব-কারেণ মদনুকম্পায়াঃ সম্ভাবনাপি নাস্তি। তন্নাভোপায়যোগ্যা সজ্জাতিরপি দুর্লভেতি; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অথ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং

শাস্ত্রবিধি এই যে, স্বধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরা গতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম; আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশুদ্ধজ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, তবে সেও পরা গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইত্যাদিকা। নন্বীশ্বরঃ সত্যসংকল্পত্বাদযোগ্যস্যাপি যোগ্যতাং শক্নুয়াৎ কর্ত্তুমিতি চেৎ, শক্নুয়াদেব; যদি সংকল্পয়েৎ বীজাভাবান্ন সংকল্পয়তীত্যতস্তস্য বৈষম্যমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন" ইত্যাদিনা; ততশ্চ 'তানহম্' ইত্যাদিদ্বয়ং সুপপন্নম্। এতে নাস্তিকাঃ সর্ব্বদা নারকিণো দর্শিতাঃ; যে তু শাপাদসুরাস্তদনুযায়িনশ্চ রাজন্যাঃ প্রত্যক্ষে উপেন্দ্র-নৃহরি-বরাহাদৌ বিষ্ণৌ স্বশত্রু-পক্ষিত্বেন বিদ্বেষিণোঽপি বেদবৈদিককর্ম্মপরাঃ সর্ব্বনিয়ন্তারং কালশক্তিকমপ্রত্যক্ষং সর্ব্বেশ্বরং মন্যন্তে, তে তূপেন্দ্রাদিভির্নিহতাঃ ক্রমাৎ ত্যজন্ত্যাসুরীযোনিম্; কৃষ্ণেন নিহতাস্তু বিমুচ্যন্তে চেতি, ন তে বেদ-বাহ্যাঃ ॥ ২০ ॥

নন্বাসুরীং প্রকৃতিং নরকহেতুং শ্রুত্বা যে মনুষ্যাস্তাং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্তি, তৈঃ কিমনুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—ত্রিবিধমিতি। এতত্রয়পরিহারে তস্যাঃ পরিহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তত্ত্যাগে ফলমাহ,—এতৈরিতি। শ্রেয়ঃ স্বাশ্রমকর্ম্মাদিশ্রেয়ঃসাধনম্; পরাং গতিং মুক্তিম্ ॥ ২২ ॥

কামাদিত্যাগঃ স্বধর্ম্মাদ্বিনা ন ভবেৎ, স্বধর্ম্মশ্চ শাস্ত্রাদ্বিনা ন সিধ্যেদতঃ শাস্ত্রমেবাস্থেয়ং সুধিয়েত্যাহ,—য ইতি। কামচারতঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন যো

অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥২৪॥

স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ভগবৎসেবা-পরাঙ্মুখতাই মূল অপরাধ; সেইজন্য ভগবদ্দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুরস্বভাব হয়। তখন

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বর্ত্ততে—বিহিতমপি ন করোতি, নিষিদ্ধমপি করোতীত্যর্থঃ, স সিদ্ধিং পুমর্থোপায়ভূতাং হৃদ্বিশুদ্ধিং নৈবাপ্নোতি, সুখমুপশমাত্মকং চ পরাং গতিং মুক্তিং কুতো বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাত্মধীনা প্রবৃত্তিঃ পুমর্থাদ্বিভ্রংশয়তি, তস্মাত্তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যমিত্যস্মিন্ বিষয়ে নির্দ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; ন তু ভ্রমাদিদোষবতা পুরুষেণোৎপ্রেক্ষিতং বাক্যম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকেন লিঙ্তব্যাদি-পদেনোক্তম্। কর্ম্ম বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং তৎ পরিত্যজন্ ইহ কর্ম্মভূমৌ বিহিতকর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি যুদ্ধাদি চ কর্ত্তুমর্হসি লোকসংগ্রহায় ॥ ২৪ ॥

বেদার্থনৈষ্ঠিকা যন্তি স্বর্গং মোক্ষঞ্চ শাশ্বতম্।
বেদবাহ্যাস্তু নরকানিতি ষোড়শনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বরবুদ্ধি বা অনীশ্বরবুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসা-মাত্র' বলিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুর স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা-সহকারে নববিধা ভক্তি সাধন করার কর্ত্তব্যতাই এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

সাত্ত্বিকং রাজসং বস্তু তামসঞ্চ বিবেকতঃ।
কৃষ্ণঃ সপ্তদশেঽবাদীৎ পার্থপ্রশ্নানুসারতঃ ॥

বেদমধীত্য তদ্বিধিনা তদর্থাননুতিষ্ঠন্তঃ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তা দেবাঃ ; বেদমবজ্ঞায় যথেচ্ছাচারিণো বেদবাহ্যাস্ত্বাসুরা ইতি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ত্বয়োক্তম্। অথেয়ং মে জিজ্ঞাসা,—যে শাস্ত্রেতি। যে জনাঃ পাঠতোঽর্থতশ্চ দুর্গমং বেদং বিদিত্বালস্যাদিনা তদ্বিধিমুৎসৃজ্য লোকাচারজাতয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো দেবাদীন্ যজন্তে, তেষাং শাস্ত্রবিধ্যুপেক্ষা-শ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনির্ণীতদৈবাসুরবিলক্ষণানাং কা নিষ্ঠা? সত্ত্বং সংশ্রয়া তেষাং স্থিতিরথবা রজস্তমঃসংশ্রয়েতি কোটিদ্বয়াববোধায়াহো-শব্দো মধ্যে নিবেশিতঃ ॥ ১ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (৪র্থ অঃ ৩৯ শ্লোঃ) যে, শ্রদ্ধাবান্ লোকেই জ্ঞান লাভ করেন ; পুনরায় বলিলেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সিদ্ধিসুখ বা পরা-গতি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা হয়, তবে কি হয়? সেরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন,—যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকাচারজাত-শ্রদ্ধাশ্রয়ে দেবতাদিগকে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিকী', 'রাজসিকী', কি 'তামসিকী' বলা যাইবে? ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ত্রিবিধেতি। আলস্যাৎ ক্লেশাচ্চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যে শ্রদ্ধয়া দেবাদীন্ যজন্তে দেহিনঃ, সা তেষাং স্বভাবজা বোধ্যা ;—প্রাক্তনঃ শুভাশুভসংস্কারঃ স্বভাবস্তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। অনাদিত্রিগুণপ্রকৃতিসংসৃষ্টানাং দেহিনামনাদিতোঽনুবৃত্তস্য সংসারস্য সাত্ত্বিকত্বাদিনা ত্রৈবিধ্যাত্তজ্জাতশ্রদ্ধাপি ত্রিবিধেত্যাহ,—সাত্ত্বিকীত্যাদি। স্বভাবমন্যথয়িতুং সমর্থা খলু সদুপদিষ্টশাস্ত্রজন্যা বিবেকসম্বিৎ; সা তেষাং নাস্ত্যতঃ স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাদৃক্শাস্ত্রজন্যা শ্রদ্ধা ত্বস্যৈব যথা তদুক্তিবিধিনৈব তদর্থানুষ্ঠানম্ ॥২॥

ভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। ২ ॥

হে ভারত! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময় ; যে পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎস্বরূপ। মূলতত্ত্ব এই যে, জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ ; আমার সম্বন্ধবিস্মৃতি-প্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে ;—বদ্ধদশায় প্রবেশাবধি প্রাচীন-সংস্কার-বশতঃ তাহার একটি সগুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃ-করণের গঠন ; সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি। সত্ত্বসংশুদ্ধিই অভয়পদ ; সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই নির্গুণ-ভক্তিবীজ, আর অসংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, সে-পর্য্যন্তই তাহার নাম 'কাম'। এখন কামাত্মিকা সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬॥

যদ্যপি শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণবৃত্তিস্তথাপ্যন্তঃকরণধর্ম্মস্য স্বভাবস্যান্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মিণস্ত্রৈবিধ্যাত্তদুদিতায়াস্তস্যাস্ত্রৈবিধ্যং সিদ্ধেদিতি ভাবেনাহ,—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বমন্তঃকরণং ত্রিগুণাত্মকং, তদনুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি;—সত্ত্বপ্রধানান্তঃকরণস্য শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধানান্তঃকরণস্য রাজসী, তমঃপ্রধানান্তঃকরণস্য তু তামসীতি। অতোঽয়ং পূজ্যপূজকরূপো লৌকিকঃ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়স্ত্রিবিধশ্রদ্ধা-প্রচুরো যঃ পুরুষো যচ্ছ্রদ্ধো যস্মিন্ পূজ্যে দেবাদৌ যক্ষাদৌ প্রেতাদৌ চ শ্রদ্ধাবান্ ভবতি, স পূজকোঽপি; স এব তচ্ছব্দেন ব্যপদেশ্য পূজ্যগুণবান্ পূজক ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

কার্য্যভেদেন সাত্ত্বিকাদিভেদং প্রপঞ্চয়তি,—যজন্ত ইতি। শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনা যে জনাঃ স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া দেবান্ সাত্ত্বিকান্ বসুরুদ্রাদীন্

সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসগণকে এবং তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতদিগকে যজন করে॥ ৪॥

যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল-যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরাই অবলম্বন করে; তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন-তপস্যা-দ্বারা কর্ষণ করে এবং তদন্তর্ভূত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, সুতরাং তাহারা আসুরনিষ্ঠায় অবস্থিত॥ ৫-৬॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥
কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

যজন্তে, তেঽন্যে সাত্ত্বিকাঃ; যে যক্ষরক্ষাংসি কুবেরনির্ঋত্যাদীনি রাজসানি যজন্তে, তেঽন্যে রাজসাঃ; যে প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ তমসা যজন্তে, তেঽন্যে তামসাঃ। দ্বিজাঃ স্বধর্ম্মবিভ্রষ্টা দেহপাতোত্তরলব্ধবায়বীয়দেহা উল্কামুখকটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা মন্তব্যাঃ পিশাচবিশেষা বেতি ব্যাখ্যাতারশ্চাৎ সপ্তমাতৃকাদয়ঃ।এবমালস্যাত্ত্যক্তবেদবিধীনাং স্বভাবাৎ সাত্ত্বিকতাদ্যা নিরূপিতাঃ;

মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ; তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপঃ ও দানও তত্তদ্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে॥ ৭॥

সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকলই আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বিবর্দ্ধক; উহারা রসকারী, স্নেহকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী; অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্কামরিচাদি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদি, দুঃখ, শোক ও রোগ-কারী আহারসকলই রাজস-লোকের প্রিয়, এক-প্রহরের অধিক-কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য লাভ করে, যে খাদ্য নীরস, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত আছে, যে খাদ্যদ্রব্য গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্য-মাংসাদি যে সকল অমেধ্য খাদ্য, সেইরূপ খাদ্যসকলই তামস-লোকের প্রিয়॥ ৮-১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধা-বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

এতে চ বলবদ্বৈদিকসৎপ্রসঙ্গাৎ স্বভাবান্ বিজিত্য কদাচিদ্বেদেঽপ্যধিকৃতো ভবন্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

বেদবাহ্যানাং কদাচিদপি দুর্গতের্নিস্তারো নেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং দৃঢ়য়ন্নাহ,—অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অশাস্ত্রেণ বেদবিরুদ্ধেন স্বাগমেন বিহিতং ঘোরং পরপীড়কং তপো যে তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি কামরাগো বিষয়স্পৃহা বলং চ ময়া শক্যমেতৎ সিদ্ধং কর্ত্তুমিতি দুরাগ্রহঃ শরীরস্থমারম্ভকতয়া শরীরে স্থিতং ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংঘাতং কর্ষয়ন্তো বৃথোপবাসাদিনা কৃশং কুর্ব্বন্তোঽন্তঃশরীরস্থং শরীরমধ্যগতান্তর্যামিণং মাং চাবজ্ঞয়া কর্ষয়ন্তোঽচেতসঃ শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনাস্তান্ বেদবাহ্যানাসুরনিশ্চয়ান্ নিশ্চয়েনাসুরান্ বিদ্ধীতি পূর্ব্বোক্তানাং তেষাং দুর্গতিরবর্জ্জনীয়েবেতি ভাবঃ। স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া যক্ষরক্ষঃপ্রেতাদীন্ যজতাং বলবদ্বৈদিকসদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধয়াসুরভাব-

---

যজ্ঞসমূহের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাত্ত্বিক-যজ্ঞ' ॥ ১১ ॥

ফলাভিসন্ধির সহিত ও দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকেই 'রাজস-যজ্ঞ' বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই 'তামস-যজ্ঞ'; এ-স্থলে নিতান্ত স্বরূপভ্রষ্ট বলিয়া তামস-শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা' নামে স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

বিনাশঃ স্যাদেব; দেবান্ যজতাং তু বস্তুতঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়া সুলভেতি স্থিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

এবং স্থিতে তদাহারাদীনামপি ত্রৈবিধ্যজ্ঞাপকং ত্রৈবিধ্যমাহ,—আহারস্থিতি। শ্রদ্ধাবৎ সর্ব্বস্য প্রিয়োঽন্নাদিরাহারোঽপি ত্রিবিধো ভবতি; এবং যজ্ঞাদীনি চ ত্রিবিধানি। তেষামাহারাদীনাং চতুর্ণাম্ ॥ ৭ ॥

তত্র সাত্ত্বিকাহারমাহ,—আয়ুরিতি। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং বলং দেহসামর্থ্যং সুখং তৃপ্তিঃ প্রীতিরভিরুচিঃ। এতাসাং বিবর্দ্ধনাঃ রস্যত্বাদিগুণবন্তঃ সগব্যশর্করাঃ শালিগোধূমাদয়ঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াস্তৈরুপাদেয়া ইত্যর্থঃ। রস্যা ইতি নীরসানাং চণকাদীনাং, স্নিগ্ধা ইতি রুক্ষাণাং গুড়াদীনাং, স্থিরা ইত্যস্থিরাণাং, দুগ্ধফেনাদীনাং, হৃদ্যেত্যহৃদ্যানাং পনসফলাদীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তিঃ; কুহৃদরাজ্যহিতত্বমহৃদ্যত্বম্। অত্র পবিত্রা ইতি জ্ঞেয়ং,—তামসপ্রিয়েষ্বমেধ্যপদ-দর্শনাৎ। রাজসাহারমাহ,—কট্বিতি। সপ্তম্যতিশব্দো

তপস্যা-সমূহের ভেদ এই যে, দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাই 'শরীরসম্বন্ধি-তপঃ' ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার এবং বেদপাঠ ও অভ্যাসই "বাঙ্ময়তপঃ" ॥ ১৫ ॥

চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাব-সংস্কারই (নিষ্কপট ব্যবহারই) 'মানস-তপঃ' ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

যোজ্যঃ। অতিকটুরিতি তিক্তো নিম্বাদির্ন চ মরিচাদিস্তস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তেরত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ ; অত্যতোঽতিতীক্ষ্ণো মরীচাদিরতিরুক্ষঃ কঙ্গুকাদিরতিবিদাহী রাজিকাদিঃ ; এতে রাজসস্যেষ্টাঃ,সাত্ত্বিকানাং তু হেয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং জিহ্বা-কণ্ঠাদিশোষণজং, শোকো দৌর্মনস্যং পাশ্চাত্যামাময়ো রুধিরকোপঃ। তামসাহারমাহ,—যাতেতি। যাতোঽতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো যস্য রান্ধস্যান্নাদেস্তদ্যাতযামং, গতরসং বৈরস্যং, পূতিঃ দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং পূর্ব্বেঽহ্নি রান্ধমুচ্ছিষ্টং গুরোরন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টমমেধ্যমপবিত্রং কলঞ্জাদি। ঈদৃগ্ভোজনং তামসানাং প্রিয়ং সাত্ত্বিকানাং স্বতিদূরতো হেয়ম্ ॥ ৮-১০ ॥

অথ যজ্ঞত্রৈবিধ্যমাহ,—অফলেতি ত্রিভিঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলেচ্ছাশূন্যৈর্যো যজ্ঞ ইজ্যতে ক্রিয়তে বিধিদৃষ্টো বিধিবাক্যাজ্জাতঃ, স সাত্ত্বিকঃ।

এই ত্রিবিধা তপস্যা নিষ্কাম-ব্যক্তির দ্বারা পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত হইলেই 'সাত্ত্বিক-তপস্যা' পর্য্যাহুষ্টিত হয় ॥১৭॥

'আপনাকে সাধু বলিবে' এই মানসে অপরকে যে স্তুতি ও সম্মান, এবং স্বয়ং পূজা-লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'রাজস-তপঃ' ॥ ১৮ ॥

মূঢ়-বুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা ও পরের বিনাশার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস-তপঃ' ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

নন্বু ফলেচ্ছাং বিনা তত্র কথং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ,—যষ্টব্যমেবেতি। মাং প্রতি বেদেনোক্তত্বাৎ তৎ যজনমেব কার্য্যং, ন তু তেন ফলং সাধ্যমিতি মনঃসমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ফলং স্বর্গাদিকমভিসন্ধায় যদিজ্যতে দম্ভার্থং বা স্বমহিমখ্যাপনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

বিধীতি। অসৃষ্টান্নমন্নদানরহিতং মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ হীনেন মন্ত্রেণোপেতং শ্রদ্ধা-বিরহিতং ঋত্বিগ্বিদ্বেষাৎ ॥ ১৩ ॥

ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং বক্তুং তস্যাদৌ শারীরাদিভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ,—দেবেতি ত্রিভিঃ। দেবা বসুরুদ্রাদয়ো দ্বিজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা গুরবো মাতৃপিতৃদৈশিকাঃ প্রাজ্ঞা বিদিতবেদবেদাঙ্গাঃ পরেঽত্র তেষাং

দানসমূহের ভেদ এই যে, প্রত্যুপকার-লাভের উদ্দেশ্যরহিত হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২০ ॥

প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ-সহকারে যে দান, তাহাই 'রাজস' ॥ ২১ ॥

যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে যে দান, যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেইকালে যেদান এবং নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রসমূহে যে দান, তাহাই 'তামস' ; আবার সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 'তামস-দান' হয় ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

পূজনম্; শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্; আর্জ্জবং বিহিতনিষিদ্ধয়োরৈক্যরূপেণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বম্; ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতমৈথুনঞ্চ—এতচ্ছারীরং শরীর নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ॥

অনুদ্বেগকরমুদ্বেগং ভয়ং কস্যাপি যন্ন করোতি, সত্যং প্রামাণিকং, শ্রোতুঃ প্রিয়ং, পরিণামে হিতং চ। এতদ্বিশেষণচতুষ্টয়বদ্বাক্যং তথা স্বাধ্যায়স্য বেদস্যাভ্যাসনঞ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

মনসঃ প্রসাদো বৈমল্যং বিষয়স্মৃতাবৈয়গ্রম্; সৌম্যত্বমক্রৌর্য্যং সর্ব্বসুখেচ্ছুত্বম্; মৌনমাত্মমননম্; আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ; ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে নিষ্কপটতা;—এতম্মানসং মনসা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিতয়া ত্রৈবিধ্যমাহ,—শ্রদ্ধয়েতি ত্রিভিঃ। তত্ত্রক্তং

এখন তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার, এ সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। সগুণ অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণা ও অকিঞ্চিৎকরী; আর নির্গুণা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে যখন ঐ-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়-লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ', এই তিনটি ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়; সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমুদয়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণা, অ-ব্রহ্মনির্দ্দেশিকা এবং কামফল-দায়িকা হইবে; অতএব পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থাই শাস্ত্রবিধান। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেক-জনিত ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং তপঃ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৭ ॥

সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতি স্তুতির্মানঃ প্রত্যুত্থানাদিরাদরঃ, পূজা চরণ-প্রক্ষালনধনদানাদিস্তদর্থং যত্তপো দম্ভেন চ ক্রিয়তে, তদ্রাজসং প্রোক্তম্; চলং কিঞ্চিৎকালিকমধ্রুবমনিয়তসৎকারাদিফলকম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকজেন দুরাগ্রহেণাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদেঃ পীড়য়া চ যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশায় বা ক্রিয়তে, তত্তামসম্ ॥ ১৯ ॥

অথ দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ,—দাতব্যমিতি। নিশ্চয়েন যদ্দানমনুপকারিণে পাত্রে বিদ্যাতপোভ্যাং দাতৃ রক্ষকায় ব্রাহ্মণায় যদ্দীয়তে, তদ্দানং সাত্ত্বিকম্; অনুপকারিণে প্রত্যুপকারমনুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ; দেশে তীর্থে কালে চ সংক্রান্ত্যাদৌ ॥ ২০ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং দৃষ্টফলার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমদৃষ্টমুদ্দিশ্যানুসন্ধায় দীয়তে, তদ্দানং রাজসম্; পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতব্যমিতি পশ্চাত্তাপ-যুক্তং যথা স্যাত্তথা, গুরুবাক্যানুরোধাদ্বা, যদ্দীয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২১ ॥

অদেশেঽশুচিস্থানে, অকালেঽশুচিসময়ে যদপাত্রেভ্যো নটাদিভ্যো

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ'শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

এই জড়বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎ-বস্তুর অতীত যে 'তৎ'-বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিবিধ-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

দীয়তে ; দেশাদি-সম্পত্তাবপি যদসংকৃতং চরণপ্রক্ষালনাদি-সৎকারশূন্যম-বজ্ঞাতং তুংকারাক্তনাদরভাষণোপেতং চ যদ্দানং, তত্তামসম্ ॥ ২২ ॥

তদেব যজ্ঞ-তপো-দানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানাং তেষামুপাদেয়ত্বং, রাজসাদীনাং হেয়ত্বঞ্চ দর্শিতম্। অথ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং যজ্ঞাদীনি বিষ্ণুনামপূর্ব্বকাণ্যেব ভবন্তীত্যুচ্যতে,—ওমিতি। ওমিত্যাদিকস্ত্রিবিধো ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নির্দ্দেশো নামধেয়ং শিষ্টৈঃ স্মৃতঃ ; "ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম" ইতি শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম ; "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ তদিতি দ্বিতীয়ং নাম ; "সদেব সৌম্য" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি তৃতীয়ং নাম উপলক্ষণমিদম্। বিষ্ণ্বাদিনাম্নাং তেন ত্রিবিধেন নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণা বেদা যজ্ঞাশ্চ পুরা চতুর্ম্মুখেন বিহিতাঃ প্রকটিতাস্তস্মান্মহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশস্তৎপূর্ব্বকাণাং যজ্ঞাদীনাং নাঙ্গবৈগুণ্যং, তেন ফলবৈগুণ্যঞ্চ নেতি ॥ ২৩ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদোমিতি নির্দ্দেশমুদাহৃত্যোচ্চার্য্যানুষ্ঠিতা ব্রহ্মবাদিনাং

'সৎ'শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থসঙ্গতি হয় ; তদ্রূপ 'সৎ'শব্দে তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্মসমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেই 'সৎ'শব্দের তাৎপর্য্য ; যেহেতু ঐসকল কর্ম্ম তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলেই 'সৎ'শব্দ লাভ করে ; পরন্তু ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম্ম, সমস্তই অসৎ। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী, কিন্তু যে-সময়ে ঐসকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখনই উহারা জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৬-২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

সাত্ত্বিকানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে ;—অন্যবৈকল্যেঽপি সাঙ্গতাং ভজন্তীতি ॥ ২৪ ॥

তদিতি। নির্দ্দেশমুদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিক্রিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিস্তৈঃ ক্রিয়ন্তে অনুষ্ঠীয়ন্তে। নিষ্কামতয়া মুমুক্ষাসম্পাদনান্মহাপ্রভাবস্তচ্ছব্দঃ ॥

সদিতি নির্দ্দেশঃ প্রশস্তেষর্থান্তরেষু বর্ত্ততে, তস্মাৎ প্রশস্তে কর্ম্মমাত্রে স প্রযোজ্য ইতি ভাবেনাহ,—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে চ ব্রহ্মজ্ঞত্বেঽভিধায়কতয়া সচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে—"সদেব সৌম্য" ইত্যাদৌ, "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদৌ চ ; তথা প্রশস্তে উপনয়নবিবাহাদিকে চ মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছতে ; যজ্ঞাদৌ যা তেষাং স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থিতিস্তদপি সদিত্যুচ্যতে ; যস্যেদং নাম ত্রয়ং, তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ তন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জনাদি সদিত্যভিধীয়তে। অত্র ত্রিবিধোঽয়ং নির্দ্দেশঃ স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিঃ কল্প্যতে। "বষট্কর্ত্তুঃ প্রথমং ভক্ষ্যঃ" ইত্যাদাবিব বচনানি স্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াদ্যজ্ঞদানাদিসংযোগাচ্চান্যত্ তদ্বৈগুণ্যমেব ফলম্ ;—"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥" ইতি স্মরণাচ্চ ॥ ২৬-২৭ ॥

অথ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্তিতব্যম্ ; তয়া বিনা কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি নিন্দতি,—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমো দত্তং দানং, তপ্তমনুষ্ঠিতং

হে অর্জ্জুন! নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমুদায়ই অসৎ ; সেইসকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোন-কালেই মানবের উপকার করে না। শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ-শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন ; শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে সুতরাং পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

যচ্চান্যদপি স্তুতিপ্রণত্যাদিকর্ম্ম কৃতং,তৎ সর্ব্বমসন্নিন্দ্যমিত্যুচ্যতে। কুত ইত্যত্রাহ,—ন চেতি। তে তৌ চ-শব্দো যতোঽশ্রদ্ধয়া কৃতং,তৎ প্রেত্য পরলোকে ন ফলতি বিগুণাত্তস্মাৎ পূর্ব্বানুৎপত্তের্নাপীহ লোকে কীর্ত্তিঃ,সদ্ভির্নিন্দিতত্বাৎ॥

শ্রদ্ধাং স্বভাবজাং হিত্বা শাস্ত্রজাং তাং সমাশ্রিতঃ।
নিঃশ্রেয়সাধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশী স্থিতিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বদ্ধজীবের পক্ষে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাই কর্ত্তব্য। তাহার বদ্ধদশায় দেব, যক্ষ, ভূত-সমূহের পূজাদিময়ী সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী-ভেদে স্বভাবজা শ্রদ্ধা—তিনপ্রকার। যদিও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত উত্তমা, তথাপি নৈর্গুণ্য লাভ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় নির্গুণ শ্রদ্ধা, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া; প্রথম-ছয়-অধ্যায়োক্ত কর্ম্মযোগের দ্বারা নির্ব্বেদক্রমে নির্গুণ-শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। 'নির্গুণ-শ্রদ্ধা' আবার 'সাধুসঙ্গ'-বলে মধ্য-ছয়-অধ্যায়োক্ত হরিকথা-বিষয়িণী হইয়া উদিতা হয়, তাহা—অত্যন্ত-সুখসাধ্য। এই শেষোক্ত-শ্রদ্ধা-ক্রমে 'গুরুপাদাশ্রয়' ও 'ভজনক্রিয়া'-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চারিটি অনর্থ দূর (নিবৃত্তি) হয়; তখন ঐ শ্রদ্ধার নাম—'নিষ্ঠা'; সেই নিষ্ঠা পক্ব হইলে 'রুচি'ক্রমে 'আসক্তি' ও 'ভাব' হইয়া অবশেষে 'প্রেম'রূপে উদিত হয়;—ইহাই জীবের 'চরম প্রয়োজন'। অতএব নির্ব্বেদাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ওমিত্যাদি-নির্দ্দিষ্ট হরিনাম করিলে সমস্ত-সংসার-প্রবৃত্তি বিজিত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১॥

গীতার্থানিহ সংগৃহ্নন্ হরিরষ্টাদশেঽখিলান্।
ভক্তেস্তত্র প্রপত্তেশ্চ সোঽব্রবীদতিগোপ্যতাম্॥

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যাদৌ 'সন্ন্যাস'শব্দেন কিমুক্তং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদৌ 'ত্যাগ'শব্দেন চ কিমুক্তং ভগবতা, তত্র সন্দিহানোঽর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—সন্ন্যাসস্যেতি। 'সন্ন্যাস'-'ত্যাগ'-শব্দৌ শৈল-তরু-শব্দাবিব বিজাতীয়ার্থৌ কিংবা কুরু-পাণ্ডব-শব্দাবিব সজাতীয়ার্থৌ? যদ্যাদ্যস্তর্হি সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি; যদ্যন্ত্যস্তর্হি তত্রাবান্তরোপাধিমাত্রং ভেদকং ভাবি, তচ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। হে

ভক্তিই যে সমস্ত-কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্যবিবেক ও সগুণ-নির্গুণ-বিচার-দ্বারা ভক্তির চরমফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতা-শাস্ত্রের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই পূর্ব্ব মহাজনগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ-অধ্যায়-পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ',—এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩॥

মহাবাহো কৃষ্ণ, হৃষীকেশেতি ধীবৃত্তিপ্রেরকত্বাত্ত্বমেব মৎসন্দেহমুৎপাদয়সি; কেশিনিসূদনেতি ত্বং মৎসন্দেহং কেশিনমিব বিনাশয়েতি॥ ১॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং কামোপনিবন্ধেন বিহিতানাং পুত্রেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণ ত্যাগং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং বিদুর্ন তু নিত্যানামগ্নিহোত্রাদীনামিত্যর্থঃ; তেষু বিচক্ষণাস্তু সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতস্ত্যাগং সন্ন্যাসলক্ষণং ত্যাগং প্রাহুঃ। নিত্যকর্ম্মণাং চ ফলমস্তি,—"কর্ম্মণা পিতৃলোকো ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। যদ্যপি "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদৌ "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদাবিব ফলবিশেষো ন শ্রুতস্তথাপি "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদাবিব বিধিঃ কিঞ্চিৎ ফলমাক্ষি-

---

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বলিয়াছেন॥ ২॥

ত্যাগ-সম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্মকে 'দোষ' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। অপর কতকগুলি পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপঃপ্রভৃতি কর্ম্মসকলকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন॥ ৩॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫॥

পেদেব; ইতরথা পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দ্দুষ্পরিহরতাপত্তিঃ। তথা চ কাম্যকর্ম্মণাং স্বরূপতস্ত্যাগো, নিত্যকর্ম্মণাং তু ফলত্যাগঃ 'সন্ন্যাস'-শব্দার্থঃ; সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলেচ্ছাং ত্যক্ত্বানুষ্ঠানং খলু 'ত্যাগ'-শব্দার্থঃ। পূর্ব্বোক্তরীত্যা জ্ঞানোদয়ফলস্য সর্ব্বাদপ্রবৃত্তের্দ্দুষ্পরিহরত্বং প্রত্যুক্তম্॥ ২॥

ত্যাগে পুনরপি মতভেদমাহ,—ত্যাজ্যমিতি। একে মনীষিণো "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতিদর্শিনঃ কাপিলাঃ কর্ম্মদোষবৎ পশুহিংসাদি দোষযুক্তং ভবত্যতস্ত্যাজ্যং স্বরূপতো হেয়মিত্যাহুঃ; "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি শ্রুতিস্তু হিংসায়াঃ ক্রত্বঙ্গত্বমাহ, অনর্থহেতুত্বং তস্যা নিবারয়তি। তথা চ দ্রব্যসাধ্যত্বেন হিংসায়াঃ সম্ভবাৎ, সর্ব্বং কর্ম্ম ত্যাজ্যমিতি। অপরে জৈমিনীয়াস্তু যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তস্য বেদবিহিতত্বেন নির্দ্দোষত্বাদিত্যাহুঃ;—যদ্যপি হিংসানুগ্রহাত্মকং কর্ম্ম, তথাপি তস্য বেদেন ধর্ম্মত্বাভিধানান্ন দোষবত্ত্বমতঃ কার্য্যমেবেত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ" ইতি সামান্যতো নিষেধস্তু ক্রতোরন্যত্র তস্যাঃ পাপতামাহেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্॥ ৩॥

এবং মতভেদমুপবর্ণ্য স্বমতমাহ,—নিশ্চয়মিতি। মতভেদগ্রস্তে ত্যাগে মে পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য নিশ্চয়ং শৃণু। ননু ত্যাগস্য খ্যাতত্বাত্তত্র শ্রোতব্যং

হে ভরতসত্তম! ত্যাগ-সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে, ত্যাগও ত্রিবিধ॥ ৪॥

যজ্ঞ, দান, তপঃস্বরূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়; সেই সকলই বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য-কার্য্য; বদ্ধজীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ও সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে॥ ৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

কিমস্তি ? তত্রাহ,—ত্যাগে হীতি। হি যতস্ত্যাগস্তামসাদি-ভেদেন বিজ্ঞৈস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতো বিবিচ্যোক্তঃ। তথা চ দুর্বোধোঽসৌ শ্রোতব্য ইতি ত্যাগত্রৈবিধ্যম্ ;—'নিয়তস্য তু' ইত্যাদিভিরগ্রে বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

প্রথমং তস্মিন্ স্বনিশ্চয়মাহ,—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। যজ্ঞাদীনি মনীষিণাং কার্য্যাণ্যেব ন ত্যাজ্যানি, যদমূনি বিষতন্তুবদন্তরভ্যুদিতজ্ঞানদ্বারা পাবনানি সংসৃতিদোষবিনাশকানি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যজ্ঞাদীনাং পাবনতাপ্রকারমাহ,—এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চ প্রতিপদোক্তানি পিতৃলোকাদীনি চ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরার্চ্চনধিয়া কর্ত্তব্যানীতি মে ময়া নিশ্চিতমত উত্তমমিদং মতম্। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগস্যাপি প্রবেশাৎ পার্থসারথের্ম্মতং বরীয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাত্তৎত্যাগো যুক্তঃ। নিয়তস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। আত্মোদ্দেশাদ্বিশোর্ণাদিবদন্তর্গতজ্ঞানস্য তস্য মোচকত্বাদ্দেহযাত্রাসাধকত্বাচ্চ তত্ত্যাগো ন যুক্তঃ। তেন হি দেবতা-ভগবদ্বিভূতিরর্চ্চতাং তচ্ছেষৈঃ পূতৈঃ সিদ্ধা দেহযাত্রা তত্ত্বজ্ঞানায় সংপদ্যতে। বৈপরীত্যে পূর্ব্বমভিহিতং 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্' ইত্যাদিভিস্তৃতীয়ে

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় ; ভ্রম-সহকারে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্যাপি মোহাদ্বন্ধকমিদমিত্যজ্ঞানাৎ পরিতঃ স্বরূপেণ ত্যাগস্তামসো ভবাত,—মোহস্য তমোধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭ ॥

নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতং বিহিতং কর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি জানন্নপি দ্রব্যোপার্জ্জন-প্রাতঃস্নানাদিনা দুঃখরূপমিতি কায়ক্লেশভয়াচ্চেতন্মুমুক্ষুরপি ত্যজেৎ। স ত্যাগো রাজসঃ,—দুঃখস্য রজোধর্ম্মত্বাৎ। তং ত্যাগং কৃত্বাপি জনস্তস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৮ ॥

কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম নিয়তং যথা ভবতি, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলং চ নিখিলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যৎ। স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকস্তাদৃশজ্ঞানস্য সত্ত্বধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৯ ॥

সাত্ত্বিকত্যাগিনো লক্ষণমাহ,—ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলং দুঃখদং হেমন্ত-প্রাতঃস্নানাদি ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখদে নিদাঘমধ্যাহ্নে স্নানাদৌ ন সজ্জতে; যতঃ সত্ত্ব-সমাবিষ্টোঽতিধীরো মেধাবী স্থিরধীশ্ছিন্নো বিহিতানি কর্ম্মাণি

যিনি নিত্য-কর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত তাহা ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'রাজস'-ত্যাগ হয় ; তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন ! যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' ॥ ৯ ॥

অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না,—এরূপ মেধাবী সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকে না ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

ক্লেশেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানং জনয়েয়ুর্বেত্যেবংলক্ষণঃ সংশয়ো যেন সঃ। ঈদৃশঃ সাত্ত্বিকত্যাগী বোধ্যঃ ॥ ১০ ॥

নন্বীদৃশাৎ ফলত্যাগাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগো বরীয়ান্ বিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সাধকত্বাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। দেহভৃতা কর্ম্মাণ্যশেষতস্ত্যক্তুং ন হি শক্যং ন শক্যানি; যদুক্তং,—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি'

দেহধারি-জীবের সমস্ত-কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয়; অতএব যিনি—সমস্ত-কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই, পরকালে তাঁহাদের 'অনিষ্ট', 'ইষ্ট' ও 'মিশ্র,'—এই তিনপ্রকার কর্ম্মফল ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা, এই পাঁচটি কারণ; এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদি; তস্মাদ্যঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব তৎফলত্যাগী, স এব ত্যাগীত্যুচ্যতে। তথা চ সনিষ্ঠোঽধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছা-শূন্যো যথাশক্তি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জ্ঞানার্থী সন্ কুর্য্যাদিতি পার্থসারথের্মতম্ ॥ ১১ ॥

ঈদৃশত্যাগাভাবে দোষমাহ,—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং স্বর্গিত্বম্, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্; দুঃখসুখযোগীতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলম্। অত্যাগিনামুক্তত্যাগরহিতানাং প্রেত্য পরকালে ভবতি, ন তু সন্ন্যাসিনামুক্তত্যাগবতাম্; তেষাং তু কর্ম্মান্তর্গতেন জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীতি ত্যাগফলমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

ননু কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং তৎফলানি কুতো ন স্যুরিতি চেৎ স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগেন পরমেশ্বরে মুখ্যকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়েন ভবন্তীত্যাশয়েনাহ,—পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে এতানি পঞ্চকারণানি মে মত্তো নিবোধ জানীহি। প্রমাণমাহ,—সাংখ্য ইতি। সাংখ্যং জ্ঞানং তৎপ্রতিপাদকং বেদান্তশাস্ত্রং সাংখ্যং তস্মিন্; কীদৃশীত্যাহ,—কৃতান্তে কৃতনির্ণয়ে; সর্ব্বেষাং কর্ম্মহেতূনাং প্রবর্ত্তকঃ পরমাত্মেতি নির্ণয়কারিণীত্যর্থঃ। অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে বিদিতমেতৎ; ইহাপি 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি' ইত্যাদ্যুক্তং বক্ষ্যতে চ, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্' ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনোদ্বারা যে কার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-দ্বারা সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

এ-স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই 'কর্ত্তা' মনে করেন, তিনি—অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি; তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পান না ॥ ১৬ ॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

তানি গণয়তি,—অধীতি। অধিষ্ঠীয়তে জীবেনেত্যধিষ্ঠানং শরীরম্ ; কর্ত্তা জীবঃ ; অস্য জ্ঞাতৃত্বকর্ত্তৃত্বে শ্রুতিরাহ,—"এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা" ইত্যাদিনা ; সূত্রকারশ্চ,—"জ্ঞোঽত এবেতি কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি চ। করণং শ্রোত্রাদিসমনস্কম্ ; পৃথগ্বিধং কর্ম্মনিষ্পত্তৌ পৃথগ্ব্যাপারম্ ; বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং নানাবিধা ব্যাপারাঃ ; দৈবঞ্চেত্যত্র কর্ম্মনিষ্পাদকে হেতুপ্রচয়ে দৈবং সর্ব্বান্তর্যামী পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্। কর্ম্ম-

---

হে অর্জ্জুন! তোমার যে যুদ্ধবিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদিত ; উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল-কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত-লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ১৭ ॥

'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'পরিজ্ঞাতা,' এই তিনটি—কর্ম্মচোদনা ; এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি—কর্ম্মসংগ্রহ। মানব-কর্ত্তৃক যে-কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নামই 'চোদনা' ; চোদনা-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূল-সত্তা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক-সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব্ব-অবস্থায় তাহা 'কর্ম্ম-করণের জ্ঞান', 'কর্ম্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব' ও 'কর্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব' এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার স্থূল-আকারে, কর্ম্মের করণত্ব, স্বরূপ ও কর্ত্তৃত্ব, এই তিনটি বিভাগ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

নিষ্পত্ত্যবস্থর্যামী হরিমুখ্যো হেতুরিতার্থঃ। দেহেন্দ্রিয়প্রাণজীবোপকরণোঽসৌ কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ইতি নিশ্চয়বতাং কর্ম্ম তৎফলেষু কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশস্পৃহা-বিরহিতানাং কর্ম্মাণি ন বন্ধকানীতি ভাবঃ। নন্বু জীবস্য কর্ত্তৃত্বে পরেশায়ত্তে সতি তস্য কর্ম্ম স্বনিযোজ্যত্বাপত্তিঃ, কাষ্ঠাদিতুল্যত্বাৎ ? বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ ব্যর্থানি স্যুঃ ? স্বধিয়া প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুং চ শক্তো নিযোজ্যো দৃষ্টঃ ? উচ্যতে,—পরেশেন দত্তৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিস্তেনৈবাহিত-শক্তিভিস্তদাধারভূতো জীবস্তদাহিত-শক্তিকঃ সন্ কর্ম্মসিদ্ধয়ে স্বেচ্ছয়ৈব দেহেন্দ্রিয়াদিকমধিতিষ্ঠতি। পরেশস্তু তৎসর্ব্বান্তঃস্থস্তস্মিন্নন্নুমতিং দদানস্তং প্রেরয়তীতি জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বমস্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-ভেদে এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল-ভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ; নশ্বরবস্তু-মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনশ্বর এবং অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ। এইরূপ জ্ঞানকেই 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলা যায় ॥ ২০ ॥

সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য-তির্য্যগাদি-যোনিতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারাই পৃথগ্জাতীয় জীব ; তাঁহাদের স্বরূপভাব—পৃথগ্বিধ। ঐরূপ জ্ঞানই 'রাজসিক' ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

এবমেব সূত্রকারো নির্ণীতবান্,—"পরাত্তুতচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা। নম্ভু মুক্তস্ত জীবস্ত কর্তৃত্বং ন স্যাৎ, তস্ত দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাদিতি চেন্ন,—তদা সংকল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং সত্ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

শরীরেতি। ন্যায্যং শাস্ত্রীয়ং, বিপরীতমশাস্ত্রীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

ততঃ কিমত আহ,—তত্রেতি। এবং সতি জীবস্য কর্তৃত্বে পরেশানুমতিপূর্ব্বকে তদ্দত্তদেহাদিসাপেক্ষে চ সতি,তত্র কর্ম্মণি কেবলমেবাত্মানং জীবমেব যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, স দুর্ম্মতিরকৃতবুদ্ধিত্বাদলব্ধজ্ঞানত্বান্ন পশ্যতি যথান্ধঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি স্নান-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয়; তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থ-লাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থ-জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে; নানাবাদপ্রতিপাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানই 'রাজস' জ্ঞান, এবং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানই 'তামস' জ্ঞান ॥ ২২ ॥

রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য, নিষ্কাম নিত্য-কর্ম্মই 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশের সহিত অতিশয় আয়াস-সিদ্ধ কর্ম্মই 'রাজস' কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

কস্তর্হি চক্ষুষ্মান্ সুমতিস্তত্রাহ,—যস্যেতি। যস্ত পুরুষস্য মনোবৃত্তিলক্ষণো ভাবো নাহংকৃতঃ স্বকর্তৃত্বে পরেশায়ত্তেঽনুসন্ধিতে সতি কর্ম্মাণ্যহমেব করোমীত্যভিমানকৃতো ন ভবেৎ। যস্ত চ বুদ্ধির্ন লিপ্যতে কর্ম্মফলস্পৃহয়া, স ইমাঁল্লোকান্ন কেবলং ভীষ্মাদীন্ হত্বাপি ন হন্তি; ন চ তেন সর্ব্বলোকহননেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানকাণ্ডবৎ কর্ম্মকাণ্ডেঽপি জ্ঞানাদিত্রয়মস্তি; তচ্চ সনিষ্ঠেন কর্ম্মঠেন বোধ্যমিতি উপদিশতি,—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতেত্যেবংত্রিকযুক্তা কর্ম্মচোদনা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিঃ;— চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তত্ত্রিকং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি,—করণমিতি। যজ্ জ্ঞানং, তৎ করণং,—'জ্ঞায়তেঽনেন' ইতি নিরুক্তেঃ, করণকারকমিত্যর্থঃ; যজ্ জ্ঞেয়ং কর্ত্তব্যং জ্যোতিষ্টোমাদি, তৎ কর্ম্মকারকম্; যস্ত তস্য পরিজ্ঞাতোঽনুষ্ঠানেন জ্ঞাতা, স কর্ত্তেতি কর্তৃকারকম্। এবং কর্ম্মসংগ্রহো জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধিস্ত্রিবিধঃ করণাদিকারকত্রয়সাধ্যশ্চোদনা-সংগ্রহশব্দয়োরৈক্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানমিতি। গুণসংখ্যানে গুণনিরূপকে শাস্ত্রে চতুর্দ্দশে 'তত্র সত্ত্বং

ভাবী ক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয় ও পরপীড়ন, এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহ-বশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্মকে 'তামস' কর্ম্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার,—এরূপ কর্ত্তাই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২৬ ॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্ব-প্রকারঃ; সপ্তদশে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতস্বভাবভেদশ্চোক্তঃ। ইহ তু গুণসংজ্ঞানাং জ্ঞানাদীনাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

সাত্ত্বিকজ্ঞানমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু দেবমানবাদিষু দেহেষু নানা-কর্ম্মফলভোগাৎ ক্রমেণ বর্ত্তমানভাবং জীবাত্মানং যেনৈকং বীক্ষ্যতে। অব্যয়ং নশ্বরেষু তেষ্বনশ্বরং, বিভক্তেষু মিথোভিন্নেষু তেষ্ববিভক্তমেক-রূপঞ্চ যেন তং বীক্ষতে, তজ্ জ্ঞানং সাত্ত্বিকমৌপনিষদবিবিক্তাত্মজ্ঞানং তদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

রাজসজ্ঞানমাহ,—পৃথক্ত্বেনেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু দেবমনুষ্যাদিদেহেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ত্বেন যজ্ জ্ঞানং দেহবিনাশ এবাত্মবিনাশ ইতি যজ্ জ্ঞানমি-ত্যর্থঃ; যেন চ নানাবিধান্ ভাবানন্তিপ্রায়ান্ বেত্তি; দেহ এবাত্মেতি, দেহাদন্যো দেহপরিমাণ আত্মেতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি, নিত্যবিজ্ঞান-

---

কর্ম্মাসক্ত, কর্ম্মফললুব্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষশোকাদির বশীভূত যে কর্ত্তা, সে-ই 'রাজস' কর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অনুচিতকার্য্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান-কার্য্যে রত, অলস, সর্ব্বদা বিষাদযুক্ত দীর্ঘসূত্রী যে কর্ত্তা, সে-ই 'তামস' কর্ত্তা ॥২৮॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

মাত্রবিভুরাত্মেতি, দেহাদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োঽজড়ো বিভুরাত্মেত্যেবং লোকায়তিক-জৈন-বৌদ্ধ-মায়িতার্কিকাদিবাদান্ যেন জানাতি, তদ্রাজসং জ্ঞানম্ ॥ ২১ ॥

তামসং জ্ঞানমাহ,—যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানমহৈতুকং স্বাভাবিকং, ন তু শাস্ত্রাদুৎপাদিতম্; অতএবৈকস্মিন্ লৌকিকে স্নান-ভোজন-যোষিৎ-প্রসঙ্গাদৌ কার্য্যে, ন তু বৈদিকে যাগদানাদৌ সক্তং কৃৎস্নবৎ পূর্ণং নাতোঽধিকমস্তীত্যর্থঃ। অতএবাতত্ত্বার্থবদযত্র তত্ত্বরূপোঽর্থো নাস্তি; অল্পং পশ্বাদিসাধারণ্যাত্তুচ্ছং তল্লৌকিক-স্নান-ভোজনাদিজ্ঞানং তামসম্ ॥২২॥

অথ কর্ম্মত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং স্ববর্ণাশ্রম-বিহিতম্, সঙ্গরহিতং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশবর্জ্জিতম্, অরাগদ্বেষতঃ কৃতং কীর্ত্ত্যৈ রাগাদকীর্ত্ত্যৈ দ্বেষাচ্চ যন্ন কৃতং, কিন্ত্বীশ্বরার্চ্চনতয়ৈবাফলপ্রেপ্সুনা ফলেচ্ছা-শূন্যেন যৎ কর্ম্ম কৃতং, তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২৩ ॥

যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, সে বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥৩০॥

যে-বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য-প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই 'রাজসী' ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও অর্থসমুদয়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য্য করে, তাহাকেই 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

যৎ কামেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষিণা সাহঙ্কারেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশিনা জনেন বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২৪ ॥

অনু কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং বন্ধং রাজদূতযমদূতকৃতম্, ক্ষয়ং ধর্ম্মাদিবিনাশম্, হিংসাং প্রাণিপীড়াম্, পৌরুষং সবলঞ্চানবেক্ষ্য যৎ কর্ম্ম মোহাদারভ্যতে, তত্তামসম্ ॥ ২৫ ॥

অথ কর্ত্তুস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—মুক্তেতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-ফলেচ্ছাশূন্যঃ ; অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিশূন্যঃ ; ধৃতিরারব্ধকর্ম্মপূর্ত্তিপর্য্যন্ত-বর্জ্জনীয়দুঃখসহিষ্ণুতা, উৎসাহস্তদনুষ্ঠানোদ্যতচিত্ততা তাভ্যাং সমন্বিতঃ ; আনুষঙ্গিকস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ—সুখেন দুঃখেন চ রহিতঃ ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৬ ॥

রাগী স্ত্রীপুত্রাদিষ্বাসক্তঃ ; কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ পশুপুত্রান্নস্বর্গাদিষ্বতিস্পৃহ-য়ালুঃ ; লুব্ধঃ কর্ম্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যয়াক্ষমঃ ; হিংসাত্মকঃ পরান্ প্রপীড্য কর্ম্ম

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারী ধৃতি-যোগ-দ্বারা মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩৩ ॥

যে-ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাহাই 'রাজসী' ॥ ৩৪ ॥

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীন ধৃতিই 'তামসী' ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

কুর্ব্বাণঃ ; অশুচিঃ কর্ম্মাপেক্ষিতবিহিতশুদ্ধিশূন্যঃ ; কর্ম্মফলসিদ্ধি-তদসিদ্ধ্যো-র্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তোঽনৌচিত্যকৃৎ ; প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্বভাবে বর্ত্তমানঃ স্ব প্রকৃত্যনু-সারেণৈব, ন তু শাস্ত্রানুসারেণ কর্ম্মকৃদিত্যর্থঃ ; স্তব্ধোঽনম্রঃ ; শঠঃ স্বশক্তি-গোপনকৃৎ ; নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানকৃৎ ; অলসঃ প্রারব্ধে কর্ম্মণি শিথিলঃ ; বিষাদী শোকাকুলঃ ; দীর্ঘসূত্রী দিবসৈককর্ত্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা তামসঃ ॥ ২৮ ॥

এবং জ্ঞানজ্ঞেয়পরিজ্ঞাতৄণাং ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা বুদ্ধিধৃত্যোস্তদ্বক্তুং প্রতি-জানীতে। বুদ্ধেরিতি স্ফুটার্থম্ ॥ ২৯ ॥

তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি ত্রিভিঃ। যা বুদ্ধির্ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম-ধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ বেত্তি, যয়া বেত্তীতি বক্তব্যে যা বেত্তীতি করণে কর্ত্তৃত্বমুপ-চরিতম্, কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ। নিষ্কামং কর্ম্ম কার্য্যং সকামং ত্বকার্য্যমিতি কার্য্যাকার্য্যে যা বেত্তি ; অশাস্ত্রীয়-প্রবৃত্তিতো ভয়ং শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিতস্ত্বভয়-মিতি ভয়াভয়ে যা বেত্তি ; বন্ধং সংসারযাথাত্ম্যং মোক্ষং তচ্ছেদযাথাত্ম্যং চ যা বেত্তি, সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে ভরতর্ষভ ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃপুনঃ অনুশীলন-দ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই সুখে রমণ করেন ; কোন-কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসাররূপ দুঃখের অন্ত পাইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

প্রথমে কষ্টকর ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখই 'সাত্ত্বিক' সুখ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

রাজসীং বুদ্ধিমাহ,—যয়েতি। অযথাবদসম্যক্ত্বেন ॥ ৩১ ॥

তামসীং বুদ্ধিমাহ,—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতানিতি সাধুমসাধুমসাধুঞ্চ সাধুং, পরং তত্ত্বমপরমপরঞ্চ তত্ত্বং পরমিত্যেবং সর্ব্বানর্থান্ বিপরীতান্মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যয়া মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং যোগোপায়ভূতাঃ ক্রিয়াঃ পুরুষো ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। কীদৃশেত্যাহ,—যোগেনেতি। যোগঃ পরাত্মচিন্তনং, তেনাব্যভিচারিণ্যা তদন্যং বিষয়মগৃহ্নন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সকামবিদ্বৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষঃ, যয়া ধর্ম্মাদীন্ তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়তে, সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাস্তান্ ধারয়ত্যেব, সা ধৃতিস্তামসী। স্বপ্নো নিদ্রা; মদো বিষয়ভোগজো গর্ব্বঃ; স্বপ্নাদিশব্দৈস্তদ্ধেতুভূতা বিষয়া লক্ষ্যাস্তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া যয়া ধারয়তে, সা তামসী ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ সুখত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে,—সুখং ত্বিত্যর্দ্ধকেন। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ,— অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধকেন। অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃপরিশীলনাদ্যত্র

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের ন্যায় যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকেই 'রাজস' সুখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য-প্রমাদাদি-জনিত যে সুখ, তাহাই 'তামস' ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

রমতে, ন তু বিষয়েষ্বিবোৎপন্ত্যা; যস্মিন্ রমমাণো দুঃখান্তং নিগচ্ছতি—সংসারং তরতি ॥ ৩৬ ॥

যচ্চাগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমক্লেশসত্ত্বাদ্বিবিক্তাত্মপ্রকাশাচ্চাতিদুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে সমাধিপরিপাকে সত্যমৃতোপমং বিবিক্তাত্মপ্রকাশাৎ পীযূষপ্রবাহনিপাতবদ্ভবতি। যচ্চাত্মসম্বন্ধিন্যা বুদ্ধেঃ প্রসাদাজ্জায়তে, তৎ সাত্ত্বিকং সুখম্; তৎপ্রসাদশ্চ বিষয়সম্বন্ধমালিন্যবিনিবৃত্তিঃ ॥৩৭॥

বিষয়ৈর্যুবতিরূপস্পর্শাদিভিঃ সহেন্দ্রিয়াণাং চক্ষুস্ত্বগাদীনাং সংযোগাৎ

পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই,—যিনি প্রকৃতিজ গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত; জ্ঞানী ও কর্ম্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতিজ-গুণকে স্বীকার করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা—প্রাকৃত-গুণ হইতে পৃথক্। অতএব সাক্ষাদ্দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত-গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বভাবজনিত-গুণ-দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটী—ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

সম্বন্ধাৎ যদগ্রে পূর্ব্বমমৃতোপমমতিস্বাদুপরিণামেঽবসানে তু নিরয়হেতুত্বা-দ্বিষোপমমতিদুঃখাবহং ভবতি, তদ্রাজসং সুখম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রেঽনুভবকালে অনুবন্ধে পশ্চাদ্বিপাককালে চাত্মনো মোহনং বস্তু-যাথাত্ম্যাবরকং, যচ্চ নিদ্রাদিভ্য উত্তিষ্ঠতি জায়তে, তত্তামসং সুখম্। আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্ ; প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যাবধানাভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্ননুক্তমপি সংগৃহ্লাতি,—ন তদিতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি স্বর্গাদৌ দেবেষু চ প্রকৃতিং সংসৃষ্টেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তেষ্বিত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং, অন্যচ্চ বস্তু নাস্তি। যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈ-র্মুক্তং বিরহিতং স্যাৎ, তথা চ ত্রিগুণাত্মকেষু বস্তুষু সাত্ত্বিকস্যৈবোপযোগি-ত্বাত্তদেব গ্রাহ্যমন্যত্ত্যাজ্যমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৪০ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাণি বস্তূনি ত্রিগুণাত্মকানি, তথাপি ব্রাহ্মণাদয়শ্চেৎ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি ভগবদারাধনভাবেনানুতিষ্ঠেয়ুস্তদা তানি জ্ঞাননিষ্ঠা-মুৎপাদ্য মোচকানি ভবন্তীতি বক্তুং প্রকরণমারভতে,—ব্রাহ্মণেতি ষট্কেন। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবাৎ। ব্রাহ্মণাদীনাং

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটি—ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, এই কয়েকটি—বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক-কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয় ; কেবল জন্ম-দ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ণাং কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ সহ শাস্ত্রেণ প্রবিভক্তানি ;—স্বভাবঃ প্রাক্তনসংস্কারস্তস্মাৎ প্রভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদ্যাস্তৈঃ সহ শাস্ত্রেণ তেষাং কর্ম্মাণি বিভজ্যোক্তানি। এবংগুণক-ব্রাহ্মণাদয়স্তেষামেতানি কর্ম্মাণীতি ; তত্র সত্ত্বপ্রধানো ব্রাহ্মণঃ প্রশান্তত্বাৎ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানঃ ক্ষত্রিয় ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানো বিট্ ঈহাপ্রধানত্বাৎ, রজউপ-সর্জ্জনতমঃপ্রধানঃ শূদ্রঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ। কর্ম্মাণি স্বগ্রে বাচ্যানি ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ,—শম ইতি। শমোঽন্তঃকরণস্য সংযমঃ ; দমো বহিঃকরণস্য ; তপঃ শাস্ত্রীয়কায়ক্লেশঃ ; শৌচং বিবিধমুক্তম্ ; ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুতা ; আর্জ্জবমবক্রত্বম্ ; জ্ঞানং শাস্ত্রাৎ পরাবরতত্ত্বাবগমঃ ; বিজ্ঞানং

স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্ম্মে অভিরত হইয়া যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-স্বরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ ; যেহেতু স্বভাববিহিত কর্ম্মের নামই 'স্বধর্ম্ম', কোন সময়ে তাহা অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম হইতেই সার্ব্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

তস্মাদেব তদেকান্তধর্ম্মাধিগমঃ ; আস্তিক্যং সর্ব্ববেদবেদ্যো হরিনিখিলৈক-কারণং স্ববিহিতৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ কেবলয়া ভক্ত্যা চ সন্তোষিতঃ স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমর্পয়তীতি শাস্ত্রাধিগতেঽর্থে সত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ;—এতৎ স্বাভাবিকং ব্রহ্মকর্ম্ম। যদ্যপি সত্ত্ববৃদ্ধৌ ক্ষত্রিয়াদেরপ্যেতে ধর্ম্মা ভবন্তি, তথাপি সত্ত্বপ্রাধান্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্যেতি ভণিতিঃ। এবমুক্তং বিষ্ণুনা,—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া ॥ আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মসামান্য উচ্যতে ॥" ইতি ॥ ৪২ ॥

ক্ষত্রিয়স্যাহ,—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তিঃ ; তেজঃ পরৈরধৃষ্যত্বম্ ; ধৃতির্মহত্যপি সঙ্কটে দেহেন্দ্রিয়ানবসাদঃ ; দাক্ষ্যং ক্রিয়াসিদ্ধি-কৌশলম্, যুদ্ধে স্বমৃত্যুনিশ্চয়েঽপ্যপলায়নং তত্রাবৈমুখ্যম্ ; দানমসঙ্কোচেন স্ববিত্তত্যাগঃ ; ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থমীশিতব্যেষু শাসনাতিগেষু প্রভুত্ব-শক্তিপ্রকাশঃ ;—এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

বৈশ্যস্যাহ,—কৃষীতি। অন্নাদ্যুৎপত্তয়ে হলাদিনা ভূমের্বিলেখনং কৃষিঃ ; পাশুপাল্যং গোরক্ষম্ ; বণিক্‌কর্ম্ম বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়লক্ষণম্ ; বৃদ্ধৌ ধনপ্রয়োগঃ কুশীদমপ্যত্রান্তর্গতম্ ;—এতৎ স্বভাবসিদ্ধং বৈশ্যকর্ম্ম। অথ শূদ্রস্যাহ,— পরীতি। ব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজন্মনাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। এতানি চাতুরাশ্রম্যকর্ম্মণামুপলক্ষণানি ॥ ৪৪ ॥

উক্তানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানহেতুতামাহ,—স্বে স্বে ইতি। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতস্তদনুষ্ঠাতা নরঃ সংসিদ্ধিং বিশতস্তবৎ কর্ম্মান্তর্গতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। নন্বু বন্ধকেন কর্ম্মণা বিমোচিকা জ্ঞাননিষ্ঠা কথমিতি চেদ্‌বুদ্ধিবিশেষাদিত্যাহ,—স্বকর্ম্মেতি ॥ ৪৫ ॥

হে কৌন্তেয়! সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়। সকল-কর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে ; অগ্নি থাকিলেই ধূম যেরূপ তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রকেই দোষ আবরণ করে। তথাপি দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥৪৮॥

প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্য-বুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত সুখাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করত জীব যেরূপে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগত-রাগদ্বেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযতকায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ অষ্টগুণস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবে সমর্থ হন ॥ ৫১—৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

তমাহ,—যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং জন্মাদিলক্ষণা প্রবৃত্তির্ভবতি, যেন চেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তং, তমিন্দ্রাদিদেবতাত্মনাবস্থিতং স্ববিহিতেন কর্ম্মণাভ্যর্চ্য 'এতেন কর্ম্মণা স প্রভুস্তুষ্যতু' ইতি মনসা তস্মিংস্তৎ সমর্প্য মানবঃ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠাং বিন্দতি ॥ ৪৬ ॥

নন্থ ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মাণাং রাজসাদিত্বাদ্বেষু রুচিশূন্যৈঃ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ সাত্ত্বিকো ব্রহ্মধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি চেত্তত্রাহ,—শ্রেয়ানিতি। স্বধর্ম্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠিতোঽপি বা পরধর্ম্মাদুৎকৃষ্টাৎ স্বনুষ্ঠিতাচ্চ শ্রেয়ানতিপ্রশস্তো বিহিতত্বাৎ। ন চ হিংসানৃতাদি-দোষযুক্তাদ্যুদ্ধবাণিজ্যাদেঃ স্বধর্ম্মাচ্ছিলোঞ্ছবৃত্ত্যাদিঃ পরধর্ম্মস্তদ্দোষবিরহাৎ শ্রেয়ানিতি মন্তব্যম্; যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেন বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জনঃ কিল্বিষং দোষং নাপ্নোতি। ক্রত্বঙ্গহিংসায়া বিহিতত্বাদ্যথা ন দোষত্বং, তথা যুদ্ধাঙ্গস্য হিংসানৃতাদের্বিহিতত্বাদেব ন তদিতি ভাবঃ। ব্যাখ্যাতং চৈতদ্বিস্তরেণ তৃতীয়ে ॥ ৪৭ ॥

ন খলু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মা এব যুদ্ধাদয়ঃ সদোষাঃ; ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ তথেত্যাহ,—সহজমিতি। সহজং স্বভাবপ্রাপ্তং কর্ম্ম সদোষমপি হিংসাদিমিশ্রমপি ন ত্যজেদপি তু বিহিতত্বাৎ কুর্য্যাদেব—নির্দ্দোষত্ববুদ্ধ্যা ব্রহ্মকর্ম্মণা চরেদিত্যর্থঃ; যতঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণানামারম্ভাঃ কর্ম্মাণি ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দ্রব্যসাধ্যত্বাচ্চ সামান্যতঃ কেনচিদ্দোষেণাবৃতা ব্যাপ্তা এব

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন; এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

ভবন্তি। ধূমেনেবাগ্নিরিতি যথাগ্নের্ধূমাংশমপাকৃত্য শীতাদিনিবৃত্তয়ে তাপঃ সেব্যতে, তথা কর্ম্মণাং ভগবদর্পণেন দোষাংশং নির্ধূয়াত্মদর্শনায় জ্ঞানজনকত্বাংশঃ সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

এবমারুরুক্ষুঃ সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভয়া কর্ম্মনিষ্ঠয়ারূঢ়ঃ স্বরূপতস্তঃ কর্ম্মনিষ্ঠাং স্বরূপতস্ত্যজেদিত্যাহ,—অসক্তেতি। সর্ব্বত্রাত্মাতিরিক্তেষু বস্তুষসক্তবুদ্ধির্যতো জিতাত্মা স্বাত্মানন্দাস্বাদেন বশীকৃতমনা অতএব বিগতস্পৃহ আত্মাতিরিক্তবস্তুসাধ্যেষু নানাবিধেষ্বানন্দেষু স্পৃহাশূন্যঃ। স্বাত্মানন্দাস্বাদবিক্ষেপকাণাং কর্ম্মণাং সন্ন্যাসেন স্বরূপতস্ত্যাগেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং সিদ্ধিমধিগচ্ছতি যোগারূঢ়ঃ সন্। এবমেবোক্তং তৃতীয়ে,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিমিতি। বিহিতেন কর্ম্মণা হরিমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগান্তামাত্মধ্যাননিষ্ঠাং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি—আবির্ভাবিতগুণাষ্টকং স্বরূপমনুভবতি, তথা তং প্রকারং

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে;—ইহাই মৎসম্বন্ধি শুদ্ধজ্ঞান এবং ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম্" এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তস্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই 'বিশতে মাম্' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিলেও হয় ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

সমাসেন গদতো মে মত্তো নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা পরেশ-বিষয়া জ্ঞাননিষ্ঠা স্বাং প্রতি ময়োচ্যতে, তাঞ্চ শৃণু ॥ ৫০ ॥

তং প্রকারমাহ,—বুদ্ধ্যেতি। বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তস্তাদৃশ্যা ধৃত্যা চাত্মানং মনো নিয়ম্য সমাধিযোগ্যং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তান্ সন্নিহিতান্ বিধায় রাগদ্বেষৌ চ তদ্ধেতুকৌ ব্যুদস্য দূরতঃ পরিহৃত্য, বিবিক্তসেবী নির্জ্জনস্থঃ, লঘ্বাশী মিতভুক্, যতানি ধ্যেয়াভিমুখীকৃতানি বাগাদীনি যেন সঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরো হরিচিন্তননিরতঃ, বৈরাগ্য-মাত্মেতরবস্তুমাত্রবিষয়কম্ ; অহমিতি। অহঙ্কারো দেহাত্মাভিমানঃ, বলং তদ্বর্দ্ধকং বাসনারূপম্, দর্পস্তদ্ধেতুকঃ, প্রারব্ধশেষবশাদুপাগতেষু ভোগ্যেষু কামোঽভিলাষঃ, তেষ্বন্যৈরপহৃতেষু ক্রোধঃ, পরিগ্রহশ্চ তৎকর্ম্মকঃ ; তানেতানহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য নির্ম্মমঃ সন্ ব্রহ্মভূয়ায় গুণাষ্টকবিশিষ্টস্বাত্ম-রূপত্বায় কল্পতে তদনুভবতি ; শান্তো নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিব স্থিতঃ ॥ ৫১ ৫৩ ॥

তস্য ব্রহ্মভূয়োত্তরভাবিনং লাভমাহ,—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ সাক্ষাৎ-কৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ ; প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতি-স্বচ্ছঃ,—'নদ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ' ইত্যাদাবতিবৈমল্যং 'প্রসন্ন'শব্দার্থঃ ; স এবং-

---

আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

তুমি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করত শুদ্ধভক্তি-সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তিপর কর্ম্মসাধন-দ্বারা সর্ব্বদা আমার 'একান্ত ভক্ত' হও ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ভূতো মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি ন চ তান্ কাঙ্ক্ষতি ; সর্ব্বেষু মদন্যেষূচ্চাবচেষু ভূতেষু সমঃ—হেয়ত্বাবিশেষাল্লোষ্ট্রকাষ্ঠবত্তানি মন্যমানঃ ; ঈদৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে—'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা' ইত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মদ্বীক্ষণসমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ কিং তদাহ,—ভক্ত্যেতি। স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বভিজানাত্যনুভবতি। ততো মৎপরভক্তিতো হেতোরুক্তলক্ষণং মাং তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন জ্ঞাত্বানুভূয় তদনন্তরং তত এব হেতোর্মাং বিশতে ময়া সহ যুজ্যতে। 'পুরং প্রবিশতি' ইত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে, ন তু পুরাত্মকত্বম্। অত্র তত্ত্বতো-ঽভিজ্ঞানে প্রবেশে চ ভক্তিরেব হেতুরুক্তো বোধ্যঃ,—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তেঃ। তদনন্তরমিতি মৎস্বরূপগুণবিভূতি-তাত্ত্বিকানু-ভবাদুত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, পরয়া ভক্ত্যা মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা ততস্তাং ভক্তিমাদায়ৈব মাং বিশতে "ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী"। মোক্ষে-

---

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে ; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-দ্বারা 'নিজেই কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত (উপদেশ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, 'যুদ্ধ করিব না' মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে ; কেন না, তোমার ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

ঽপি ভক্তিরস্তীত্যাহ সূত্রকৃৎ—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি—"আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতৌ দৃষ্টমিতি সূত্রার্থঃ। ভক্ত্যা বিনষ্টাবিদ্যানাং ভক্ত্যাঃ স্বাদো বিবর্দ্ধতে,—সিতয়া নষ্টপিত্তানাং সিতাস্বাদবদিতি রহস্তবিদঃ। ইত্থঞ্চ সনিষ্ঠানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা ॥ ৫৫ ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতানামাহ,—সর্ব্বেতি সার্দ্ধদ্বয়াভ্যাম্। মদ্ব্যপাশ্রয়ো মদেকান্তী সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি যথাযোগং কুর্ব্বাণঃ; 'অপি'-শব্দাদ্গৌণকালে,—মদেকান্তিনস্তস্য মুখ্যকালাভাবাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ" ইতি। ঈদৃশঃ স মৎপ্রসাদান্মদত্যানুগ্রহাৎ শাশ্বতং নিত্যমব্যয়মপরিণামিজ্ঞানানন্দাত্মকং পদং পরমব্যোমাখ্যমবাপ্নোতি লভতে ॥ ৫৬ ॥

তাদৃশত্বাদেব ত্বং সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বাভিমানাদি-শূন্যেন চেতসা স্বামিনি ময়ি সংন্যস্যার্পয়িত্বা মৎপরো মদেকপুরুষার্থো

মোহ-প্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভাব-জাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

মামেব বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মচ্চিত্তো ভব। এতচ্চ ত্বাং প্রতি প্রাগপ্যুক্তং 'যৎ করোষি' ইত্যাদিনা;—অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু, ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥

এবং মচ্চিত্তস্ত্বং মৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি দুর্গাণি দুস্তরাণি সংসার-দুঃখানি তরিষ্যসি; তত্র তে ন চিন্তা। তাস্ত্বহং ভক্তবন্ধুরপনেষ্যামি দাস্যামি চাত্মানমিতি পরিনিষ্ঠিতানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা। অথ চেদ-হঙ্কারাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—স্বার্থাৎ বিভ্রষ্টো ভবিষ্যসি। ন হি কশ্চিৎ প্রাণিনাং কৃত্যা-কৃত্যয়োর্বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা বা মত্তোঽন্যো বর্ত্ততে ॥ ৫৮ ॥

হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য'; এখন যে পরমাত্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। এই সব অশেষরূপে বিচার করত তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎক্রমে আমার নির্গুণ-ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ যুদ্ধ কর আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি-সহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলে মদবতার-রূপ ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নির্গুণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫॥

যদ্যপি ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তথাপি গুরুবিপ্রাদিবধহেতুকাৎ পাপাদ্ভীতস্য মে ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি কৃত্যাকৃত্যবিজ্ঞাতৃত্বাভিমানমহঙ্কারমাশ্রিত্য 'নাহং যোৎস্যে' ইতি যদি ত্বং মন্যসে, তর্হি তবৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়ো মিথ্যা নিষ্ফলো ভাবী ;—প্রকৃতির্ম্মায়া রজোগুণাত্মনা পরিণতা মদ্বাক্যাবহেলিনং ত্বাং গুর্ব্বাদিবধে নিমিত্তে যুদ্ধে নিযোক্ষ্যতি প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥৫৯॥

উক্তমুপপাদয়তি,—স্বভাবেতি। যদি ত্বং মোহাদজ্ঞানান্মহক্তমপি যুদ্ধং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, তদা স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা শৌর্য্যেণ মন্মায়োদ্ভাসিতেন নিবদ্ধোঽবশস্তৎ করিষ্যসি ॥ ৬০ ॥

বিজ্ঞাতৃত্বাভিমানিনমিবালক্ষ্যার্জ্জুনমত্যাজ্যত্বাদ্বিধান্তরেণোপদিশতি,—

গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বর জ্ঞান' তোমাকে বলিলাম ; এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর ; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। হে অর্জ্জুন! ত্বং চেৎ স্বং বিজ্ঞং মন্যসে তর্হ্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাত্বয়া জ্ঞাতো য ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ সন্। সর্ব্বভূতানি বিশিনষ্টি,—যন্ত্রেতি। যৎ কর্ম্মানুগুণং মায়া-নির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়প্রাণলক্ষণং যন্ত্রং তদারূঢ়ানি। রূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে,—যথা সূত্রধারো দারুযন্ত্রারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্তি, তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসারদশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্তধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবননির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধমনিষ্ঠা হইতেই অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ; তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

তর্হি তমেবেশ্বরং সর্ব্বভাবেন কায়াদিব্যাপারেণ শরণং গচ্ছ ; ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ,—তদিতি। পরাং শান্তিং নিখিলক্লেশবিশ্লেষলক্ষণাম্, শাশ্বতং নিত্যং স্থানং চ,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতিগীতং তদ্ধাম প্রাপ্স্যসি। স চেশ্বরোঽহমেব ত্বৎসখঃ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি মৎপূর্ব্বোক্তের্দেবর্ষ্যাদিসম্মতিগ্রাহিণা ত্বয়াপি 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদিনা স্বীকৃতত্বাচ্চ, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষিতত্বাচ্চ। তস্মান্মদুপদেশে তিষ্ঠেতি ॥ ৬২ ॥

শাস্ত্রমুপসংহরন্নাহ,—ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং জ্ঞানং গীতা-শাস্ত্রম্,—"জ্ঞায়ন্তে কর্ম্মভক্তিজ্ঞানাঙ্গনেন" ইতি নিরুক্তেঃ ; তন্ময়া তে তুভ্যমাখ্যাতং সংপ্রোক্তম্। গুহ্যাদ্রহস্যমন্ত্রাদিশাস্ত্রাদ্ গুহ্যতরমিতি গোপ্যম্।

বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পায় ; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয় ; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন,—ইহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, ইহাদিগের জীবন একই-প্রকার হইলেও নিষ্ঠা-ভেদে ইহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥

অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও ভগবৎসচ্চিদানন্দমূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না ;—ইহা-দ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

এতচ্ছাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন বিমৃশ্য পশ্চাদ্যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে তব মোহবিনাশো মদ্বচসি স্থিতিশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৩ ॥

অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যেঽতিশয়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমম্। ভূয় ইতি—রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদত্রে পুনরুচ্যমানং শৃণু পরমং—সর্ব্বসারস্যাপি গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতম্। পুনঃ-কথনেন হেতুঃ,—ইষ্টোঽসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোঽসি। মদ্বাক্যং দৃঢ়নিখিলপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোষ্যতস্তে হিতং বক্ষ্যামি,—তয়াপ্যেত-দেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

এতদ্বচঃ প্রাহ,—মন্মনা ভবেতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক্ মন্মনস্থাদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং কৃষ্ণমেব নমুষ্যসংনিবেশিনমেষ্যসি ; ন তু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণমঙ্গুষ্ঠমাত্র-মন্তর্যামিণং বা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণং বেত্যর্থঃ। তুভ্যমহমাত্মানমেব ত্বৎসখং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ ;—"সত্যং শপথতথ্যয়োঃ" ইতি নানার্থ-বর্গঃ ;—অত্র ন সংশয়ীষ্ঠা ইতি ভাবঃ। ননু মাথুরত্বাত্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ,—প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাহমব্রুবম ; যদ্বং

যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরম-গুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

এই নরলোকে তাঁহা-অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

মে প্রিয়োঽসি স্নিগ্ধমনসা হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি, কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ। যস্য মষ্যতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা। তদ্বিয়োগং সোঢ়ুমহং ন শক্নোমীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং,—'প্রিয়ো হি' ইত্যাদিনা; তস্মাদ্ধ্রুবাচি বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি ॥ ৬৫ ॥

// নন্বু যজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপানন্তপাপমলিনস্বদা পুংসা কথং শক্যা কর্ত্তুং যাবৎ ত্বদ্ভক্তিবিরোধীনি তান্যনন্তানি পাপানি কৃচ্ছ্রাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ সবিহিতৈশ্চ ধর্ম্মৈর্ন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—সর্ব্বেতি। প্রাক্তন-পাপপ্রায়শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা। মাং—সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহ-দাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবিভূর্তং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সপ্তমবিদ্যাপর্য্যন্ত-সর্ব্বকামবিনাশকমেকং, ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিং, শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব। শরণ্যঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সর্ব্বপাপেভ্যস্তেভ্যঃ প্রাক্তনকর্ম্মভ্যস্থাং

যিনি আমাদের এই পরমধর্ম্মসম্বন্ধি কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥৭১॥

হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥
সঞ্জয় উবাচ,—
ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃকর্ত্তব্যতা দর্শিতা। ত্বং মা শুচঃ—অচিরায়ুষা ময়া হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। অত্র মৎপ্রপত্ত্যৈব নিখিলো দোষবিনাশস্তদর্থং কৃচ্ছ্রাদিপ্রয়াসো মৎপ্রপত্তুর্ন ভবেদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ" ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি চৈবমাস্থা। সনিষ্ঠানাং হৃদ্বিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্ঠিতানাং চ লোকসংগ্রহায় যথাযথং কার্য্যাস্তে ধর্ম্মাঃ—"তমেতম্" ইত্যাদিভ্যঃ—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ। ন চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বিতি ব্যাখ্যেয়ম্। বেদনিদেশেনাগ্নিহোত্রাদিত্যাগে যতেরিব পরেশনিদেশেন তত্ত্যাগে তৎপ্রপত্তুস্তদযোগাৎ; প্রত্যুত তন্নিদেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ স্বরূপতো বিহিতত্যাগে প্রত্য-

---

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি;—আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই সর্ব্বপ্রধান জৈবধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

বায়াপত্তেঃ ; সর্ব্বাণি ধর্ম্মকলানাতি ব্যাখ্যেয়ম্ ; ফলত্যাগে তদনাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রপন্নস্য স্বরূপতো ধর্ম্মত্যাগঃ ; ন চ 'ন হি কশ্চিৎ' ইত্যাদিন্যায়েন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাপত্তিস্তদ্বর্জনাদিনিরতস্য তেন ন্যায়েন তদনাপত্তেঃ। তথা চ সন্নিষ্ঠস্যাত্মানুভবাস্তঃপরিনিষ্ঠিতস্য চ পরাত্মানুভবাস্তো যথা ধর্ম্মাচার-স্তথা প্রপত্তুঃ প্রপত্তিঃ শ্রদ্ধাস্তঃ স ইতি এবমেবোক্তমেকাদশেঽপি—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বান-পেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥" ইতি। এবা 'শরণাগতি'-শব্দিতা প্রপত্তিঃ ষড়ঙ্গিকা—"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্ম-নিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥" ইতি বায়ুপুরাণাৎ। ভক্তি-শাস্ত্রবিহিতা হরয়ে রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্ ; তদ্বিপরীতস্তু প্রাতি-কূল্যম্ ; আত্মনিক্ষেপঃ শরণো তস্মিন্ স্বভরন্যাসঃ ; কার্পণ্যমনুধর্বঃ ; নিক্ষেপণমকার্পণ্যমিতি কচিৎ পাঠঃ,—তত্র কার্পণ্যং ততোঽন্যস্মিন্ স্বদৈন্যপ্রকাশঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

অথ স্বোপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং পাত্রেভ্য এব, ন ত্বপাত্রেভ্যো দেয়মিতি উপদিশতি—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে ত্বয়াতপস্কায় অজিতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় শাস্ত্রোপদেষ্টরি ত্বয়ি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যে ময়ি চ সর্ব্বেশভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে শ্রোতু-মনিচ্ছবে ন বাচ্যম্। যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যগুণবিগ্রহমসূয়তি ময়ি

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্যতম পরম যোগ আমি ব্যাসপ্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

মায়িকগুণবিগ্রহতারোপয়তি, তস্মৈ তু নৈব বাচ্যমিত্যতো ভিন্নয়া বিভক্ত্যা তস্য নির্দ্দেশঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"—ইতি ॥ ৬৭ ॥

শাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ,—য ইতি। এতদুপদেষ্টুরাদৌ মৎপরভক্তি-লাভস্ততো মৎপদলাভো ভবতি ॥ ৬৮ ॥

ন চেতি। তস্মাদ্গীতোপদেষ্টুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে মম প্রিয়কৃত্তমঃ পরিতোষকর্ত্তা পূর্ব্বং নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি—মম তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

অথ শাস্ত্রাধ্যেতুঃ ফলমাহ,—অধ্যেষ্যতে চেতি। অত্র যো জ্ঞানযজ্ঞো বর্ণিতস্তেনাহমেতৎপাঠমাত্রেণৈবেষ্টোঽভ্যর্চ্চিতঃ স্যামিতি মে মতিস্তস্যাহং সুলভ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রোতুঃ ফলমাহ,—শ্রদ্ধেতি। যঃ কেবলং শ্রদ্ধয়া শৃণোতি, অনসূয়ঃ কিমর্থং উচ্চৈরশুদ্ধং বা পঠতীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্ সোঽপি নিখিলৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ; যদ্বা, পুণ্যকর্ম্মণাং ভক্তিমতাং লোকান্ ধ্রুবলোকাদীন্ বৈকুণ্ঠ-ভেদানিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

এবং শাস্ত্রং তদ্বাচনাদিমাহাত্ম্যঞ্চোক্তম্। অথ শাস্ত্রার্থাবধানতদনুভবৌ পৃচ্ছতি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থেঽব্যয়ম্। সম্যগনুভবানুদয়ে পুনরপ্যেতদুপ-দেক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

এবং পৃষ্টঃ পার্থঃ শাস্ত্রানুভবং ফলদ্বারেণাহ,—নষ্ট ইতি। মোহো বিপরীতজ্ঞানলক্ষণঃ মম নষ্টস্তৎপ্রসাদাদেব স্মৃতিশ্চ যথাবস্থিতবস্তুনিষ্ঠয়া

হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥

ময়া লব্ধা; অহং গতসন্দেহশ্ছিন্নসংশয়ঃ স্থিতোঽধুনাস্মি; তব বচনং করিষ্যে। এতদুক্তং ভবতি,—দেবমানবাদয়ো নিখিলাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে স্বস্বকর্ম্মসু স্বতন্ত্রা দেহাভিমানিনো মানবৈরর্চ্চিতা দেবাস্তেভ্যোঽভীষ্টপ্রদাঃ। যস্ত্বীশ্বরঃ কোঽপ্যস্তি, স হি নির্গুণো নিরাকৃতিরুদাসীনস্তৎসংনিধানাৎ প্রকৃতির্জগদ্ধেতুরিত্যেবং বিপরীতজ্ঞানলক্ষণো যো মোহঃ পূর্ব্বং মমাভূৎ, স ত্বদুপলব্ধাদুপদেশাদ্বিনষ্টঃ। পরাখ্যস্বরূপশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সার্ব্বৈশ্বর্য্য-সত্যসংকল্পাদিগুণরত্নাকরো ভক্তসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রকৃতি-জীব-কালাখ্য-শক্তিভিঃ সংকল্পমাত্রেণ জীবকর্ম্মানুগুণো বিচিত্রসর্গকৃৎ স্বভক্তেভ্যঃ স্বপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদোঽকিঞ্চনভক্তবিত্তঃ। স চ ত্বমেব মৎসখো বসুদেবসূনুরিতি তাত্ত্বিকং জ্ঞানং মমাভূৎ; অতঃপরং ত্বামহং প্রপন্নঃ স্থিতোঽস্মি; ত্বং মাং কদাচিদপি ন ত্যক্ষ্যসীতি সন্দেহশ্চ মে ছিন্নঃ। অথ ভূভার-হরণং স্বপ্রয়োজনং চেৎ প্রপন্নেন ময়া চিকীর্ষিতং, তর্হি ত্বদ্বচনং তব করিষ্যামীত্যর্জ্জুনো ধনুঃপাণিরুদতিষ্ঠদিতি ॥ ৭৩ ॥

সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথ কথাসম্বন্ধমনুসন্দধানঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ,—ইত্যহমিতি। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়করং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ; রোমহর্ষণং দেহে পুলকজনকম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যবহিততৎসংবাদশ্রবণে স্বযোগ্যতামাহ,—ব্যাসেতি। ব্যাসপ্রসাদাৎ-তদ্দত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাদেতদ্গুহ্যং শ্রুতবান্। কিমেতদিত্যাহ,—পরং যোগমিতি। কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগং চেত্যর্থঃ। পরত্বং সম্পাদয়তি,—যোগেশ্বরাদিতি। দেব-মানবাদি-নিখিলপ্রাণিনাং স্বভাব-

হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

সম্বন্ধো যোগঃ; তেষামীশ্বরাচ্ছ্রিয়স্তঃ স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ স্বমুখেনৈব, ন তু পরম্পরয়া কথয়তঃ। শ্রুতবানস্মীতি স্বভাগ্যং শ্লাঘতে ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যং শ্রোতুরবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বদোষহরণম্, মুহুশ্চ প্রতিক্ষণং হৃষ্যামি—রোমাঞ্চিতোঽস্মি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ বিশ্বরূপং যদর্জ্জুনায়োপদর্শিতম্ ॥ ৭৭ ॥

এবঞ্চ সতি স্বপুত্রবিজয়াদিস্পৃহাং পরিত্যজেত্যাহ,—যত্রেতি। যত্র যোগেশ্বরঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ স্বসংকল্পায়ত্ত-স্বেতরসর্ব্বপ্রাণিস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিকঃ কৃষ্ণো বসুদেবসূনুঃ সারথ্যপর্য্যন্ত-সাহায্যকারিতয়া বর্ত্ততে; যত্র পার্থস্তৎপিতৃস্বসৃপুত্রো নরাবতারঃ কৃষ্ণৈকান্তী ধনুর্দ্ধরোঽজেয়গাণ্ডীব-পাণির্বর্ত্ততে। তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিতে, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীরাজলক্ষ্মীঃ, বিজয়ঃ শত্রুপরিভবহেতুকঃ পরমোৎকর্ষঃ, ভূতিরুত্তরোত্তরা রাজলক্ষ্মী-বিবৃদ্ধিঃ, নীতির্ন্যায়প্রবৃত্তির্ধ্রুবা স্থিরেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। যত্তু যুদ্ধপরমেতচ্ছাস্ত্রমিতি শঙ্ক্যতে? তন্ন;—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদেঃ, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদেশ্চোপদেশত্বাচ্চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মা হৃদ্বিশুদ্ধিহেতুতয়া লোকসংগ্রহার্থতয়া চেহ নিরূপিতা ইত্যেব সুষ্ঠু ॥ ৭৮ ॥

উপায়া বহবস্তেষু প্রপত্তির্দাস্যপূর্ব্বিকা।
ক্ষিপ্রং প্রসাদনী বিষ্ণোরিত্যষ্টাদশতো মতম্ ॥
পীতং যেন যশোদাস্তন্যং নীতং পার্থসারথ্যম্।
স্ফীতং সদ্গুণবৃন্দৈস্তদত্র গীতং পরং তত্ত্বম্ ॥ ১ ॥

'যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায়; ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যদিচ্ছাতরিং প্রাপ্য গীতাপয়োধৌ ন্যমজ্জং গৃহীতাতিচিত্রার্থরত্নম্।
ন চোখাতুমস্মি প্রভুর্হর্ষযোগাৎ স মে কৌতুকী নন্দসূনুঃ প্রিয়স্তাৎ॥ ২॥
শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণম্।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যার্দ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ন্ত্বম্॥ ৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্ম্মযোগ একটী পর্ব্ব এবং হরিবিষয়ি-শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটী পর্ব্ব;—ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর', এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তি-নিঃসৃত;—চিচ্ছক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে তৃণ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও সর্ব্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ব্ববিধ-কর্ম্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব—একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাবসকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব—পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্বমাত্র, একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্ম্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক্; এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব—মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ববিশেষ; তিনি—স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিদ্জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক-পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড় সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা—চিদ্রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত, এবং যাঁহারা জড়রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া জড়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্ব্বেদ লাভ করত তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ-দ্বারা ধ্যানপরিপাকে স্বস্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেমপর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্য-প্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহেতু তাহা—স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও, ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ-কর্ম্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে

যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরমশ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়;—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্মমার্গে যে চতুর্দ্দশ-লোকে জড়সুখ-ভোগ বা ভুক্তি-লাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। জরামরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্ব্বাণাদি-বাচ্যা মুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেকস্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত-সিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর-ধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করত ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-যাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নির্ম্মল-প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্তসমাপ্তি-কালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর; স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত সর্ব্বদা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা-সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতি-দ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল-মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবা-মাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করত আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা।

উপসংহার

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতাভূষণভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাষা-ভাষ্যের সহিত সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ৪০৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গীতাশাস্ত্রের যত প্রকার ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে এই ভাষ্যটী বিশেষ তাত্ত্বিক ও শুদ্ধভক্তির অনুকূল। এই ভাষ্যটী একাধারে মধ্বানুগ ও রূপানুগ সিদ্ধান্তপূর্ণ হওয়ায় মাধ্বগৌড়ীয়গণের পরমপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। নিত্যসত্যপ্রিয় ভক্তের নিকট শ্রীল বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষা-ভাষ্য পরম উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই উভয় ভাষ্যপাঠে ভক্তিধর্ম্মের সনাতনত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গাক্ষরে শ্রীগীতার শ্রীমধ্বভাষ্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য ও বঙ্গভাষায় ঐ সকল ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের পথিকগণের মহোপকার সাধন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা—বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশক ও লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধার-কর্ত্তা। তাঁহার সিদ্ধান্তে চিজ্জড়-সমন্বয়ের পূতিগন্ধ নাই। তিনি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম হইতে অকৈতব শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনকারী।

এই ভাষাভাষ্যের প্রতি-অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-তাৎপর্য্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ভাষ্যের শেষাংশে গীতা-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত অল্পাক্ষরে গ্রথিত হইয়াছে। গীতায় বর্ণিত প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটী সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সংস্করণে গীতার প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের মাতৃকানুক্রমে সূচী-বিভূষিত হওয়ায় গীতাপাঠকের সর্ব্ববিধ অভাবই বিদূরিত হইয়াছে।

গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ॥ ১ ॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ॥ ২ ॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥ ৩ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥ ৪ ॥
ভারতামৃত-সর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৫ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৬ ॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥ ৭ ॥

——•:•:•——